ঋগ্বেদ-সংহিতা।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমং মণ্ডলং।

• • •

মূলং, পদ-বিশ্লেষণং, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদঃ,
সায়ণভাষ্যং, ভাষ্যানুবাদঃ বিশদার্থসমেতঞ্চ।

• • •

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

১৩২৭ সালাব্দাঃ

ঋক্—২৯১

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং রামচন্দ্রপুরঃ পুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা॥
'পৃথিবীর ইতিহাস'-ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া সহরে "পৃথিবীর ইতিহাস" মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমং মণ্ডলং। নবমোঽনুবাকঃ। সপ্তচত্বারিংশং সূক্তং।
প্রথমোঽষ্টকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। প্রথমদ্বিতীয়ৌ বর্গৌ॥

সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং।

চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হইল। একষষ্ট সূক্তে এই অধ্যায় শেষ হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে চৌদ্দটী সূক্ত ছিল; এই অধ্যায়ে পনেরটী সূক্ত আছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ের ঋক্-সংখ্যা ছিল—১৭৩ টি; এ অধ্যায়ের ঋক্-সংখ্যা—১৫২টি। তবে এই অধ্যায়ের ঋক্সমূহ অধিকাংশই বৃহৎ বৃহৎ ছন্দে সংগ্রথিত। এই অধ্যায়ের একটী সূক্তের (পঞ্চাশৎ-সূক্তের) নয়টী ঋক্ মাত্র গায়ত্রী ছন্দে আছে; আর অবশিষ্ট সকল ঋক্ই জগতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী প্রভৃতি ছন্দে নিবদ্ধ। এই অধ্যায়ের সূক্ত-সমূহের দেবতা—অশ্বিদ্বয়, ঊষা, সূর্য্য, ইন্দ্র ও অগ্নি। প্রথমে অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে একটী সূক্ত, তার পর ঊষাদেবতা সম্বন্ধে দুইটী সূক্ত, তার পর সূর্য্যদেবতা সম্বন্ধে একটী সূক্ত বিনিযুক্ত; অবশেষে ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধে সাতটী সূক্ত, অগ্নিদেবতা সম্বন্ধে তিনটী সূক্ত এবং আবার ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধে আর একটী সূক্ত প্রযুক্ত দেখি।

এখন, এই অধ্যায়ের প্রথম যে সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্ত, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছি। এই সূক্তের সহিত পুরাবৃত্তের নানা সম্বন্ধ সূচনা করা যায়। এই সূক্তের দ্বারা সমুদ্র-পথে হিন্দুদিগের গতিবিধি ছিল প্রমাণ করার সুযোগ উপস্থিত হয়। এই সূক্তের দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের সহিত ভারতীয় নৃপতিগণের সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হইতে পারে। সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের প্রসঙ্গ, তিন চক্র রথে অথবা একার অনুরূপ গাড়িতে গতি-বিধির বিষয়—এই সূক্ত হইতে অধ্যাহার করিতে পারি। কণ্ব-বংশীয়গণের যজ্ঞশালায় আসিয়া অশ্বিনীকুমারেরা সোমরস পান করিতেন, তুর্ব্বশ রাজার গৃহে তাঁহারা অনেক সময় অবস্থিতি

করিতেন, পিজবন-রাজার পুত্র সুদাসকে তাঁহারা যুদ্ধকালে সহায়তা করিয়াছিলেন,—এবম্প্রকার কত কাহিনী-কিম্বদন্তীই এই সূক্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর সেই উপলক্ষে প্রাচীন আসীরিয়-দিগের সহিত এই সময়ের ভারতীয়গণের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত প্রখ্যাত হইয়া থাকে।*

বেদের ব্যাখ্যায় বিবিধ মতবাদ পোষণ করা যায়। তবে আমরা যে পথে ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছি, তাহাতে কোথাও অসামঞ্জস্য থাকিবে না—ইহাই বিশ্বাস। আমাদিগের আর ...স, পুরাবৃত্তের সহিত বেদ-মন্ত্রের সম্বন্ধ-স্থাপন পরবর্ত্তী কালের কল্পনা-মূলক। আমরা ...ত্র বা ঘটনার অপলাপ করিতেছি না। তবে সাদৃশ্য মিলিয়া যাওয়ায়, এতৎ সম্বন্ধ ...রূপক আসিয়া সংযোজিত হইতেছে;—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। যাহা হউক, ...চনায় সকল ভাবই বিশদীকৃত হইবে।

সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং॥

অথ প্রথমাষ্টকে চতুর্থোঽধ্যায় আরভ্যতে। অয়ং বামিতি নবমানুবাকস্য চতুর্থং সূক্তং দশর্চং। অত্রানুক্রান্তং। অয়ং দশ প্রাগাথং তিতি। যশ্চাত্রাদ্যাদৃষ্টেরিতি পরিভাষিতত্বাৎ কণ্বপুত্রঃ প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। তথা পূর্ব্বত্রাশ্বিনং ত্বিত্যুক্তত্বাত্ তু হ্যাদিপরিভাষয়েদমপি সূক্তমশ্বিদেবত্যাকং। অনয়ৈব পরিভাষয়েদমুত্তরং চ প্রাগাথং। অতঃ প্রথমাতৃতীয়াদ্যা অযুজো

সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হইল। 'অয়ং বাং' ইত্যাদি নবমানুবাকের এই চতুর্থ সূক্তে দশটি ঋক্ আছে। এ বিষয়ে অনুক্রান্ত আছে; যথা,—'অয়ং দশ প্রাগাথং ত্ব' ইতি। কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব এই সূক্তের ঋষি; অন্য ঋষি কর্তৃক এইরূপ পরিভাষিত আছে। পূর্ব্বে অশ্বিদ্বয়ের বিষয় কথিত হইয়াছে বলিয়া এই সূক্তটিও অশ্বিদেবতাত্মক। পরিভাষিত হওয়ায় উত্তর ভাগও সেই প্রাগাথযোগ্য। এই সূক্তের প্রথম তৃতীয় প্রভৃতি

* রেঃ ডক্টর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঋগ্বেদের দুইটি অধ্যায়ের ইংরাজী অনুবাদ করেন; এবং 'বেদ'-বিষয়ে নিবন্ধ (On the Study of the Vedas) লিখিয়াছেন। তিনি বলেন,—আসীরিয়-তাম্রশাসনে 'তুবস্থ' রাজার নাম আছে; তিনি 'নির্দ্দন'-দেশের অধিপতি। সেই 'তুবস্থই' বেদের 'তুর্ব্বশ'। ঋগ্বেদে 'ইষ্টাশ্ব' শব্দ আছে। আসীরিয়ায় 'কুষ্টাস্প' নাম দৃষ্ট হয়। তিনি এই দুইয়ের সাদৃশ্য দেখেন। যাহা হউক, মন্ত্রার্থ-আলোচনায় সময়েই এ সকল মতের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে। এখানে এতদালোচনা বাহুল্য মাত্র।

বৃহত্যঃ। দ্বিতীয়া চতুর্থ্যাদ্যা যুজঃ সতো বৃহত্যঃ॥ প্রাতরনুবাক আশ্বিনে ক্রতৌ বার্হতে ছন্দস্যেতৎ সূক্তং। অথাশ্বিন ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ইমা উ বামষং বাং। আ০ ৪।১৫। ইতি আশ্বিন শস্ত্রেঽপ্যেতৎ সূক্তং প্রাতরনুবাকন্যায়েনৈবেত্যতিদিষ্টত্বাৎ॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

প্রথমমণ্ডলস্য নবমেঽনুবাকে সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। অশ্বিনৌদেবতাকং। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ॥ অযুজোবৃহতী অযুজঃ সতোবৃহতী ছন্দঃ। প্রাতরনুবাকে আশ্বিনে ক্রতৌ বার্হতে ছন্দসি বিনিয়োগঃ।

. . .

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

অয়ং বাং মধুমত্তমঃ সুতঃ সোম ঋতাবৃধা।

তমশ্বিনা পিবতং তিরোঅহ্ন্যং ধত্তং

রত্নানি দাশুষে॥ ১॥

. . .

পদ-বিশ্লেষণং।

অয়ং। বাং। মধুমতঽতমঃ। সুতঃ। সোমঃ। ঋতঽবৃধা।

তং। অশ্বিনা। পিবতং। তিরঃঽঅহ্ন্যং। ধত্তং।

রত্নানি। দাশুষে॥ ১॥

ঋক্ অযুজোবৃহতী ছন্দঃপ্রথিত। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রভৃতি ঋক্ যুজঃ সতোবৃহতী ছন্দোবিশিষ্ট। প্রাতরনুবাকে আশ্বিনে যজ্ঞে বৃহতী ছন্দোবিশিষ্ট এই সূক্ত ব্যবহৃত হয়। 'অথাশ্বিনঃ' খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—'ইমা উ বামষং বাং'। আ০ ৪।১৫। ইত্যাদি। প্রাতরনুবাকে অশ্বি-দেবসম্বন্ধীয় যজ্ঞে ইহা ব্যবহৃত হয়। তাহারই এই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

. . .

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋতাবৃধা' (সদ্ভাববর্দ্ধকৌ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'মধুমত্তমঃ' (অতিশয়েন মাধুর্য্যবান্, অমৃতোপম ইতি যাবৎ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'অয়ং সোমঃ' (অস্মাকং যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'তিরোঅহ্ন্যং' (হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা নিত্যোৎপন্নং, দিনজবং, স্বতঃসঞ্জাতং) 'তং' (সোমং, সত্ত্বভাবং) 'বাং' (যুবাং) 'পিবতং' (গৃহ্ণীতং, তৎসহ যুবয়োঃ সম্মিলনং ভবতু ইতি ভাবঃ); 'দাশুষে' (মাদৃশে প্রার্থনাকারিণে) 'রত্নানি' (পরমার্থরূপাণি ধনানি) 'ধত্তং' (প্রযচ্ছতং)। হে দেবৌ! অস্মাকং স্বতঃসঞ্জাতং সত্ত্বভাবং অতিলক্ষ্য যুবাং অস্মান প্রাপ্য,—অস্মান্ পূর্ণসত্ত্বভাবসম্পন্নান্ কুরুতং ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৭সূ—১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সদ্ভাবপরিবর্দ্ধনকারী, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! অমৃতোপম ও বিশুদ্ধ আমাদের যে সত্ত্বভাব, হেলায় শ্রদ্ধায় নিত্যোৎপন্ন (স্বতঃসঞ্জাত) সেই সত্ত্বভাবটুকু আপনারা গ্রহণ করুন এবং মৎসদৃশ প্রার্থনকারীকে পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে, আমাদিগের স্বতঃসঞ্জাত সত্ত্বভাবের সহিত পূর্ণরূপে আপনাদিগের সম্মিলন হউক)। (১ম—৪৭সূ—১ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋতাবৃধা। ঋতস্য সত্যস্য যজ্ঞস্য বা বর্দ্ধয়িতারাবশ্বিনা। অশ্বিনৌ বাং যুবয়োরয়ং পুরোবর্ত্তী সোমঃ সুতোঽভিষুতঃ। কীদৃশঃ। মধুমত্তমঃ। অতিশয়েন মাধুর্য্যবান্। তিরো-অহ্ন্যং তিরোভূতে পূর্ব্বস্মিন্দিনেঽভিষুতং তং সোমং পিবতং। দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় রত্নানি রমণীয়ানি ধনানি ধত্তং। প্রযচ্ছতং॥

বাং। যুষ্মদস্মদোঃ ষষ্ঠীচতুর্থীদ্বিতীয়াস্থয়োর্ব্বানাবৌ। পা০ ৮।১।২০। ইতি ষষ্ঠীদ্বিবচনস্য বামাদেশঃ। স চানুদাত্তঃ। মধুমত্তমঃ। মন জ্ঞানে। মন্যত ইতি মধু। ফলিপাটিন-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋতের অর্থাৎ সত্যের বা যজ্ঞের বর্দ্ধনকারক অশ্বিদেবদ্বয়! আপনাদের উভয়ের সম্মুখবর্ত্তী এই সোম অভিষুত হইয়া আছে। এই সোম কিরূপ? 'মধুমত্তমঃ' অর্থাৎ অতিশয় মাধুর্য্যবান্। 'তিরোঅহ্ন্যং'—তিরোভূত অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের অভিষুত। এই সোম আপনারা উভয়ে পান করুন। হবির্দাতা যজমানকে রমণীয় ধনসমূহ প্রদান করুন।

বাং। 'যুষ্মদস্মদোঃ ষষ্ঠীচতুর্থী দ্বিতীয়াস্থয়োর্ব্বানাবৌ' (পা০ ৮।১।২০) এই নিয়মে ষষ্ঠীর দ্বিবচনে 'বাং' আদেশ হইয়াছে। ইহা অনুদাত্ত। মধুমত্তমঃ। জ্ঞানার্থক মন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'মন্যত ইতি মধুঃ' এই বাক্যে এই পদ হইয়াছে। 'ফলিপটিনমি' ইত্যাদি নিয়মে 'নঃ'

শীতাদিনো প্রত্যয়ঃ। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং। ধকারস্যচাদেশঃ। অতিশয়েন মধুমান্ মধুমত্তমঃ। মতুপ্ তমপোঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে পদস্বর এব শিষ্যতে। ঋতাবৃধা। বৃধেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কিপ্চেতি কিপ্। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। তিরোঅহ্ন্যং। অহনি ভবোহহ্ন্যঃ। ভবে ছন্দসীতি যৎ। অল্লষ্টধারেবেতি নিয়মাল্লছিত ইতি টিলোপাভাবঃ। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি বচনাত্তে চাতাব কর্ম্মণোঃ। পা০ ৬।৪।১৬৮। ইতি প্রকৃতিভাবাভাবেহল্লোপোহন ইত্যকারলোপঃ। তিরোহিতোহহ্ন্যস্তিরোঅহ্ন্যঃ। তিরোহন্তর্দ্ধৌ। পা০ ১।৪।৭১। ইতি গতিত্বেন নিপাতত্বাদব্যয়ত্বে প্রাদিসমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। দাশুষে। দাশ্বান্ সাহ্বান্মিত্যাদিনা ক্বসুপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। চতুর্থ্যেকবচনে বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং॥ শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং॥ (১ম—৪৭সূ—১ঋ)॥

প্রথম (৫৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে দেবদ্বয়! মধুর স্বাদ আস্বাদবিশিষ্ট, বিশুদ্ধ সোমরস-রূপ এই মাদক দ্রব্য আপনাদের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। কল্য হইতে প্রস্তুত (অর্থাৎ বাসি) এই রস আপনারা পান করুন; আর এই যজমানকে ধনরত্নাদি দান করুন।' *

প্রত্যয় হইয়াছে। নিদিত্যনুবৃত্তিহেতু আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। ধ-কারে অন্ত্যাদেশ হয়। 'অতিশয়েনমধুমান্' এই বাক্যে 'মধুমত্তমঃ' হইয়াছে। 'মতুপ্ তমপোঃ'—নিয়মে 'প' ও 'ইতের' অনুদাত্ত হেতু পদের স্বর এইরূপ হইয়াছে। ঋতাবৃধা। 'বৃধেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ' এই নিয়মে 'কিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতঃ' নিয়মে দীর্ঘত্ব হইল। তিরোঅহ্ন্যং। 'অহনি ভব' এই বাক্যে 'অহ্ন্যঃ' পদ হইয়াছে। 'ভবে ছন্দসি' এই নিয়মে 'যৎ' হইয়াছে। 'অল্লষ্টধারেবেতি নিয়মাল্লছিতঃ' সূত্রানুসারে 'টি' লোপের অভাব ঘটিয়াছে। 'সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' এই বচন-হেতু, "যে চাতাবকর্ম্মণোঃ" এই পাণিনীর সূত্রানুসারে (পা০ ৬।৪।১৬৮) প্রকৃতিভাবের অভাব হওয়ায়, "অল্লোপোহনঃ" এই সূত্রানুসারে অকারের লোপ হইয়াছে। 'তিরোহিতঃ অহ্ন্যঃ' এই বাক্যে এই পদ হইয়াছে। 'তিরোহন্তর্দ্ধৌ' (পা০ ১।৪।৭১) এই নিয়মে 'তিরোঅহ্ন্যং' পদ সাধিত হইয়াছে। এইরূপে নিপাতহেতু অব্যয় হইল। প্রাদিসমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্ববোধক। দাশুষে। 'দাশ্বান্ সাহ্বান্' নিয়মে 'ক্বসু' প্রত্যয় করিয়া নিপাতিত করা হইয়াছে। 'চতুর্থ্যেকবচনে বসোঃ সম্প্রসারণং' সূত্রানুযায়ী সম্প্রসারণ হইয়াছে। 'শাসিবসিঘসীনাং চ' এই নিয়মে 'ষত্বং' হইয়াছে। (১ম—৪৭সূ—১ঋ)।

---

* এক সোম, তায় "তিরোঅহ্ন্যং"; সুতরাং সোণার সোহাগা সংযোগ হইয়াছে। লতার রস বাসী হইলে, বিশেষ-রূপ মাদকতা-গুণবিশিষ্ট হয়; এই সিদ্ধান্তই এখানে সাধারণতঃ আসে। সুতরাং অর্থও ঐরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় অনুধাবন করুন। যে পদের যে প্রতিবাক্য আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় পরিগৃহীত হইয়াছে, সেই সকল পদের তদ্রূপ অর্থের কারণ-পরম্পরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। তৎসমুদয়ের পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। এই মন্ত্রে "অয়ং সোমঃ" বাক্যে 'স্বতঃসঞ্জাত সত্ত্বভাবের' বিষয়ই প্রখ্যাত হইয়াছে। 'অয়ং' পদে তৎপ্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। 'মধুমত্তমঃ' এবং 'সুতঃ' পদদ্বয়ে সেই সত্ত্বভাবটুকুর স্বরূপ পরিব্যক্ত রহিয়াছে। যে সত্ত্বভাব—সতঃসঞ্জাত (তিরো অহ্ন্যং), * যে সত্ত্বভাব ভগবদনুকম্পায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সত্যই 'মধুমত্তমঃ'—অমৃতোপম; তাহা সত্যই 'সুতঃ'—অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র। 'অয়ং' সেই পদ বিশিষ্টতা-নির্দ্দেশবাচক। ঐ পদে সেই স্বতঃসঞ্জাত সত্ত্বভাবের প্রতি লক্ষ্য আকর্ষণ করিতেছে। †

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব আসে,—'হে অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়! দেহের জ্বালায়, অন্তরের জ্বালায়, আমরা জর্জ্জরীভূত। আপনাদিগের অনুগ্রহ লাভের উপযোগী কোনও কর্ম্মানুষ্ঠানই আমরা করিতে পারি নাই। ভরসা একমাত্র—সেই 'তিরোঅহ্ন্যং সোমং'—ভগবৎকৃপায়-প্রাপ্ত, হেলায়-শ্রদ্ধায়-সঞ্জাত সেই সত্ত্বভাবটুকু। সেই সত্ত্বভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া আপনারা আমাদিগের নিকট আগমন করুন; আর আমাদিগের অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি নাশ করিয়া আমাদিগকে পরমার্থ-প্রাপ্তি-রূপ ব্যাধিশূন্য স্বাস্থ্য অবস্থায় লইয়া যাউন।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এবম্প্রকার অনুগ্রহ-প্রার্থনার ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। (১ম—৯সূ—১ঋ)

* "তিরো অহ্ন্যং" পদের এই অর্থই পূর্ব্বে পঞ্চত্রিংশৎ-সূক্তের দশম ঋকের ব্যাখ্যায় (২২৫৮—২২৬২ পৃষ্ঠা দেখুন) প্রকাশ করিয়াছি। ঐ পদে সেই একই ভাবমূলক আরও এক অর্থ গ্রহণ করা যায়। সে অর্থে—'অহ্ন্যং' পদে 'দিনকৃতপাপং' এবং 'তিরঃ' পদে 'গতঃ' এই ভাব আসে। তাহাতে মন্ত্রারা "দিনকৃত পাপ নাশপ্রাপ্ত হয়" সেই-সোমকে (সত্ত্বভাবকে বা ভক্তিকে) বুঝাইতে পারে। এক পক্ষে, সেও ভগবৎ-প্রদত্ত স্বতঃসঞ্জাত।

† এখানকার ন্যায় "অয়ং সোমঃ" পদই পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তের দশম ঋকেও দৃষ্ট হইবে।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা সুপেশসা

রথেনা যাতমশ্বিনা।

কণ্বাসো বাং ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত্যধ্বরে তেষাং

সু শৃণুতং হবং॥ ২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্রিঽবন্ধুরেণ। ত্রিঽবৃতা। সুঽপেশসা।

রথেন। আ। যাতং। অশ্বিনা।

কণ্বাসঃ। বাং। ব্রহ্ম। কৃণ্বন্তি। অধ্বরে। তেষাং।

সু। শৃণুতং। হবং॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'ত্রিবন্ধুরেণ' (আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিক-আধিভৌতিক-ত্রিবিধদুঃখরূপ-বন্ধনযুক্তেন, যদ্বা—বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা-ত্রিধাতু-সম্বন্ধ-বিশিষ্টেন, যদ্বা—ত্রিগুণসাম্যসাধনভূতেন সুখেন) 'ত্রিবৃতা' (সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণসাম্যসাধন-ভূতেন, যদ্বা—ত্রিধাতুসাম্যভূতেন, যদ্বা—ত্রিলোকব্যাপকেন) 'সুপেশসা' (সুষ্ঠুভাব-প্রাপ্তেন, সদ্ভাবপ্রাপ্তেন) 'রথেন' (অস্মদীয়কর্ম্মরূপযানেন) যুবাং 'আ-যাতং' (আগচ্ছতং); হে দেবৌ! অস্মদীয়ানুষ্ঠিতানি কর্ম্মাণি যুবয়োরাগমনোপযোগীনি ভবন্তু;

তৈঃ যুবাং অস্মান্ প্রাপয়তং; ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। 'কণ্বাসঃ' (অকিঞ্চনাঃ—বয়মিতি যাবৎ, যদ্বা—মেধাবিনঃ) 'অধ্বরে' (যাগাদিসৎকর্ম্মণি) 'বাং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধী) 'ব্রহ্ম' (স্তোত্ররূপং মন্ত্রং) 'কৃণ্বন্তি' (কুর্ব্বন্তি, উচ্চারয়ন্তি); 'তেষাং' (আহ্বানকারিণাং—অস্মদীয়ানাং ইতি যাবৎ) 'হবং' (আহ্বানং) 'সু শৃণুতং' (আদরেণ গৃহ্নীতং)। অস্মাসু সৎকর্ম্মসম্পাদনসামর্থ্যো ন বিদ্যতে; সম্বলো মাত্র অয়ং স্তোত্রমন্ত্রঃ; তদুপলক্ষ্য অস্মভ্যং কৃপাপরৌ ভবতং। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৭সূ—২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্ব্যাধি বহির্ব্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিক-আধিভৌতিক-ত্রিবিধ-দুঃখরূপ বন্ধনযুক্ত (অথবা—বায়ু-পিত্ত-কফ-ত্রিধাতু-সম্বন্ধবিশিষ্ট) সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-ত্রিগুণসাম্যসাধনভূত (অথবা—ত্রিধাতুসাম্যভূত, অথবা—ত্রিলোকব্যাপী) সুষ্ঠু-অবস্থা-প্রাপ্ত (আমাদিগের) কর্ম্মরূপ-যানে আপনারা আগমন করুন; (ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ আপনাদিগের আগমনোপযোগী হউক; আমাদিগের সেই কর্ম্মসমূহ দ্বারা আপনারা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন;—এই প্রার্থনা।')। অকিঞ্চন আমরা (অথবা—মেধাবিগণ) যাগাদি সৎকর্ম্মে আপনাদিগের সম্বন্ধী স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি (করেন); প্রার্থনাকারীদিগের (আমাদিগের) সেই আহ্বান আদরে গ্রহণ করেন (করুন)। (ভাব এই যে,—আমাদিগের মধ্যে আদৌ সৎকর্ম্ম-সম্পাদন-সামর্থ্য নাই; সম্বল মাত্র এই স্তোত্রমন্ত্র; তাহাই উপলক্ষ করিয়া, আমাদিগের প্রতি কৃপাপরায়ণ হউন, এই প্রার্থনা।)॥ (১ম—৪৭সূ—২ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা ত্রিবন্ধুরেণোন্নতানতরূপত্রিবিধবন্ধনকাষ্ঠযুক্তেন ত্রিবৃতাপ্রতিহতগতিযুক্তেন লোকত্রয়ে বর্ত্তমানেন সুপেশসা শোভনসুবর্ণযুক্তেন রথেনায়াতং। ইহাগচ্ছতং। কণ্বাস।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! উন্নত ও আনতরূপ ত্রিবিধবন্ধনকাষ্ঠবিশিষ্ট এবং অপ্রতিহতগতিযুক্ত লোকত্রয়ে বিদ্যমান্ সুন্দর সুবর্ণযুক্ত রথে (আপনারা) এইখানে আগমন করুন। কণ্বপুত্র,

কণ্বপুত্রা মেধাবিন ঋত্বিজো বাং যুবয়োরধ্বরে যাগে ব্রহ্ম স্তোত্ররূপং মন্ত্রং হবির্লক্ষণমন্নং বা কৃণ্বন্তি। কুর্ব্বন্তি। তেষাং কণ্বানাং হবমাহ্বানং সু শৃণুতং। সুষ্ঠ্বাদরেণ শৃণুতং ॥

ত্রিবন্ধুরেণ। বধ্নন্তীতি বন্ধুরাঃ। বন্ধেরৌণাদিক উরন্-প্রত্যয়ঃ। ত্রয়ো বন্ধুরা যস্যাসৌ ত্রিবন্ধুরঃ। ত্রিচক্রাদিষু পাঠাৎ ত্রিচক্রাদীনাং ছন্দসুপসংখ্যানমিত্যুত্তরপদাদ্যোদাত্তত্বং। ত্রিবৃতা। ত্রিষু লোকেষু বর্ত্তত ইতি ত্রিবৃৎ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। সুপেশসা। পেশ ইতি হিরণ্যনাম। শোভনং পেশো যস্যাসৌ সুপেশাঃ। আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। শৃণুতং। শ্রুবঃ শৃ চেতি শ্নুঃ। তৎসন্নিয়োগেন ধাতোঃ শৃভাবশ্চ। হবং। হ্বয়তের্ভাবেঽনুপসর্গস্যেত্যপ্। সম্প্রসারণঞ্চ গুণবাদেশৌ। প্রত্যয়স্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় (৫৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ চলিয়া আসিতেছে, সায়ণের ভাষ্যেই তাহার আভাষ পাওয়া যাইবে। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের একখানি রথ বা গাড়ী আছে। সেই রথ বা গাড়ীখানি—ত্রিবন্ধুর অর্থাৎ তিনখানি কাঠের বন্ধনবিশিষ্ট। তাহাতে কতকটা গরুর গাড়ীর আকৃতি-সম্পন্ন—এই ভাব মনে আসিতে পারে। তার পর বলা হইয়াছে—তাহা 'ত্রিবৃতা' অর্থাৎ তিন-কোণ-বিশিষ্ট। ইহাতেও অস্মদ্দেশ-প্রচলিত গরুর গাড়ীর

মেধাবী ঋত্বিক্গণ তবৎসম্বন্ধি যাগে স্তোত্ররূপ মন্ত্রসমূহকে অথবা হবির্লক্ষণযুক্ত অন্নসমূহকে (প্রস্তুত) করিয়াছেন। সেই ঋত্বিক-গণের আহ্বান আদরের সহিত শ্রবণ করুন।

ত্রিবন্ধুরেণ। বন্ধন করেন—এই অর্থে 'বন্ধুরাঃ' হইয়াছে। বন্ধ' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'উরন্' প্রত্যয় হইয়াছে। তিনটী বন্ধুরা অর্থাৎ বন্ধন হইয়াছে যাহার—এই বাক্যে 'ত্রিবন্ধুরঃ' পদটী নিষ্পন্ন হয়। ত্রিচক্রাদি বিষয়ে পাঠ-হেতু 'ত্রিচক্রাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানং' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ত্রিবৃতা। তিনটী লোকে যাহা বিদ্যমান্ আছে—এই বাক্যে 'ত্রিবৃৎ' হইয়াছে। 'ক্বিপ্ চেতি' সূত্রানুসারে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। সুপেশসা। 'পেশ' ইহা হিরণ্যের নাম। সুন্দর 'পেশঃ' হইয়াছে যাহার—এই বাক্যে 'সুপেশাঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শৃণুতং। 'শ্রুবঃ শৃ চেতি' সূত্রানুসারে 'শ্নুঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। তাহার সন্নিয়োগ-হেতু ধাতুর শৃভাব হইয়াছে। হবং। 'হ্বয়তের্ভাবেঽনুপসর্গস্য' এই সূত্রানুসারে 'অপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। সম্প্রসারণ 'গুণ' এবং 'ব' আদেশ হইয়াছে। প্রত্যয়ের 'প' ইৎ হেতু অনুদাত্ত বিষয়ে ধাতুস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। (১ম—৪৭সূ—২ঋ)।

ভাবই মনে আসে। তার পর বলা হইয়াছে—'সুপেশসা'। ইহাতে সেই গাড়ীখানি সুন্দররূপে স্বর্ণাভ বস্ত্রাদি দ্বারা মণ্ডিত বা সজ্জিত ছিল বলা যাইতে পারে। গরুর গাড়ীতে টোপর বাঁধিয়া ভাল কাপড়-চোপড় দিয়া ঢাকিয়া লইলে যে ভাব আসে, এখানে সেই ভাবটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যায়। এ পক্ষে মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ এই যে,—'ঐরূপ গাড়ীতে চড়িয়া তোমরা আগমন কর।' শেষাংশের মর্ম্ম,—'কণ্বপুত্রেরা যজ্ঞে তোমাদিগের সম্বন্ধী মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন; তোমরা সাদরে তাহা শ্রবণ কর।' এখানে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ঋগ্বেদের সময়ের শকটের (রথের বা যানের) একটা পরিচয় পাইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, এই মন্ত্র কোন্ জন কর্তৃক কখন্ উচ্চারিত হইতেছে, তাহারও একটা কল্পনা করা যাইতে পারে। সে পক্ষে একটা ভাব আসে, কণ্ববংশীয় ঋত্বিক্গণকে পূজায় বসাইয়া দিয়া, যজমান যেন স্বতন্ত্রভাবে দেবদ্বয়কে বলিতেছেন,—'আসুন, কণ্বপুত্রেরা যখন ডাকিতেছেন, তখন প্রার্থনা শুনুন।' ফলতঃ, এতদর্থে, এক জনের দোহাই দেওয়া ভিন্ন অন্য ভাব আসে না। পরন্তু কণ্ববংশীয়গণ যে সময় পৌরহিত্য করিতেন, সেই সময় কেহ (প্রস্কন্বই হউন না কেন) এই মন্ত্র রচনা করিয়া দেবদ্বয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন—মনে আসে।

অতঃপর আমাদিগের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। সে পক্ষে প্রধানতঃ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা অনুসরণীয়। আর, অনুসরণীয়—কয়েকটী পদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। 'ত্রিবন্ধুরেণ'—এই পদের মধ্যে তিনটী কাষ্ঠের সম্বন্ধ কেন টানিয়া আনি? কাষ্ঠবাচক এমন কি উপাদান ঐ পদে বিদ্যমান্ আছে—যদ্দ্বারা কাষ্ঠের সম্বন্ধ-সূচনায় আমরা প্রলুব্ধ হইব? কিছুই না। পরন্তু ঐখানে ত্রিবিধ বন্ধনের বিষয় প্রখ্যাত দেখি। আর, তাহা হইতেই, ত্রিবিধ বন্ধন কি—তাহা বুঝিতে পারি। ত্রিবিধ বন্ধন বলিতে, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ বন্ধনকেই বুঝাইয়া থাকে। অথবা, বায়ু-পিত্ত-কফ—এই ত্রিধাতুর সম্বন্ধ-বন্ধনযুক্ত দেহকেও বুঝাইতে পারে। পক্ষান্তরে এই 'ত্রিবন্ধুরেণ' পদে সমভাব-প্রকাশক আর এক অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। তদনুসারে প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে পারি—"ত্রিগুণসাম্যসাধনভূতেন সুখেন," ভাব এই যে, যে কার্য্যে ত্রিগুণসাম্যজনিত সুখ (পরম সুখ) প্রাপ্ত হওয়া

যায়। এই ভাবের অর্থই পূর্ব্বে এক স্থলে (চতুস্ত্রিংশৎ সূক্তের নবম ঋকের "ত্রয়ো বন্ধুরঃ" পদদ্বয়ের অর্থ উপলক্ষে) গ্রহণ করিয়াছি। এখানেও সে ভাব অসঙ্গত হয় না। তার পর, দেখুন, 'ত্রিবৃতা' পদ। এই পদের বিষয়ও পূর্ব্বে (এই মণ্ডলেরই চৌত্রিশ সূক্তের নবম ও দ্বাদশ ঋকের ব্যাখ্যায়) * আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে ঐ পদে ত্রিগুণ-সাম্যের বা ত্রিধাতু-সাম্যের বা ত্রিলোক-ব্যাপ্তির ভাব পাওয়া যায়। পরন্তু 'রথের' এই 'ত্রিবন্ধুরেণ' ও 'ত্রিবৃতা' বিশেষণে আধ্যাত্মিক অবস্থার বিষয়ই দ্যোতনা করিতেছে। ইহাই আমাদিগের অভিমত। † 'সুপেশসা' পদে সুষ্ঠুভাব বা সুষ্ঠু অবস্থা প্রাপ্তির বিষয় দ্যোতনা করে। এইরূপে 'ত্রিবন্ধুরেণ' 'ত্রিবৃতা' ও 'সুপেশসা'—এই তিনটী বিশেষণের বিশেষত্ব উপলব্ধ হইলেই, সেই দেবদ্বয়ের আগমনের উপযোগী রথখানি যে কেমন—তাহা অল্পায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। এখানে আমাদিগের কর্ম্ম-রূপ যানকেই 'রথ' বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেও (১ম—৩৪সূ—৯ঋ ও ১০ঋ) এই রথের স্বরূপ বিবৃত করিয়াছি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রাংশে কি বলা হইয়াছে, তাহা অবশ্যই বুঝা যায়। বলা হইয়াছে—'আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারাই আপনারা আমাদিগের মধ্যে আগমন করুন।' সে কর্ম্ম কেমন? তাহারই নিদর্শন—ঐ বিশেষণ-কয়েকটী। কর্ম্মমাত্রই সাধারণতঃ বন্ধন-কারণ। তাই বলা হইয়াছে—'ত্রিবন্ধুরেণ।' কর্ম্মমাত্রই সাধারণতঃ সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণাত্মক; কর্ম্ম-মাত্রই সাধারণতঃ ত্রিধাতুসাম্যসাধনভূত এই দেহাত্মক। তাই বলা হইয়াছে—'ত্রিবৃতা।' সে তো কর্ম্ম আছেই! কর্ম্মের সে সম্বন্ধ তো অলঙ্ঘ্য বটেই। কিন্তু কেবল সে কর্ম্মের মধ্য দিয়া তো দেবতার আগমন সম্ভবপর নয়? কেবল সে কর্ম্মে তো ভগবানকে পাওয়া যায় না? তাই

* মৎসম্পাদিত "ঋগ্বেদ-সংহিতার" ১৭৪০—১৭৪৫ এবং ১৭৫৮—১৭৬২ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় 'ত্রিবৃত' ও 'ত্রিবৃতা' পদের অর্থ লক্ষ্য করুন।

† সায়ণের অর্থ—সেথান হইতে এখানে একটু অন্যরূপ দেখিতে পাই। সেখানে তিনি রথের উপর উপবেশনযোগ্য যে স্থান তাহারই আধারভূত কাষ্ঠত্রয়ের বন্ধন (অক্ষ ও ঈষাদণ্ডের বন্ধনকে) লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এখানে তিনি 'উন্নতানতরূপ ত্রিবিধ বন্ধন' অর্থ গ্রহণ করেন। 'ত্রিবৃৎ' পদে সেখানে 'ত্রিকোণ' এবং এখানে তিনি 'ত্রিলোক গমনশীল' ভাব লইয়াছেন।

দেখি—আর একটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইল? বলা হইল—'সুপেশসা'। কর্ম্মটী সুষ্ঠুভাব সদ্ভাব প্রাপ্ত হউক। এখন, বিবেচনা করিয়া দেখুন,—কর্ম্ম সুষ্ঠুভাব বা সদ্ভাব প্রাপ্ত হয় কখন? যখন কর্ম্মফল ভগবানে অর্পিত হয়—কর্ম্ম যখন নিষ্কামকর্ম্ম মধ্যে গণ্য হয়। সে পক্ষে মন্ত্রের প্রথমাংশের ('অশ্বিনা ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা সুপেশসা আ-যাতং'—এই মন্ত্রাংশের) প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবদ্বয়! বন্ধনমূলক জন্মহেতুভূত আমাদিগের এই কর্ম্মকে, নিষ্কামকর্ম্ম-রূপে পরিচালিত করিয়া লইয়া, সেই কর্ম্ম মধ্যে আপনারা বিরাজমান্ হউন।' তাহাই মোক্ষ।

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। ঐ অংশকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। 'কণ্বাসঃ' পদে 'কণ্বপুত্রগণ' অর্থ আমরা গ্রহণ করি না। আমরা যে মূঢ়, আমরা যে বিভ্রান্ত, আমরা যে অকিঞ্চন, ঐ পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। সে পক্ষে মন্ত্রাংশের ('কণ্বাসঃ অধ্বরে বাং ব্রহ্ম কৃণ্বন্তি'—বাক্যের) মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আমাদিগের আর কোনই সম্বল নাই; না আছে—জ্ঞান, না আছে—ভক্তি, না আছে—কর্ম্মসামর্থ্য; এখন সম্বল মাত্র—এই মন্ত্রোচ্চারণ। কোনরূপে এই মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছি। 'তেষাং হবং সু শৃণুতং'—সেই মন্ত্র মাত্র উপলক্ষ্য করিয়া, আপনারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।' আমাদিগের মনে হয়, এই মন্ত্র এই ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। আর্ত্ত, ব্যথিত, অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-প্রপীড়িত নরনারী—যে যেখানে আছ, এই মন্ত্রে সকল কালে সকল সময়ে সেই আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়কে আহ্বান করিতে প্রবুদ্ধ হও। ইহাই এই মন্ত্রের প্রধান উপদেশ বলিয়া মনে করি। * (১ম—৪৭সূ—২ঋ)॥

---

* 'কণ্বাসঃ' পদে 'কণ্বপুত্রগণ' বা 'মেধাবিগণ' অর্থ গ্রহণ করিলেও, অন্যদিক দিয়া এই ভাবই উপলব্ধ হইতে পারে। 'কণ্বপুত্রগণ' অর্থ ধরিলে, কালচক্রে আত্মারূপে তাঁহাদের চির-বিদ্যমানতা (অমরত্ব) স্বীকার করিতে হয়। (এ বিষয়ের আলোচনা ৩৬ সূক্তের ১৮ ঋকের ব্যাখ্যায় দেখুন)। আর, মেধাবিগণ অর্থ স্বীকার করিলে, ভাব হয়,—'মেধাবিগণ মন্ত্রোচ্চারণে আপনাদের উপাসনা করেন এবং তাঁহাদের প্রার্থনা আপনারা শ্রবণ করিয়া থাকেন।' এ পক্ষে মন্ত্রের শেষাংশটুকু দেবদ্বয়ের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক মাত্র হয়। তাহাতে তাঁহারা বুঝিয়া প্রার্থনার ভাব আনা যায়,—'আমরা যেন তাঁহাদিগের মত হইতে পারি।'

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অশ্বিনা মধুমত্তমং পাতং সোমমৃতাবৃধা।

অথাদ্য দস্রা বসু বিভ্রতা রথে

দাশ্বাংসমুপ গচ্ছতং ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্বিনা। মধুমৎ২তমং। পাতং। সোমং। ঋত২বৃধা।

অথ। অদ্য। দস্রা। বসু। বিভ্রতা। রথে।

দাশ্বাংসং। উপ। গচ্ছতং ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋতাবৃধা' (সদ্ভাবপ্রবর্দ্ধকৌ) 'অশ্বিনা' (হে দেবৌ) যুবাং মধুমত্তমং' (অতিশয়েন মাধুর্য্যবন্তং) 'সোমং' (সদ্ভাবং) 'পাতং' (রক্ষতং—অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ); 'অথ' (অস্মাকং হৃদি সদ্ভাবরক্ষণানন্তরং) 'দস্রা' (আধিব্যাধিনাশকৌ, রিপুবিমর্দ্দকৌ, যদ্বা,—পাপপুণ্যকর্ম্মদ্রষ্টারৌ) 'বসু বিভ্রতা' (পরমং ধনং ধারয়ন্তৌ, হে দেবৌ) 'রথে' (অস্মাকং হৃদয়ে, যদ্বা—কর্ম্মরূপযানে) 'অদ্য' (নিত্যং—আগচ্ছন্তৌ ইতি যাবৎ) 'দাশ্বাংসং' (অর্চ্চনাকারিণং—মাং ইতি যাবৎ) 'উপ গচ্ছতং' (সর্ব্বথা প্রাপ্নুতং)। হে দেবৌ! মাং সদ্ভাবসম্পন্নং কৃত্বা তৎসহ যুবাং সম্মিলিতৌ ভবতং। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪৭সূ—৩ঋ)।

• •

বঙ্গানুবাদ।

সদ্ভাবপ্রবর্দ্ধক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা আমার হৃদয়ে অতিশয় মাধুর্য্যবন্ত সদ্ভাবকে রক্ষা করুন; তার পর, সেই সদ্ভাব রক্ষণানন্তর, হে রিপুনাশক (অথবা—হে আমার পাপপুণ্যকর্ম্মদ্রষ্টা) পরমধনধারণকারী

দেবদ্বয়, আমার হৃদয়ে (অথবা—কর্ম্মরূপ-যানে) নিত্যকাল আগমন করিয়া [illegible] অর্চ্চনাকারী আমাকে সর্ব্বদা প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আমাকে সত্ত্বভাবসমন্বিত করিয়া তৎসহ আপনারা সম্মিলিত হউন।)॥ (১ম—৪৭সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋতাবৃধা যজ্ঞস্য বর্দ্ধকাবশ্বিনৌ মধুমত্তমং সোমং পাতং পিবতং। হে দস্রা! অশ্বিনৌ সোমপানায়াগতাবস্মদাহ্বানানন্তরমদ্য অস্মিন্ দিনে রথে স্বকীয়ে বসু বিভ্রতা। অস্মদুপযুক্তং ধনং ধারয়ন্তৌ দাশ্বাংসং হবিঃপ্রদং যজমানমুপগচ্ছতং। সমীপে প্রাপ্নুতং॥

বিভ্রতা। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। শতরি জুহোত্যাদিত্বাচ্ছপঃ শ্লুঃ। ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। শতুর্ঙিত্বাদগুণাভাবে যণাদেশঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ ৩॥

তৃতীয় (৩৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের জন্য অশ্বিনাকুমারদ্বয়কে আহ্বান করা হইতেছে,—ইহাই এই মন্ত্রের সাধারণ প্রচলিত অর্থ।

কিন্তু আমাদের প্রবর্ত্তিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—এখানে হৃদয়ে সত্ত্বভাব-পরিবৃদ্ধির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে এবং তৎসহ দেবদ্বয়ের সম্মিলন-প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

যে পদে যে অর্থ পূর্ব্বাপর আমরা পরিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই পদে সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। কেবল 'পাতং' পদে 'পিবতং' প্রতিবাক্য গ্রহণ না করিয়া 'রক্ষতং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হইয়াছে। 'পিবতং' প্রতিবাক্য রাখিলেও চলিত। তবে তাহাতে "সোমং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে যজ্ঞবর্দ্ধক অশ্বিদ্বয়! আপনারা মধু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সোম পান করুন। হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সোমপানার্থ আহ্বাননন্তর এই দিবসে স্বকীয় রথে ধন ধারণ করুন। আমাদিগের উপযুক্ত ধন লইয়া আপনারা যজমানের সমীপে উপগত হউন।

বিভ্রতা। ধারণ ও পোষণার্থ 'ভৃঞ্' (ভৃ) ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয়; জুহোত্যাদি হেতু শপের স্থানে 'শ্লুঃ' হইয়াছে। 'ভৃঞামিৎ' সূত্রানুসারে অভ্যাসের স্থানে 'ই' হইয়াছে। শতৃ-প্রত্যয়ের ঙিত্ব হেতু গুণাভাব-প্রযুক্ত 'যণ্' আদেশ হইয়াছে। 'অভ্যস্তানাং' ইত্যাদি রীতি অনুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪৭সূ—৩ঋ)॥

মধুমত্তমং কৃত্বা” এইরূপ অন্বয় করিলে, ভাবের বেশ সঙ্গতি থাকিত। অর্থাৎ, বলা হইত,—‘আমাদিগের সত্ত্বভাবকে অথবা ভক্তিকে অতিশয় মাধুর্য্যযুক্ত করিয়া লইয়া, আপনারা তাহা পান করুন।’ যাহা হউক, ভাবপক্ষে উভয় অর্থই অভিন্নভাবদ্যোতক। ফলতঃ, এ মন্ত্রের প্রার্থনা দেব-সম্মিলন-আকাঙ্ক্ষা-জ্ঞাপক। প্রার্থনা—‘সত্ত্বভাব প্রদান করিয়া তৎসহ সম্মিলিত হউন।’ ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ম—৩৭সূ—৩ঋ) ॥

চতুর্থী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । সপ্তচত্বারিংশং-সূক্তং । চতুর্থী ঋক্ ।)

ত্রিষধস্থে বর্হিষি বিশ্ববেদসা মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষতং ।

কণ্বাসো বাং সুতসোমা অভিদ্যবো যুবাং

হবন্তে অশ্বিনা ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

ত্রিঽসধস্থে । বর্হিষি । বিশ্বঽবেদসা । মধ্বা । যজ্ঞং । মিমিক্ষতং ।

কণ্বাসঃ । বাং । সুতঽসোমাঃ । অভিঽদ্যবঃ । যুবাং ।

হবন্তে । অশ্বিনা ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

‘বিশ্ববেদসা’ (সর্ব্বজ্ঞৌ হে দেবৌ) ‘ত্রিষধস্থে’ (ত্রিগুণসমাযুক্তে) ‘বর্হিষি’ (হৃৎ-প্রদেশে—আগত্য ইতি যাবৎ) ‘যজ্ঞং’ (যাগাদিসৎকর্ম্ম) ‘মধ্বা’ (মাধুর্য্যরসেন) ‘মিমিক্ষতং’ (সিঞ্চতং), হে দেবৌ! সেচনেন যথা বৃক্ষাদিঅঙ্কুরোদ্গমো ভবতি, তদ্বৎ শ্রেষ্ঠশক্তিসেচনেন

সংকর্ম্ম-পরিবর্দ্ধয়তং। 'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'কণ্বাসঃ' (মাদৃশাঃ অকিঞ্চনাঃ জনাঃ, যদ্বা—মেধাবিনঃ) 'যুবাং' (উভৌ) 'হবন্তে' (আহ্বায়ন্তি); তে 'সুত-সোমাঃ' (বিশুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিতাঃ) 'অভিদ্যবঃ' (দীপ্তিসম্পন্নাঃ, সংকর্ম্মসম্পাদনেন তেজস্বিনঃ) ভবন্তু (যদ্বা—ভবন্তি)—যুবয়োরনুকম্পয়া ইতি শেষঃ; অকিঞ্চনানাং অস্মাকং আহ্বানাং শ্রুত্বা অস্মান্ সত্ত্বভাবসম্পন্নান্ কুরুতং—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৭—৪ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজ্ঞ হে দেবদ্বয়! ত্রিগুণসাম্যভূত হৃৎপ্রদেশে আগমন-পূর্ব্বক যাগাদি সংকর্ম্মকে মাধুর্য্যরসে সিঞ্চিত করুন; (ভাব এই যে, সেচনাদির দ্বারা বৃক্ষ হইতে যেরূপ অঙ্কুরোদ্গম হয়, সেইরূপ আপনাদিগের স্নেহ-রসাভিষেকে আমাদিগের মধ্যে সংকর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হউক); আধিব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! এই অকিঞ্চন জনগণ (অথবা—মেধাবিগণ) আপনা-দিগের উভয়কে আহ্বান করিতেছে; তাহারা (অথবা—তাঁহারা) বিশুদ্ধ-সত্ত্বভাবসমন্বিত এবং দীপ্তিসম্পন্ন (সংকর্ম্মসাধনে তেজস্বী) হউক (অথবা—হয়েন); (প্রার্থনার ভাব এই যে, অকিঞ্চন আমাদিগের আহ্বান শুনিয়া আপনারা আমাদিগকে সত্ত্বভাবসম্পন্ন করুন)। (১ম—৪৭সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বিশ্ববেদসা সর্ব্বজ্ঞাবশ্বিনৌ ত্রিষধস্থে কক্ষ্যাত্রয়রূপেণাস্তীর্ণত্বাৎ ত্রিষু স্থানেষ্ববস্থিতে বর্হিষি দর্ভে স্থিত্বা মধ্বা মধুরেণ রসেন যজ্ঞং মিমিক্ষতং। সেক্তুমিচ্ছতং। হে অশ্বিনা বাং যুষ্মদর্থে সুতসোমা অভিষুতসোমযুক্তা অভিদ্যবোঽভিগতদীপ্তয়ঃ কণ্বাসো যুবামুভৌ হবন্তে। আহ্বয়ন্তে॥

ত্রিষধস্থ। ত্রিষু স্থানেষু সহ তিষ্ঠতীতি ত্রিষধস্থং বর্হিঃ। সুপি স্থ ইতি কপ্রত্যয়ঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসীতি সহশব্দস্য সধাদেশঃ। মধ্বা।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সর্ব্বজ্ঞ অশ্বিদ্বয়! আপনারা কক্ষ্যাত্রয়রূপে আস্তীর্ণতা-প্রযুক্ত তিনটী স্থানে অবস্থিত কুশোপরি স্থিত হইয়া মধুর রস দ্বারা যজ্ঞকে সেচন করুন। হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের নিমিত্ত অভিষুত সোমযুক্ত এবং অভিগতদীপ্তিবিশিষ্ট যজমানগণ আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।

ত্রিষধস্থ। তিনটী স্থানে মিলিত হইয়া স্থিত হয়—এই বাক্যে 'ত্রিষধস্থং' পদটী নিষ্পন্ন হয়। উহার অর্থ 'বর্হিঃ'। 'সুপি স্থঃ' এই সূত্রানুসারে 'ক' প্রত্যয়। 'আতো লোপঃ ইটি চ' এই সূত্রানুসারে আকারের লোপ। 'সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'সহ' শব্দের

আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বান্নুমভাবঃ। জসি চেত্যত্র জসাদিষু ছন্দসি বা বচনমিতি বচনাদ্যাভাবাভাবশ্চ। মিমিক্ষতং। মিহ সেচনে। সন্তেকাচ ইতীট্প্রতিষেধঃ। হলন্তাচ্চেতি সনঃ কিত্ত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। অভ্যাসহলাদিশেষৌ। চহকুত্বষত্বানি। সুতসোমাঃ। সুতঃ সোমো যৈঃ। বহুব্রীহিস্বরঃ। অভিদ্যবঃ। দ্যাবিত্যহর্নাম। তেন তৎসম্বন্ধী প্রকাশো লক্ষ্যতে। অভিগতা দ্যুঃ। অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া। পা০ ২।২।১৮৫। ইতি সমাসঃ। অব্যয়পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম - ৪১৭ - ৪প্র)।

• • •

চতুর্থ (৫৬৯) ঋকের বিশদার্থ।

-- —:•:— ——

এই ঋকের প্রচলিত অর্থ আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার। সে অর্থে, মন্ত্রের প্রথম পংক্তির মর্ম্ম এই যে,—'তিন স্থানে কুশ বিস্তৃত আছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া তাহাতে অবস্থিত করুন এবং মধুর রস দ্বারা যজ্ঞ সেচন করুন।' তদনুসারে মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ,—'হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! কণ্বপুত্রগণ আপনাদের জন্য সোমরস রূপ মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।' কোন্ সময় কাহার দ্বারা এই মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে, বলা বাহুল্য, এ অর্থেও তাহা উপলব্ধ হয় না। পরন্তু পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এখানেও সমস্যা আসে।

আমরা মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রান্তর্গত পদ কয়েকটীর অর্থও আমাদিগের ব্যাখ্যায় একটু অন্য ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

স্থানে 'সধ' আদেশ হইয়াছে। অথবা। আগমানুশাসনের অনিত্য-হেতু 'নুম' আগম প্রাপ্ত। 'জসি চ' এই সূত্রে 'জসাদিষু ছন্দসি বা বচনং' এই নিয়মে ভাবের অভাব হইয়াছে। মিমিক্ষতং সেচনার্থ 'মিহ' ধাতু। 'সন্তেকাচ' এই নিয়মানুসারে ইটের নিষেধ হইয়াছে। 'হলন্তাচ্চেতি' নিয়মানুসারে 'সন্', কিত্ত্ব হেতু লঘুপধার গুণের অভাব হইয়াছে। অভ্যাস ও অভ্যাসবর্ণের আদি 'হল্' অবশিষ্ট। চত্ব, কুত্ব ও ষত্ব হইয়াছে। সুতসোমাঃ। সুত অর্থাৎ পবিত্রীকৃত হইয়াছে সোম যাহার দ্বারা। বহুব্রীহি স্বর। অভিদ্যবঃ। 'দ্যুঃ' ইত্যাদি শব্দ 'অহর্নাম' মধ্যে গণ্য আছে। সেই হেতু তৎসম্বন্ধি প্রকাশকে লক্ষ্য করিতেছে। অভিগত অর্থাৎ সম্যকরূপে প্রাপ্ত 'দ্যুঃ' অর্থাৎ দীপ্তি যাহাদের। 'অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া' (পা০ ২।২।১৮৫) এই সূত্রে সমাস। অব্যয়ের পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। (১ম—৪১৭—৪প্র)।*

• •

প্রথম—'ত্রিষধস্থে' ঐ পদে 'কক্ষ্যাত্রয়ে আস্তীর্ণ' এই ভাবের অর্থ সাধারণতঃ পরিগৃহীত। 'বর্হিষি' পদে 'দর্ভ' বা 'কুশ' অর্থ গ্রহণ করিয়া, সেই কুশ রথের বা শকটের তিন স্থানে বিস্তৃত রহিয়াছে,—'ত্রিষধস্থে বর্হিষি' পদদ্বয়ে এই ভাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এখানে দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। বেদে যেখানেই 'ত্রি' পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি, সেখানেই উহার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব লক্ষ্য করিয়াছি। * 'বর্হিষি' পদে যে হৃদয়কে বুঝায়, তাহাও নানাস্থানে প্রতিপন্ন হইয়াছে। † ফলতঃ, 'ত্রিষধস্থে বর্হিষি' পদদ্বয়ে ত্রিগুণের সমতা-প্রাপ্ত প্রশান্ত হৃদয়কেই লক্ষ্য করিতেছে,—ইহাই আমাদিগের অভিমত। দেবতা আমাদিগের সৎকর্ম্মকে স্নেহরসে সিঞ্চিত (পরিবর্দ্ধিত) করেন—কখন? হৃদয় যখন উদ্বেগপরিশূন্য প্রশান্তভাব প্রাপ্ত হয়। প্রকারান্তরে এখানে হৃদয়কে—কুশবৎ বিচ্ছিন্ন বিভিন্নমার্গানুসারী বিভিন্ন চিন্তায় উদ্বেলিত হৃদয়কে—সাম্যভাবাপন্ন করিতে বলা হইয়াছে; তারপর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে দেবগণ! আমাদিগের হৃদয়কে ঐরূপ অবস্থায় উপনীত করিয়া, আপনারা আমাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্মের পরিবৃদ্ধিসাধন করুন।' মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনায়, আমরা মনে করি, এই ভাবই পরিব্যক্ত আছে।

মন্ত্রের শেষাংশে বৃথাই কণ্বপুত্র ঋত্বিক্‌গণের সংশ্রব সূচনা করা হইয়া থাকে। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদকে আমরা যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি; তাহাতে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন) ভাব সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে এবং পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে। 'কণ্বাসঃ' পদে 'আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন জনগণ' অথবা 'মেধাবিগণ'—এই দুই প্রকার ভাবই আসিতে পারে। এক অর্থে ভাব আসে,—এই অকিঞ্চন আমরা যে আপনাদিগকে আহ্বান করি, তাহার ফলে, আপনারা আমাদিগকে বিশুদ্ধ-সত্ত্বভাবান্বিত এবং দীপ্তিসম্পন্ন করুন; অন্য অর্থে ভাব আসে,—'মেধাবিগণ আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াই বিশুদ্ধ-সত্ত্বভাবাপন্ন ও

---

* এই 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' প্রথম মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশৎ-সূক্তে বিভিন্ন পদে, ঐ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে অথর্ব্ব বেদের প্রথম মন্ত্রে এবং যজুর্ব্বেদের বহু মন্ত্রে ত্রিত্ববিষয়ের আলোচনা দেখুন।

† এই ঋগ্বেদ-সংহিতার ৭২৫ পৃষ্ঠার 'বর্হিঃ' পদের অর্থ এবং ৩১ সূক্তের ১৭ মন্ত্রের ব্যাখ্যার এবং অন্যান্য স্থানেও 'বর্হিষি' পদের আলোচনা দেখুন।

দীপ্তিমান্ হয়েন।' এক অর্থ—প্রার্থনামূলক; অন্য অর্থ—মহিমা-প্রজ্ঞাপক। ফলে, দুই-ই 'অভিন্নভাবদ্যোতক'।

এই প্রকার আলোচনা করিলে, সমগ্র মন্ত্রটীর প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'হে সর্ব্বজ্ঞ দেবগণ! আপনারা আমাদিগের এই বিচ্ছিন্ন বিপথগামী হৃদয়কে প্রশান্ততা দান করুন; আর, তাহার মধ্যে, আপনাদিগের স্নেহ-বারি সেচনে, সৎকর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হউক। এই অকিঞ্চন-গণ, সেই উদ্দেশ্যেই আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছে। আপনাদিগের অনুকম্পায় তাহারা সত্ত্বভাবাপন্ন ও দীপ্তিমান্ হউক, সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে তাহাদিগের মধ্যে শক্তি-প্রাণ সঞ্চিত হউক।' (১ম—৪৭সূ—৪ঋ)॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

যাভিঃ কণ্বমভিষ্টিভিঃ প্রাবতং যুবমশ্বিনা।

তাভিঃ ষ্বস্মাঁ অবতং শুভস্পতী

পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। কণ্বং। অভিষ্টিহভিঃ। প্র। আবতং। যুবং। অশ্বিনা।

তাভিঃ। সু। অস্মান্। অবতং। শুভঃ। পতী ইতি।

পাতং। সোমং। ঋতহবৃধা ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (আধি-ব্যাধি নাশকৌ হে দেবৌ) 'যুবং' (যুবাং উভৌ) 'যাভিঃ' (যাভুশাভিঃ) 'অভিষ্টিভিঃ' (রক্ষাভিঃ, অনুগ্রহপ্রকাশৈঃ) 'কণ্বং' (মেধাবিনং, দীনাতিদীনং ভক্তিবিনম্রজনং) 'প্রাবতং' (রক্ষিতবন্তৌ), 'শুভস্পতী' (হে সৎকর্ম্মণঃ পালকৌ দেবৌ) 'তাভিঃ' (রক্ষাভিঃ, অনুগ্রহপ্রকাশৈঃ) 'অস্মাঁ' (অস্মান্) 'সু' (সুষ্ঠুরূপেণ) 'অবতং' (রক্ষতং) ; 'ঋতাবৃধা' (সত্যবর্দ্ধকৌ হে দেবৌ) 'সোমং (সত্ত্বভাবং) 'পাতং' (রক্ষতং অস্মাসু স্থিতি যাবৎ)। হে দেবৌ! যুবয়োঃকৃৎস্নষ্টজীবনো জনো যথা যুবয়োরনুগ্রহং প্রাপ্নোতি, অস্মভ্যং তদনুগ্রহদানং কুরুতং ; অস্মাসু সত্ত্বভাবং সর্ব্বতঃ পরিবর্দ্ধয়তং—ইতি চ প্রার্থনা। (১ম—৪৭সূ—৫ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

আধি ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা যে প্রকার রক্ষার দ্বারা (অনুগ্রহপ্রকাশে) মেধাবিগণকে (অথবা—ভক্তিবিনম্র দীনাতিদীন-গণকে) রক্ষা করেন ; সৎকর্ম্মের পালক হে দেবদ্বয়, সেইরূপ রক্ষার দ্বারা (অনুগ্রহপ্রকাশে) আমাদিগকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করুন। সত্ত্বভাব-প্রবর্দ্ধক হে দেবদ্বয়! আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বভাব রক্ষা করুন। (ভাব এই যে, 'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্টজীবন জন যেমন আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, আমাদিগকে তদ্রূপ অনুগ্রহ-দান করুন,—আর আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সত্ত্বভাব পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিউন।') ॥ (১ম—৪৭সূ—৫ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং

হে অশ্বিনা যুবং যুবাম্ যাভিরভিষ্টিভিরভীপ্সিতাভী রক্ষাভিঃ কণ্বং মহর্ষিং প্রাবতং। রক্ষিতবন্তৌ। হে শুভস্পতী শোভনস্য কর্মণঃ পালকৌ। তাভী রক্ষাভিরস্মানপ্যনুষ্ঠাতৄন্ অবতং। সুষ্ঠু রক্ষতং। স্পষ্টমন্যৎ॥

অভিষ্টিভিঃ। আভিমুখ্যেনেষ্যন্ত ইত্যভিষ্টয় রক্ষাঃ। ইষু ইচ্ছায়াং। কর্মণি ক্তিন্

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা উভয়ে যে সকল অপেক্ষিত রক্ষা (রক্ষারূপ অস্ত্র অথবা প্রযুক্তমন্ত্র) দ্বারা মহর্ষি কণ্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন ; হে শোভনকর্ম্ম-সম্পাদক! আপনারা সেই সকল রক্ষা দ্বারা আমাদের ন্যায় অনুষ্ঠাতৃগণকে সুসংরক্ষিত করুন। অন্য সকলগুলি স্পষ্ট।

অভিষ্টিভিঃ। আভিমুখ্যকে ইচ্ছা করেন—এই বাক্যে অভিষ্টি শব্দে রক্ষা বুঝায়। ইচ্ছার্থ ইষ্ ধাতু কর্ম্মবাচ্যে 'ক্তি' প্রত্যয় ও 'তিতুত্রেত্যাদি' সূত্রানুসারে ইটের প্রতিষেধ।

* ত্রিচতুরেত্যাদিনেট্ প্রতিষেধঃ। এবমাদিষু ছন্দসি পররূপং বাক্তব্যমিতি পররূপত্বং। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। উপসর্গাশ্চাভিবর্জমিত্যভিরন্তোদাত্তঃ। শুভস্পতী। শুভ দীপ্তৌ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি বিসর্জনীয়স্য সত্বং। সুবামন্ত্রিত ইতি ষষ্ঠ্যন্তস্য পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতস্য সমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্বানুদাত্তত্বং ॥ (১ম—৪৭সূ—৫ঋ) ॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে প্রথমো বর্গঃ ॥ ১।৪।১ ॥

• • •

পঞ্চম (৫৭০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'কণ্বং' পদ আর 'অস্মা' পদ বিষম সংশয় উপস্থিত করে। তাহা হইতেই ভাব আসে,—'মহর্ষি কণ্বকে যেরূপভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমাদিগকে সেই ভাবে রক্ষা করুন।' তার পরের কথা,—'আমাদিগের প্রদত্ত সোমরস পান করুন।' এই মন্ত্রের এই প্রকার অর্থই এখন প্রচলিত।

কিন্তু কণ্ব-নামক ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধ এখানে প্রখ্যাত আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 'কণ্ব' পদে সায়ণও স্থানান্তরে 'মেধাবী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে 'মেধাবী' এবং 'অকিঞ্চন দীনাতিদীন', দুই প্রকার অর্থেই মন্ত্রে এক অভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হই। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা মেধাবী, দেবতার অনুকম্পা তাঁহারা স্বতঃই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আবার যাঁহারা দেবদ্বারে উৎসৃষ্ট-প্রাণ, ভক্তিতে বিভোর হইয়া যাঁহারা আপনাদিগকে তৃণাদপি তৃণতুচ্ছ (অকিঞ্চন) বলিয়া মনে করেন; তাঁহারাও দেবতার করুণার অধিকারী হন। এখানে প্রার্থী যেন বলিতেছেন,—'আমি মেধাবী নই, আবার ভক্তি-বিনম্র দীনাতিদীন, তারও

'এবমাদিষু ছন্দসি পররূপং বক্তব্যং' এই নিয়মানুসারে পররূপত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। 'তাদৌ চেতি' সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জং' এই নিয়মানুসারে 'অভির' অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শুভস্পতী। দীপ্ত্যর্থ শুভ-ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ক্বিপ চেতি' সূত্রানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয় ও 'ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি' নিয়মানুসারে বিসর্গের স্থানে 'স' হইয়াছে। সুবামন্ত্রিত ইতি নিয়মে ষষ্ঠ্যন্ত-পদের পরাঙ্গবদ্ভাব হওয়ায়, 'ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতস্য সমুদায়স্যাষ্টমিকং' নিয়মে সর্বানুদাত্তত্ব হইয়াছে। (১ম—৪৭সূ—৫ঋ) ॥

ইতি প্রথম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথম বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।৪।১ ॥

প্রাপ্ত হই নাই; আমার একমাত্র ভরসা—আপনাদিগের করুণা। দয়া করিয়া আপনারা যদি আমাকে রক্ষা করেন, তবেই রক্ষা পাই; প্রার্থনা—আমায় রক্ষা করুন' ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনা। মন্ত্রের শেষাংশে,—হৃদয়ে সত্ত্বভাব পরিবর্দ্ধনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে, অথবা দেবতাকে হৃদয়ের সত্ত্বভাব সহ সম্মিলিত হইবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। (১ম—৮৭সূ—৫ঋ)।

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

সুদাসে দস্রা বসু বিভ্রতা রথে পৃক্ষো বহতমশ্বিনা।

রয়িং সমুদ্রাদুত বা দিবস্পর্যস্মে

ধত্তং পুরুস্পৃহং ॥ ৬ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সুহদাসে। দস্রা। বসু। বিভ্রতা। রথে। পৃক্ষঃ। বহতং। অশ্বিনা।

রয়িং। সমুদ্রাৎ। উত। বা। দিবঃ। পরি। অস্মে ইতি।

ধত্তং। পুরুহস্পৃহং ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্রা' (রিপুনাশকৌ, সর্বজ্ঞাতারৌ) 'বসু বিভ্রতা' (পরমং ধনং বিতরণশীলৌ) 'অশ্বিনা' (আধি-ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'সুদাসে' (সুষ্ঠুদানশীলে, ভগবতি সমর্পিতে) 'রথে' (কর্মরূপযানে, নিষ্কাম কর্মণি ইতি যাবৎ) যুবাং 'পৃক্ষঃ' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'বহতং'

পরাবদর্থঃ ইতি বিসর্জনীয়স্য সত্ব। পুরুস্পৃহং। স্পৃহ ঈপ্সায়াং। চুরাদিরদন্তঃ। পুরুভিঃ স্পৃহ্যতে ইতি পুরুস্পৃহঃ। কর্ম্মণি ঘঞ্। অতো লোপস্য স্থানিবত্ত্বাদুপধাগুণাভাবঃ। ক্রেৎ-স্বরেণোত্তরপদস্যাদ্যুদাত্তত্বে কৃতে উত্তরপদ প্রকৃতিস্বরেণ তদেব শিষ্যতে ॥ (১ম—৪৭সূ—৬ঋ) ॥

ষষ্ঠ (৫৬১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'সুদাসে' পদ বিষম সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে। পুরাণে সুদাস রাজার উপাখ্যান আছে। এক বিষ্ণুপুরাণেই দুই জন সুদাস নৃপতির কীর্ত্তি-কাহিনীর পরিচয় পাই। এক সুদাস—সূর্য্যবংশের প্রখ্যাত নৃপতি। অন্য সুদাস—চন্দ্রবংশের খ্যাতিমান্ ভূপতি। * চন্দ্র-বংশীয় সুদাসের পিতার নাম, এক মতে—দিবোদাস, অন্য মতে—পিজবন। সুদাস রাজর্ষি বলিয়া প্রখ্যাত। তিনি তৃৎসু-গণের রাজা ছিলেন—এইরূপ লিখিত আছে। যাহা হউক, ঐ সুদাসের সহিত এই সুদাসের বা এই ঋকের সম্বন্ধ আছে মনে করিয়া, ব্যাখ্যাকারগণ তদনুসারেই ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া যাইতেছেন। সে পক্ষে এই ঋকের অর্থ হয় এই যে,—"হে দর্শনীয় অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনারা পিজবন-পুত্র সুদাসের নিমিত্ত রথে ধন বহন করিয়া অন্নাদিসম্পৎ আনয়ন করিয়াছিলেন। জনসমূহের বাঞ্ছনীয় ধন অন্তরিক্ষ কিম্বা স্বর্গ হইতে আহরণ করিয়া অস্মদাদির নিমিত্ত স্থাপন করুন।" এ অর্থে, প্রত্নতাত্ত্বিক-গণের গবেষণা-প্রকাশের নানা উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুদাসের কাল-নির্ণয়ের প্রসঙ্গ উঠে। বেদমন্ত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ-সংস্রব প্রতিপন্ন হয়; এমন কি, কয়েকটী বেদমন্ত্রের রচনাকারী বলিয়াও তিনি প্রখ্যাত

অর্থে বিসর্গের স্থানে 'স' হইয়াছে। পুরুস্পৃহং। ঈপ্সার্থ স্পৃহ-ধাতু চুরাদি 'অৎ' অন্ত। বহুজন কর্ত্তৃক ইচ্ছাযুক্ত—এই বাক্যে 'পুরুস্পৃহঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। কর্ম্মণিবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অৎ' লোপের স্থানিবত্ত্বা-প্রযুক্ত উপধার গুণ হয় নাই। 'ক্রেৎ-স্বরেণ' এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইলে কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতি-স্বরের সহিত তাহাই অবশিষ্ট থাকে ॥ (১ম—৪৭সূ—৬ঋ) ॥

* রাজা সুদাসের বিষয় মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থে বিশদ আলোচনা আছে। 'পৃথিবীর ইতিহাসের' নির্ঘণ্ট (Index) অনুসরণ করিলেই তাহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম খণ্ডে সুদাসের কাহিনী দেখিতে পাইবেন।

হইয়া পড়েন।* মন্ত্রের অন্তর্গত 'সমুদ্রাৎ' ও 'দিবঃ' পদদ্বয় হইবে তৎকালে সমুদ্র-পথে ও আকাশ-পথে গতিবিধির প্রসঙ্গ জানা যাইতে পারে।

এখন, আমাদিগের ব্যাখ্যার ধারা অনুসরণ করিয়া দেখুন। তাহাতেই বা কি ভাব কি সদর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, দেখা যাউক। 'সুদাসে' পদের প্রতিবাক্যে সায়ণের ভাষ্যের অনুসরণেই, "শোভনদানযুক্তায়" পদ হইতেই, আমরা 'সুষ্ঠুদানশীলে' 'ভগবতি-সমর্পিতে' পদ গ্রহণ করি। 'শোভন-দান' 'সুষ্ঠুদান' কাহাকে কহে? যাহা ভগবদুদ্দেশে সমর্পিত, তাহাই 'শোভনদান' 'সুষ্ঠুদান'। 'রথে' পদে যে 'কর্ম্ম-রূপ যানে' অর্থ হয়, তাহা বহু ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। এখানে 'সুদাসে' পদকে 'রথে' পদের স্বরূপ-প্রকাশক বিশেষণ বলিয়া আমরা মনে করি। তাহাতে 'সুদাসে রথে' পদদ্বয়ে নিষ্কাম কর্ম্মকে বুঝাইয়া থাকে।† নিষ্কাম কর্ম্ম—ভগবানে সমর্পিত কর্ম্ম—যে পরমার্থ-রূপ ধন বহন করিয়া আনে, সেই নিত্যসত্যতত্ত্ব, মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রখ্যাত দেখি। দেবদ্বয়—সর্ব্বদ্রষ্টা, রিপুনাশক; তাঁহারা পরম-ধন-বিতরণশীল। আমাদিগের নিষ্কাম-কর্ম্ম-রূপ রথে তাঁহারই পরমার্থ-ধন বহন করিয়া আনেন। "দস্রা" হইতে "বহতঃ" অংশের ইহাই ভাবার্থ।

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের ("সমুদ্রাৎ" হইতে "দত্তং" পর্য্যন্তের) ভাব-পরিগ্রহ-পক্ষে চেষ্টা করা যাউক। 'সমুদ্রাৎ' আর 'দিবঃ' এই দুইটী পদে, সেই যে পরমার্থ-ধন—সে ধন কোথায় আছে, তদ্বিষয়ে সংশয় প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষ মোহঘোরে দেখিতে পায় না—সে ধন কোথায় আছে? পৃথিবীতে দেখিতে পায় না। তাই সংশয় আসে—

* কাহারও কাহারও মত এই, রাজর্ষি সুদাস ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৩ সূক্তের রচয়িতা ছিলেন। সে মতে,—সপ্তম মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ২৫ ঋকে সুদাসকে পিজবনের পুত্র বলা হইয়াছে, এরূপও প্রতিপন্ন হয়।

† 'সুদাস' পদে নৃপতিকে বুঝাইতে গেলে, আর এক দিক দিয়া অর্থ অধ্যাহার করা যাইতে পারে। সে পক্ষে "সুদাসে" পদের প্রতিবাক্যে "সংসারচক্রে আত্মারূপেণ চিরাবস্থিতে" পদ গ্রহণ করা যায়। এ পক্ষে এই মণ্ডলের (তৃতীয় অধ্যায়ের) ৩৩শ সূক্তের ১৮শ ঋকের বিশদার্থ আলোচনায় যে মত প্রকাশ করিয়াছি, এখানে সেই মত গ্রহণ করিতে পারি। এতৎপ্রসঙ্গে (আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা ১৮৯১—১৮৯৭ পৃষ্ঠায় 'তূর্ব্বশ' প্রভৃতি পদের আলোচনা দ্রষ্টব্য)॥

বুঝি বা গভীর জলধির মধ্যে অথবা অন্তরিক্ষ-লোকে সে ধন আছে, অথবা স্বর্গলোকে বা নভোমণ্ডলে সে ধন বিরাজ করিতেছে। এখানে সেই সংশয়ের ভাব প্রকাশমান্। প্রার্থনাকারী যেন কহিতেছেন,—'সেই যে সর্ব্বলোক-কাঙ্ক্ষণীয় ধন—সে ধন কোথায় আছে, জানি না; যদি সমুদ্রে থাকে, সেখান হইতে আনয়ন করুন; যদি দ্যুঃলোকে থাকে, সেখান হইতে আনিয়া দেন।' এখানে প্রার্থনায় ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে—মনে করিতে পারি। কোথায় আছে, কিরূপে পাইব, বুঝিতে পারিতেছি না; তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—'সে সর্ব্বদর্শী দেবদ্বয়! হে অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়! হে পরমধনবিতরণকারী দেবদ্বয়! যেখান হইতে হউক, সেই আকাঙ্ক্ষণীয় ধন আমাদিগকে আনিয়া দেন।' ভক্তের এ এক আব্দার বললেও বলা যায়। এই সকল ভাবই এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত। ইহাই আমাদের অভিমত। (১ম—৪৭সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

যন্নাসত্যা পরাবতি যদ্বা স্থো অধি তুর্ব্বশে।

অতো রথেন সুবৃতা ন আ গতং

সাকং সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ

যৎ। নাসত্যা। পরাঽবতি। যৎ। বা। স্থঃ। অধি। তুর্ব্বশে।

অতঃ। রথেন। সুঽবৃতা। নঃ। আ। গতং।

সাকং। সূর্য্যস্য। রশ্মিঽভিঃ ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' (অসত্যবিবর্জিতৌ, সত্যস্বরূপৌ, হে দেবৌ) 'যৎ' (যদি) যুবাং 'পরাবতি' (দূরদেশে) 'স্থঃ' (বর্ত্তেথে) 'যদ্বা' (অথবা) 'তুর্বশে' (কর্ম্মপ্রভাবেণ ক্ষিপ্রং ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তে জনে, যদ্বা—অধিকে সমীপে) 'অধি' (অধিতিষ্ঠথঃ); 'অতঃ' (অতঃপরং, তথাপি প্রার্থনা ইতি ভাবঃ) 'সুবৃতা' (সৎসম্বন্ধযুতেন) 'রথেন' (অস্মাকং কর্ম্মরূপযানেন) 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানাধারস্য) 'রশ্মিভিঃ' (জ্যোতির্ভিঃ) 'সাকং' (সহ, অস্মাসু জ্ঞানকিরণবিতরণৈঃ সহ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মান্, অস্মৎসকাশং) 'আ গতং' (আগচ্ছতং প্রাপ্নুতং)। হে দেবৌ! যদ্যপি যুবাং অস্মাৎ অতিদূরাৎ অবস্থিতৌ ভবতঃ যদ্যপি সাধকস্য হৃদি যুবয়োঃ একমাত্র আবাসো ভবতি; তথাপি ঐকান্তিকী প্রার্থনা—তয়োরনুগ্রহেণ অস্মাকং কর্ম্ম সৎসম্বন্ধযুতং জ্ঞানপ্রদং চ ভবতু; তৈঃ যুবাম্ অস্মান্ প্রাপ্নুত। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৭সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে সৎস্বরূপ দেবদ্বয়! যদি আপনারা দূরদেশে অবস্থিত করেন, অথবা যদি আপনারা কর্ম্মপ্রভাবে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্ত জনেই সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান্ থাকেন; তথাপি প্রার্থনা, আমাদিগের সৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মরূপ রথে, জ্ঞানকিরণ বিতরণের সহিত, আমাদিগের নিকট আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! যদ্যপি আপনারা আমাদিগের নিকট হইতে অনেক দূরে অবস্থিত আছেন, যদিও সাধকের হৃদয়ই আপনাদিগের একমাত্র আবাস হয়; তথাপি ঐকান্তিকী প্রার্থনা,—আপনাদিগের অনুগ্রহে আমাদিগের কর্ম্ম সৎসম্বন্ধযুত ও জ্ঞানপ্রদ হউক; আর, তদ্দ্বারা আপনারা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।')॥ (১ম—৪৭সূ—৭ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নাসত্যা। অসত্যরহিতাবশ্বিনৌ যৎ যদি যুবাং পরাবতি দূরদেশে স্থঃ। বর্ত্তেথে। যদ্বা। অথবাধি তুর্বশে অন্তিকে সমীপে স্থঃ। অতোঽস্মাদ্দূরাৎ সমীপাদ্বা সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ সাকং সূর্য্যোদয়কালে সুবৃতা শোভনবর্ত্তনোপেতেন রথেন নোঽস্মান্ প্রত্যাগতং। আগচ্ছতং॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অসত্যরহিত অশ্বিদ্বয়! যদিও আপনারা দূর দেশে বিদ্যমান রহিয়াছেন; অথবা অধিক নিকটেই বিদ্যমান আছেন; অতএব, এই দূর হইতে অথবা সমীপ হইতে সূর্য্যের রশ্মির সহিত অর্থাৎ সূর্য্যোদয়কালে শোভনবর্ত্তনবিশিষ্ট রথের দ্বারা আমাদিগের নিকটে আগমন করুন।

নাসত্যা। সৎসু ভবৌ সত্যৌ। ন সত্যাবসত্যৌ। ন অসত্যৌ নাসত্যৌ। নভ্রাণ্-নপাদিত্যাদিনা নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। স্থঃ। অস ভুবি। শ্নসোরল্লোপ ইত্যাকারলোপঃ। যদ্‌বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। গন্তং। গমের্লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। অনুদাত্তোপ-দেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ॥ (১ম—৪৭সূ—৭ঋ)॥

সপ্তম (৫৭২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের মধ্যে তিনটী গ্রন্থি আছে। সেই তিনটী গ্রন্থি উন্মোচন করিতে পারিলেই মন্ত্রের অর্থ বোধগম্য হইতে পারে।

প্রথম গ্রন্থি—"অধি তুর্ব্বশে"। এখানে সায়ণের মত-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে 'তুর্ব্বশ' পদ ছিল (ষট্‌ত্রিংশসূক্তের অষ্টাদশ ঋকের সায়ণভাষ্য দেখুন), সেখানে সায়ণ তুর্ব্বশ নামক রাজর্ষি অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এখানে সায়ণভাষ্যে "তুর্ব্বশে" পদের প্রতিবাক্যে "অধিকে সমীপে" পদ প্রযুক্ত দেখি। সায়ণেরই এই দুই স্থলের দুই মতের অনুসরণ, পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণও সমস্যায় পড়িয়াছেন। 'তুর্ব্বশে' পদের অর্থে, তাই কোনও ব্যাখ্যাকার লিখিয়া গিয়াছেন—'অতি নিকটে,' কোনও ব্যাখ্যাকার লিখিয়া গিয়াছেন—'তুর্ব্বশাখ্য উপাসকের গৃহে।' এতদনুসারে, একশ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায়, মন্ত্রের প্রথম পংক্তির ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা দূরেই থাকুন, আর নিকটেই থাকুন'; অন্য শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার ভাব এই যে,—'আপনারা দূরেই থাকুন আর তুর্ব্বশ-রাজার গৃহেই থাকুন।' শেষোক্ত অর্থ হইতে পুরাবৃত্তের একটা সম্বন্ধ টানিয়া আনা যায়। মনে হয়,—প্রার্থনাকারী যেন তুর্ব্বশ-রাজার সম-সাময়িক লোক; তিনি যেন অশ্বিনী-

---

নাসত্যা। সৎশব্দের উত্তর ভবার্থে 'ক্য' প্রত্যয় করিয়া 'সত্য' পদটী নিষ্পন্ন হয়। যাহা সত্য নহে—এই বাক্যে অসত্য পদ হয়। যাহা অসত্য নহে—এই বাক্যে "নাসত্য" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নভ্রাণ্ নপাৎ' ইত্যাদি সূত্রে নঞের প্রকৃতিভাব হইয়াছে। স্থঃ। স্থিত্যর্থ 'অস্' ধাতু। 'শ্নসোরল্লোপ' এই সূত্রে অকার লোপ। যদ্‌বৃত্তযোগ-হেতু 'নঘাত' হয় নাই। গন্তং। গম ধাতুর লোট বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে শপের লুক্ হইয়াছে। 'অনুদাত্তোপদেশেত্যাদি' নিয়মানুসারে অনুনাসিকের লোপ হইয়াছে। (১ম-৪৭সূ—৭ঋ)।

কুমারদ্বয়কে তুর্ব্বশ রাজার আলয় হইতে আহ্বান করিয়া আনিবার চেষ্টা পাইতেছেন। আমরা কিন্তু পূর্ব্বেও তুর্ব্বশ-পদে যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থ সেই ভাবই গ্রহণ করিতেছি। ভাবিয়া দেখুন,—তাহাতে পূর্ব্বাপর কেমন সঙ্গতি থাকিতেছে!

দ্বিতীয় গ্রন্থি—"রথেন সুবৃতা।" এখানেও ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার-গণ বিভিন্ন-মতাবলম্বী। 'সুনির্ম্মিত রথ', 'সুখগামী রথ', 'শোভনবর্ত্তনযুক্ত রথ'—এইরূপ নানা অর্থ আসিয়া পড়িয়াছে। রথ যে প্রকৃত শকট বা গো-যান, এই ধারণা বদ্ধমূল থাকায়, 'সুবৃতা' পদে তদনুরূপ অর্থই অবভাসিত হইয়া পড়ে। কিন্তু 'ত্রিবৃতা' পদের ভাব পূর্ব্বাপর আমরা যাহা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, 'সুবৃতা' পদও সেই সম্বন্ধই খ্যাপন করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। ত্রিগুণসাম্যসাধনের ফলে কর্ম্মে যখন সত্ত্বভাব প্রস্ফুট হয়, তখনই সেই কর্ম্মকে 'সুবৃতা' বলা যায়। আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্যে তাই 'সৎসম্বন্ধযুতেন' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'অতঃ' পদে, 'অতএব প্রার্থনা জানাইতেছি'—এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। এতদনুসারে, "অতো রথেন সুবৃতা ন আ গতং"—এই বাক্যাংশের তাৎপর্য্য হয় এই যে,—হে দেবদ্বয়! আমাদিগের প্রার্থনা এই, আমাদিগের কর্ম্ম সৎ-কর্ম্ম হউক, আর আপনারা সেই কর্ম্মের মধ্য দিয়া আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন, আমাদিগকে দেবভাবে ভাবান্বিত করুন।'

মন্ত্রের তৃতীয় গ্রন্থি—"সাকং সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।" এখানে ভাষ্যকার লিখিলেন—'সূর্য্যোদয়-কালে।' ব্যাখ্যাকারগণের প্রায় সকলেই তাহারই অনুসরণ করিলেন। কেহ বা 'সাকং' পদের অর্থও বজায় রাখিলেন; লিখিলেন—'সূর্য্যোদয়কালে সূর্য্যরশ্মির সহিত।' এইরূপে প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইল—'সূর্য্যোদয়-কালে সূর্য্যরশ্মির সহিত শোভনবর্ত্তনযুক্ত রথে আপনারা আগমন করুন।' কিন্তু ইহাতে যে কি তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইল, বুঝিতে পারি না। অনুধাবন করিলে, এই মাত্র ভাব পাই, সমগ্র মন্ত্রটীতে যেন বলা হইতেছে,—'হে দেবদ্বয়! তোমরা দূরেই থাক, (অথবা তুর্ব্বশ-রাজার গৃহেই থাক) সূর্য্যোদয় হইলেই তোমাদিগের শোভনবর্ত্তন-যুক্ত রথে চড়িয়া আমাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হও।' দেবতা আগমনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যাদি ইহাতে কিছুই বিবৃত হয় না।

আমরা বলি, "সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ সাকং"—এই বাক্যাংশের ভাব অন্যরূপ। এখানে জ্ঞান-কিরণ-দানের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। 'সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' বলিতে, সেই জ্ঞানাধার ভগবানের অঙ্গীভূত জ্ঞানকিরণ (সত্ত্বভাব) অর্থ প্রাপ্ত হই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব হয়,—'হে ভগবন্! আপনার অনুকম্পায় আমাদিগের কর্ম্ম সত্ত্বভাবসম্পন্ন হউক, আর সেই কর্ম্ম জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত থাকুক।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এই ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে। (১ম—৪৭সূ—৭ম)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অর্ব্বাঞ্চা বাং সপ্তয়োঽধ্বরশ্রিয়ো বহন্তু সবনেদুপ।

ইষং পৃঞ্চন্তা সুকৃতে সুদানব আ

বর্হিঃ সীদতং নরা ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অর্ব্বাঞ্চা। বাং। সপ্তয়ঃ। অধ্বরঽশ্রিয়ঃ। বহন্তু। সবনা। ইৎ। উপ।

ইষং। পৃঞ্চন্তা। সুঽকৃতে। সুঽদানবে। আ।

বর্হিঃ। সীদতং। নরা ॥ ৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'অধ্বরশ্রিয়ঃ' (যাগাদি-সৎকর্ম্ম পোষিকা, সৎকর্ম্মণঃ শ্রীসম্পাদিকাঃ) 'সপ্তয়ঃ' (ভগবৎসম্বন্ধকারিকাঃ সদ্বৃত্তয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'সবনা' (যাগাদি-সৎকর্ম্মাণি, যদ্বা—হৃদয়াভ্যন্তরে ইতি যাবৎ) 'উপ' (সমীপে) 'অর্ব্বাঞ্চা' (অনুকূলৌ, অনুগ্রহপরৌ) 'বাং' (যুবাং উভৌ) 'ইৎ' (এব, খলু) 'বহন্তু' (প্রাপয়ন্তু); ভগবৎসম্বন্ধকারিণ্যঃ সদ্বৃত্তয়ঃ অস্মাকং কর্ম্মণি দেবসম্বন্ধং স্থাপয়ন্তু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। 'নরা' (হে নেতারৌ) 'সুকৃতে' (সৎকর্ম্মকারিণে) 'সুদানবে' (শোভনদানশীলে, নিষ্কামকর্ম্মপরায়ণে—ময়ি ইতি যাবৎ) 'ইষং' (অভীষ্ট-ফলং) 'পৃঞ্চন্তা' (সংযোজয়ন্তৌ) 'বর্হিঃ' (কুশরূপেণাস্তৃতং হৃদয়াসনং) 'আ সীদতং' (প্রাপয়তং); হে দেবৌ! মাং নিষ্কামকর্ম্মকারিণং কৃত্বা অভীষ্টফলং প্রযচ্ছতং—হৃদি চ নিবসতং; ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৭সূ—৮ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যাগাদি-সৎকর্ম্মের পোষিকা, ভগবৎসম্বন্ধকারিকা আমার সদ্বৃত্তি, আমার সৎকর্ম্মসমীপে অনুকূল (অনুগ্রহপর) আপনাদিগকে বহন করিয়া আনুক; (ভাব এই যে,—'ভগবৎসম্বন্ধস্থাপনকারী সদ্বৃত্তি আমাদিগের কর্ম্মে দেবসম্বন্ধ স্থাপন করুক')। হে নেতৃদ্বয়! সৎকর্ম্মকারী শোভনদানশীল (নিষ্কামকর্ম্মপরায়ণ) জনে (আমাতে) অভীষ্টফল সংযোজন করিয়া এই হৃদয়াসনে আসনগ্রহণ করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আমাকে নিষ্কামকর্ম্মকারী করিয়া আমায় অভীষ্ট-ফল দান করুন,—আমরা হৃদয়ে বাস করুন।')॥ (১ম—৪৭সূ—৮ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ। অধ্বরশ্রিয়ো যাগসেবিনঃ, সপ্তয়োঽশ্বাঃ সবনৈস্ত্রিপাত্রযজ্ঞমুহূর্তৈর্যানি ত্রীণি সবনানি তেষামুপলক্ষ্যার্ব্বাঞ্চাভিমুখৌ বাং যুবাং বহন্তু। প্রাপয়ন্তু। হে নরা। অশ্বিনৌ সুকৃতে সুষ্ঠুকর্ম্মকারিণে সুদানবে শোভনদানযুক্তায় যজমানায়েষমন্নং পৃঞ্চন্তা সংযোজয়ন্তৌ যুবাং বর্হিরাসীদতং। দর্ভং প্রাপ্নুতং॥

অর্ব্বাঞ্চা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ'। অধ্বরশ্রিয়ঃ। অধ্বরং শ্রয়ন্তীত্যধ্বর-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! যাগসেবী অশ্বগণ আমাদিগের অনুষ্ঠেয় তিনটী সবনাখ্য যজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়া (যজ্ঞের) অভিমুখে আপনাদিগকে বহন করুন। হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সুকর্ম্মকারী শোভন-দানযুক্ত যজমানকে অন্নসংযুক্ত করিয়া কুশোপরি উপবেশন করুন।

অর্ব্বাঞ্চা। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির আকার হইয়াছে। অধ্বরশ্রিয়ঃ। অধ্বরকে আশ্রয় করেন—এই বাক্যে 'অধ্বরশ্রিয়' পদটী হইয়াছে। "কিব্‌চি প্রচ্ছীত্যাদি"

শ্রয়। 'ক্বিব্‌চিপ্রচ্ছী'ত্যাদিনা ক্বিপ্‌। দীর্ঘশ্চ। বহন্তু। বহ প্রাপণে। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। সবনা। সুঞ্ অভিষবে। অভিষূয়তে সোম এষ্বিতি সবনানি। অধিকরণে ল্যুট্‌। যোরনাদেশঃ। গুণাবাদেশৌ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেৰ্লোপ। পৃঙ্‌ক্তা। পৃচী সম্পর্কে। শতরি রুধাদিত্বাৎ শ্নম্‌। শ্নসোরল্লোপঃ ইত্যাকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। সুকৃতে। সুকর্ম্মপাপেত্যাদিনা কর্ম্মোপপদে ভূতে কালে ক্বিপ্‌। হ্রস্বস্য পিতীতি তুক্‌। সুদানবে। শোভনং দানু দানং যস্যাসৌ সুদানুঃ। দানুশব্দো নুপ্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসী'তি বহুব্রীহাবুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। সীদতং। ষদ্‌ল্‌ বিশরণ গত্যবসাদনেষু॥ ৮॥

অষ্টম (৫৬৩) ঋকের বিশদার্থ।

প্রথমে এই ঋকের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তার পর এই ঋক্ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা বলা যাইতেছে। ঋকের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা,—

(১) "তোমরা সর্ব্বদা যাগসেবী; তোমাদের সপ্ত (অশ্ব) তোমাদিগকে নিকটে আনিয়া সোমাভিমুখে লইয়া যাউক; হে নরদ্বয়! শুভকর্ম্মকারী ও দানশীল যজমানকে অন্নদান করিয়া তোমরা কুশে উপবেশন কর।"

(২) "হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! নিত্যই যজ্ঞস্থলে গমনশীল আপনাদিগের অশ্বসকল আমাদিগের অনুষ্ঠিত সবনকর্ম্মসমীপে আপনাদিগকে বহন করুক। হে নীরত্ব বিশিষ্ট

নিয়মানুসারে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় ও দীর্ঘ হইয়াছে। বহন্তু। প্রাপণার্থ 'বহ' ধাতু। 'শপের' পিত্ত্ব অর্থাৎ 'প' থাকে না বলিয়া অনুদাত্ত হইয়াছে। 'তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে; পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব হইয়াছে। সবনা। অভিষবার্থ 'ষুঞ্' ধাতু। অভিষূত হয় সোম এই কর্ম্মসমূহে—এই বাক্যে 'সবনানি' পদটী হয়। অধিকরণ-বাচ্য 'ল্যুট্' প্রত্যয়। 'যোরনাদেশঃ' নিয়মে 'অন্' এবং 'গুণাবাদেশৌ' নিয়মে 'অ' আদেশ হইয়াছে। 'লিতীতি' সূত্রানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' এই সূত্রানুসারে 'শি'র লোপ হইয়াছে। পৃঙ্‌ক্তা। সংপর্কার্থক 'পৃচী' ধাতু, 'শতৃ' প্রত্যয়, পরে রুধাদিত্ব-হেতু শ্নম্ আদেশ ও 'শ্নসোরল্লোপঃ' সূত্রানুসারে অকারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সুকৃতে। 'সুকর্ম্মপাপেত্যাদি' সূত্রানুসারে অতীত কালে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় ও 'হ্রস্বস্যপিতি' এই সূত্রানুসারে 'তুক্' প্রত্যয় হইয়াছে। সুদানবে। শোভন অর্থাৎ সুন্দর দানু অর্থাৎ দান যাহার—এই বাক্যে 'সুদানুঃ' পদ হয়। দানু-শব্দটী নু-প্রত্যয়ান্ত আদিস্বর উদাত্ত। 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বহুব্রীহি সমাসে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সীদতং। 'ষদ্' সদ-ধাতু বিশরণ গতি ও অবসাদন অর্থ বুঝায়॥ ৮॥

'অশ্বিনীকুমারদ্বয় উত্তমকর্ম্মকারী, শোভনদানবিশিষ্ট যজমানকে অন্নদানশীল আপনারা দর্ভাসনে উপবেশন করুন।"

সকল ব্যাখ্যাই সায়ণের অনুসারী। মন্ত্রের অন্তর্গত "সপ্তয়ঃ" পদে অশ্বের সম্বন্ধ আনিয়া মন্ত্রার্থকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। 'তিন খানি কাঠের তৈয়ারী রথ'—এই একটা ধারণা বদ্ধমূল থাকায়, ক্রমশঃ অশ্বের সম্বন্ধ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আর একটু অগ্রসর হইলে, অন্ততঃ ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রটীর (নবম মন্ত্রের) মর্ম্মটুকু অনুধাবন করিলে, আমরা বিশ্বাস করি, এ ভাব উল্টাইয়া যাইবে। উল্টাইয়া যাইবেই বা বলি কেন, সায়ণের ভাষ্যে সেখানে অন্য অর্থ অন্য ভাবই প্রকারান্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। রথটী যে কি, রথের বাহনই বা কি—সেখানে সে আভাষ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। * সেখানে রথের বিশেষণ আছে—"সূর্য্যত্বচা"। সায়ণ তাহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—'সূর্য্যসংবৃতেন সূর্য্যরশ্মিসদৃশেন বা।' বুঝুন—রথটী কি? বুঝিয়া দেখুন—সে রথের বাহনই বা কি প্রকার হওয়া সম্ভবপর?

এখন, আমরা যে দিক দিয়া যে ভাবে অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম, তাহার একটু হেতু প্রদর্শন করিতেছি। "সপ্তয়ঃ" পদে আমরা "ভগবৎসম্বন্ধ-কারিকাঃ সদ্বৃত্তয়ঃ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'সপ্তন্' শব্দের মূল যে 'সপ্' ধাতু, তাহার অর্থ—'একত্রীকরণ'। যাহা একত্রিত বা মিলিত করায়—সেই ভাব প্রকাশ পক্ষে ঐ পদ ব্যবহার করা যায়। অথর্ব্ববেদের প্রথম মন্ত্রে 'ত্রিষপ্তা' পদ আছে। সেখানে 'সপ্ত' পদে যে যে ভাব ব্যক্ত হয়, তাহা প্রকাশ করিয়াছি। ফলতঃ, ভগবানের সম্বন্ধ যাহাতে আনে, এখানে 'সপ্তয়ঃ' পদে সেই ভাবই প্রাপ্ত হই। নচেৎ, উপমা পক্ষে 'সপ্তয়ঃ' পদে 'সপ্তরশ্মি' 'সপ্তকিরণ' ভাব গ্রহণ করা যায়। সূর্য্যদেব সপ্তাশ্বে আগমন করেন, তাঁহার সপ্ত অশ্ব,—এবংবিধ বাক্যের তাৎপর্য্য কি? সূর্য্যরশ্মিতে আমরা সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু বাস্তব-পক্ষে শ্বেতবর্ণ বলিয়া কোনও বর্ণই নাই। সাতটী বর্ণের মিলনে শ্বেতবর্ণের উৎপত্তি হয়। সপ্তবর্ণ (সপ্তকিরণ) এক হইয়া সূর্য্যদেবকে প্রকাশ

* নবম ঋকের ব্যাখ্যায় ও সায়ণভাষ্যে তাহা লক্ষ্য করুন। এখানে তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র

করে। তাঁহার যে মূর্ত্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা সপ্তরশ্মির (সপ্ত-বর্ণের) সমন্বয়। * তাই সূর্য্যের সপ্তাশ্ব পরিকল্পিত হয়। এখানেও সেই মিলনের মিশ্রণের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। সে পক্ষে এখানকার প্রার্থনার তাৎপর্য্য এই যে,—'সপ্তকিরণ দ্বারা সূর্য্যদেব যেমন প্রকাশমান্ হন, সেই রূপ সৎকর্ম্মসঞ্জাত সত্ত্বভাবের দ্বারা আপনারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন।' এখন, সপ্তকিরণ একীভূত হওয়ায় যে কিরণ উৎপন্ন হয় বা দেখিতে পাই, তাহার সহিত সত্ত্বভাবোন্মেষের কি সপ্ত উপাদান আছে—সন্ধান করা যাইতে পারে। সে সপ্ত উপাদান—পঞ্চভূতাত্মক দেহ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এইরূপ মনে করিতে পারি। এই সকল যখন কেন্দ্রীভূত হয়, কেন্দ্রীভূত হইয়া সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়,—ভগবানে সংন্যস্ত হয়; তখনই দেবভাবে দেহ পরিপূর্ণ হয়। এইরূপ অর্থই এখানে প্রকটিত আছে, মনে করা যাইতে পারে। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রথমাংশের (প্রথম পাদের) প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের কৃপায় ভগবৎসম্বন্ধ-সূচক আমাদিগের সদ্বৃত্তিনিচয় আমাদিগের কর্ম্ম-মধ্যে দেবভাব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হউক।'

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের সমস্যামূলক পদ—"বর্হিঃ"। তদনুসারে, দেবদ্বয়কে যেন কুশাসনে বসিতে বলা হইয়াছে—এইরূপ ভাব অধ্যাহৃত হয়। কিন্তু 'বর্হি' বা 'বর্হিষি' পদ যেখানেই প্রযুক্ত দেখি, সর্ব্বত্রই

---

* ত্রিকোণবিশিষ্ট কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যের এই সপ্তকিরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। সে পক্ষে সপ্তাশ্বে, সপ্তকিরণে "Seven Prismatic Rays" ভাব গ্রহণ করিতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞান ঐ সপ্তকিরণের সপ্তবর্ণকে "Vybgior" (ভিব্‌জিওর) শব্দে ব্যক্ত করেন। তদনুসারে ঐ শব্দের অন্তর্গত সাতটী 'বর্ণে' সাতটী 'বর্ণের' বিষয় দ্যোতিত হয়। ঐ শব্দের 'V' বর্ণে 'Violet' (বেগুণে রঙ্), 'Y' বর্ণে 'Yellow' (হরিদ্রা রঙ্) 'B' বর্ণে 'Blue' (ফিকে নীল রঙ্) 'G' বর্ণে 'Green' (হরিত বা সবুজ রঙ্) 'I' বর্ণে 'Indigo' (গাঢ় নীল রঙ্) 'O' বর্ণে 'Orange' (কমলা লেবুর রঙ্) এবং 'R' বর্ণে 'Red' (লাল রঙ্) বুঝায়। এই সাত রঙ্ ত্রিকোণ কাচে এবং রামধনুতে দৃষ্ট হয়। এই সাত রঙ্ একত্রে মিশ্রিত হইলে, সাত এক হইয়া, 'সাদা' রঙ্ হইয়া যায়। বিপরীত বিভিন্ন বর্ণের বিমিশ্রণে এইরূপে শ্বেত বর্ণের উৎপত্তির বিষয় প্রাচীন আর্য্যগণ অবগত ছিলেন, সূর্য্যের সপ্তাশ্ব (সপ্তকিরণ) প্রভৃতি পদে তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের ইহা গবেষণার বিষয়, সন্দেহ নাই।

'হৃদয়' অর্থ দ্যোতনা করে, এবং সেই অর্থেই ভাবসঙ্গতি দেখিতে পাই। 'ইষং' পদে 'অভীষ্টং' 'অভীষ্টফলং' অর্থ অনেকত্র লক্ষ্য করিয়াছি। * 'নরা' পদে 'নেতৃস্থানীয়' অর্থই এখানে সঙ্গত। এইরূপে মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'হে দেবদ্বয়! আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-কারী ও সুষ্ঠুদানশীল করিয়া, অভীষ্টফল প্রদান করুন,—আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া আপনারা অধিষ্ঠিত হউন।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই ভাবার্থ। (১ম—৪৭সূ—৮ঋ) ॥

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশং-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

তেন নাসত্যা গতং রথেন সূর্য্যত্বচা।

যেন শশ্বদূহথুর্দ্দাশুষে বসু

মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণ।

তেন। নাসত্যা। আ। গতং। রথেন। সূর্য্যঽত্বচা।

যেন। শশ্বৎ। ঊহথুঃ। দাশুষে। বসু।

মধ্বঃ। সোমস্য। পীতয়ে ॥ ৯ ॥

* যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্রে "ইষে ত্বা" বাক্যের অর্থে ও অন্যান্য স্থলে এতদালোচনা দ্রষ্টব্য।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' (অসৎসংশ্রবরহিতৌ, সৎস্বরূপৌ, হে দেবৌ) 'যেন' (রথেন, কর্ম্মণা) 'দাশুষে' (অর্চনাকারিণে, উপাসকায়) 'বসু' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'শশ্বৎ' সর্ব্বদা) 'ঊহথুঃ' (প্রাপিতবন্তৌ, প্রাপয়থঃ), 'তেন' (পরিসদ্ধেন) 'সূর্য্যত্বচা' (জ্ঞানকিরণসংযুক্তেন) 'রথেন' (সৎকর্ম্মরূপযানেন—আগত্য ইতি যাবৎ) মধ্বঃ' (মধুরস্য) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য) 'পীতয়ে' (পানার্থং, গ্রহণার্থং, তৎসহ সম্মিলনার্থং) 'আ-গতং' (আগচ্ছতং অবতিষ্ঠতং)। সৎস্বরূপৌ হে দেবৌ। যেনাহং সত্ত্বভাবসমন্বিতঃ ভবামি, তৎ কুরুতং ; তৎকৃত্বা চ ময়া সহ সম্মিলিতৌ ভবতং। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম- ৪৭স ৯ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

সৎস্বরূপ হে দেবদ্বয়! যে কর্ম্মের দ্বারা আপনারা উপাসককে পরমার্থরূপ ধন সর্ব্বদা প্রদান করেন, জ্ঞানকিরণসংযুক্ত সেই সৎকর্ম্ম-রূপ যানে আগমন-পূর্ব্বক মধুর সত্ত্বভাব গ্রহণার্থ আপনারা অবস্থিতি করুন (অর্থাৎ আমাদিগের সহিত সম্মিলিত হউন) (ভাব এই যে—'হে দেবদ্বয়! যাহাতে আমরা সত্ত্বভাবসমন্বিত হই, তাহা করিয়া আপনারা আমাদিগের মধ্যে বিরাজমান্ হউন।') (১ম—৪৭স—৯ঋ)॥

• . •

সায়ণভাষ্যং।

হে নাসত্যা সূর্য্যত্বচা সূর্য্যসংবৃতত্বচা সূর্য্যরশ্মিসদৃশেন বা ... পরিসদ্ধেন রথেনাস্মান্ আগচ্ছতং। দাশুষে হবিঃপ্রদত্তবতে যজমানায় বসু ধনং শশ্বৎ ... যেন রথেন ঊহথুঃ প্রাপিতবন্তৌ। তেন রথেনেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। কিমর্থমাগমনমিতি তদুচ্যতে। মধ্বঃ মধুরস্য সোমস্য পীতয়ে সোমপানার্থং॥

সূর্য্যত্বচা। ত্বচ সংবরণে। ত্বচতি সংবৃণোতীতি ত্বগ্‌ রশ্মিঃ। সূর্য্যস্য ত্বগিব ত্বগ্‌ যস্য। সপ্তম্যুপমানেত্যাদিনা বহুব্রীহিরুত্তরপদলোপশ্চ। ... পরং ... কাপ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অসত্যরহিত (অশ্বিদেবদ্বয়)! আপনারা সূর্য্যসংবৃত অথবা সূর্য্যরশ্মিসদৃশ প্রসিদ্ধ রথে আগমন করুন। যে রথের দ্বারা আপনারা হবির্দ্দানশীল যজমানগণকে সর্ব্বদা ধন দান করিয়া থাকেন; সেই রথের দ্বারা। পূর্ব্বের সহিত অন্বয়। কি জন্য আগমন করিবেন, তাহাই বলা হইতেছে ;—মধুর সোমরস পান করিবার জন্য।

সূর্য্যত্বচা। সংবরণার্থক 'ত্বচ্' ধাতু। 'ত্বচতি' অর্থাৎ সংবরণ করেন—এই অর্থে 'ত্বগ্' শব্দে রশ্মিকে বুঝায়। সূর্য্যের ত্বগের অর্থাৎ রশ্মির ন্যায় ত্বগ্ অর্থাৎ রশ্মি যাহার। 'সপ্তম্যুপমানেত্যাদি' সূত্রানুসারে বহুব্রীহিসমাস ও উত্তরপদের লোপ হইয়াছে। 'সূর্য্য'

রাজসূয়সূর্য্যেত্যাদিনা রুডাগমসহিতো নিপাতিতঃ। ততঃ প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণাদ্যোদাত্তঃ। স এব বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ শিষ্যতে। উহথুঃ। বহ প্রাপণে। লিট্যভ্যাসস্যোভয়েষামিতি লিটঃ কিত্ত্বে বচিস্বপীত্যাদিনা সম্প্রসারণং। অভ্যাসহলাদিশেষৌ সবর্ণদীর্ঘঃ। প্রত্যয়স্বরং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ (১ম—৪৭সূ - ৯ঋ)॥

নবম (৫৬৪) ঋকের বিশদার্থ।

দেবতা অশরীরী। তাঁহাদিগের আগমনের রথও অবয়ব-সম্পন্ন নহে। এই মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত দেখুন। এ পর্য্যন্ত প্রায় সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেই—রথ কাষ্ঠনির্ম্মিত, রথ ত্রিকোণ-বিশিষ্ট, রথ বস্ত্রাবৃত ইত্যাদি ভাবের অর্থই প্রচলিত দেখিয়াছি। এখানে রথের এক 'সূর্য্যত্বচা' বিশেষণে সে ভাব পরিবর্ত্তিত দেখিলাম। এখানে রথ সূর্য্যরশ্মিসদৃশ প্রতিপন্ন হইল। অতএব, সূর্য্যরশ্মিসদৃশ সেই রথে আরোহণ-পূর্ব্বক কিদৃশী আকৃতিসম্পন্ন দেবগণ কি ভাবে আগমন করিবেন, তাহা বুঝিয়া দেখুন। রশ্মি-রূপ যানে দেবতা কেমন ভাবে কোথায় আগমন করেন, এ বিষয় পূর্ব্বে বহু স্থানেই আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার একটু ইঙ্গিত-মাত্র প্রদান করিতেছি। সূর্য্যদেব—জ্যোতির আধার—জ্ঞানের কেন্দ্রস্থান। তাঁহার কিরণ-লাভ—হৃদয়ে জ্ঞানস্ফূর্ত্তি। জ্ঞানস্ফূর্ত্তি বা জ্ঞান-জ্যোতিই দেবগণের আগমনের রথ-স্বরূপ। রথকে যে 'ত্রিবৃত্ত' 'ত্রিবন্ধুর' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, তাহাতে সূর্য্যরশ্মির সহিত উপমার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আলোক-রশ্মি ত্রিকোণ-গতিতে প্রতিভাত হয়, ত্রিকোণ-গতিতেই সংসারের বিস্তৃতি-লাভ করে। সত্ত্ব-রজ-তমঃ—এই ত্রিগুণসাম্যেই জ্ঞান প্রসারিত হইয়া থাকে। রথের ঐ

শব্দটী প্রেরণার্থক 'ষূ' ধাতুর উত্তর 'কাপ্' প্রত্যয় করিয়া 'রাজসূয়সূর্য্য' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'রুট্' আগমের সহিত নিপাতন-সিদ্ধ। তৎপরে প্রত্যয়ের 'পিত্ত্ব'-হেতু অনুদাত্তবিষয়ে ধাতু-স্বরের সহিত আদিস্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর-হেতু তাহা অবশিষ্ট থাকে। 'উহথুঃ'। প্রাপণার্থ 'বহ' ধাতু 'লিট্যভ্যাসস্যোভয়েষামিতি লিটঃ' এই নিয়মানুসারে লিটের 'কিত্ত্ব' হইলে 'বচিস্বপি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। অভ্যাসে হলের আদিবর্ণ অবশিষ্ট থাকে, এবং সবর্ণের দীর্ঘ হয়। উহা প্রত্যয়-স্বর প্রাপ্ত, যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। (১ম—৪৭সূ - ৯ঋ)।

সকল বিশেষণ, সেই দৃষ্টিতেই গ্রহণ করা যায়। ফলতঃ, এই মন্ত্রের মধ্যে দেবতার স্বরূপ এবং তাঁহাদিগের যানের নিগূঢ় মর্ম্ম উপলব্ধ হইতে পারে। দেবতার সোমপানের বিষয় বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। সে আলোচনা আর নিষ্প্রয়োজন। দেবদ্বয়ের বিশেষণ আছে—'নাসত্যা'; অর্থাৎ, তাঁহারা অসতের বা অনিত্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট নহেন; তাঁহারা সৎস্বরূপ। সৎস্বরূপ দেবতা—সত্ত্বভাবের মধ্যেই বিরাজ করেন। আমাদিগের মধ্যে সেই সত্ত্বভাব প্রতিষ্ঠিত হউক,—দেবগণ বিরাজমান রহুন। ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার নিগূঢ় তাৎপর্য্য। (১ম—৪৭সূ—৯ঋ)।

—•—

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশং-সূক্তং। দশমী ঋক।)

উক্‌থেভির্‌র্ব্বাগবসে পুরূবসূ অর্কৈশ্চ

নি হ্বয়ামহে।

শশ্বৎ কণ্বানাং সদসি প্রিয়ে হি কং

সোমং পপথুরশ্বিনা ॥ ১০ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

উক্‌থেভিঃ। অর্ব্বাক্। অবসে। পুরু বসূ ইতি পুরু‌ঽবসূ। অর্কৈঃ। চ।

নি। হ্বয়ামহে।

শশ্বৎ। কণ্বানাং। সদসি। প্রিয়ে। হি। কং।

সোমং। পপথুঃ। অশ্বিনা ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুবসূ' (প্রভূতধনযুক্তৌ হে দেবৌ) 'অবসে' (অস্মদ্রক্ষণার্থং) 'উক্থেভিঃ' (শস্ত্রৈঃ, মন্ত্রৈঃ) 'অর্কৈঃ' (স্তোত্রৈঃ, সামগানৈঃ) যুবাং 'অর্ব্বাক্' (অস্মদাভিমুখ্যেন) 'নি হ্বয়ামহে' (নিতরাং আহ্বায়ামঃ); 'হি' (যতঃ, অতঃ অনুকম্পাপ্রকাশেন ইতি যাবৎ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) যুবাং 'কণ্বানাং' (অস্মৎসদৃশানাং অকিঞ্চনানাং) 'প্রিয়ে' (অভিলষিতে) 'সদসি' (যজ্ঞে, কর্ম্মণি) 'শশ্বৎ' (সর্ব্বদা আগত্য ইতি যাবৎ) 'কং' (খলু, নিতরাং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'পপথুঃ' (পিবথঃ, সত্ত্বভাবেন সহ সম্মিলিতৌ ভবথঃ)। অশেষধনশালিনৌ হে দেবৌ! অস্মাকং স্তোত্রেণ প্রীতৌ সন্তৌ অস্মান্ প্রাপয়তঃ। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪৭সূ—১০ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতধনশালী হে দেবদ্বয়। আমাদিগের রক্ষার জন্য মন্ত্রোচ্চারণে ও সামগানে আমরা আপনাদিগকে আমাদিগের অভিমুখে নিয়ত আহ্বান করিতেছি; তাহাতে, অনুকম্পা-প্রকাশ করিয়া, আধি ব্যাধি নাশক হে দেবদ্বয়, আপনারা অস্মৎসদৃশ অকিঞ্চনগণের অভিলষিত কর্ম্মে সর্ব্বদা আগমন-পূর্ব্বক নিরন্তর আমাদিগের সত্ত্বভাব পান করুন, অর্থাৎ তৎসহ সম্মিলিত হউন। (ভাব এই যে, আমাদিগের স্তোত্রে প্রীত হইয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন।)॥ (১ম—৪৭সূ—১০ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

পুরুবসূ প্রভূতধনাবশ্বিনাবসেঽস্মদ্রক্ষণার্থমুক্থেভিরুক্থৈঃ শস্ত্রৈরর্কৈশ্চার্চ্চনসাধনৈঃ স্তোত্রৈশ্চার্ব্বাগস্মদাভিমুখ্যেন নিহ্বয়ামহে। নিতরামাহ্বয়ামঃ। হে অশ্বিনৌ কণ্বানাং কণ্বপুত্রাণাং মেধাবিনাং বা প্রিয়ে সদসি যজ্ঞস্থানে শশ্বৎ সর্ব্বদা সোমং পপথুর্হি কং। যুবাং পীতবন্তৌ খলু॥

উক্থেভিঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসাদেশাভাবঃ। বহুবচনে ঝল্যেদিত্যেত্বং। অর্কৈঃ। অর্চ স্তুতৌ। পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ। প্রায়েণেতি করণে ঘঃ। চজোঃ কু ঘিণ্যতো-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতধনশালী অশ্বিদেবদ্বয়! আমাদিগের রক্ষণার্থ শস্ত্রদ্বারা এবং অর্চ্চন-সাধন স্তোত্রসমূহদ্বারা আমাদিগের অভিমুখে (আসিবার জন্য) আপনাদিগকে বিশেষরূপে আহ্বান করিতেছি। হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা কণ্বপুত্রগণের অথবা মেধাবিগণের প্রিয় যজ্ঞস্থানে সকল সময়েই সোমপান করিয়া থাকেন।

উক্থেভিঃ। 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'ভিস্' স্থানে 'ঐস্' আদেশের অভাব। 'বহুবচনে ঝল্যেৎ' এই নিয়মানুসারে 'এত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্কৈঃ। স্তুত্যর্থক অর্চ্। 'পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ' এই নিয়মানুসারে করণবাচ্যে 'ঘঃ' প্রত্যয় হইয়া

রিতি কুত্বং। নিহ্বয়ামহে। নিসমুপবিভ্যো হ্বঃ ইত্যাত্মনেপদং। সদসি। সীদন্ত্যস্মিন্নিতি সদঃ। অসুনো নিত্যাদাচুদাত্তত্বং। পপথুঃ। পা পানে। লিঙ্যাতো লোপ ইটি চেত্যাকার-লোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। ছি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ (১ম ৪৭সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে দ্বিতীয়ো বর্গঃ॥ (১।৪।২)॥

• • •

দশম (৫৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

এই মন্ত্রের ভাব সরল ও সহজ-বোধ্য। 'আমরা উকৃথ-মন্ত্রে ও অর্ক-স্তোত্রে আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি; আমাদিগের এই প্রিয় যজ্ঞে আসিয়া আপনারা সোম পান করুন।' সাধারণতঃ এই অর্থই প্রচলিত।

আমরাও এই অর্থেরই অনুসরণ করি। কেবল, সোম-পান বলিতে সাধারণতঃ যে ভাব পরিগৃহীত হয়, আমাদিগের ভাব তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যার ও আমাদিগের ব্যাখ্যার ইহাই পার্থক্য। সে পার্থক্য বুঝিলেই মন্ত্রার্থ হৃদ্‌গত হয়।

এই মন্ত্রে সরল ভাবে প্রার্থনা আছে। প্রার্থনা—রক্ষার। বিপদে রক্ষা, সম্পদে রক্ষা—রক্ষা সকল সময়ই প্রয়োজন। শত্রুর কবল হইতে রক্ষা, মিত্রের মায়া-মোহ হইতে রক্ষা—রক্ষা অনেক প্রকারের আছে। প্রার্থনাকালীন উচ্চারিত "অবসে" পদে সেই সকল প্রকার রক্ষার প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

রক্ষা পাইবার উপযোগী সম্বল কিছুই নাই। রক্ষা পাইবার উপযোগী কর্ম্ম-সামর্থ্যও কিছু নাই। আছে কেবল—অসহায়ের সম্বল—অগতির গতি—কয়েকটী উকৃথ ও অর্ক। শাস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি; আর সাম-গানে প্রবৃত্ত হইতেছি; সেই মাত্র উপলক্ষ্য করিয়া, হে দেবদ্বয়, আপ-নারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। ইহাই এখানকার এক প্রার্থনা। আর

'চজোঃ কু ঘিণ্যতোঃ' এই নিয়মানুসারে 'ঘ' স্থানে 'ক' হইয়াছে। নিহ্বয়ামহে। 'নিসমুপবিভ্যো হ্বঃ' এই নিয়মানুসারে আত্মনেপদ হইয়াছে। পপথুঃ। পানার্থ 'পা' ধাতু। 'লিঙ্যাতো লোপ ইটি চ' এই নিয়মানুসারে আকারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'হি চ' এই সূত্রানুসারে নিঘাতের প্রতিষেধ হইয়াছে। (১ম—৪৭সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।২॥

• • •

এক প্রার্থনা,—'আমাদিগের প্রিয় (অভিলষিত) কর্ম্মে—যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মে —আপনারা নিয়ত আসিয়া মিলিত হউন; আর, তদুৎপন্ন বা স্বতঃসঞ্জাত সত্ত্বভাবের সহিত আপনাদিগের সম্মিলন হউক।' *

এই মন্ত্রে আর একটী বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। মন্ত্রের একটী পদ—'নি হ্বয়ামহে।' উহার প্রতিবাক্য—'নিতরাং আহ্বয়ামঃ।' বাঙ্গালা ভাব—'নিয়ত আহ্বান করিতেছি বা করি।' তাহাতে 'আমরা যেন নিয়ত আহ্বান করিতেছি'—সাধারণতঃ এই ভাব প্রকাশ পায়। তবে সে পক্ষে কতকটা আত্মশ্লাঘা দ্যোতনা করে। সুতরাং মন্ত্রের প্রকৃত ভাব সেরূপ মনে না করাই সঙ্গত-বোধ করি। কেন-না, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের নিগূঢ় লক্ষ্যের বিষয় অনুধাবন করিলে, প্রথমাংশে আহ্বান এবং দ্বিতীয়াংশে সেই আহ্বানের ফল প্রকটিত দেখি। নিয়ত যাঁহারা সেই দেবদ্বয়কে আহ্বান করেন, দেবদ্বয় সর্ব্বদা আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হয়েন,—তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করেন। এই নিত্যসত্যতত্ত্বই এখানে প্রকটিত আছে মনে করি। ফলতঃ, দেবতার অনুকম্পা-লাভ করিতে হইলে, দেবভাব প্রাপ্ত হইতে হইলে, নিয়ত দেবতার পূজাপরায়ণ থাকিতে হইবে,—নিয়ত দেবভাবের উদ্বোধনায় সচেষ্ট থাকিবে। এই মন্ত্র এই এক ভাব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্রান্তর্গত 'হি' পদের 'যতঃ' প্রতিবাক্য-গ্রহণ-পক্ষে সেই সার্থকতা লক্ষ্য করা যায়।

যে দেবতা আধি-ব্যাধি-নাশকারী, যে দেবভাবের সহযোগে হৃদয়-মন ব্যাধিশূন্য প্রফুল্ল হয়, সে দেবতার নিকট মানুষের আর কি প্রার্থনা

* বলা বাহুল্য, এ ঋকের প্রচলিত অর্থে কিন্তু এ ভাব ব্যক্ত নহে। সে অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উক্থ ও অর্ক মন্ত্রে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। তোমরা কণ্বপুত্রদিগের মনোমত এই যজ্ঞে আসিয়া সোমরস পান কর।' এ পক্ষে ভাব আসে, যজমান যেন এই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতেছেন। মন্ত্রোচ্চারণকারী তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি; আর যজ্ঞের পুরোহিত কণ্বপুত্রেরা যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কণ্বপুত্রদিগের দ্বারা যজ্ঞ করাইলে, সোমরস প্রস্তুত করাইলে, তাহা যেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মনোমত হয়। তাই তাঁহাদিগের অভিমত-ক্রমে তিনি যেন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন; এবং দেবদ্বয়কে সেই কথা বলিয়া প্রলুব্ধ করিতেছেন। কিন্তু সর্ব্বত্র এ অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না।

থাকিতে পারে? তাঁহারা যদি সর্ব্বদা অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহারা যদি অবিচ্ছেদে হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া বিদ্যমান্ রহেন; তবেই সকল ব্যাধি—সকল বিপত্তি দূরে যাইবে,—তবেই শ্রেয়ঃ আসিয়া আলিঙ্গন করিবে। মন্ত্র শিক্ষা দিতেছে,—'হে জীব! তুমি সদাকাল সেই আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়ের পূজায় প্রাণ উৎসর্গ কর; তোমার সকল ব্যাধি-বিপত্তি দূরে অপসৃত হইবে।' মন্ত্র এই অনুপ্রাণনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। এই সূক্তের প্রায় সকল ঋক্‌গুলিই এবম্বিধ প্রার্থনার ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। উপসংহারে সেই ভাবেরই স্ফূর্ত্তি দেখি। (১ম—৩৭সূ—১০ঋ)।

অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

সহ বামেনেতি ষোড়শর্চং পঞ্চমং সূক্তং। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। বার্হতপ্রাগাথমযুজো বৃহত্যঃ। যুজঃ সতো বৃহত্যঃ। উষাদেবতা। সহ ষোড়শোষস্যং ত্বিত্যনুক্রমণিকা॥ প্রাতরনুবাকে উষস্যে ক্রতৌ বার্হতে ছন্দসীদং সূক্তং। অথোষস্য ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। প্রত্যু অদর্শি সহ বামেনেতি বার্হতং। আ০ ৪।১৪। ইতি॥ তথাশ্বিনশস্ত্রেঽপ্যেতৎ সূক্তং। প্রাতরনুবাকন্যায়েনেত্যতিদিষ্টত্বাৎ। তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

(নবমানুবাকের) এই পঞ্চম সূক্তে 'সহবামেন' প্রভৃতি ষোলটী ঋক্ আছে। ঐ ঋক্-সমূহের ঋষি—'প্রস্কণ্ব'। বার্হতত্ব-হেতু কতকগুলি ঋকের অযুজো-বৃহতী ছন্দঃ ও কতকগুলি ঋকের যুজো বৃহতী ছন্দঃ। দেবতা উষা। 'সহষোড়শোষস্যং তু' এইরূপ অনুক্রমণিকা আছে। প্রাতরনুবাকে উষাদেবতা-সম্বন্ধীয় যাগে বৃহতী ছন্দোবিশিষ্ট এই সূক্ত প্রযুক্ত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রে 'অথোষস্য' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা—'প্রত্যু অদর্শি সহ বামেন ইতি বার্হতং' (আং ৪।১৪)। সেইরূপ আশ্বিন-শস্ত্রেও এই সূক্তের উক্তি আছে। যথা,—'প্রাতরনুবাকন্যায়েনেত্যাদিষ্টত্বাৎ।' সেই সূক্তের এই প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। নবমোঽনুবাকঃ। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং

প্রথমোঽষ্টকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। তৃতীয়াদারভ্য

পঞ্চমং পর্য্যন্তং ত্রয়ো বর্গাঃ।

অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তের ষোলটী ঋক উষাদেবতা-বিষয়ক। উষাদেবতা বলিতে, ব্যাখ্যাদিতে সাধারণতঃ উষাকালকে লক্ষ্য করা হয়। তদনুসারে প্রত্যেক মন্ত্রে উষাকালের বর্ণনা আছে—ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

উষাদেবতার সহিত উষাকালের সম্বন্ধ-সূচনায় অর্থ যে পরিগ্রহ হয় না, তাহা আমরা বলি না। তবে সে অর্থে, স্থানে স্থানে যে অসামঞ্জস্য রহিয়া যায়, ইহাই আমাদের বক্তব্য। কিরূপ অসামঞ্জস্য, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। মন্ত্রগুলির যে অর্থ প্রচলিত আছে, তদনুসারেই ঐ বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে। মন্ত্রার্থে প্রকাশ,—'উষাদেবতা বহু অশ্ববিশিষ্ট ও বহু গো-যুক্ত ধনের প্রদাত্রী।' অর্থাৎ, তিনি যজমানকে বহু ঘোড়া ও গরু দান করেন। (এ পক্ষে দ্বিতীয় ঋকের প্রচলিত অর্থ লক্ষ্য করুন)। বুঝিয়া দেখুন,—এখানে এ অর্থের কি সঙ্গতি আছে? উষাকাল কি প্রকারে গরু ও ঘোড়া প্রদান করিতে পারেন? বলা বাহুল্য, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ অবশ্য অন্যরূপ। সে অর্থ যথাস্থানেই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু যাঁহারা উষাদেবতাকে উষাকাল-রূপে কল্পনা করেন, তাঁহাদিগের অর্থেই ঐ প্রকার অসামঞ্জস্য-দোষ বর্ত্তিয়া থাকে। এইরূপ আরও অসামঞ্জস্য উল্লেখ করিবার আছে। "তিনি দ্বেষীদিগকে ও শত্রুদিগকে নিরাকরণ করেন" (অষ্টম ঋকের প্রচলিত অর্থ); তিনি "বৃহৎ রথের দ্বারা আগমন করেন" (দশম ঋকের প্রচলিত অর্থ); তিনি "সোমপানার্থ দেবতাদিগকে আনয়ন করেন (দ্বাদশ ঋকের প্রচলিত অর্থ);—এ সকল অর্থই বা কি প্রকারে সামঞ্জস্য থাকিতে পারে? বস্তুতঃ, উষাদেবতা বলিতে উষাকালকে যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, আমরা তাহা মনে করি না। আমাদিগের মতে,—

'উষা জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী ; যে দেবতাব আমাদিগের জ্ঞানোন্মেষে সহায়তা করে, তাহাই উষা নামে প্রখ্যাত হয়।' মন্ত্রার্থ আলোচনায় এতদর্থের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে।

এখন, এই সূক্তের মধ্যে, প্রত্নতত্ত্বের কি উপাদান প্রাপ্ত হই—দেখা যাউক। এই সূক্তের তৃতীয় ঋক্ হইতে ("সমুদ্রেন শ্রবস্যবঃ" বাক্য) ভারতীয় বণিকগণের ধনোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে সমুদ্র-পথে গতাগতির পরিচয় প্রাপ্ত হই। • পাশ্চাত্যমতাবলম্বী অনেকেরই একটা বিশ্বাস আছে, বেদে ক্রিয়া-কর্ম্মে কেবল ঐহিক সুখেরই কামনা প্রকাশ পাইয়াছে ; কিন্তু এই সূক্তের নবম ঋকের ব্যাখ্যায় প্রচলিত মতেই পারত্রিক সুখ কামনায় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইত, সপ্রমাণ হয়। মহর্ষি কণ্ব-ঋষির নাম এবং তিনি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মগণের নাম উচ্চারণ করিতেন,—এই সূক্তের চতুর্থ ঋকে তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। অধুনা প্রভাতে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে "অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী" প্রভৃতি নারীগণের এবং "পুণ্যশ্লোকো নলরাজা" প্রভৃতি নরগণের নাম যে উচ্চারিত হয় ; সে কালেও—বেদের সময়ও—তাহা প্রবর্ত্তিত ছিল ;—চতুর্থ ঋকের ভাষ্যাভাবে তাহা মনে করিতে পারি। গোরু, ঘোড়া, আর অন্ন পাইলেই যে তখনকার মানুষেরা পরিতৃপ্ত হইতেন,—মন্ত্রের বিভিন্ন স্থানের প্রার্থনায় তাহা প্রতিপন্ন করা যায়। আমাদিগকে গৃহ দান করুন, গাভী দান করুন, বহুবিধ ধন দান করুন,—এরূপ প্রার্থনা এই সূক্তের অনেক মন্ত্রেই (একাদশ, দ্বাদশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ প্রভৃতি) প্রচলিত অর্থে প্রতীত হয়। 'উষাদেবতা প্রাণিগণকে জরাগ্রস্ত করেন, তাহাদিগের পরমায়ু হরণ করেন তিনি পাখীদিগকে উড়াইয়া দেন, তিনি পাদবিশিষ্ট প্রাণীদিগের নিদ্রাভঙ্গ করেন' (পঞ্চম ঋকের প্রচলিত অর্থ দেখুন) ;—এইরূপ সব অর্থ প্রচলিত আছে দেখিতে পাই। কেহ কেহ তাহা হইতে ভাব আনেন,—উষা যে প্রত্যহ উদয় হন, তাহাতে লোকের নিদ্রাভঙ্গ হয়, দিন দিন আয়ু কমিয়া যায়, প্রভাতে পাখীরা আহারান্বেষণে গমন করে, মানুষেরা স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে,—এই সকল বিষয়ই ঐ সকল বাক্যে প্রখ্যাত আছে। এই সূক্তের একটী ঋকের (চতুর্দ্দশ ঋকের) প্রচলিত অর্থে, ঋষিরা যেন মন্ত্র রচনা করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন ভাব আসে। পূর্ব্বে ঋষিরা যেরূপ মন্ত্র রচনা করিয়া স্তব করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ মন্ত্র রচনা করিয়া স্তব করিতেছি ; সুফল প্রদান করুন। সেখানে এই ভাব প্রকাশমান। ফলতঃ নির্দ্দিষ্ট কালের সম্বন্ধ এবং অসভ্য আদিম অবস্থার শৃঙ্খলাশূন্য রচনার আদর্শ মন্ত্রগুলিতে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। এক দৃষ্টিতে এই ভাব—এইরূপ প্রমাণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আমাদিগের দৃষ্টি কিন্তু অন্যরূপ। আমরা কিন্তু পূর্ব্বাপর এক ভাবের মধ্য দিয়াই মন্ত্রগুলির অর্থসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। পার্থিব সামগ্রী সকলের সহিত মন্ত্রগুলির সম্বন্ধের বিষয় সূচনা করা যাইলেও, ঐ সকল মন্ত্রে অপার্থিব বস্তুর সম্বন্ধ বিদ্যমান্ রহিয়াছে, তাহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। এ পক্ষে প্রতি ঋকের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া দেখুন ; দেখিবেন—সকল প্রকার অর্থের মধ্য হইতেই সত্যতত্ত্ব কেমন আপনিই হৃদ্গত হইয়া আসিবে।

• বাণিজ্যোদ্দেশ্যে সমুদ্র পথে আর্য্যগণের গতাগতির প্রমাণ, ঋগ্বেদে নানাস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একস্থানে ইহার সম্যক্ আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

প্রথমমণ্ডলস্য নবমেঽনুবাকে অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। উষাদেবতা। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। বার্হতে ছন্দসি। প্রাতরনুবাকে উষস্যে ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

সহ বামেন ন উষো ব্যুচ্ছা দুহিতর্দ্দিবঃ।

সহ দ্যুম্নেন বৃহতা বিভাবরি

রায়া দেবি দাস্বতী ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সহ। বামেন। নঃ। উষঃ। বি। উচ্ছ। দুহিতঃ। দিবঃ।

সহ। দ্যুম্নেন। বৃহতা। বিভাঽবরি।

রায়া। দেবী দাস্বতী ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গস্য, সত্ত্বাবস্থাপ্রাপ্তস্য) 'দুহিতঃ' (পুত্রি, উৎপন্নে, শুদ্ধসত্ত্বাংশজাতে) 'উষঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'বামেন সহ' (শ্রেষ্ঠধনেন সহ, পরমার্থরূপেণ ঐশ্বর্য্যেণ সহ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'ব্যুচ্ছ' (বিশেষেণ প্রকাশয়); 'বিভাবরি' (হে প্রভান্বিতে! অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে!) 'বৃহতা' (প্রভূতেন) 'দ্যুম্নেন সহ' (দীপ্তিমতে ধনেন সহ, জ্ঞানকিরণেন সহ) 'ব্যুচ্ছ' (সর্ব্বতোভাবেন বিশেষপ্রকারেণ প্রকাশয়) ইতি শেষঃ; 'দেবি' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তে!) 'রায়া' (ধনেন, পরমার্থরূপধনবিতরণেন) 'দাস্বতী' (দানযুক্তা সতী) 'ব্যুচ্ছ' (সর্ব্বতোভাবেন বিশেষেণ প্রকাশয়)।

ইতি শেষঃ। হে দেবি! শ্রেষ্ঠধনস্য প্রতি অস্মাকং দৃষ্টিং সঞ্চালয়, অস্মভ্যং জ্ঞানধনং চ প্রযচ্ছ। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

স্বর্গের নন্দিনি (শুদ্ধসত্ত্ব হইতে উৎপন্ন) জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমাদিগের জন্য পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠধনের সহিত সর্ব্বতোভাবে বিশেষপ্রকারে আপনি প্রকাশিত হউন; প্রভান্বিতে (অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে)! প্রভূত প্রকারে দীপ্তিমান্ ধনের সহিত (জ্ঞানকিরণের সহিত) সর্ব্বতোভাবে বিশেষপ্রকারে আপনি প্রকাশিত হউন; দীপ্তিদানাদিগুণান্বিতে (দেবি)! পরমার্থ-রূপ ধন বিতরণের দ্বারা দানযুক্তা হইয়া সর্ব্বতোভাবে বিশেষপ্রকারে আপনি প্রকাশিত হউন। (ভাব এই যে,—'হে দেবি! শ্রেষ্ঠধনের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি সঞ্চালিত করুন, আর আমাদিগকে পরমধন জ্ঞানধন দান করুন।') ॥ (১ম—৪৮সূ—১ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দুহিতর্দ্দিবঃ। দ্যু দেবতায়া পুত্রি। উষঃ। উষঃকাল-দেবতে নোঽস্মদর্থং বামেন ধনেন সহ ব্যুচ্ছ। প্রভাতং কুরু। হে বিভাবরি। উষোদেবতে বৃহতা প্রভূতেন দ্যুম্নেনান্নেন সহ ব্যুচ্ছ। হে দেবি ত্বং দাস্বতী দানযুক্তা সতী রায়া পশুলক্ষণেন ধনেন সহ ব্যুচ্ছ ॥

উচ্ছ। উছী বিবাসে। দুহিতর্দ্দিবঃ। সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বর ইত্যত্র পরমপি ছন্দসীতি বচনাৎ দিব ইত্যস্য পূর্ব্বাঙ্গবদ্ভাবে সত্যামন্ত্রিতস্য চেতি ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং। বৃহতা। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বিভাবরি। ভা দীপ্তৌ।

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যুদেবতাপুত্রি উষাকালদেবতে! আপনি আমাদিগের নিমিত্ত ধনের সহিত প্রভাত করুন বা প্রভাতা হউন (অর্থাৎ প্রভাতকালেই যেন আমরা ধন প্রাপ্ত হই)। হে বিভাবরি উষাকালদেবতে! আপনি প্রভূত অন্নের সহিত প্রভাতা হউন (অর্থাৎ প্রাতঃকালেই যেন আমরা প্রভূত অন্ন প্রাপ্ত হইতে পারি)। হে দেবি! আপনি দানশীলা হইয়া পশুরূপ ধনের সহিত প্রভাতা হউন (অর্থাৎ আপনার দানশীলতা জন্য যেন প্রাতঃকালে আমরা পশুরূপ ধন লাভে সমর্থ হই)।

উচ্ছ। বিবাসার্থক 'উছী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। দুহিতর্দ্দিবঃ। সুবামন্ত্রিত শব্দ পরে থাকিলে স্বরের পরাঙ্গবদ্ভাব হয়। এই স্থলে 'পরমপি ছন্দসি' এই বচনানুসারে 'দিব' এই শব্দের পূর্ব্বাঙ্গবদ্ভাব হইলে 'আমন্ত্রিতস্য চ' এই সূত্রানুসারে ষষ্ঠী আমন্ত্রিত সমুদায় অষ্টমিকের নিঘাত ও সর্ব্বাংশের অনুদাত্তত্ব হয়। বৃহতা। 'বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। বিভাবরী। দীপ্ত্যর্থক 'ভা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'আতো-

ঊষাদেবতার সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। সে পক্ষে উহার অর্থ হয়—'প্রভান্বিতে', 'অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে।' সেই অর্থই আমরা গ্রহণ করিলাম। "দ্যুম্নেন সহ" পদদ্বয়ে কেন "অন্নেন সহ" অর্থ আনিতে যাই? 'দ্যু ম্নন' পদে দ্যুতিমান্ ধনের প্রসঙ্গই আসিয়া থাকে। তাহাতে ঐ ধনকে 'জ্ঞান-কিরণ'-রূপ ধন বলিয়াই মনে করা যায়। তদনুসারে ঐ অংশের প্রার্থনার ভাব হয়,—'অজ্ঞানান্ধকারনাশিনি হে দেবি! প্রভূত জ্ঞান কিরণ-দানে আমার হৃদয়কে আলোকিত করুন। আমার হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হউক।'

উপসংহারে মন্ত্রের তৃতীয় অংশের ভাব পরিগ্রহণ করা যাউক। ঐ অংশের সম্বোধন'—দেবি!' দীপ্তিদানাদি-গুণযুক্তা যিনি, তিনিই দেবী নামে অভিহিতা হন। সেইরূপ তাঁহার নিকট দান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়। এখানে প্রার্থনার উপযোগী বিশেষণই প্রযুক্ত হইয়াছে। এতৎ প্রসঙ্গে মন্ত্রের তিন অংশের ত্রিবিধ সম্বোধনের ও তিন প্রকার প্রার্থনারই সার্থকতা উপলব্ধ হয়। যখন তাঁহাকে 'স্বর্গের দুহিতা ঊষা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, তখন তাঁহার নিকট জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে, এবং তৎপ্রতি দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে বলা হইয়াছে। তার পর, 'বিভাবরি' বলিয়া যখন সম্বোধন করা হইল, তখন তাঁহার নিকট অজ্ঞানত'-নাশের কামনা প্রকাশ পাইল। পরিশেষে যখন তাঁহাকে 'দেবি' বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে, তখন তাঁহার নিকট দান-প্রাপ্তির প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। সঙ্গত সম্বোধন—সঙ্গত প্রার্থনা। 'রায়' ও 'রয়ি' প্রভৃতি পদে কি ধন বুঝাইয়া থাকে, তাহা পুনঃপুনঃ খ্যাপন করিয়া আসিয়াছি। ঐ পদে পশ্বাদি ধন বুঝাইবার কোনও হেতুবাদ অন্বেষণ করিয়া পাই না। ফলতঃ, দেবীকে তিন ভাবে সম্বোধন করিয়া, তাঁহার নিকট জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশের, অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণের এবং পরমার্থ-রূপ অমূল্য ধন-দানের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'দেবি! আমায় জ্ঞান দেও; আমার অজ্ঞানতা নাশ কর; আমার পরমধন লাভ হউক।' এই মন্ত্র-সম্বন্ধে ইহাই আমাদিগের অভিমত। (১ম—৪৮সূ—১ম)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অশ্বাবতীর্গোমতীর্বিশ্বসুবিদো ভূরি চ্যবন্ত বস্তবে।

উদীরয় প্রতি মা সূনৃতা উষশ্চোদ

রাধো মঘোনাং ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ॥

অশ্ব-বতীঃ। গো-মতীঃ। বিশ্ব-সুবিদঃ। ভূরি। চ্যবন্ত। বস্তবে॥

উৎ। ঈরয়। প্রতি। মা। সূনৃতাঃ। উষঃ। চোদ॥

রাধঃ। মঘোনাং ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বাবতীঃ' (ব্যাপকগুণবিশিষ্টাঃ, প্রেমভক্তিসমন্বিতাঃ) 'গোমতীঃ' (জ্ঞানকিরণসংযুতাঃ) 'বিশ্বসুবিদঃ' (কৃৎস্নধনস্য সুষ্ঠুপ্রাপয়িত্র্যঃ, পরমধনপ্রদায়িত্র্যঃ) উষোদেবতাঃ 'বস্তবে' (তন্নিবাসভূতায়, তদনুগতায় জনায়) 'ভূরি' (প্রভূতং ধনং—জ্ঞান-ভক্তি-রূপং) 'চ্যবন্ত' (প্রাপ্নুঃ, বিতরন্তি ইতি যাবৎ); 'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'মা' (মাং) 'প্রতি' (উদ্দিশ্য) 'সূনৃতাঃ' (প্রিয়সত্যবাচঃ, সদুপদেশং ইতি যাবৎ) 'উদীরয়' (ব্রূহি); তথা 'মঘোনাং' (ধনবতাং, জ্ঞানিনাং) 'রাধঃ' (ধনং—প্রজ্ঞানরূপং) 'চোদ' (প্রেরয়)। উষাদেবতা জ্ঞানভক্তীনাং আধারস্বরূপা। সা দেবী বহুরূপা সতী অনুগতজনানাং প্রেরণাধনং করোতি। অতঃ প্রার্থনা, হে দেবি! সদুপদেশদানেন মাং সৎপথানুবর্তিনং কুরু, পরমং ধনং চ প্রযচ্ছ। (১ম—৪৮সূ—২ঋ)॥

আতো মনিন্ক্বনিব্বনিপশ্চ ইত্যাদিনা বনিপ্। বনো র চেতি ঙীপ্। তৎসন্নিয়োগেন নকারস্য রেফাদেশঃ সম্বুদ্ধৌ হ্রস্বত্বং। দাবতী। ডুদাঞ্ দানে। ভাবেঽসুনপ্রত্যয়ঃ। দা দানমস্যা অস্তীতি দাবতী। মাদুপধায়া ইতি মতুপো বত্বং। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। (১ম—৪৮সূ—১ঋ)।

• • •

প্রথম (৫৬৬) ঋকের বিশদার্থ।

—‡○‡—

সায়ণের ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রে ত্রিবিধ সামগ্রীর প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম প্রার্থনা—ধনের (অর্থাদির); দ্বিতীয় প্রার্থনা—অন্নের (খাদ্যাদির); তৃতীয় প্রার্থনা—পশ্বাদির (গবাদির)। উষাদেবতার নিকট ঐ তিন সামগ্রীর প্রার্থনা করা হইয়াছে। এ পক্ষে বলা হইতেছে,—'হে উষা! তুমি প্রভাত হও; ধনের সহিত প্রভাত হও; অন্নের সহিত প্রভাত হও; পশ্বাদির সহিত প্রভাত হও।' এই প্রকার অর্থে, এখানে এক অভিনব কবিত্বের উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। সে প্রার্থনা,—'উষা-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে, পৃথ্বী ধন-ধান্য-পশ্বাদির আনন্দ-অভিষারে অভিষিক্ত হউক! আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় ঐ সকল সামগ্রীতে আমরা সুখ-সম্পৎ লাভ করি।' * এ প্রার্থনা সঙ্গত ও সুষ্ঠু প্রার্থনা বটে; তবে দুঃখের বিষয়, সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এরূপ

মনিন্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'বনিপ্' প্রত্যয়। 'বনো রচেতি' সূত্রানুসারে 'ঙীপ্' ও তাহার সন্নিয়োগ-হেতু 'ন' স্থানে 'র' আদেশ হইয়া সম্বোধনে হ্রস্ব হইয়াছে। দাবতী। দানার্থক 'ডুদাঞ্' দা-ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'অসুন্' প্রত্যয়। দান আছে ইহার—এই বাক্যে দাবতী পদ হইয়াছে। 'মাদুপধায়া' এই সূত্রানুসারে 'মতুপের' মকার স্থানে 'ব' হইয়াছে। 'উগিতশ্চ' এই সূত্রানুসারে ঙীপ্ হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—১ঋ)।

* এই ঋকের একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে এই কবিত্বের উচ্ছ্বাস বেশ উপলব্ধ হইবে। সেই অনুবাদটি; যথা;—

O Usha! daughter of heaven! dawn upon us with riches. O diffuser of light! dawn upon us with abundance of food. O beautiful goddess! dawn upon us with wealth of cattle.

বলা বাহুল্য, সায়ণ 'রায়া' পদের প্রতিবাক্যে "পশুলক্ষণেন ধনেন সহ" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতেই গবাদি পশুর প্রার্থনা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রার্থনার ভাব পরিস্ফুট হয় নাই। সকল ব্যাখ্যাকারই উষাকে উষাকাল বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বত্র অর্থের সঙ্গতি থাকে নাই। যাহা হউক, মন্ত্রে কি ভাব কি প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে, এক্ষণে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের একটু পরিচয়ে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি।

প্রথমতঃ লক্ষ্য করুন, আমরা মন্ত্রটীকে কিরূপ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তার পর বুঝিয়া দেখুন,—কোন্ পদের কোন্ অর্থ আমরা সঙ্গত মনে করি। 'উষা' পদে 'জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সে দেবী যে স্বর্গস্থ (স্বর্গীয়) শুদ্ধসত্ত্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা সহজেই প্রতীত হইতে পারে। জ্ঞানের উন্মেষ হয় কি প্রকারে? সত্ত্বভাবই জ্ঞানোন্মেষের হেতুভূত। সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হইলে, তদ্দ্বারা জ্ঞান বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। তাই উষার সম্বোধনে "দুহিতর্দ্দিবঃ" পদ প্রযুক্ত দেখি। তার পর, "বামেন সহ" বলিতে সাধারণ অর্থাদি ধন বুঝায় না। 'বাম' শব্দ—শ্রেষ্ঠার্থ-জ্ঞাপক। 'বামেন সহ' বলিতে, 'শ্রেষ্ঠ ধন সহ' অর্থই সঙ্গত হয়। এ পক্ষে "বামেন সহ বুচ্ছা" বাক্যাংশের ভাব এই যে,—'হে দেবি! পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যের সহিত আপনি প্রকাশমানা হউন,—অর্থাৎ সেই ধনের প্রতিই আমাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক।' ফলতঃ, 'আমাদের জ্ঞানোন্মেষ হউক, আর সেই জ্ঞানোন্মেষের সহিত আমরা যেন পরমার্থ-রূপ ধনের প্রতি আকৃষ্ট হই'—ইহাই এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে "বিভাবরি বৃহতা দ্যুম্নেন সহ" এই কয়েকটী মাত্র পদ আছে। "বুচ্ছা" ক্রিয়া-পদের আকাঙ্ক্ষা এখানে প্রকাশ পাইতেছে। উষাদেবতা বিশেষভাবে কি প্রকাশ করিবেন? অথবা, কোন্ অপার্থিব বস্তুর সহিত তিনি প্রকাশমান্ হইবেন? যেন তাহারই উত্তর—'বৃহতা দ্যুম্নেন সহ'। এ অংশের প্রথম 'বিভাবরি' পদের অর্থ অনুধাবন করা আবশ্যক। তাহা হইলেই 'বুচ্ছা' পদের আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু বোধগম্য হইবে। অধুনা 'বিভাবরি' পদে সাধারণতঃ রাত্রিকে বুঝায়। কিন্তু প্রাচীন ভাষ্যকারগণ সে অর্থ গ্রহণ করেন নাই। অপিচ, প্রকৃতি-প্রত্যয়-অনুসারে ঐ পদে বিপরীত অর্থও দ্যোতিত হয়। এখানে ঐ পদ

করিতেছি। 'অশ্ব'-শব্দ ও 'গো'-শব্দ বেদে যেখানেই ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা দেখিয়াছি, ঐ দুই পদ প্রায় সর্ব্বত্রই যথাক্রমে প্রেমভক্তি ও জ্ঞানসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞান-ভক্তির রশ্মি বুঝাইতে ঐ দুই পদ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। * তদনুসারে 'অশ্বাবতীঃ' পদে 'ব্যাপকগুণ-বিশিষ্টাঃ' 'প্রেমভক্তিসমন্বিতাঃ' প্রভৃতি অর্থ পরিগ্রহণ করিতে পারি; এবং 'গোমতীঃ' পদে 'জ্ঞানকিরণসংযুতাঃ' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হয়। উষাদেবতা সম্বন্ধে ঐ দুই পদের ঐরূপ অর্থ পরিগ্রহণের সার্থকতা অল্প আয়াসেই উপলব্ধ হইতে পারে। মানুষ যখন জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর অনুকম্পা লাভ করে, হৃদয়ে যখন জ্ঞানোন্মেষ হয়, তখন ব্যাপক-রূপে প্রেম-ভক্তি হৃদয়ে বিকাশ পায়, তখন স্বতঃই হৃদয়ে জ্ঞান-কিরণ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। তজ্জন্যই উষাদেবতাকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। তার পর, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে যাবতীয় ধন—সকল ধনের সার পরমার্থ ধন—আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই সেই দেবতার আর এক বিশেষণ—'বিশ্বসুবিদঃ'।

অতঃপর "বস্তবে ভূরি চ্যবন্ত" বাক্যাংশে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বুঝিয়া দেখুন! 'বস্তবে' পদে 'তাঁহাতে বাসশীল' অর্থাৎ 'তাঁহার অনুগত জ্ঞানানুসন্ধিৎসু জন' ভাব আসে। সেইরূপ লোককে উষাদেবতা 'ভূরি' প্রভূতধন (ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদি) প্রদান করেন। ঐ বাক্যাংশে এই অর্থই আমরা প্রাপ্ত হই। এখন, এখানে উষাদেবতার সম্বন্ধে বহুবচনান্ত পদ প্রযুক্ত হইল কেন? এ এক সংশয় প্রশ্ন মনে উদিত হইতে পারে! তাহার উত্তর—দেবতা এক হইয়াও বহু। যখন বহু জনের অসংখ্য জনের হৃদয়ে দেবতার ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তখন তাঁহাতে বহুত্বের আরোপ করা যায়। সেইভাবে, শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপন উদ্দেশে, এখানে তাঁহাকে ঐরূপ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে।

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশের ভাবটুকু উপলব্ধি করা যাউক।

---

* প্রথম মণ্ডলের উনত্রিংশৎ সূক্তের সাতটী ঋকে পর্য্যায়ক্রমে 'গোষ্বশ্বেষু' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থে, এবং নবম সূক্তের সপ্তম ঋকের 'গোমৎ' পদের ও ত্রয়োবিংশ সূক্তের পঞ্চদশ ঋকের 'গোভিঃ' পদের, অপিচ সপ্তবিংশ প্রভৃতি সূক্তের 'অশ্বং' প্রভৃতি পদের আলোচনায়,—এ বিষয় বিশদীকৃত দেখিবেন।

এখানে প্রথম প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আপনার কৃপায়, আপনার উপদেশ পাইয়া, প্রিয়-হিত বাক্যে আমার মন প্রবুদ্ধ হউক।' দ্বিতীয় প্রার্থনা,—'জ্ঞানিগণের ভোগ্য যে ধন, জ্ঞানীরা যে ধনে ধনী, সেই ধন আমাকে প্রদান করুন।' জ্ঞানিগণের সংসর্গে আমার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাউক,—এ ভাবও এখানে গ্রহণ করা যায়। ফলতঃ, সৎপথানুবর্ত্তী হইবার জন্য, পরম ধন পাইবার জন্য, ব্যগ্রতাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের অভিমত। (১ম—৪৮সূ—২ঋ)।

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

উবাসোষা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাং।

যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে

সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ ॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উবাস। উষাঃ। উচ্ছাৎ। চ। নু। দেবী। জীরা। রথানাং।

যে। অস্যাঃ। আহচরণেষু। দধ্রিরে।

সমুদ্রে। ন। শ্রবস্যবঃ ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রথানাং' (সৎকর্ম্মরূপযানানাং) 'জীরা' (প্রেরয়িত্রী) 'দেবী' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তা) 'উষাঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী) 'উবাস' (পূর্ব্ববর্ত্তীনাং জনানাং হৃদি নিবাসমকরোৎ) 'চ' (এবং) 'নু' (নিশ্চিতং) 'উচ্ছাৎ' (উষ্যাৎ, বসেৎ—অধুনাতনানাং সর্ব্বেষাং হৃদি ইতি যাবৎ); জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী অতীতানাগতবর্ত্তমানাত্রিকালং অস্মান্ সৎকর্ম্মণি উদ্বোধয়তি ইতি

বঙ্গানুবাদ।

ব্যাপকগুণবিশিষ্টা (প্রেমভক্তিসমন্বিতা) জ্ঞানকিরণসংযুক্তা পরমধন-প্রদাত্রী (সুষ্ঠুভাবে সমগ্র ধনের প্রাপয়িত্রী) উষাদেবীরা তদনুগত জনকে জ্ঞানভক্তি-রূপ প্রভূতধন বিতরণ করেন; হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমার প্রতি আমার প্রিয়হিতসাধক বাক্য (সদুপদেশ) প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—উষাদেবতা জ্ঞানভক্তির আধারস্বরূপা। সেই দেবী বহুরূপে অনুগত জনের শ্রেয়ঃসাধন করেন। অতএব প্রার্থনা,—'হে দেবি! আপনি সদুপদেশ-দানে আমাকে সৎপথানুবর্ত্তী করুন এবং পরম ধন প্রদান করুন।') ॥ (ম—৪৮সূ—২ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বাবতীর্ব্বহুভিরশ্বৈরুপেতা গোমতীর্বহুভির্গোভির্যুক্তা বিশ্বসুবিদঃ কৃৎস্নস্য ধনস্য সুষ্ঠু লম্ভয়িত্র্য উষোদেবতা বস্তবে প্রজানাং নিবাসায় ভূরি প্রভূতং যথা ভবতি তথা চ্যবন্ত। প্রাপ্তাঃ। হে উষোদেবতে মা প্রতি মামুদ্দিশ্য সূনৃতাঃ প্রিয়হিতবাচঃ উদীরয়। ব্রূহি। মঘোনাং ধনবতাং সম্বন্ধি রাধো ধনং চোদ। অস্মদর্থং প্রেরয় ॥

অশ্বাবতীঃ। মন্ত্রে সোমাশ্বেন্দ্রিয়বিশ্বদেব্যস্য মতাবিতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘনিষেধস্য পাক্ষিকত্বোক্তেঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। চ্যবন্ত। চ্যুঙ্ গতৌ। লঙি বহুলং ছন্দস্য মাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। বস্তবে। বস নিবাসে। তুমর্থে সেসেনিতি তবেন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ঈরয়। ঈর গতৌ কম্পনে চ। হেতুমতি ণিচ্। চোদ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বহু অশ্ব ও বহু গো যুক্ত সমগ্রধনের সুপ্রাপয়িত্রী উষাদেবতাগণ প্রজাসমূহের নিবাসার্থ প্রভূত-ধন প্রাপ্ত হইয়া আছেন। হে উষাদেবতে! আপনি আমাকে উদ্দেশ করিয়া মনোরম হিতবাক্য সকল বলুন। ধনবানগণের ধনসমূহকে আমাদের জন্য প্রেরণ করুন (অর্থাৎ ধনবানগণের নিকট হইতে যেন আমরা ধন প্রাপ্ত হই)।

অশ্বাবতীঃ। 'মন্ত্রে সোমাশ্বেন্দ্রিয়বিশ্বদেব্যস্য মতৌ' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে 'বা ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘ নিষেধের বিকল্প-পক্ষে উক্তি থাকায় পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘ হইয়াছে। চ্যবন্ত। গত্যর্থ 'চ্যুঙ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লঙ্' বিভক্তি পরে 'বহুলং ছন্দসি মাঙ্যোগেঽপি' এই নিয়মানুসারে অটের অভাব হইয়াছে। বস্তবে। নিবাসার্থ 'বস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'তুমর্থে সেসেন্' এই নিয়মানুসারে 'তবেন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন'কার ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ঈরয়। গত্যর্থ ও কম্পনার্থ 'ঈর' ধাতুর উত্তর 'হেতুমৎ' বিষয়ে 'ণিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। চোদ। সংযোজন অর্থাৎ

চুদ সংচোদনে: চৌরাদিকঃ। লোটি ছন্দস্যুভয়থেতি শপ আর্দ্ধধাতুকত্বাৎ ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। মঘোনাং। ষষ্ঠী-বহুবচনে শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিত ইতি সম্প্রসারণং॥ (১ম—৪৮সূ—২ঋ)॥

• • •

দ্বিতীয় (৫৬৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের দুই তিন প্রকারের অর্থ প্রচলিত আছে। সে অর্থভেদ প্রধানতঃ মন্ত্রের প্রথম পংক্তির উপলক্ষেই সূত্রিত দেখি। এক প্রকার অর্থে প্রকাশ,—"(উষা) অশ্বযুক্তা গোসম্পন্না এবং সকল ধন প্রদাত্রী; (প্রজাদিগের) নিবাসের জন্য তাঁহার অনেক (সম্পত্তি) আছে।" অন্য প্রকার অর্থে প্রকাশ,—"অনেকাশ্ববিশিষ্ট, বহুগোযুক্ত, সমুদায় ধনের প্রদাত্রী অন্য উষাদেবতারা প্রজাদিগের নিবাসার্থে বহুবার উদিত হইয়াছেন।" ভাষ্যের ভাব, ভাষ্যের বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ এক প্রকার অর্থে উষাকে ধনদাত্রী মাত্র বলা হইয়াছে; অন্য প্রকার অর্থে তাঁহার উদয়ের বিষয় প্রখ্যাত রহিয়াছে। ঋকের প্রথমাংশের পদ কয়েকটী বহুবচনান্ত আছে বলিয়াই একক্ষেত্রে বহু উষার বা বহু বার উষার উদয়ের কল্পনা পরিগৃহীত হয়। তবে সকল ব্যাখ্যাকারই মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থে উষাকে অশ্বযুক্ত ও গো-বিশিষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন; এবং মন্ত্রের শেষাংশের অর্থে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই একমত হইয়া কহিয়াছেন,—'এখানে উষার নিকট মিষ্টবাক্য শুনিবার এবং উষা যেন ধনবানগণের ধন আমাদিগকে প্রদান করেন'—এবম্বিধ প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ 'অশ্বাবতীঃ' ও 'গোমতীঃ' পদদ্বয়ের বিষয় আলোচনা

প্রেরণার্থ 'চুদ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। চুরাদিগণীয়, লোট্ বিভক্তিতে 'ছন্দস্যুভয়থা' এই সূত্রানুসারে 'শপ' আদেশের আর্দ্ধধাতুকত্ব প্রযুক্ত 'ণেরণিটি' সূত্রানুসারে 'ণি'র লোপ হইয়াছে। শপের পিত্ব-হেতু অনুদাত্ত বিষয়ে ধাতুস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-প্রযুক্ত নিঘাতের অভাব হইয়াছে। মঘোনাং। ষষ্ঠীর বহুবচনে 'শ্ব যুবমঘোনাম্ তদ্ধিতে' এই নিয়মানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—২ঋ)।

ভাবঃ) 'শ্রবস্যবঃ' (ধনকামাঃ, রত্নাভিলাষিণঃ) 'ন' (যথা) 'সমুদ্রে' (অগাধসমুদ্রগর্ভে নিমজ্জন্তি তদ্বৎ), 'যে' (জনাঃ) 'অস্যা' (উষসঃ) 'আচরণে' (আগমনে) 'দধ্রিরে' (সজ্জীকৃতা ভবন্তি, আত্মানং উদ্বোধয়ন্তি), তে ইষ্টং লভন্তে ইতি শেষঃ। উষাগমনং জ্ঞানোন্মেষং অভিলক্ষ্য যো জনঃ তন্ময়ং ভবতি, স হি পারং যাতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—৩ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্ম-রূপ রথের প্রেরয়িত্রী, দীপ্তিদানাদিগুণান্বিতা, জ্ঞানোন্মেষিণী উষাদেবী, পূর্ব্ববর্ত্তী জনগণের হৃদয়ে বসতি করিয়াছিলেন, এবং এখনও (অধুনাজাত সকলেরই হৃদয়ে) নিশ্চয়ই বাস করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—সেই জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী অতীত-অনাগত বর্ত্তমান তিন কালেই আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন); রত্নাভিলাষিগণ যেমন অগাধ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়; সেইরূপ যাহারা উষাদেবতার আগমনে সজ্জীকৃত হয়—আপনার আত্মাকে উদ্বোধিত করে, তাহারা ইষ্টলাভে সমর্থ হয়; (ভাব এই যে,—উষার আগমন—জ্ঞানোন্মেষ লক্ষ্য করিয়া যে জন তন্ময় হয়, সেই পরাগতি লাভ করে)॥ (১ম—৪৮সূ—৩ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

উষা দেব্যুবাস। পুরা নিবাসমকরোৎ। প্রভাতং কৃতবতীত্যর্থঃ। চ নু অদ্যাপ্যুচ্ছাৎ। ব্যুচ্ছতি। প্রভাতং করোতি। কীদৃশী দেবী। রথানাং জীরা। প্রেরয়িত্রী। উষঃ কালে হি রথাঃ প্রের্য্যন্তে। অস্যা উষস আচরণেষ্বাগমনেষু যে রথা দধ্রিরে। ধৃতাঃ সজ্জীকৃতা ভবন্তি তেষাং রথানামিতি পূর্ব্বত্র স্বয়ঃ। রথপ্রেরণে দৃষ্টান্তঃ। শ্রবস্যবো ধনকামাঃ সমুদ্রে ন। যথা সমুদ্রমধ্যে নাবঃ সজ্জীকৃত্য প্রেরয়ন্তি তদ্বৎ॥

উবাস। বস নিবাসে। লিটি লিট্যভ্যাসস্যোভয়েষাং। পা০ ৬।১।১৭। ইত্যভ্যাসস্য

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

উষাদেবী নিবাস করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রভাতা হইয়াছিলেন। এবং অদ্যও প্রভাতা হইবেন। উষাদেবী কি প্রকার?—রথসমূহের প্রেরয়িত্রী। যে হেতু উষঃকালে অর্থাৎ প্রভাত-সময়েই রথসকল প্রেরিত হইয়া থাকে। এই উষাদেবীর আগমন-সময়েই যে রথসকল সজ্জীকৃত হয়, সেই সকল রথের প্রেরয়িত্রী; পূর্ব্বের সহিত অন্বয়। রথ-প্রেরণ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা—সজ্জীকৃত নৌকা-সকল যেমন সমুদ্র-মধ্যে প্রেরিত হয়, সেই প্রকার।

উবাস। নিবাসার্থ 'বস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লিট্' প্রত্যয় পরে 'লিট্যভ্যাসস্যোভয়েষাং' (পা০ ৬।১।১৭) এই সূত্রানুসারে অভ্যাসের সম্প্রসারণ হইয়াছে॥ 'লিংস্বরে' এই নিয়মানু-

সম্প্রসারণং। লিংস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। উচ্ছাৎ। লেটোঽডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। তুদাদিত্বাচ্ছপ্রত্যয়ঃ। আগমানুদাত্তত্বে প্রত্যয়স্বরঃ। উষা ইত্যস্য বাক্যান্তরগতত্বাত্তদপেক্ষয়াস্য নিঘাতো ন ভবতি। সমানবাক্যে নিঘাতযুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যা ইতি বচনাৎ। জীরা। জু ইতি গত্যর্থঃ। সৌত্রো ধাতুঃ। জীরোচ্চেতি রক্প্রত্যয়ঃ। অস্যাঃ। ইদমো হশ্যাদেশ ইত্যশাদেশোঽনুদাত্তঃ বিভক্তিরপি। সুপ্ত্বাদনুদাত্তেতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। আচরণেষু। চর গত্যর্থঃ। লুট চেতি ভাবে লুট। লিংস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। দধ্রিরে। ধৃঙ্ অবস্থানে। লিটঃ কিত্বাদ্গুণাভাবে যণাদেশঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। যচ্ছব্দযোগাদনিঘাতঃ। শ্রবস্যবঃ। শ্রূয়ত ইতি শ্রবো ধনং। অসুন্। আত্মন ইচ্ছন্তীতি শ্রবস্যবঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ ॥ ৩ ॥

তৃতীয় (৫৬৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রধানতঃ তিনটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম—"সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ" এই উপমাটী। এই উপমাটীর অর্থে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দ-কয়েকটীর সাধারণ অর্থ—'ধনের বা রত্নের জন্য সমুদ্রে যেমন।' ইহা হইতে 'ধনাভিলাষীরা বা বণিকেরা নৌকা সজ্জীকৃত করিয়া যেমন সমুদ্র-

---

সারে প্রত্যয়ে পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। উচ্ছাৎ। লেট্ প্রত্যয় পরে 'অট্' আগম হইয়াছে। 'ইতশ্চ লোপঃ' এই সূত্রানুসারে ঈকারের লোপ হইয়াছে। তুদাদি হেতু 'শ' প্রত্যয় ও আগমের অনুদাত্তত্ব-বিষয়ে প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। উষাঃ। এই শব্দের বাক্যান্তরগতত্ব নিঘাত—যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ বক্তব্য এই বচন-হেতু। জীরা। গত্যর্থক 'জু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহা সৌত্রধাতু। 'জীরাচ্চ' এই সূত্রানুসারে 'রক্' প্রত্যয় হইয়াছে। অস্যাঃ। 'ইদমোহশ্যাদেশঃ' এই নিয়মানুসারে 'অশ্' আদেশ ও অনুদাত্ত হইয়াছে। বিভক্তিরও সুপত্ব-হেতু অনুদাত্ত-বিষয়ে সর্ব্বাবয়বের অনুদাত্তত্ব হইয়াছে। আচরণেষু। গত্যর্থ 'চর' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লুট্ চ' এই সূত্রানুসারে ভাববাচ্যে লুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'লিংস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'কৃৎ' প্রত্যয়ের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। দধ্রিরে। অবস্থানার্থক 'ধৃঙ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লিটের কিত্ব-হেতু গুণাভাব-প্রযুক্ত 'যণ্' আদেশ হইয়াছে। চিত্ব-হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যৎ' শব্দ যোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। শ্রবস্যবঃ। শ্রবিত হয়—এই বাক্যে 'শ্রব' শব্দে 'ধন' বুঝায়। 'অসুন্' প্রত্যয়। আত্ম-সম্বন্ধে শ্রবঃ অর্থাৎ ধনকে ইচ্ছা করেন—এই বাক্যে 'শ্রবস্যবঃ' পদটী হইয়াছে। 'সুপাত্মনঃ ক্যচ্' এই সূত্রে ক্যচ্ প্রত্যয় ও 'ক্যাচ্ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'উ' প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—৩ঋ)॥

পথে গতাগতি করে'—এই ভাব আসিয়াছে। একজন ব্যাখ্যাকার আবার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'নৌকাসকল প্রতিযোগিতায় দ্রুতগমন জন্য যেমন সজ্জিত হয়।' কিন্তু আমরা এখানে ভাবার্থ গ্রহণ করিলাম—'রত্নানুসন্ধানে ডুবুরীরা যেমন অগাধ সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হয়।' * দুই প্রকার অর্থই পরিগ্রহণীয়। তবে শেষোক্ত অর্থে ভাবের প্রগাঢ়তা আসে ও সঙ্গতি থাকে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। অতএব, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ—"উবাসোষা উচ্ছাচ্চ।", এই অংশের অর্থ, কেহ করেন, 'আগে উষা উদয় হইয়াছিলেন এবং এখন উষা উদয় হউন, অর্থাৎ পুরাকালেও প্রভাত হইয়াছিল এবং এখনও প্রভাত হউক'; কেহ বা বলেন,—'এখানকার ভাব এই যে, আগেও উষা বাস করিতেন এবং এখনও উষা বাস করেন।' † আমরাও এখানকার 'বস্' ধাতু 'বাস করা' 'নিবাস করা' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। 'বাস করা' অর্থে 'প্রভাত করা' ভাব আনয়ন কষ্টকল্পনা-সাপেক্ষ; পরন্তু তাহাতে পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতি-রক্ষাও হয় না। আমরা মনে করি, এখানকার তাৎপর্য্য এই যে,—জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী তিন কালেই সর্ব্বদাই আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। পাপের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার সময়ও আমরা প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য চেষ্টা করি, হৃদয়ের মধ্যে তজ্জন্য যে দ্বন্দ্ব চলে; জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর (বিবেকের বলিলেও বলা যায়) উদ্বোধনাই তাহার কারণ নহে কি? অতীতে ও বর্ত্তমানে তাঁহার অবস্থিতির ভাব তাহা হইতেই প্রাপ্ত হই। 'উবাস' ও 'উচ্ছাৎ' ক্রিয়াপদ দুইটীর মর্ম্মানুধাবন করিলে, এ পক্ষে এক অভিনব চিন্তা প্রস্ফুট হয়।

---

* প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ ঐ দুই প্রকার অর্থের দুই ভাবে প্রাচীন ভারতে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের বিষয় এবং সাগর-গর্ভ হইতে রত্ন (মুক্তা প্রভৃতি) উত্তোলনের বিষয় প্রতিপন্ন করিতে পারেন।

† এই অংশের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা, (১) "উষাদেবতা পূর্ব্বেও প্রভাত করিয়াছেন; অদ্যও প্রভাত করুন।" (২) "উষা (পুরাকালে) বাস করিতেন (অর্থাৎ প্রভাত করিতেন), অদ্যও প্রভাত করিতেছেন।" বলা বাহুল্য, এই দুই অর্থেই উষাকালের প্রতি লক্ষ্য দেখা যায়।

'উবাস' পদে 'বাস করিয়াছিলেন' এই অর্থ আসে; 'উচ্ছাৎ' পদের 'উষ্যাৎ' বা 'বসেৎ' প্রতিবাক্যে, বিধিই এই যে, তিনি বাস করেন—এই ভাব প্রাপ্ত হই। এখানে মানুষের প্রতি ভগবানের বা দেবীর স্বতঃকরুণার বিষয় মনে আসে। তাঁহার এমনই করুণা যে, আমরা তাঁহাকে আহ্বান না করিলেও তিনি আপনা-আপনিই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ, লক্ষ্য করিবার বিষয়,—"যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে।" এখানে "যে" পদে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই রথকে (রথা) টানিয়া আনিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে—"উষার আগমনার্থ যে রথ সজ্জীকৃত হয়।" আর এই অর্থ অব্যাহত রাখিতে অধ্যাহার করিয়া আনা হইয়াছে—"তাহা তিনি (উষা) প্রেরণ করেন।" তার পর ঐ অংশের সহিত "সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ" উপমাংশ যোগ করিয়া দিয়া অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"যেমন ধনাভিলাষীরা নৌকা সজ্জীকৃত করিয়া সমুদ্রে গমন করেন।" এইরূপে মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'উষা তাঁহার আগমনের জন্য নিজেই রথ প্রেরণ করেন; যেমন ধনাভিলাষীরা নৌকা সজ্জীকৃত করে।' এখানে উপমান ও উপমেয় উভয়ের সৌসাদৃশ্য যে বুঝা যায়, তাহা মনে হয় না। যাহা হউক, আমরা মনে করি, "যে" পদ জনসমূহকে বুঝাইতেছে। 'শ্রবস্যবঃ' পদ বহুবচনান্ত; উহাতে 'ধনাভিলাষিগণ' অর্থ আসে। সেই ভাবটী স্মরণ করিলে, 'যে' পদের সার্থকতা বুঝা যায়। রত্নানুসন্ধানে ডুবুরিরা অগাধ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়; পরমার্থ-তত্ত্বানুসন্ধানেও সেইরূপ গভীরভাবে আত্মনিবেশ করার প্রয়োজন হয়। উষার আগমনে সজ্জীকৃত হওয়ায় বা আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করায়, তদ্ভাবে ভাবান্বিত হওয়া, জ্ঞানানুসন্ধানে আত্মনিমজ্জিত হওয়া—এতদর্থই সূচনা করে। এইরূপে বুঝা যায়, যাঁহারা জ্ঞানোন্মেষণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরাগতি লাভ করিয়া থাকেন। এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই এখানে প্রকটিত রহিয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্রের দুইটী পংক্তিতে দুই অংশে দুইটী ভাব পরিব্যক্ত; এক অংশে, জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতার চির-অনুকম্পার বিষয় প্রখ্যাত; অন্য অংশে, তদনুবর্ত্তী জনের সিদ্ধি প্রাপ্তির বিষয় সংসূচিত। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। (১ম—৪৮সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

উষো যে তে প্র যামেষু যুঞ্জতে মনো

দানায় সূরয়ঃ।

অত্রাহ তৎ কণ্ব এষাং কণ্বতমো নাম

গৃণাতি নৃণাং ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উষঃ। যে। তে। প্র। যামেষু। যুঞ্জতে। মনঃ।

দানায়। সূরয়ঃ।

অত্র। অহ। তৎ। কণ্বঃ। এষাং। কণ্বঽতমঃ। নাম।

গৃণাতি। নৃণাং ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'যে' (লোকপ্রসিদ্ধাঃ) 'সূরয়ঃ' (জ্ঞানিনঃ) 'তে' (তব, ত্বৎসম্বন্ধী) 'দানায়' (ত্যাগায়, আত্মস্ব-বিতরণায়) 'যামেষু' (সংযমেষু, পরিত্রাণমার্গগতেষু, ভগবৎসামীপ্যলাভেষু) 'মনঃ' (আত্মানং) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ, সর্ব্বতোভাবেন) 'যুঞ্জতে' (সংযমন্তি, প্রেরয়ন্তি), 'এষাং' (তাদৃশানাং) 'নৃণাং' (নরশ্রেষ্ঠানাং) 'নাম' (মহিমানং, যশঃ) 'কণ্বতমঃ' (দীনাতিদীনঃ, যদ্বা—শ্রেষ্ঠগুণী) 'কণ্বঃ' (অকিঞ্চনঃ, যদ্বা—মেধাবী জনঃ) 'অত্রাহ' (প্রতিদিনং, নিত্যং) 'গৃণাতি' (উচ্চারয়তি, অনুস্মরতি)। যো জনঃ সর্ব্বতোভাবেন জ্ঞানমার্গানুসারী ভবতি, তস্য মহিমা জ্ঞানিনঃ নিত্যং অনুস্মরন্তি; তদনুস্মরণেন আত্মোৎকর্ষো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষকারিণি দেবি! লোকপ্রসিদ্ধ যে জ্ঞানিগণ আপনার সম্বন্ধীয় ত্যাগের (আপনার প্রতি আত্মস্ব-বিতরণের) নিমিত্ত সংযমে অর্থাৎ পরিত্রাণমার্গানুসরণে আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে সংবদ্ধ করিয়াছেন, তাদৃশ সেই নরশ্রেষ্ঠগণের মহিমাকে দীনাতিদীন অকিঞ্চনগণ (অথবা—মেধাবিগণ) প্রতিদিন অনুস্মরণ করেন। (ভাব এই যে,—যে জন সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানমার্গানুসারী হইয়াছেন, জ্ঞানিগণ তাঁহাদিগের মহিমা নিত্য স্মরণ করেন; কেন-না, তদনুস্মরণে জ্ঞানোন্মেষ সাধিত হইয়া থাকে।)॥ (১ম—৪৮সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষস্তে তব যামেষু গমনেষু সৎসু যে সূরয়ো বিদ্বাংসো দানাভিক্ষা দানায় ধনাদিদানার্থং মনঃ স্বকীয়ং প্রযুঞ্জতে। প্রেরয়ন্তি। দানশীলা উদারাঃ প্রভবঃ প্রাতঃকালে দাতুমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। এবাং দাতুমিচ্ছতাং নৃণং তন্নাম দানবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধং নাম কণ্বঃ মোহত্রিশায়ন মেধাবী কাণ্ব ঋষিরজ্ঞাত। অত্রৈবোষঃকালে গৃণাতি। উচ্চারয়তি। যো দাতুমিচ্ছতি যশ্চ নামগ্রহণেন দাতারং প্রশংসতি তাবুভাবপ্যুষঃকাল এব তথা কুরুত ইত্যাষসঃ স্তুতি॥

গৃণাতি। গৄ শব্দে। ক্রৈয়াদিকঃ। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। নৃণাং। নামি নৄ চ। পা০ ৬।৪।৬। ইতি দীর্ঘপ্রতিষেধঃ। নৄ চান্যতরস্যামিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ ৪॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষে! তোমার গমন হইলে পর দানাভিজ্ঞগণ অর্থাৎ দানশীল দাতাগণ ধনাদি দান করিবার জন্য স্বকীয় মনকে নিযুক্ত করেন। দানশীল উদারপ্রভব ব্যক্তিগণই প্রাতঃকালে দান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এই সকল দানেচ্ছু মনুষ্যগণের মধ্যে দান-বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ কণ্ব নামক মহর্ষি এই উষাকাল-বিষয়ে উচ্চারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি দান করিতে ইচ্ছা করে ও যে ব্যক্তি দান গ্রহণের দ্বারা দাতাকে প্রশংসা করে, উভয়েই অর্থাৎ দানগ্রহণকারী ও দাতৃস্তাবক দুই জনেই প্রাতঃকালে তাহা করিবেন (অর্থাৎ দান গ্রহণ ও দাতার স্তব করিবেন) ইহাই উষার স্তুতি।

গৃণাতি। শব্দার্থ 'গৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ক্র্যাদিগণীয়। প্বাদিনাং হ্রস্ব' এই সূত্রানুসারে হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। নৃণাং। 'নামি নৄ চ' (পা০ ৬ ৪।৬) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'নৄ চান্যতরস্যাং' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে॥ ৪॥

চতুর্থ (৫৬৯) ঋকের বিশদার্থ।

—— : • : ——

এই ঋকের প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'উষাকাল অতীত হইলে অর্থাৎ প্রভাতে যে সকল বিদ্বানগণ দানকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন, মেধাবিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি কণ্ব প্রতিদিন উষাকালে সেই দানাভিলাষী ব্যক্তিগণের নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন।' এ পক্ষে 'যামেষু' পদে 'গমনেষু,' 'এষাং' পদে 'দাতুমিচ্ছতাং,' 'কণ্বতমঃ' পদে 'অতিশয়েন মেধাবী' এবং 'কণ্ব' পদে 'মহর্ষিঃ কণ্বঃ' প্রভৃতি প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

এখন আমাদিগের অর্থ কি ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা মনে করি, এখানকার ভাব এই যে, যে সকল পরম জ্ঞানী আত্মাকে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছেন,—সংযম-সাধনায় অর্থাৎ পরিত্রাণমার্গানুসরণে (যামেষু *) যাঁহাদিগের আত্মা জ্ঞানের সহিত সংন্যস্ত হইতে পারিয়াছে ; এখানে মন্ত্রের প্রথম পাদে ("উষো যে" হইতে "সূরয়ঃ" অংশে) তাঁহাদিগেরই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত হইয়াছে। 'সূরয়ঃ' অর্থাৎ সে জ্ঞানিগণ কেমন ? তাঁহারা কতদূর পর্য্যন্ত সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন ? মন্ত্রের প্রথম পাদে তাহাই পরিব্যক্ত আছে। দ্বিতীয় পাদও সেই তাঁহাদিগেরই মহিমা-প্রকাশক। "কণ্বতমঃ কণ্বঃ" পদদ্বয়ে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। আর, সেই দ্বিবিধ ভাবের মধ্য দিয়া একই তত্ত্ব নিষ্কাশিত হয়। ঐ দুই পদের অর্থে,—এক বলিতে পারি,—দীনাতিদীন অকিঞ্চনগণ—তৃণাদপি-তৃণবৎ সুনীচ ভগবদ্ভক্তগণ বুঝাইতেছে; আর বলিতে পারি, ঐ দুই পদের অর্থ—শ্রেষ্ঠজ্ঞানী মেধাবীগণ। ভাব-পক্ষে উভয় অর্থই অভিন্ন। যাঁহারা 'কণ্বতমঃ কণ্বঃ' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় উপনীত; তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে সমর্থ হন,—সেই 'সূরয়ঃ' অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত জ্ঞানিগণের মহিমাকীর্ত্তনে বা মাহাত্ম্যের অনুধ্যানে কি শ্রেয়ঃ সাধিত হইতে

* এই 'যামেষু' পদের আর এক প্রয়োগ, ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তের অষ্টম ঋকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

পারে। সাধুগণের জ্ঞানিগণের চরিত্র অনুস্মরণে, সাধুগণের জ্ঞানিগণের সঙ্গলাভে, যে পরম হিত সাধিত হয়; পরম জ্ঞানিগণই তাহা বুঝিয়া থাকেন; বুঝিয়া, তাঁহারা তাঁহাদিগের সঙ্গলাভে এবং তাঁহাদিগের গুণ-স্মৃতি স্মরণে উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন। এ পক্ষে এ মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! ভ্রান্ত জীব! তুমি সাধু-মাহাত্ম্য উপলব্ধি কর; তুমি জ্ঞানিগণের চরিতাদর্শ অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হও; তাহাতেই তোমার মঙ্গল সাধিত হইবে, তদ্দ্বারাই তুমি পরমার্থ-ধন লাভ করিতে পারিবে।' আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে এই শিক্ষার বীজ অন্তর্নিহিত আছে। (১ম—৪৮সূ—৪ঋ) ॥

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

আ ঘা যোষেব সূনর্যুষা যাতি প্রভুঞ্জতী।

জরয়ন্তী বৃজনং পদ্বদীয়ত উৎ পাতয়তি পক্ষিণঃ ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ঘ। যোষা২ইব। সূনরী। উষাঃ। যাতি। প্র২ভুঞ্জতীঃ।

জরয়ন্তী। বৃজনং। পৎ২বৎ। ঈয়তে। উৎ। পাতয়তি। পক্ষিণঃ ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষাঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী) 'সূনরী ইব' (সুষ্ঠু গৃহিণীবৎ, সুমতী গৃহকর্ত্রী যথা তদ্বৎ) 'ঘা' (খলু, নিশ্চিতং) 'প্রভুঞ্জতি' (প্রকর্ষেণ সর্ব্বং পালয়ন্তী) 'আ-যাতি' (আগচ্ছতি, প্রতিষ্ঠিতো ভবতি—হৃদি ইতি শেষঃ), 'বৃজনং' (পাপিনং, পাপপঙ্ক-নিমজ্জিতং চলচ্ছক্তি-বিরহিতং জনং) 'জরয়ন্তী' (উদ্বোধয়ন্তী) 'পদ্বৎ' (চলচ্ছক্তিসম্পন্নবৎ) 'ঈরয়তে' (পরিচালয়তে, ভগবৎকার্য্যে নিয়োজয়তি), এবং 'পক্ষিণঃ' (পক্ষিসম্বন্ধী গতিবৎ, পক্ষীবৎ ঊর্দ্ধগত্যা ইতি

যাবৎ) 'উৎ পাতয়তি' (উন্নয়তিঃ, ঊর্দ্ধস্থানং প্রাপয়তি)। সুগৃহিণী যথা সুষ্ঠুভাবেন সংসারস্য সর্ব্বেষাং পরিপালনং করোতি, জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী তদ্বৎ সর্ব্বং পরিরক্ষতি; তদনুগ্রহেণ পাপিনোঽপি পরিত্রাণং লভন্তে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—৫ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী, সুমতি গৃহকর্ত্রীর ন্যায়, প্রকৃষ্টরূপে সকলকে পালন করিয়া, আগমন করেন—হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েন; পাপীকে (পাপপঙ্কনিমজ্জিত চলচ্ছক্তিবিরহিত জনকে), চলচ্ছক্তিসম্পন্নের ন্যায় পরিচালিত করেন—ভগবৎকার্য্যে নিয়োজিত করেন; এবং পক্ষীর ন্যায় দ্রুতগতিতে উন্নত-স্থান (স্বর্গাদি) পাওয়াইয়া দেন। (ভাব এই যে,—সুগৃহিণী যেমন সুষ্ঠুভাবে সংসারের সকলের পরিপালন করেন, জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী সেইরূপ সকলকে পরিরক্ষা করেন; তাঁহার অনুগ্রহে পাপী জনও পরিত্রাণ লাভ করে।)॥ (১ম—৪৮সূ—৫ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

উষা দেবী প্রভুঞ্জতী সর্ব্বং পালয়ন্ত্যায়াতি যা প্রতিদিনমাগচ্ছতি খলু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সুনরী সুষ্ঠু গৃহকৃত্যস্য নেত্রী যোষেব। গৃহিণীব। কীদৃশ্যুষাঃ। বৃজনং গমনশীলং জঙ্গমং প্রাণিজাতং জরয়ন্তী। জরাং প্রাপয়ন্তী। অস্যাঃ কৃতযস্যাবৃত্ত্যাং বয়োহান্যা প্রাণিনো জীর্ণা ভবন্তি। কিঞ্চ। উষঃকালে পদ্বৎ পাদযুক্তং প্রাণিজাতমীয়তে। নিদ্রাং পরিত্যজ্য স্বস্বকৃত্যার্থং গচ্ছতি। কিঞ্চ। ইয়মুষাঃ পক্ষিণ উৎপাতয়তি। পক্ষিণো হ্যুষঃকালে সমুত্থায় তত্র তত্র ব্রজন্তি।

যা। ঋচি তুনুঘেত্যাদিনা সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। সুষ্ঠু নয়তীতি সুনরী। নৃ নয়ে। অচ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

উষাদেবী সকলকে অর্থাৎ সর্ব্বজনকে পালন করিবার জন্য প্রতিদিন আগমন করেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা,—সুন্দর গৃহকার্য্যকারিণী গৃহিণীর ন্যায়। উষা কি প্রকার? জঙ্গম প্রাণীসমূহকে জরা-প্রাপ্ত-কারিণী ঋতুর দোষ উপস্থিত হইলে বয়োহানিপ্রযুক্ত প্রাণিসকল জীর্ণ অর্থাৎ জরা প্রাপ্ত হয়। আরও প্রাতঃকালে পাদযুক্ত (অর্থাৎ যাহাদের পদ আছে) এরূপ প্রাণিসমূহ নিদ্রাত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে গমন করে। আরও দেখ, এই উষা পক্ষি-সকলকে উৎপাতন করে, অর্থাৎ পক্ষিগণ প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া সেই সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে।

যা। 'ঋচিতুনুঘ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। সুষ্ঠু অর্থাৎ সুন্দরকে প্রাপ্ত করান—এই বাক্যে 'সুনরী' পদটী হইয়াছে। 'নয়ন' অর্থাৎ প্রাপণার্থ 'নৃ' ধাতু

ইরিতীপ্রত্যয়ঃ। গতিসমাসে কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্বস্যাপি গ্রহণমিতি বচনাৎ কৃদিকারাদক্তিন ইতি ঙীপ্। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। নিপাতস্য চেতি পূর্বপদস্য দীর্ঘঃ। প্রভুঞ্জতী। ভুজ পালনাভ্যবহারয়োঃ। লটঃ শতৃ। রুধাদিত্বাচ্ছ্নম্। শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। শতুরনুম ইতি নদ্যা উদাত্তত্বং। বৃজনং। বৃজী বর্জ্জনে। বর্জ্জত ইতি বৃজনং প্রাণিজাতং। কৃপৃবৃজিমন্দিনিধাঞ্ভ্যঃ ক্যুঃ। উ০ ২।৭৯। ইতি ক্যুপ্রত্যয়ঃ। কিত্ত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। যোরনাদেশে প্রত্যয়স্বরঃ। পদ্বং। পৎ পাদঃ। তদস্যাস্তীতি পদ্বং। ছয় ইতি মতুপো বত্বং। ব্যত্যয়েন মতুপ উদাত্তত্বং। ন চ স্বরবিধৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবদিতি ব্যঞ্জনস্যাবিদ্যমানত্বে সতি হ্রস্বনুড্ভ্যাং মতুবিতি মতুপ উদাত্তত্বমিতি বাচ্যং। হ্রস্বাদিত্যেব সিদ্ধে পুনর্নুড্গ্রহণসামর্থ্যাদেষা পরিভাষা নাশ্রীয়তে ইতি বৃত্তাবুক্তং। ইতরথা হি মরুত্বানিত্যত্রাপি মতুপ উদাত্তত্বং স্যাৎ। (১ম ৬৮সূ-৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে তৃতীয়ো বর্গঃ॥ ১।৪।৩ ॥

হইতে নিষ্পন্ন। 'অচ ইঃ' এই নিয়মে 'ঈ' প্রত্যয় হইয়াছে। গতিসমাসে 'কৃৎ' গ্রহণ-হেতু 'গতিকারকপূর্বস্যাপি গ্রহণং' এই বচন-হেতু 'কৃৎ' স্থানে 'ক্তিন' হইয়া পরে 'ঙীপ্' হইয়াছে। পূর্বস্যাপি 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'নিপাতস্য চ' এই নিয়মানুসারে পূর্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে। প্রভুঞ্জতি। পালন ও অভ্যবহারার্থক 'ভুজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লটের স্থানে শতৃ-প্রত্যয়। রুধাদিগণযুক্ত 'শ্নম্' ও 'শ্নসোরল্লোপঃ' এই সূত্রানুসারে অকারের লোপ হইয়া 'উগিতশ্চ' এই সূত্রানুসারে 'ঙীপ্' হইয়াছে। 'শতুরনুম' এই নিয়মানুসারে নদ্যাদি-হেতু উদাত্তত্ব হইয়াছে। বৃজনং। বর্জ্জনার্থক বৃজী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কৃপৃবৃজিমন্দিনিধাঞ্ভ্যঃ ক্যু' (উং ২৭৯) এই সূত্রানুসারে ক্যু-প্রত্যয় হইয়াছে। কিত্-হেতু লঘু উপধার গুণ হয় নাই। 'যোরনাদেশে' এই নিয়মানুসারে প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। পদ্বং। 'পৎ' শব্দের অর্থ পাদ। পাদ্ আছে যাহার— এই বাক্যে 'পদ্বং' পদটি হইয়াছে। 'ছয়' এই নিয়মানুসারে 'মতুপ্' প্রত্যয়ের 'ম' স্থানে 'ব' হইয়াছে। ব্যত্যয়-হেতু মতুপের উদাত্তত্ব হইয়াছে। স্বরবিধি-স্থলে ব্যঞ্জন বর্ণের অবিদ্যমানতার ন্যায় এই নিয়মানুসারে ব্যঞ্জন বর্ণের অবিদ্যমানত্ব হইলে, 'হ্রস্বনুড্ভ্যাম্ মতুপ্' এই নিয়মানুসারে মতুপের উদাত্তত্ব হউক না কেন? ইহাই আশঙ্কা বা পূর্বপক্ষ। উত্তরবাদী বলিতেছেন—একথা বলিতে পার না; কেন-না, 'হ্রস্বাৎ' অর্থাৎ হ্রস্বের পরই যদি মতুপের উদাত্তত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে পুনরায় নুট্ গ্রহণ সামর্থ্য-হেতু যে উদাত্তত্ব স্বীকার—এরূপ পরিভাষার কখনই আশ্রয় করা যাইতে পারে না। এই হেতুই বৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিলে 'মরুত্বান' এই স্থানেও 'মতুপ্' প্রত্যয়ের উদাত্তত্ব স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। (১ম—৬৮সূ—৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।৩॥

পঞ্চম (৫৭০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ-উপলক্ষে ঋক্‌টীর ভাব বড়ই জটিলতা-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে;—কি ভাষ্যে, কি ইংরাজী বাঙ্গালা অনুবাদে, সর্ব্বত্রই ঋকের অর্থ সমস্যাপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদই এই সমস্যা সংঘটনের প্রধান কারণ। ঐ পাদের কয়েকটী পদ—সকল সমস্যা আনয়নের মূলীভূত। সুতরাং প্রথমে সেই পদ-কয়েকটীর বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথম—'বৃজনং' পদ। ঐ পদের প্রতিবাক্য ভাষ্যাদিতে 'গমনশীলং জঙ্গমং প্রাণিজাতং' পদ পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি,—ঐ পদের অর্থ—'পাপিনং, পাপপঙ্কনিমজ্জিতং চলচ্ছক্তিবিরহিতং জনং।' ঐ 'বৃজনং' পদ 'বৃজ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহার অর্থ—'ত্যাগ'। (সৎকর্ম্ম বা ধর্ম্ম) ত্যাগ যাহার সহিত সম্বন্ধযুত, তাহাকেই 'বৃজনং' (বৃজিনং) বলিতে পারি। শব্দার্থে তাই পাপকে বা পাপীকে 'বৃজনং' কহে। সৎকর্ম্মকে বা ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া যে জন পাপে পূর্ণাসক্ত বা পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, পাপের কবল হইতে যাহার উত্থানশক্তি বা চলচ্ছক্তি নাই; এখানে 'বৃজনং' পদে তাহাকেই বুঝাইতেছে। মন্ত্রাংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ—'জরয়ন্তী' ও 'পদ্বৎ'। 'বৃজনং' পদের পূর্ব্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলেই এই পদদ্বয়ের সার্থকতা দেখিতে পাই। যে জন চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, যে জন খঞ্জবৎ অ-চল অবস্থায় উপনীত হইয়াছে; তাহাকে উঠাইতে বা চালাইতে পারিলে, তাহাকে 'পদ্বৎ' করা হইল—বলা যাইতে পারে। যে জঙ্গম বা গতিশীল, তাহাকে 'পদ্বৎ' করার কি সার্থকতা আছে? সে তো আপনিই চলিতে পারে! সে তো আপনিই গতিবিশিষ্ট! তাহার সম্বন্ধে আবার 'পদ্বৎ' পদ কেন প্রযুক্ত হইবে? এই উপলক্ষে 'জরয়ন্তী' পদেরও প্রকৃত অর্থ উপলব্ধ হইয়া থাকে। ভাষ্যকার 'জরয়ন্তী' পদের প্রতিবাক্যে 'জরাং প্রাপয়ন্তী' পদ ব্যবহার করিয়াছেন; তাহা হইতে 'তিনি (উষাদেবতা) প্রাণীসমূহকে জরাগ্রস্ত করেন' এই

ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এক একটী উষার উদয় হয়, এক একটী দিন চলিয়া যায়, আর জীবের আয়ুঃ ক্ষয় পায়,—এ পক্ষে এই ভাব মনে আসে। কিন্তু সে অর্থে পূর্ব্বাপর ভাবের সামঞ্জস্য থাকে না। যাহা হউক, 'জরয়ন্তী' পদে আমরা কিন্তু 'উদ্বোধয়ন্তী' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানান্মেষণ বা জ্ঞানবর্দ্ধন অর্থে 'জৃ' ধাতুর প্রয়োগ বিরল নহে। তাহা হইতেই উদ্বোধনা অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।* বলা বাহুল্য, ঐরূপ অর্থই এখানে সঙ্গত। ঐরূপ অর্থ পরিগৃহীত না হইলে, ভাবসঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যক্ত, পাপ-পঙ্কনিমজ্জিত, উত্থানশক্তি-বিরহিত জনকে, সৎকর্ম্মসাধনে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার চলচ্ছক্তি-প্রদান—ইহাই উষাদেবতার কার্য্য। জ্ঞানোন্মেষিণী দেবতার অনুকম্পায় সৎকর্ম্মে অনুপ্রেরণা আসে, পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ সৎপথে চলিতে সমর্থ হয়। "জরয়ন্তী বৃজনং পদ্বৎ ঈয়তে" —এই মন্ত্রাংশে এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। "ঈয়তে" পদের অর্থে, ভাষ্যে "নিদ্রাং পরিত্যজ্য স্বস্ব কৃত্যার্থং গচ্ছতি" এইরূপ বাক্য লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ পদের, আমাদিগের পরিগৃহীত প্রতিবাক্য—"পরিচালয়তে, ভগবৎধ্যানে নিয়োজয়তি"। ধাত্বর্থের অনুসরণেই ঐ অর্থ আসে, এবং উহাতেই পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় পাদের অবশিষ্ট—আর দুইটী পদ। "উৎপাতয়তি পক্ষিণঃ"। এখানকার প্রচলিত অর্থ—'পক্ষিগণকে তিনি উড়াইয়া দেন।' সায়ণের ভাব এই যে,—'উষাকালে পক্ষিগণ নিদ্রা-ত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে

---

* বেন্‌ফে (Benfey) বোলেনসন (Bollenson) এবং মুইর (Muir) প্রভৃতি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ উদ্বোধনার ভাবেই ঐ পদের প্রয়োগ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সায়ণের ভাষ্য দেখিয়াও, দূর-পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতগণের মনে যে এইরূপ অর্থের পরিকল্পনা আসে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। উইলসন (Wilson) এ ভাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই অংশের অর্থে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"Conductung all transient creatures) to decay." কিন্তু বেন্‌ফে প্রভৃতির অনুসরণে মুইর লিখিয়া গিয়াছেন,—"She hastens on arousing footed creatures." যদিও তাঁহারা মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্যের অনুসরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু 'জরয়ন্তী' পদের যে ঐরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাও আনন্দের বিষয়।

ধাবমান হয়।' বলা বাহুল্য, এ প্রকার অর্থে কেবল বিচ্ছিন্ন ভাবই প্রকাশ পায়,—পূর্ব্বাপর কোনই পারম্পর্য্য থাকে না। বিষয়টী একটু বিশদ করিবার জন্য, সমগ্র মন্ত্রটীর দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সে বঙ্গানুবাদ দুইটী এই ; যথা,—

(১) "যে উষাদেবী সর্ব্বপালয়িত্রী, যিনি পাদবিশিষ্ট প্রাণিসমূহকে নিদ্রাত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন, যিনি গমনশীল প্রাণিসকলকে ক্রমশঃ অগ্রগামী করেন—এবং পক্ষিসকলকে আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ প্রেরণ করেন, সেই উষাদেবী সুন্দররূপে গৃহকার্য্যনিষ্পাদিকা গৃহিণীর ন্যায় প্রতিদিন এস্থলে আগমন করেন।"

(২) "উষা গৃহকার্য্যনেত্রী গৃহিণীর ন্যায় সকলকে পালন করিয়া আগমন করেন ; তিনি জঙ্গম প্রাণীদিগের পরমায়ু হ্রাস করেন, পদযুক্ত প্রাণীদিগকে গমন করান, এবং পক্ষীদিগকে উড়াইয়া দেন।"

উদ্ধৃত মন্ত্রার্থের উপর টীকা-টীপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। সায়ণেও দেখুন,—আর এই দুই বঙ্গানুবাদেও লক্ষ্য করুন,—কিসের পর কি কথা বলা হইয়াছে! একটা মন্ত্রের চারিটী ভাগের কোনও শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য নাই। কি কথা বলিতে গিয়া কি কথা বলা হইয়াছে, তাহাও বুঝিবার উপায় দেখি না। দোষ কাহারও নহে ; বেদ-মন্ত্রের অর্থ যে ভাবে যিনি গ্রহণ করিবেন, তিনি সেই ভাবেই তাহা প্রাপ্ত হইবেন। ব্যাখ্যার তারতম্যের ইহাই একমাত্র কারণ।

যাহা হউক, আমরা যাহা বলিতেছিলাম, এখন তাহাই বলিতেছি। প্রথম 'উৎপাতয়তি' ক্রিয়াপদ। আমরা মনে করি, ঐ পদের 'উৎ' উপসর্গে উদ্‌গমনের বা ঊর্দ্ধ-গতির ভাব আসে। 'পক্ষিণঃ' পদকে সম্বন্ধ-মূলক ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্তক মনে করিতে পারি ; অথবা, ঐ পদে 'পদ্বৎ' পদের ন্যায় উপমার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে—মনে করা যায়। ষষ্ঠ্যন্ত পদেও প্রকারান্তরে উপমার ভাব আসিয়া থাকে। ফলতঃ, পক্ষিগণ যেমন ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন, তাহারা যেমন দ্রুতগতিবিশিষ্ট ; জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর অনুকম্পায় সৎকর্ম্মে উৎসৃষ্টপ্রাণ হইয়া, পাপীরাও সেইরূপ দ্রুত ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে। এখানে, এ মন্ত্রে, এইরূপ আশা-আশ্বাসের অভয়-বাণীই বিঘোষিত দেখি।

এক্ষণে সমগ্র মন্ত্রটীর ভাব একবার অনুধ্যান করিয়া দেখুন। প্রথম বলা হইয়াছে—উষা দেবী কেমন? তিনি 'সুনরী' ; অর্থাৎ সুগৃহিণী

যেমন সংসারের সকলকে সমভাবে পালন করেন, তিনি যেমন সকলের রক্ষণাবেক্ষণে সমান যত্নবান্ থাকেন; উষা-দেবীও সেইরূপ। ভাব এই যে,—যাঁহারই হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইবে, তিনিই রক্ষা প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারই শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে। 'সূনরী' পদের আর এক সার্থকতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন। সংসার-ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, জননীর যে সন্তানটী রুগ্ন ভগ্ন, জননীর স্নেহ তাহারই প্রতি যেন অধিক পতিত হয়। কি প্রকারে সে ছেলেটি সুস্থ হয়, কেমন করিয়া তাহার রোগ-ভগ্ন দেহটী স্বাস্থ্যাবস্থা পায়, জননীর প্রযত্ন সে পক্ষে বড়ই প্রবল দেখিতে পাই। এখানে 'বৃজনং' সম্পর্কে সেই ভাব মনে আসে। যে সন্তান পাপে ডুবে আছে, উঠ্তে পার্‌ছে না; তাকে তিনি তুলে লন, তার মধ্যে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করেন, তার গতিমুক্তির উপায় করে দেন। জ্ঞানোন্মেষিণী উষাদেবতার ইহাই কার্য্য। এখানে এই ভাবই প্রকাশমান্। 'মানুষ! তুমি হৃদয়ে সেই দেবীকে প্রতিষ্ঠা কর; জ্ঞানোন্মেষ-পক্ষে প্রযত্নপর হও; উদ্ধার পাইবে।' ইহাই এই মন্ত্রের উপদেশ। (১ম—৪৮সূ—৫ঋ)॥

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশং-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

বি যা সৃজতি সমনং ব্য১র্থিনঃ পদং

ন বেত্যোদতী।

বয়ো নকিষ্টে পপ্তিবাংস আসতে

ব্যুষ্টৌ বাজিনীবতি॥ ৬॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

বি । যা । সৃজতি । সমনং । বি । অর্থিনঃ । পদং ।

ন । বেতি । ওদতী ।

বয়ঃ । নকিঃ । তে । পপ্তিঽবাংসঃ । আসতে ।

বিঽউষ্টৌ । বাজিনীঽবতি ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

'যা' (দেবতা) 'সমনং' (সমীচীনচেষ্টাবন্তং, জ্ঞানলাভায় প্রযত্নপরং) এবং 'অর্থিনঃ' (জ্ঞানাকাঙ্ক্ষিণঃ, সদ্ভাবকামিনঃ) 'বি সৃজতি' (বিশেষেণ রক্ষতি), সা 'ওদতী' (জ্ঞানদাত্রী উষাদেবতা) 'পদং' (উচ্চাবচং, ধনিদরিদ্রং ইতি ভাবঃ) 'বি' (বিভেদং) 'ন বেতি' (ন জানাতি); সর্বেষাং জ্ঞানাভিলাষিণাং প্রতি সা দেবী সমানকরুণাপরায়ণা অস্তি ইতি ভাবঃ। 'বাজিনীবতি' (হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি!) 'তে' (তব) 'ব্যুষ্টৌ' (আগমনে, প্রকাশমানে) 'পপ্তিবাংসঃ' (পতনযুক্তাঃ, পাপপঙ্কনিমজ্জিতাঃ জনাঃ) 'বয়ঃ' (বলং, উত্থানসামর্থ্যং) 'আসতে' (প্রাপ্নুবন্তি); 'নকিঃ' (প্রার্থী কোঽপি ন বিমুখো ভবতি)। দেব্যাঃ কৃপয়া সর্বেষাং ইষ্টসিদ্ধির্ভবতি,—জ্ঞানান্বেষী কোঽপি বিফলমনোরথো ন ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম-৪৮সূ-৬ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ ।

যে দেবতা জ্ঞানলাভে প্রযত্নপর জনকে এবং জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী জনগণকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন; জ্ঞানদাত্রী সেই উষাদেবতা উচ্চনীচ ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ জানেন না; (ভাব এই যে,—জ্ঞানাভিলাষী সকলের প্রতিই দেবীর সমান করুণা আছে)। হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি! আপনার আগমনে (আপনার প্রকাশে) পাপপঙ্কনিমজ্জিত পতিত জনও শক্তি (উত্থান-সামর্থ্য) প্রাপ্ত হয়; প্রার্থী কাহাকেও আপনি বিমুখ করেন না। (ভাব এই যে,—দেবীর কৃপায় সকলেরই ইষ্টসিদ্ধি হয়, জ্ঞানান্বেষী কেহই বিফলমনোরথ হন না।)। (১ম—৪৮সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যা দেবতা সমনং সমীচীনং চেষ্টাবন্তং পুরুষং বিসৃজতি প্রেরয়তি। গৃহারামাদিচেষ্টা-কুশলান্ পুরুষান্ উষঃকাল শয়নাদুত্থাপ্য স্বস্বব্যাপারে প্রেরয়তীতি প্রসিদ্ধং। কিঞ্চ। উষা অর্থিনো যাচকান্ বিসৃজতি। তেঽপি তাবঃকালে সমুত্থায় স্বকীয়দাতৃগৃহে গচ্ছন্তি। ওদতুষোদেবতা পদং স্থানং ন বেত্তি। ন কাময়তে। উষঃকালঃ শীঘ্রং গচ্ছতীত্যর্থঃ। হে বাজিনীবতি। উষাদেবতে তে ব্যুষ্টৌ ত্বদীয়ে প্রভাতকালে পপ্তিবাংসঃ পতনযুক্তা বয়ঃ পক্ষিণো নকিরাসতে। ন তিষ্ঠন্তি। কিন্তু স্বস্বনীড়াদ্বিনির্গত্য গচ্ছন্তীত্যর্থঃ॥

সৃজতি। সৃজ বিসর্গে। তুদাদিভ্যশ্চঃ। তস্য ঙিত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। ওদতী। উন্দী ক্লেদনে। উনত্তি সর্বং নীহারেণেত্যোদতুষাঃ। শতরি বাহুলকেন শপ্। বাহুলকেনানুনাসিকলোপে লঘূপধগুণঃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বান্নুমভাবঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনু-দাত্তত্বং। শতুরনুমদেশাল্লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। ন চ শতুরনুম ইতি নদ্যা উদাত্তত্বং। অন্তোদাত্তাচ্ছতুঃ পরস্যোদাত্তবিধানাৎ। নকিষ্টে। যুষ্মত্তত্তক্ষুঃষন্তঃ-পাদমিতি ষত্বং। পপ্তিবাংসঃ। পত্ল গতৌ। লিটঃ কসুঃ। ক্র্যাদিনিয়মাৎ প্রাপ্ত ইট্ বস্বেকাজা-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা সম্যক চেষ্টাবান পুরুষসমূহকে কর্মে প্রেরণ করিয়া থাকেন। গৃহ ও আরামাদি প্রস্তুত-বিষয়ে নিপুণ পুরুষগণকে উষাকাল শয্যা হইতে প্রবুদ্ধ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন—ইহাই প্রসিদ্ধি। আরও উষাদেবতা যাচকগণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, যাচকগণও উষাকালে উত্থিত হইয়া নিজ দাতৃগৃহে গমন করিয়া থাকেন। উষাদেবতা স্থান অর্থাৎ স্বকীয় স্থিতিকে প্রার্থনা করেন না, উষাকাল শীঘ্রই গমন করিয়া থাকেন। হে বাজিনীবতি উষাদেবতে। তোমার প্রভাত-সময়ে পতনযুক্ত পক্ষীগণ (নীড়ে) থাকে না, কিন্তু তাহারা স্ব স্ব নীড় হইতে বহির্গত হইয়া গমন করিয়া থাকে।

সৃজতি। বিসর্গ অর্থাৎ ত্যাগার্থক 'সৃজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তুদাদিগণীয় হেতু 'শ' প্রত্যয় হইয়াছে। সেই 'শ' প্রত্যয়ের ঙিত্ব-প্রযুক্ত লঘু উপধার গুণ হইতে পারে নাই। প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত-বিষয়ে বিকরণ স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। ওদতী। ক্লেদনার্থক 'উন্দী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। নীহার দ্বারা সকলকে ক্লেদ যুক্ত করেন অর্থাৎ ভিজাইয়া দেন—এই বাক্যে 'ওদতী' শব্দের অর্থ 'উষা'। 'শতৃ' পরে থাকায় বাহুল্য-হেতু 'শপ্' হইয়াছে। বাহুল্য-হেতু অনুনাসিক বর্ণের লোপ জন্য লঘু উপধার গুণ হইয়াছে। 'উগিতশ্চ' এই সূত্রানুসারে ঙীপ হইয়াছে। আগমানুশাসনের অনিত্যত্ব-প্রযুক্ত 'নুমের' অভাব হইয়াছে। শপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব হইয়াছে। যদি বল —'শতুরনুম্' এই নিয়মানুসারে নদীসংজ্ঞক শব্দের উদাত্তত্ব হয় না কেন? ইহা বলিতে পার না; কেন না, অন্তোদাত্ত শতৃপ্রত্যয়ের পর সেই স্থলে উদাত্তের বিধান হইয়াছে। কিন্তু এই স্থলে অনুদাত্তই হইবে। নকিষ্টে। 'যুষ্মত্তত্তক্ষুঃ ষন্ত পাদং' এই সূত্রানুসারে ষত্ব হইয়াছে। পপ্তিবাংসঃ। গত্যর্থক 'পত্ল' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লিটঃ কসু' এই নিয়মানুসারে কসু

স্থানিবিত্তি, নিয়মাত্র প্রাপ্নোতি। তৎক্রিয়াতে সর্ব্ববিধীনাং ছন্দসি বিকল্পিতত্বাৎ। তনিপত্যো-শ্ছন্দসীত্যুপধালোপঃ। বির্ভবেশ্চেতি স্থানিবদ্ভাবাদ্বির্ভাবঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। বাজিনীবতি। বাজোহন্নমস্যা অস্তীতি বাজিনী ক্রিয়া। মিতার্থীর ইনিঃ। ঋন্নেভ্য ইতি ঙীপ্। তাদৃশী ক্রিয়া যস্যাঃ সা। তদস্যাস্তীতি মতুপ। সংজ্ঞায়ামিতি মতুপো বত্বং॥ (১ম—৪৮সূ—৬ঋ)॥

ষষ্ঠ (৫৭১) ঋকের বিশদার্থ

·—:•:—·

এই ঋকের যে কি প্রকার বিচ্ছিন্ন অর্থ প্রচলিত আছে, প্রথমে সেই পরিচয় প্রদান করিতেছি। সে অর্থ এইরূপ, যথা—

(১) "উষাদেবতা সাধুচেষ্টাশীল পুরুষকে প্রেরণ করেন এবং যাচকদিগকে প্রেরণ করেন, যাচকেরা উষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া উত্তমার্ণের গৃহে গমন করে। উষাদেবতা স্থান ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ উষাকাল শীঘ্র গত হয় হে উষাদেবি প্রাতঃকালে পতনশীল পক্ষিসকল স্বীয় নীড় হইতে প্রস্থান করে"

(২) "তুমি সমীচীন চেষ্টাবান্ পুরুষকে কার্য্যে প্রেরণ কর, তুমি ভিক্ষুকদিগকেও প্রেরণ কর, তুমি নীহারবর্ষী ও অধিকক্ষণ অবস্থান কর না; হে অন্নযুক্ত যজ্ঞসম্পন্না উষা! তুমি প্রভাত হইলে উড্ডীয়মান পক্ষীগণ আর (কুলায়ে) বাস করে না।"

এই প্রকার অর্থ প্রায়শঃ ভাষ্যেরই অনুসরণ। এতদ্দ্বারা মাত্র আদিম অসভ্য সমাজের অস্ফুট বাক্যাংশ মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর, এই জন্যই বেদকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'চাষার গান' বলিয়া ঘোষণা করেন।

যাহা হউক, এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। তাহাতে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন,—মন্ত্র

প্রত্যয় হইয়াছে। ক্রাদি-নিয়মাধীন 'ইট' প্রাপ্তির সম্ভব থাকিলেও 'বস্বেকাজাদ্ঘসাং' এই নিয়মানুসারে 'ইট' প্রাপ্ত হয় নাই। 'তং ক্রিয়তে সর্ব্ববিধীনাং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বিকল্প বিধান হইয়াছে। 'তনিপত্যোশ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উপধার লোপ হইয়াছে। 'বির্ভবেশ্চেতি' নিয়মানুসারে স্থানিবদ্ভাব-প্রযুক্ত 'বির্ভাব' হইয়াছে। প্রত্যয়ের স্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। বাজিনীবতি। বাজ অর্থাৎ অন্ন আছে ইহার—এই অর্থে বাজিনী শব্দে ক্রিয়াকে বুঝায়। 'মিতার্থীর ইনিঃ' এই নিয়মানুসারে 'ইন্' প্রত্যয় হইয়াছে ও 'ঋন্নেভ্যঃ' এই নিয়মানুসারে 'ঙীপ' হইয়াছে। তাদৃশী ক্রিয়া হইয়াছে যাহার—সেই বাজিনী। সেই বাজিনী আছে ইহার—এই অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় ও 'সংজ্ঞায়াং' এই সূত্রে 'মতুপের' মকারের 'ব' হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—৬ঋ)॥

বিচ্ছিন্ন বাক্যাংশ নহে, উহার অভ্যন্তরে কি গভীর ভাবই বিদ্যমান রহিয়াছে! মন্ত্রের যে পদে আমরা যে অর্থ বা যে ভাব পরিগ্রহ করি, সামান্য আলোচনা করিলেই তাহার সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। 'সমনং' এবং 'অর্থিনঃ' পদদ্বয়ে যে ভাব ভাষ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, আমরা তাহাই সুস্পষ্ট করিয়াছি। এক পদে 'প্রযত্নপর', অন্যপদে 'প্রার্থী'—ঐ দুই পদে এই দুই ভাব গ্রহণ করা যায়। জ্ঞানলাভের কামনা (প্রার্থনা) আছে এবং তৎপক্ষে আন্তরিক চেষ্টা আছে। কামনা ও প্রচেষ্টা—এতদ্দ্বারা যে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, জ্ঞানদেবতার কৃপা লাভ করিতে পারি, তাহা বলাই বাহুল্য। 'বি সৃজতি' পদ সেই কৃপালাভের (রক্ষাপ্রাপ্তির) ভাব ব্যক্ত করিতেছে। এই প্রকারে মন্ত্রের প্রথম পাদের অন্তর্গত "বি যা সৃজতি সমনং অর্থিনঃ" বাক্যাংশের ভাব প্রাপ্ত হই,—'যে দেবতা জ্ঞানলাভে প্রযত্নপর জনকে এবং জ্ঞানানুসন্ধিৎসু জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী জনগণকে রক্ষা করেন।' অতঃপর মন্ত্রের প্রথম পাদের দ্বিতীয় অংশ লক্ষ্য করুন। প্রথম 'ওদতী' পদে আমরা 'জ্ঞানদাত্রী উষাদেবতা' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। সায়ণও 'উষা' অর্থই পরিগ্রহণ করেন। তবে 'উষাকে' উষাকাল ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায়, ঐ পদের ব্যুৎপত্তি-পক্ষে তিনি 'উনত্তি সর্ব্বং নীহারেণেত্যোদতুষাঃ' বাক্য ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি—'উনত্তি সর্ব্বং জ্ঞানকিরণেনেত্যোদত্যুষাঃ' বাক্য গ্রহণ করিলেও ব্যুৎপত্তি-পক্ষে কোনও বিঘ্ন আনয়ন করে না। তাহা হইতেই 'জ্ঞানদাত্রী উষাদেবতা' ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। * 'পদং' পদে 'উচ্চনীচ ধনী দরিদ্র,' 'বি' পদে 'ভেদভাব' এবং 'ন বেত্তি' পদে 'জানেন না' অর্থ পরিগ্রহণ করা যায়। তদনুসারে "পদং ন বেত্তি ওদতী" বাক্যাংশের ভাব হয়,—'জ্ঞানদাত্রী দেবীর নিকট ধনী নির্ধন বা উচ্চনীচ ভেদভাব নাই; যিনিই জ্ঞানের অনুসরণ করিবেন, জ্ঞানদেবতার দ্বারে প্রার্থী হইবেন, তিনিই শ্রেয়োলাভ করিবেন, তাঁহারই পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।'

---

* সায়ণ 'নীহারেণ' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা হইতে উইলসন "Shedder of dews" লিখিয়া গিয়াছেন, রমেশ বাবু 'নীহারবর্ষী' বলিয়াছেন। তবে গ্রিফিথ লিখিয়াছেন—"Lively." এই সঙ্গে "পদং ন বেত্তি" অংশের ভাব সকলেরই এক দাঁড়াইয়াছে; 'বেশী ক্ষণ স্থায়ী হন না'—ইহাই সকলের সিদ্ধান্ত।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে দেবতাকে 'বাজিনীবতি' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ঐ পদে 'প্রজ্ঞানময়ি দেবি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা যায়। পূর্ব্বে (এই মণ্ডলের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূক্তের পঞ্চম ঋকের আলোচনায়) 'বাজিনীবসূ' পদের প্রসঙ্গে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, এখানেও সেই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া মনে করি। 'বাজ' শব্দে অন্ন বুঝায়, যজ্ঞ বুঝায়। অন্নে পুষ্টি এবং যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মে জ্ঞানোন্মেষ হয়। 'বাজিনীবতী' পদে, পোষোক্ত ভাবেই জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর সম্বন্ধ খ্যাপন করে। 'বুষ্টৌ' পদের অর্থে, ভাষ্যের অনুসরণেই ভাব পাইয়াছি,—'জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর আগমনে বা প্রকাশে।' তাঁহার আগমন বা তাঁহার প্রকাশ হইলে, কি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়? "পপ্তিবাংসঃ বয়ঃ আসতে" বাক্যাংশে সেই ভাব পরিব্যক্ত। মর্ম্ম এই যে,—'পাপীও তখন পরিত্রাণ পায়, পাপপঙ্কে নিমজ্জিত জনও তখন উত্থানের শক্তি প্রাপ্ত হয়।' 'বয়ঃ' পদ যে 'শক্তি বল' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ভূয়সী প্রমাণ আছে। * এখন অবশিষ্ট রহিল—'নকিঃ' এই অব্যয় পদ। এই পদের শব্দগত অর্থ—'কেহই নয়'; ভাব এই যে,—কেহই বিমুখ হয় না। এই 'নকিঃ' পদ ঋগ্বেদে অন্যূন ছয়টী ঋকে প্রাপ্ত হই। কিন্তু তাহার সর্ব্বত্রই এই একই ভাবে অর্থ গ্রহণ করা যায়। একটু প্রশ্নের ছলে 'না'—এই হইতেই ঐ পদে 'হাঁ' ভাব অধ্যাহৃত হইয়া থাকে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রে যে বিচ্ছিন্ন অস্ফুট বিপরীত ভাবসমূহ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা দূরীভূত হয় কি না—বুঝিয়া দেখুন। বুঝিয়া দেখুন—মন্ত্রে কেমন ভাবে যথাপর্য্যায় সেই জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর স্বরূপ ব্যক্ত করা হইয়াছে; তার পর, কেমন ভাবে তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে! প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে দেবি! জ্ঞানার্থী কাহাকেও কদাচ আপনার দ্বার হইতে হতাশ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। এ অভাজন সেই ভরসায় আপনার দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার আকাঙ্ক্ষা

---

* মৎসম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' ১ম—৩৭সূ—৯ঋ, 'সামবেদ-সংহিতার' প্রথম খণ্ডে ছন্দ-আর্চ্চিক এবং অন্যান্য স্থানে এতদ্বিষয়ক আলোচনা দেখুন।

'পূর্ণ করুন।' মন্ত্র পরোক্ষে এই প্রকার প্রার্থনার ভাব লইয়াই প্রকাশমান রহিয়াছে। (ম—৪৮সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশং-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

এষাযুক্ত পরাবতঃ সূর্য্যস্যোদয়নাদধি।

শতং রথেভিঃ সুভগোষা ইয়ং বি

যাত্যভি মানুষান্ ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণ।

এষা। অযুক্ত। পরা২বতঃ। সূর্য্যস্য। উৎ২অয়নাৎ। অধি।

শতং। রথেভিঃ। সু২ভগা। উষাঃ। ইয়ং। বি।

যাতি। অভি। মানুষান্ ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষা' (উষাদেবতা) 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানাধারস্য, ভগবতঃ) 'উদয়নাৎ' (প্রকাশস্থানাৎ) 'পরাবতঃ' (অতিদূরাৎ) 'অধি' (নিকটে, অস্মৎ সমীপে—আগত্য ইতি যাবৎ) 'অযুক্ত' (যোজিতবতী, অস্মাভিঃ সহ মিলিতবতী); 'সুভগা' (সৌভাগ্যযুতা) 'ইয়ং' (পূর্ব্বোক্ত-গুণান্বিতা) 'উষা' (জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতা) 'মানুষান্' (সর্ব্বান্ লোকান্) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'শতং' (শতসংখ্যাকৈঃ, বিবিধপ্রকারৈঃ) 'রথেভিঃ' (রথৈঃ, জ্যোতির্ম্ময়ূখৈঃ সৎকর্ম্মরূপ-যানৈঃ) 'বি যাতি' (আগচ্ছতি—বিশেষেণ কৃপয়া বিতরণার্থং ইতি শেষঃ)। জ্ঞানোন্মেষিকা সা দেবী মনুষ্যান্ কৃপাবিতরণার্থং তেষাং বিবিধসৎকর্ম্মমার্গতঃ সতী অতি-দূরাৎ ভগবৎসমীপাৎ অত্র আযাতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই উষাদেবতা জ্ঞানাধার ভগবানের প্রকাশ-স্থান অতিদূরদেশ হইতে আমাদিগের নিকটে আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হয়েন; সৌভাগ্য-যুতা সেই জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতা মনুষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া, (তাহাদিগের অনুষ্ঠিত) বিবিধপ্রকার সৎকর্ম্ম-রূপ যানে বিশেষ প্রকারে (করুণা বিতরণের জন্য) আগমন করেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানোন্মেষিকা সেই দেবী মনুষ্যগণকে কৃপা-বিতরণের জন্য, তাঁহাদিগের বিবিধ প্রকারে অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়া, অতি-দূরস্থিত ভগবানের নিকট হইতে তাঁহাদিগের নিকট আগমন করেন।)॥ (১ম—৪৮সূ—৭ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

এষোষাদেবী শতমযুক্ত। স্বকীয়ানাং রথানাং শতং যোজিতবতী! সুভগা সৌভাগ্যযুক্তেয়-মুষাঃ পরাবতো দূরস্থানাৎ সূর্য্যস্যোদয়নাদপি সূর্য্যোদয়স্থানাদধিকাদ্দ্যুলোকাদাগত্য মনুষ্যানভিলক্ষ্য রথেভিঃ শতসংখ্যাকৈর্যুক্তৈ রথৈর্বিয়াতি। বিশেষেণ গচ্ছতি॥

অযুক্ত। লুঙি ছন্দো ছন্দসীতি সিচো লোপঃ। উদয়নাৎ। উদেত্যস্মিন্নিত্যুদয়নং। ইণ্ গতৌ। অধিকরণে ল্যুট্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুভগা। শোভনো ভগো যস্যাঃ সা। আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। মানুষান্। মনোঃ পুত্রা মানুষাঃ। মনোর্জাতা-বঞ্যতৌ ষুক্ চেত্যঞ্ ষুগাগমশ্চ। ঞিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৪৮সূ—৭ঋ)॥

• • •

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই উষাদেবী স্বকীয় একশত সংখ্যক রথ যোজনা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যযুক্তা এই উষাদেবী সূর্য্যোদয়-স্থানাপেক্ষা অধিকদূরস্থান দ্যুলোক হইতে মনুষ্যগণকে উদ্দেশ করিয়া একশত সংখ্যক রথের দ্বারা বিশেষরূপে গমন করেন।

অযুক্ত। লুঙ্ ক্রিয়াযুক্ত পরে থাকায় 'ছন্দো ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে সিচের লোপ হইয়াছে। উদয়নাৎ। উদিত হন এই স্থানে—এই বাক্যে 'উদয়নং' হয়। গত্যর্থ 'ইণ্' ধাতুর উত্তর অধিকরণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। সুভগা। শোভন অর্থাৎ সুন্দর হইয়াছে ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য যাঁহার, তিনিই সুভগা। 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। মানুষান্। মনুর পুত্র এই অর্থে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'মনোর্জাতাবঞ্যতৌ ষুক্ চ' এই নিয়মানুসারে 'অঞ্' এবং 'ষুক্' আগম হইয়াছে। 'ঞিৎ'-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—৭ঋ)।

সপ্তম (৫৭২) ঋকের বিশদার্থ।

সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানোন্মেষ হয়। মানুষ যতই সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, হৃদয়ে যতই সত্ত্বভাব জাগরূক হইয়া উঠিবে, ততই হৃদয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া আসিবে। 'মানুষ! তুমি সৎকর্ম্মসাধনে ভগবানের কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; জ্ঞান অবশ্যই তোমার অধিগত হইবে।' এই মন্ত্র, এই ভাব এই উপদেশ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ কিন্তু এ ভাবের উদ্বোধনামূলক নহে। তাহার ভাব বড়ই জটিল। তাহাতে উষাকে উষাকালও বুঝায়; আবার কোনও দেহধারী স্ত্রীদেবতাকেও বুঝাইতে পারে। প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের মর্ম্ম এই যে,—উষাদেবতার যেন শতসংখ্যক রথ আছে, আর সেই শত-সংখ্যক রথে আরোহণ করিয়া তিনি যেন মনুষ্যের নিকট আগমন করেন। কোথা হইতে আসেন? তাহারই পরিচয়-স্বরূপ বলা হইয়াছে—'সূর্য্যস্যোদয়নাদধি'; অর্থাৎ, সূর্য্য যেখান হইতে উদয় হন, সেখান হইতে।

এক শত রথে চড়িয়া আসেন—সে আবার কেমন দেবতা তিনি? এইরূপ চিন্তাচর্চ্চার ও পরিকল্পনার ফলে শেষ অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'শত-সংখ্যক রথ বলিতে এখানে অসংখ্য সূর্য্যকিরণকে বুঝাইয়া থাকে। উষাকাল সূর্য্যরশ্মির মধ্য দিয়া প্রকাশ পান, এই ভাবই এখানে পরি-বর্ণিত।' এ প্রকার অর্থ যে হইতে পারে না, তাহা আমরা বলি না। তবে বলা বাহুল্য, এ অর্থেও রূপক ভাঙ্গিতে হয়। শতসংখ্যক রথ বলিতে, অসংখ্য সূর্য্যরশ্মি অর্থ টানিয়া আনিতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবতার রথের বাহন ঘোড়া ও হরিণ প্রভৃতি ছিল। এ দেবতার রথের বাহন গাভী বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে।* যাঁহাদের উপলক্ষে যাঁহার যে প্রকার চিন্তার গতি, তাঁহার হৃদয়ে বেদমন্ত্র সেইরূপ ভাবেই অবভাসিত হয়। এ সকল দৃষ্টান্ত তাহারই প্রমাণ মাত্র।

যাহা হউক, এখন আমরা যে অর্থ যে ভাব পরিগ্রহণ করি, তদ্বিষয়

* পরবর্ত্তী সূক্তের প্রথম ঋকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উষাদেবতার বাহনকে 'অরুণবর্ণ গাভী' বলা হইয়াছে। মূলে আছে—'অরুণপ্সবঃ'। তাহা হইতেই দাঁড়াইয়াছে—অরুণবর্ণ গাভী।

একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। আমরা মনে করি, 'সূর্য্যস্য' পদে জ্ঞানাধার সেই ভগবানের সম্বন্ধই সূচিত হয়। জ্ঞানকে রশ্মি বা জ্যোতিঃ বলিয়া মনে করিলে, উপমা-পক্ষে সূর্য্যদেব-রূপেই যে জ্ঞানাধার বিদ্যমান্ প্রকাশমান্ আছেন, তাহা স্বতঃই মনে আসিতে পারে। কিরণের বা জ্যোতির মূলাধার—সূর্য্যদেব; তাই 'সূর্য্যস্য' বলিয়া এখানে জ্ঞানাধার ভগবানের পরিচয় দেওয়া হইল। জ্ঞানাধার ভগবানের প্রকাশ-স্থান যে অনেক দূরে, সাধারণ মনুষ্য-মাত্রের অজ্ঞানতার বিষয় স্মরণ করিলেই তাহা উপলব্ধ হয়। আমরা অজ্ঞানতা-ঘোরে পরিমগ্ন আছি। আমরা জ্ঞানাধারকে নিকটে দেখিব কি প্রকারে? তাই "সূর্য্যস্য উদয়নাৎ পরাবতঃ" বাক্যাংশের প্রয়োগ দেখি। সেই যে দূর-স্থান, অজ্ঞ আমাদিগের অপরিজ্ঞাত দৃষ্টির বহির্ভূত সেই যে দূরদেশ, জ্ঞানোন্মেষিণী উষাদেবী সেই স্থান হইতেই আসিয়া থাকেন এবং আমাদিগের সহিত মিলিত হয়েন। মন্ত্রের প্রথমাংশের "এষা" হইতে "অযুক্ত" পর্য্যন্ত অংশের (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দেখুন) ইহাই মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে—"সুভগা" হইতে "বিযাতি" পর্য্যন্ত বাক্যে—সেই দেবী কি প্রকারে আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হয়েন, তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনি কি প্রকারে আসেন? উত্তর—"শতং রথেভিঃ'; অর্থাৎ,—শতসংখ্যক রথের দ্বারা। 'শতং' পদ এখানে 'অশেষ-প্রকার বিবিধপ্রকার' অর্থ পরিজ্ঞাপক। 'রথেভিঃ' পদে 'সৎকর্ম্মরূপ যান' বুঝাইয়া থাকে। এ বিষয় পুনঃপুনঃ আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা হইলেই প্রশ্নোত্তরে এখানকার ভাব এইরূপ দাঁড়াইতেছে; যথা,—'জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী বা জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে আসিয়া উদয় হন কখন—আমাদিগের সহিত তাঁহার মিলন হয় কখন? না—যখন বিবিধপ্রকার সৎকর্ম্মে আমরা অনুপ্রাণিত হয়।' ফলতঃ, সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইয়া থাকে। মন্ত্র এই সরল সুন্দর ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্রের উদ্বোধন,—'মন! তুমি সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হও; ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান তোমার অধিগত হইবে; জ্ঞানের অধিকারী হইলেই সকল দুঃখের অবসানে পরম নিঃশ্রেয়স্ মোক্ষ তোমার অধিগত হইয়া আসিবে।' (১ম—৪৮সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

বিশ্বমস্যা নানাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী।

অপ দ্বেষো মঘোনী দুহিতা দিব উষা

উচ্ছদপ স্রিধঃ॥ ৮॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বং। অস্যাঃ। নানাম। চক্ষসে। জগৎ। জ্যোতিঃ কৃণোতি। সূনরী।

অপ। দ্বেষঃ। মঘোনী দুহিতা। দিবঃ। উষাঃ।

উচ্ছৎ। অপঃ। স্রিধঃ॥ ৮॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্যা' (উষসঃ, জ্যোতির্ম্ময়রূপায়া দেব্যাঃ) 'চক্ষসে' (প্রকাশায়) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'জগৎ' (প্রাণিজাতং, বিশ্বসংসার ইতি ভাবঃ) 'নানাম' (নমাম, প্রহ্বীভবতি), যতঃ 'সূনরী' (সুষ্ঠু গৃহকর্ত্রী, সুগৃহিণীরূপা সা দেবী) 'জ্যোতিঃ' (জ্ঞানালোকপ্রকাশং) 'কৃণোতি' (করোতি, জ্ঞানালোকং বিতরতি ইতি ভাবঃ) ; সর্ব্বেষাং পালয়িত্রী গৃহকর্ত্রীস্বরূপা সা দেবী জ্ঞানালোক-প্রকাশাৎ লোকানাং নমস্যা ভবতি ইতি ভাবঃ ; 'দিবঃ দুহিতা' (সত্ত্বভাবেৎপন্না) 'মঘোনী' (পরমৈশ্বর্য্যবতী) 'উষা' (জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী) 'দ্বেষঃ' (দ্বেষ্টৄন্, হিংসকান্) 'অপ উচ্ছৎ' (অপবর্জ্জয়তু, বিনাশয়তু), 'স্রিধঃ' চ (শোষয়িতৄন্ শত্রূন্ চ) 'অপ' (অপবর্জ্জয়তু, বিনাশয়তু) । দেব্যাঃ প্রভাবেন সর্ব্বে শত্রব বিনাশং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। [illegible]

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতার প্রকাশে, বিশ্বসংসার প্রণত হয়; কেন-না, সুগৃহিণী-রূপে সেই দেবী জ্ঞানালোক বিচ্ছুরণ করেন; (ভাব এই যে, সংসারের পালয়িত্রী গৃহকর্ত্রীস্বরূপা সেই দেবী জ্ঞানালোক প্রকাশ করিয়া সর্ব্বলোকের নমস্যা হয়েন); সত্ত্বভাবোৎপন্না পরৈশ্বর্য্যবতী সেই দেবী হিংসকগণকে বিনাশ করেন এবং রক্তশোষণকারী শত্রুদিগকে বিধ্বস্ত করেন; (ভাব এই যে, সেই দেবীর প্রভাবে সকল প্রকার শত্রুগণ নিধনপ্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—৪৮সূ—৮ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বং সর্ব্বং জগৎ জঙ্গমং প্রাণিজাতমস্যা উষসশ্চক্ষসে প্রকাশায় নানাম। প্রহ্বীভবতি। রাত্রৌ তমসি নিমগ্নাঃ সর্ব্বে জনাস্তমোনিবারয়িত্রীমুষসমুপলভ্য নমস্কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। কুতঃ। যস্মাদেষা সুনরী শোভননেত্রী। অভিমতফলস্য প্রাপয়িত্রী ষা জ্যোতিষ্কৃণোতি। সর্ব্বং প্রকাশয়তি। কিঞ্চ। মঘোনী মঘবতী ধনবতী দিবো দুহিতা দ্যুলোকসকাশাদুৎপন্নোষা দ্বেষো দ্বেষ্টৄনপোচ্ছৎ। অপবর্জ্জয়তি। তথা স্রিধঃ শোষয়িতৄনপোচ্ছৎ। অপবর্জ্জয়তি। তস্মাদিষ্টপ্রাপ্ত্যানিষ্টপরিহারহেতুভূতামুষোদেবতাং বিশ্বং জগন্নমস্করোতীত্যর্থঃ॥

অস্যাঃ। ইদমোঽন্বাদেশ ইত্যশাদেশোঽনুদাত্তঃ। বিভক্তিশ্চ সুপ্স্বাদ্যনুদাত্তত্বেন সর্ব্বানুদাত্তত্বং। নানাম। সংহিতায়ামন্যেষামপি দৃশ্যত ইত্যভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। তুজাদিত্বে হি তুতুজান ইত্যাদাবিব পদকালেঽপি দীর্ঘঃ শ্রূয়তে। জ্যোতিঃ। ইণঃ স ইত্যনুবৃত্তাবিষুসোঃ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সমস্ত জঙ্গম প্রাণিসমূহ এই উষাদেবীর প্রকাশার্থ নত হইয়া থাকেন। তাৎপর্য্যার্থ এই—রাত্রিতে অন্ধকারে নিমগ্ন জনসমূহ অন্ধকারবিনাশিনী উষাদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া নমস্কার করিয়া থাকেন। কেন নমস্কার করেন? যেহেতু অভীষ্টফলদাত্রী এই উষাদেবী সকলকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আরও, ধনবতী দ্যুলোক হইতে উৎপন্না এই উষাদেবী হিংসকগণকে অপবর্জ্জন অর্থাৎ ত্যাগ করেন। সেইরূপ শোষয়িতা-গণকেও ত্যাগ করিয়া থাকেন। এই হেতু, মঙ্গল-প্রাপ্তি ও অমঙ্গলের পরিহার-হেতুভূতা উষাদেবীকে সমস্ত জগৎ নমস্কার করিয়া থাকে।

অস্যাঃ। 'ইদমোঽন্বাদেশ' এই নিয়মানুসারে 'অশ্' আদেশ এবং অনুদাত্ত হইয়াছে। 'বিভক্তিশ্চ সুপ্স্বাদ্যনুদাত্তত্ব' এই নিয়মে সর্ব্বানুদাত্তত্ব ঘটিয়াছে। নানাম। 'সংহিতায়াং অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে অভ্যাসের দীর্ঘ হইয়াছে। তুজাদিত্ব বিষয়ে 'তুতুজান' ইত্যাদি পদের ন্যায় পদ-কালেও দীর্ঘশ্রুতি হয়। জ্যোতিঃ। 'ইণঃ সঃ' এই নিয়মের

সামর্থ্যে। পা০ ৮।৩।৪৪। ইতি বিসর্জনীয়স্য ষত্বং। দ্বেষঃ। দ্বিষ অপ্রীতৌ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে ইতি বিচ্। লঘূপধগুণঃ। মঘোনী। মঘং ধনং তৎ সম্ভজতে ইতি মঘোনী। শ্বন্-উক্ষন্ ইত্যাদিনা মঘবন শব্দঃ কনিন্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। ঋন্নেভ্যো ঙীবিতি ঙীপ্। ভসংজ্ঞায়াং শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে ইতি সম্প্রসারণং। উচ্ছৎ। উছী বিবাসে। বিবাসো বর্জনং। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ ইতি বর্তমানে লঙ্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্য-ডাগমাভাবঃ। স্রিধঃ। স্রিধু শোষণে। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্॥ (১ম—৪৮সূ ৮ঋ)॥

অষ্টম (৫৭৩) ঋকের বিশদার্থ।

উষাকালে প্রাণিসমূহ উষাকে নমস্কার করেন। রাত্রির অন্ধকারে সকলই আচ্ছন্ন ছিল; উষার আগমনে তাহারা প্রকাশ পাইল। তাহাদিগের নমস্কারের ইহাই কারণ। মন্ত্রের প্রথম পাদের এই প্রকার অর্থই প্রচলিত। দ্বিতীয় পাদের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—'দ্যুলোকের দুহিতা উষা ধনবতী, তিনি দ্বেষকারিগণকে ও শত্রুগণকে অপসারিত করেন।' এ প্রকার অর্থের ভাব এই যে,—উষার আলোক প্রকাশ পাইলে, দস্যুতস্করাদি পলায়ন করে, তাহাদিগের ভয় দূরে যায়। 'উষাকাল' সম্বোধনে মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ করিলে, মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার অর্থই এখন প্রচলিত দেখি।

আমাদিগের পরিগৃহীত ভাব, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই

অনুবৃত্ত নিবেশ 'ইণুসোঃ সামর্থ্যে' (পা০ ৮।৩।৪৪) এই সূত্রানুসারে বিসর্গের 'ষত্ব' হইয়াছে। দ্বেষঃ। অপ্রীত্যর্থক 'দ্বিষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই নিয়মানুসারে 'বিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। লঘু উপধার গুণ হইয়াছে। মঘোনী। মঘ অর্থাৎ ধনকে সম্যক্ ভজনা করেন—এই বাক্যে 'মঘোনী' হয়। 'শ্বন্-উক্ষন্' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'মঘবন' শব্দ 'কনিন' প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনসিদ্ধ হয়। 'ঋন্নেভ্যো ঙীপ্' এই সূত্রানুসারে 'ঙীপ' হইয়াছে। 'ভসংজ্ঞায়াং শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে' এই নিয়মানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। উচ্ছৎ। বিবাসার্থক 'উছী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বিবাস শব্দের অর্থ বর্জন। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' এই নিয়মানুসারে 'লঙ্' হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' এই নিয়মানুসারে 'অট' আগমের অভাব হইয়াছে। স্রিধঃ। শোষণার্থক 'স্রিধ' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্ চ' সূত্রানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। (১ম—৪৮সূ—৮ঋ)॥

উপলব্ধ হইবে। তথাপি ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমে মন্ত্রান্তর্গত "অস্যা চক্ষসে" পদদ্বয়ের মর্ম্ম পরিগ্রহণ করুন। ঐ দুই পদের অর্থ—'উষার প্রকাশে'। তাহার মর্ম্ম এই যে যে, 'হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ সাধিত হইলে।' তখন কি হয়? "বিশ্বং জগৎ নানাম"; অর্থাৎ, সমগ্র সংসার তাঁহাকে নমস্কার করে—তচ্চরণে প্রণত হয়। জ্ঞানোদয়ে মানুষ যখন বুঝিতে পারে—জ্ঞানের কি মহীয়সী মহিমা, তখন জ্ঞানের উদ্দেশে সে যে মস্তক নত করিবে, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? সেই নিত্যসত্য-তত্ত্বই ঐ মন্ত্রাংশে পরিবর্ণিত আছে। "সূনরী জ্যোতিঃ কৃণোতি"—এই বাক্যাংশের সার্থকতা ঐ পক্ষেই প্রতিপন্ন হয়। জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই মানুষ বুঝিতে পারে, জ্ঞানদেবতা কেমন সর্ব্বপালিকা গৃহকর্ত্রীর ন্যায় হৃদয়ে বিদ্যমানা থাকিয়া সকল দিকের শৃঙ্খলা-রক্ষা করেন। 'সূনরী' পদ প্রাধানতঃ শৃঙ্খলা-রক্ষার ভাব প্রকাশ করে। জ্ঞানোন্মেষে রিপুকুল উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না; দুর্দ্দমনীয় শত্রুগণ পর্য্যন্ত তখন মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়। সুগৃহিণীর শৃঙ্খলা-পরিচর্য্যায়, যুগপৎ স্নেহ-করুণায় ও শাসনশক্তি-প্রভাবে, যেমন সংসারের সকলেই প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া থাকে; এখানে, জ্ঞানোন্মেষে হৃদয় সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়;—হৃদয়ের সদ্ভাবসমূহ আদর পায়, অসদ্ভাব-সকল দণ্ড পায়। এই ভাব প্রকাশ পক্ষেই 'সূনরী' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে পারি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ, এ পক্ষে, প্রথম পাদেরই পরিপোষক। জ্ঞানোন্মেষিকা উষাদেবীকে যে কি কারণে "দিবঃ দুহিতা" বলা হইয়াছে, তাহার কারণ-পরম্পরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। সৎকর্ম্ম-সঞ্জাত সত্ত্ব-ভাব হইতেই তাঁহার উৎপত্তি—এই মর্ম্মই এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার পর বলা হইয়াছে—তিনি "মঘোনী"। জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী যে পরমধনবতী, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। জ্ঞানোন্মেষে মানুষ পরমার্থ ধন পর্য্যন্ত লাভ করে। সুতরাং অন্যে পরে কা কথা। 'দ্বেষঃ' অর্থাৎ বিদ্বেষ্টাগণ এবং 'স্রিধঃ' অর্থাৎ শত্রুগণ সেই দেবীর কৃপায় যে নিঃশেষপ্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ও অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র। কিবা অন্তঃশত্রু, কিবা বহিঃশত্রু, সকল প্রকার শত্রুই জ্ঞানোন্মেষিকা

দেবীর প্রভাবে বিসর্জ্জিত বিদূরিত অপসারিত হয়। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করিতে পারি।

মন্ত্রে জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। মন্ত্রের উপদেশ,—'মানুষ! তুমি জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর শরণাপন্ন হও। তোমার সকল বিপদ দূরে যাইবে। তুমি পরম মঙ্গল লাভ করিবে।' (১ম—৪৮সূ—৮ঋ)॥

—— ০ ——

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

উষ আ ভাহি ভানুনা চন্দ্রেণ দুহিতর্দিবঃ।

আবহন্তী ভূর্য্যস্মভ্যং সৌভগং

ব্যুচ্ছন্তী দিবিষ্টিষু॥ ৯॥

পদ বিশ্লেষণং।

উষঃ। আ। ভাহি। ভানুনা। চন্দ্রেণ। দুহিতঃ। দিবঃ।

আঽবহন্তী। ভূরি। অস্মভ্যং। সৌভগং।

বিঽউচ্ছন্তী। দিবিষ্টিষু॥ ৯॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দুহিতর্দিবঃ' (সত্যভাবাৎ সঞ্জাতে হে দেবি!) 'দিবিষ্টিষু' (ঐহিক-পারত্রিক-সকল-সৎকর্ম্মসাধনেষু) 'ভূরি' (প্রভূতং) 'সৌভগং' (সৌভাগ্যং, শ্রেয়ঃ) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং) 'আবহন্তী' (সম্পাদয়ন্তী, প্রদানানন্তরং রক্ষ যাবৎ); তথা 'ব্যুচ্ছন্তী' (তমাংসি বর্জ্জয়ন্তী,

অজ্ঞানান্ধকারং বিদূরয়ন্তী) ত্বং 'চন্দ্রেণ' (হ্লাদকেন) 'ভানুনা' (জ্ঞানলোক প্রকাশেন) 'আ' (সমন্তাৎ) 'ভাহি' (প্রকাশয়, হৃদি বিরাজয়)। হে দেবি! অস্মাকং কর্ম্মণা সহ সম্মিলিতা সতী অস্মভ্যং হ্লাদকং জ্ঞানদানং কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪৮সূ—৯ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বভাব হইতে সঞ্জাত হে দেবি! ঐহিক-পারত্রিক-সকল-সৎকর্ম্ম-সাধনে আমাদিগের জন্য প্রভূত সৌভাগ্য সম্পাদন পূর্ব্বক (প্রদান-পূর্ব্বক) আমাদিগের অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত করিয়া, আনন্দপ্রদ জ্ঞানালোক-প্রকাশের সহিত সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের হৃদয়ে বিরাজ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবি! আমাদিগের সকল কর্ম্মের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমাদিগকে পরমানন্দ-প্রদ জ্ঞান দান করুন।')॥ (১ম—৪৮সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দিবো দুহিতঃ। দ্যুলোকস্য পুত্রি। উষঃ। উষোদেবতে চন্দ্রেণ সর্ব্বেষামাহ্লাদকেন ভানুনা প্রকাশেন আ সমন্তাদ্ভাহি। প্রকাশয়। কিং কুর্ব্বতী। দিবিষ্টিষু দিবসেষু ভূরি প্রভূতং সৌভগং সৌভাগ্যমস্মভ্যমাবহন্তী। সম্পাদয়ন্তী। তথা ব্যুচ্ছন্তী। তমাংসি বর্জ্জয়ন্তী॥

উষঃ। ষাষ্ঠিকমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। দুহিতর্দ্দিবঃ। পরমপি চ্ছন্দসীতি দিব ইত্যস্য পরস্য ষষ্ঠ্যন্তস্য পূর্ব্বামন্ত্রিতাঙ্গবদ্ভাবে সতি ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং। আবহন্তী। ঙীপ্ শপৌ পিত্ত্বাদনুদাত্তৌ। শতুশ্চাদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকস্বরেণানুদাত্তত্বং। অতো ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ভূরি। প্রভবতি ন বিনশ্যতীতি ভূরি। অদিশদি-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যুলোকপুত্রি উষদেবতে! আপনি সর্ব্বজনের আহ্লাদকর দীপ্তিদ্বারা সমস্ত দিক-সমূহকে প্রকাশিত করুন। কি করিবার জন্য? দিবসে প্রভূত সৌভাগ্য আমাদিগের দেবার জন্য। সেইরূপ অন্ধকারসমূহকে বর্জ্জন অর্থাৎ দূর করিবার জন্য।

উষঃ। ষাষ্ঠিক আমন্ত্রিত-হেতু উদাত্তত্ব হইয়াছে; দুহিতর্দ্দিবঃ। 'পরমপি চ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে ষষ্ঠ্যন্ত-পদের পূর্ব্বামন্ত্রিতাঙ্গবদ্ভাব হওয়ায়, ষষ্ঠ্যামন্ত্রিত সমুদায়ের আষ্টমিক পক্ষে সর্ব্বানুদাত্তত্ব ঘটিয়াছে। আবহন্তী। 'ঙীপ্' এবং 'শপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। পিত্ত্বহেতু অনুদাত্ত-বিষয়ে শতৃ-প্রত্যয়ের 'অৎ' উপদেশ-হেতু 'লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে অনুদাত্তত্ব হইয়াছে। অতএব ধাতুস্বর অবশিষ্ট আছে। সমাসে কৃতের উত্তর পদের প্রকৃতি-স্বরত্ব হইয়াছে। ভূরি। উৎপন্ন হয় কিন্তু বিনাশ প্রাপ্ত হয় না — এই অর্থে ভূরি পদ হয়।

ভূশুভিভ্যো ক্রিন্নিতি ক্রিন্। নিত্তাদাদ্যুদাত্তত্বং। সৌভগং। সুভগস্য ভাবঃ সৌভগং। সুভগান্মন্ত্র ইত্যুদ্গাত্রাদিষু পাঠাদঞ্ প্রত্যয়ঃ। হৃদ্ভগসিন্ধ্বন্তে পূর্ব্বপদস্য চ। পা০ ৭।৩।১৯। ইত্যুভয়পদবৃদ্ধৌ প্রাপ্তায়াং সর্ব্ববিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে ইতি বচনাদত্রোত্তরপদবৃদ্ধির্ন ভবতীতি বৃত্তাবুক্তং। ব্যুচ্ছন্তী। উছী বিবাসে। বিবাসো বর্জ্জনং। তৌদাদিকঃ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। দিবিষ্টিষু। দিব্ শব্দেন দিবিষ্ট আদিত্যো লক্ষ্যতে। তস্যেষ্টয় এষণানি গমনানি যেষু দিবসেষু তে দিবিষ্টয়ঃ বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৪৮সূ—৯ঋ)॥

• • •

নবম (৫৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

উষাকালকে সম্বোধন করিয়াই এ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহাই সাধারণতঃ প্রখ্যাত হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়া থাকে,—'স্বর্গের নন্দিনি হে উষা! তুমি আনন্দদায়ক আলোকের সহিত প্রকাশিত হও। প্রচুর সৌভাগ্য আনয়ন কর। আর, যজ্ঞ-সময়ের অন্ধকার দূর করিয়া দেও।' এ পক্ষে উষার আগমন-প্রার্থনাই পরিকল্পিত দেখি।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের প্রতি একটু দৃষ্টিসঞ্চালন করুন। "দুহিতর্দ্দিবঃ" পদে যে ভাব আসে, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী সত্ত্বভাব হইতেই সঞ্জাত হন, সংকর্ম্ম মুদ্ভূত সত্ত্বভাবই ঐ দেবীর জনয়িতা,—ঐ পদে এই মর্ম্মার্থই প্রাপ্ত হই। তাই "সত্ত্বো-ভাবোৎপন্না" প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়াছি। "দিবিষ্টিষু" পদের অর্থ—কোনও ব্যাখ্যাকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বা ঐ পদে "যজ্ঞসময়েষু

'আদিশদিভূশুভিভ্যো ক্রিন্' এই নিয়মানুসারে 'কিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। নিত্-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সৌভগং। সুভগের ভাব এই অর্থে 'সৌভগং' পদ হয়। এখানে 'সুভগাৎ' প্রভৃতি পদ উদ্গাত্রাদি-বিষয়ে পাঠ-হেতু 'অঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'হৃদ্ভগসিন্ধ্বন্তে পূর্ব্বপদস্য চ' (পা০ ৭।৩।১৯) এই সূত্রানুসারে উভয় পদের বৃদ্ধি-প্রাপ্তি বিষয়ে 'সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' এই বচন-হেতু এই স্থলে উত্তরপদের বৃদ্ধি হয় নাই —এইরূপ বৃত্তিতে উক্ত আছে। 'ব্যুচ্ছন্তী'। বিবাসার্থক 'উছী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বিবাস শব্দের অর্থ বর্জ্জন। তুদাদি-গণীয়। 'অৎ' উপদেশ-হেতু 'লসার্ব্বধাতুক স্বরেণ' এই নিয়মানুসারে অনুদাত্ত-বিষয়ে বিকরণস্বর প্রাপ্তি হইয়াছে। দিবিষ্টিষু। 'দিব' শব্দের দ্বারা দিবিষ্ট অর্থাৎ আদিত্যকে লক্ষ্য করিতেছে। তাহার অর্থাৎ আদিত্যের গমন আছে যে দিবসেতে তাহারা—এই বাক্যে 'দিবিষ্টয়ঃ' পদ হয়। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে (১ম—৪৮সূ—৯ঋ)।

প্রাতঃকালেষু" প্রভৃতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। সায়ণ "দিবসেষু" মাত্র অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু বলি, ঐ পদে "ঐহিক-পারত্রিক-সকল-সৎকর্ম্ম-সাধনেষু" প্রভৃতিবাক্য গ্রহণ করাই সঙ্গত হয়। প্রতিদিন আমরা যে কোনও সৎকর্ম্ম সাধন করি, ঐ পদে সেই সকল সৎকর্ম্মকেই লক্ষ্য করিতেছে। 'দিব' পদে 'দিবসে কৃত' এবং 'ইষ্টি' পদে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম;—এই ভাব হইতেই 'দিবিষ্টি' পদ হয়। তাহারই সপ্তমীতে 'দিবিষ্টিষু' পদ প্রাপ্ত হই। ইহাতে কেবল মাত্র 'দিবসে' বা 'প্রাতঃ-কালে' অর্থ কেন পরিগৃহীত হয়, তাহা বুঝিতে পারি না। ফলতঃ, আমাদিগের ঐহিক-পারত্রিক সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্ম-সাধনে সৌভাগ্য শ্রেয়ঃ সম্পাদন করুন;—মন্ত্রের একাংশের ("দুহিতর্দিবঃ" হইতে "আবহন্তী" অংশের) ইহাই তাৎপর্য্য।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মর্ম্মার্থের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। ঐ অংশের প্রথম পদ—"বুচ্ছন্তী।" ঐ "বুচ্ছন্তী" পদে অজ্ঞানতা-নাশে জ্ঞানালোক-প্রদানের প্রার্থনা প্রকাশ পায়। এইরূপে, মন্ত্রের প্রথম অংশে কর্ম্মে শ্রেয়ঃ-সাধনের এবং এই দ্বিতীয় পদে অজ্ঞানতা-বিদূরণের এই দুই প্রার্থনা প্রকাশ পাইল। তার পর বলা হইল—"চন্দ্রেণ ভানুনা আ ভাহি।" এ পক্ষে ভাষ্যের ভাবই গ্রহণ করুন। তাহাতেও প্রার্থনার লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইবে। 'ভানুনা' পদে 'জ্ঞানালোকেন' প্রভৃতিবাক্যই পরিগৃহীত হয়। 'চন্দ্রেণ' পদ, সেই জ্ঞানালোক যে কেমন—তাহাই প্রকাশ করিতেছে। 'ভানুনা' পদে—রশ্মি জ্যোতিঃ তেজঃ বুঝায়। কিন্তু সে রশ্মি জ্যোতিঃ বা তেজঃ যে জ্বালাকর নহে, 'চন্দ্রেণ' বিশেষণে তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। সে রশ্মি, সে জ্যোতিঃ, সে তেজ—আনন্দপ্রদ, সন্তাপ-নিবারক, স্নিগ্ধ। জ্ঞানের আলোক সত্যই এইরূপ প্রাণারাম ভাবাপন্ন। 'চন্দ্রেণ' পদ সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে।

প্রার্থনা—'আমার হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রকাশিত হউক।' প্রার্থনা—'সে আলোককে স্নিগ্ধতা দান করুক।' প্রার্থনা—'সে আলোকে সন্তাপ নিবারিত হউক।' এখানকার 'চন্দ্রেণ ভানুনা আ ভাহি"—এই মন্ত্রাংশ এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। (১ম—৪৮সূ—৯ঋ)॥

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে বি

যদুচ্ছসি সূনরি।

সা নো রথেন বৃহতা বিভাবরি শ্রুধি

চিত্রামঘে হবং ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বস্য। হি। প্রাণনং। জীবনং। ত্বে ইতি। বি

যৎ। উচ্ছসি। সূনরি।

সা। নঃ। রথেন। বৃহতা। বিভাহবরি। শ্রুধি।

চিত্রহমঘে। হবং ॥ ১০

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূনরি' (সুগৃহিণীরূপিণি সুপালয়িত্রি হে দেবি!) 'বিশ্বস্য' (সর্ব্বলোকস্য, প্রাণিজাতস্য) 'প্রাণনং' (সৎকর্ম্মসাধন-প্রচেষ্টা-সম্পন্নং, আত্মোন্নতিসাধকং) 'জীবনং' (জীবনধারণং) 'ত্বে হি' (ত্বয়ি এব বর্ত্ততে, তব কৃপয়া সম্ভবতি ইতি ভাবঃ); 'যৎ' (যস্মাৎ) ত্বং 'বি উচ্ছসি' (বিশেষেণ তমো বর্জ্জয়সি, সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকারং দূরীকরোসি)। 'বিভাবরি' (হে প্রভান্বিতে! অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে হে দেবি!) 'সা' (তাদৃশী ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং, অস্মদনুষ্ঠিতেন ইতি যাবৎ) 'বৃহতা' (মহতা, শ্রেষ্ঠেন) 'রথেন' (সৎকর্ম্মরূপ-

ধানেন) অস্মদভিমুখং আয়াহি ইতি শেষঃ। 'চিত্রমঘে' (বিচিত্রৈশ্বর্য্যশালিনি হে দেবি!) 'হবং' (অস্মাকং আহ্বানং) 'শ্রুধি' (শৃণু)। জ্ঞানোন্মেষাৎ সকলসৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্তিঃ প্রাণশক্তিশ্চ সঞ্জাতা ভবতি। অতঃ প্রার্থনা—জ্ঞানোন্মেষেণ সহ অস্মদনুষ্ঠিতানি সৎকর্ম্মাণি ভগবৎসম্বন্ধযুতানি ভবন্তু। ইত্যেবং অভিপ্রায় ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সুগৃহিণীরূপিণি (সুপালয়িত্রি) হে দেবী! বিশ্ববাসীর (সর্ব্বলোকের) সৎকর্ম্ম-সাধন প্রচেষ্টা-সম্পন্ন (আত্মোন্নতিসাধক) জীবন-ধারণ আপনার কৃপার উপরই নির্ভর করে; যেহেতু, আপনিই সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকারকে বিদূরিত করেন। অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে হে দেবি! তাদৃশী আপনি, আমাদিগের অনুষ্ঠিত মহৎ শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্মরূপ-যানে আমাদিগের নিকট আগমন করুন। বিচিত্র ঐশ্বর্য্যশালিনি হে দেবি! আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। (ভাব এই যে—জ্ঞানোন্মেষেই সকল সৎকর্ম্ম সাধন-প্রবৃত্তি ও প্রাণশক্তি সঞ্জাত হয়; অতএব প্রার্থনা, জ্ঞানোন্মেষের সহিত আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মসমূহ ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হউক।')॥ (১ম—৪৮সূ—১০ঋ)॥

সায়ণ ভাষ্যং।

হে সুনরি। উষোদেবি বিশ্বস্য সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রাণনং চেষ্টনং জীবনং প্রাণধারণঞ্চ যে হি ত্বাযোব বর্ত্ততে। যস্মাত্ত্বং ব্যুচ্ছসি। তমো বর্জ্জয়সি। হে বিভাবরি বিশিষ্টপ্রকাশযুক্তে সা তাদৃশী ত্বং নোঽস্মান্ প্রতি বৃহতা রোচেন রথেনায়াহীতি শেষঃ। তথা হে চিত্রামঘে বিচিত্রধনযুক্ত উষোদেবি নোঽস্মদীয়ং হবমাহ্বানং শ্রুধি। শৃণু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষাদেবি! বিশ্বের প্রাণিসমূহের কার্য্যবিষয়ে চেষ্টা ও প্রাণধারণ আপনাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে; যেহেতু আপনি অন্ধকার দূর করিয়া থাকেন। হে বিশিষ্টরূপপ্রকাশযুক্তে! উষাদেবি! সেইরূপ যে আপনি, আমাদের প্রতি (আমাদের সমীপে) বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়া আগমন করুন। হে বিচিত্রধনযুক্তে উষাদেবি! আপনি আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন।

প্রাণনং। অন চেষ্টায়াং। লুট্ চেতি ভাবে লুট্। যোরনাদেশঃ। সমাসেঽনিতেঃ। পা০ ৮ ৪.১৯। ইত্যুপসর্গস্থান্নিমিত্তাদুত্তরস্য নকারস্য ণত্বং। নন্বনিতেরিতীকা নির্দেশাৎ কথমন চেষ্টায়ামিত্যস্য ণত্বং। উচ্যতে জীবনস্য পৃথগুপাদানাত্তত্রৈব ধাতুনা চেষ্টা লক্ষ্যতে। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সংজ্ঞায়ামেকাদেশস্বরেণৈকাদেশস্যোদাত্তত্বং। ত্বে। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যাঃ শে আদেশঃ। উচ্ছসি। উচ্ছী বিবাসে। তৌদাদিকঃ। সিপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। সুনরি। সুষ্ঠু নয়তীতি সুনরী। ণূ নয় ইত্যস্মাদচ ইরিত্যৌণাদিক ই প্রত্যয়ঃ। গতিসমাসে কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্বস্যাপি গ্রহণাৎ কৃদিকারাদক্তিন ইতি ঙীষ্। নিপাতস্য চেতি পূর্বপদস্য দীর্ঘত্বং। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বে প্রাপ্তে আমন্ত্রিতস্য চেত্যাষ্টমিকো নিঘাতঃ। বিভাবরি। বিশিষ্টা ভা যস্যাঃ সা। ছন্দসীবনিপৌ পা০ ৫ ২।১০৯.২। ইতি মত্বর্থীয়ো বনিপ্। বনো র চেতি ঙীপ্ তৎসংযোগেন নকারস্য রেফাদেশশ্চ। শৃণুধি। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্ধিরাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। হেরপিত্ত্বেন প্রত্যয়স্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। মঘমিতি ধননাম। চিত্রং মঘং যস্যাঃ সা চিত্রমঘা। অস্তেষামপি

প্রাণনং। চেষ্টার্থক 'অন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লুট চ' এই নিয়মানুসারে ভাববাচ্যে লুট্ হইয়াছে। 'যোরনাদেশঃ' এই নিয়মানুসারে 'অন' আদেশ হইয়াছে। 'সমাসেঽনিতেঃ' (পা০ ৮ ৪।১৯) এই সূত্রানুসারে উপসর্গস্থ অকার নিমিত্তের পর 'ন'-কারের 'ণত্ব' হইয়াছে। 'অনিতেঃ' এই নিয়মানুসারে ইট্ নির্দেশ-হেতু কোনপ্রকার চেষ্টার জন্য 'ণত্ব' হইয়া থাকে। এখানে জীবনের পৃথক উপাদান-বিষয়ে ধাতুর চেষ্টাত্ব লক্ষ্য হইতেছে। সমাসে কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'সংজ্ঞায়ামেকাদেশস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে একাদেশের উদাত্তত্ব হইয়াছে। ত্বে। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মানুসারে সপ্তমীস্থানে 'শে' আদেশ হইয়াছে। উচ্ছসি। বিবাসার্থক 'উচ্ছি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তুদাদিগণীয় বলিয়া, 'সিপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত বিষয়ে বিকরণস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। "নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তেতি' এই নিয়মানুসারে নিঘাতের প্রতিষেধ হইয়াছে। সুনরি। সুন্দররূপে নয়ন অর্থাৎ প্রাপণ করেন—এই অর্থে 'সুনরী' পদটী হয়। নয়ার্থক 'নৃ' ধাতুর উত্তর 'অচ ইরিতি' সূত্রানুসারে ঔণাদিক 'ই' প্রত্যয় হইয়াছে। গতিসমাসে কৃৎ-গ্রহণ-বিষয়ে গতিকারকের পূর্ব্বেরও গ্রহণ-হেতু 'কৃদিকারাক্তিন্' এই নিয়মানুসারে 'ঙীষ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিপাতস্য চ' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইলে 'আমন্ত্রিতস্য চ' এই নিয়মানুসারে আষ্টমিক নিঘাত হইয়াছে। বিভাবরি। বিশিষ্ট হইয়াছে 'ভা' অর্থাৎ দীপ্তি যাহার। 'ছন্দসি বনিপৌ' (পাঃ ৫।২।১০৯.২) এই সূত্রানুসারে মত্বর্থক 'বনিপ্' প্রত্যয় হইয়া 'বনোরচ' এই নিয়মানুসারে 'ঙীপ' হইয়াছে। তাহার সংযোগ-হেতু 'নকারের স্থানে 'র' আদেশ হইয়াছে। শৃণুধি। 'শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'হি' স্থানে 'ধি' আদেশ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বিকরণের লুক হইয়াছে। 'হি' র অপিত্ত্ব-হেতু প্রত্যয়স্বরের সহিত আদ্যোদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব হইয়াছে। 'মঘ' ইহা ধনের নাম। চিত্র হইয়াছে মঘ অর্থাৎ ধন যাহার—তিনি চিত্রমঘা। 'অস্তেষামপি

দৃশুত ইতি সংহিতায়াং পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। তবং। ত্বেৎক্ষ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। তাবে-চ্চ্নুপসর্গস্যেত্যপপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন সম্প্রসারণঞ্চ॥ (১ম—৪৮সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে চতুর্থো বর্গঃ॥ ১।৪।৪॥

দশম (৫৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী সরল প্রার্থনাপূর্ণ। কেবল মন্ত্রের দুইটী অংশের অর্থ উপলক্ষে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতান্তর দেখিতে পাই। প্রথম— "প্রাণনং জীবনং।" দ্বিতীয়—"বৃহতা রথেন।" প্রথমাংশের দুইটী পদই একার্থ দ্যোতক। 'প্রাণনং' বলিলেও যাহা বুঝায়, 'জীবনং' বলিলেও তাহাই বুঝাইয়া থাকে। এই জন্যই ভাষ্যকার 'প্রাণনং' পদের প্রতিবাক্যে 'চেষ্টনং' এবং 'জীবনং' পদের প্রতিবাক্যে 'প্রাণধারণং' পদদ্বয় ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু কেবল চেষ্টা ও প্রাণধারণ বলিলে, ভাব পরিস্ফুট হয় কি? 'চেষ্টা' বলিলেই, 'কি জন্য চেষ্টা'—এইরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে। আমরা বলি, সে আকাঙ্ক্ষা—সৎকর্ম্ম-সাধনের আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষা— আত্মোন্নতি-বিধানের আকাঙ্ক্ষা। অজ্ঞানতা যখন দূরে যায়, তখন আত্মো-ন্নতিসাধনের কামনাই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, তখন সৎকর্ম্ম-সম্পাদনেই প্রবৃত্তি উন্মেষ হয়। এই ভাবই প্রচ্ছন্ন আছে। মন্ত্রের প্রথমাংশে—"সূনরি" হইতে "বি উচ্ছান" পর্য্যন্ত বাক্য, এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

'বৃহতা রথেন' পদদ্বয়ে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই 'বৃহৎ রথে উষাদেবীর আগমনের' কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সে রথ যে কি প্রকার রথ, কেহই তাহার বিশ্লেষণ করেন নাই। সৎকর্ম্ম-রূপ রথেই যে জ্ঞানো-ন্মেষিণী দেবীর আবির্ভাব হয়, সৎকর্ম্ম-সাধন দ্বারাই যে হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে; এই ভাবই এখানে প্রকাশমান্। এতদ্বিষয়

দৃশুতে' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে পূর্ব্বপদ দীর্ঘ হইয়াছে। তবং। শব্দ ও স্পর্দ্ধা অর্থক 'ত্বেৎক্ষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'তাবেচ্চ্নুপসর্গস্য' এই নিয়মানুসারে 'অপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। তাহার সন্নিয়োগ-হেতু সম্প্রসারণ হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ ১০ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।৪॥

পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে; অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র। ফলতঃ এ মন্ত্রে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের স্পৃহা প্রকাশ পাইয়াছে; এবং তৎসঙ্কল্প-সাধনের জন্য জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর করুণা প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। (১ম—৪৮সূ—১০ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

উষো বাজং হি বংস্ব যশ্চিত্রো মানুষে জনে।

তেনা বহ সুকৃতো অধ্বরাঁ উপ যে

ত্বা গৃণন্তি বহ্নয়ঃ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ।

উষঃ। বাজং। হি বংস্ব। যঃ। চিত্রঃ। মানুষে। জনে।

তেন। আ। বহ। সুকৃতঃ। অধ্বরান্ উপ। যে।

ত্বা। গৃণন্তি। বহ্নয়ঃ ॥ ১১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষরূপিণি দেবি!) 'মানুষে' (মনুষ্যত্বসম্পন্নে, সত্ত্বভাবান্বিতে) 'জনে' (লোকে, উপাসকে) 'চিত্রঃ' (অদ্ভুতঃ, বৈচিত্র্যবিশিষ্টঃ, অসাধারণঃ) 'যঃ' (বাজঃ, অন্নং, ধনং, সৎকর্ম্মসম্পর্কঃ—অস্তি ইতি যাবৎ) তৎ 'বাজং' (ধনং, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্ম-সমুৎপন্নং সত্ত্বভাবং) ত্বং 'হি' (নিশ্চয়ং) 'বংস্ব' (যাচস্ব, কামযস্ব ইতি ভাবঃ) 'তেন' (কারণেন, তদ্ধেতুনা) 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'বহ্নয়ঃ' (যাগাদিসৎকর্ম্মসম্পাদকাঃ, জ্ঞানবহ্নিবিশিষ্টা উপাসকাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গৃণন্তি' (স্তুবন্তি, অর্চ্চয়ন্তি), 'সুকৃতঃ'

(সুষ্ঠুকৃতবতঃ, সৎকর্ম্মসাধকান্ তান্) ত্বং 'অধ্বরান্' (হিংসারহিতান্ যাগান্ সত্ত্বভাবান্) 'উপ' (সমীপে) 'আ বহ' (প্রাপয়)। সৎকর্ম্মসমন্বিতাঃ সাধকো জ্ঞানদাত্র্যা দেব্যাঃ কৃপয়া পরমং ধনং লভন্তে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—১১ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! মনুষ্যত্বসম্পন্ন সত্ত্বভাবান্বিত উপাসকের মধ্যে যে বিচিত্র অসাধারণ ধন আছে, যজ্ঞাদি-সৎকর্ম্ম-রূপ (সত্ত্বভাব-রূপ) সেই ধন আপনি নিশ্চয়ই কামনা করেন; সেই কারণে, যে প্রসিদ্ধ জ্ঞানবহ্নিবিশিষ্ট উপাসকগণ আপনার অর্চ্চনা করে, সৎকর্ম্মসাধক তাহাদিগকে আপনি সত্ত্বভাব সমীপে (পরম পদে) লইয়া যান। (ভাব এই যে, সৎকর্ম্মসমন্বিত সাধকগণ জ্ঞানদাত্রী দেবতার কৃপায় পরম পদ প্রাপ্ত হন।)॥ (১ম—৮সূ—১১ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ! বাজং হবির্লক্ষণমন্নং হি শ্রুতিষু প্রসিদ্ধং বংস্ব। যাচস্ব। স্বীকুর্বিত্যর্থঃ। যো বাজশ্চিত্রশ্চায়নীয়ো মানুষে মনুষ্যরূপে জনে জাতে যজমানে বর্ত্ততে তং বাজমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। তেন কারণেন সুকৃতঃ সুষ্ঠু কৃতবতো যজমানানধ্বরান্ হিংসারহিতান্ যাগানুপাবহ। প্রাপয়। যে যজমানা বহ্নয়ো যজ্ঞনির্বাহকাস্ত্বাং গৃণন্তি স্তুবন্তি তান্ সুকৃত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। এতদুক্তং ভবতি। যজমানৈঃ প্রদত্তং হবিঃ স্বীকৃত্য পুনরপি তেষাং যজ্ঞং সম্পাদয়েতি॥

বাজং। বজ ব্রজ গতৌ। কর্ম্মণি ঘঞ্। অজিব্রজ্যোশ্চ। পা০ ৭।৩।৬০। ইত্যত্র চকারস্যানুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাদ্বাজো বাজমিত্যত্রাপি কুত্বাভাব ইতি বৃত্তাবুক্তত্বাৎ কুত্বাভাবঃ। কর্ষাত্বত ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বংস্ব। বনু যাচনে। অত্র যাচন-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষ! শ্রুতিতে প্রসিদ্ধি আছে যে, মনুষ্যরূপ যজমানে হবির্লক্ষণ অন্ন (অর্থাৎ অন্নরূপ হবি) বিদ্যমান আছে; সেই অন্নরূপ হবিঃ আপনি কামনা করেন; এবং সেই হবিঃ দ্বারা সুকৃতি যজমানগণকে হিংসারহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিতে দেন। যে যজ্ঞনির্বাহক যজমানগণ আপনাকে স্তব করিয়া থাকেন, এই প্রকার যজমানগণকে। পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ। এইরূপ উক্ত হয়, যজমান-প্রদত্ত হবিঃ স্বীকার করিয়া পুনরায় তাঁহাদের যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

বাজং। 'বজ' ও 'ব্রজ' এই ধাতুদ্বয় গত্যর্থে। 'বজ' এই ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অজিব্রজ্যোশ্চ' (পা০ ৭।৩।৬০) এই সূত্রে 'চ' শব্দের অনুক্ত-সমুচ্চয়ার্থ-প্রযুক্ত 'বাজো বাজং' এই স্থলেও 'কুত্বের' অভাব হয়। বৃত্তিতে এইরূপ উক্ত আছে বলিয়া কুত্বাভাব হইয়াছে। 'কর্ষাত্বতঃ' এই নিয়মানুসারে অন্তস্বরের উদাত্তপ্রাপ্তিবিষয়ে বৃষাদিপ্রযুক্ত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বংস্ব। যাচনার্থক 'বনু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

বাচিনা ধাতুনা তদুত্তরভাবো স্বীকারো লক্ষ্যতে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। অনুদাত্তে-ত্বাল্লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বর। স্তি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। সুকৃতঃ। সুকর্ম-পাপেত্যাদিনা করোতের্ভূতার্থে ক্বিপ্। তুগাগমঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অধ্বরান্। ধ্বরো হিংসা নাস্ত্যস্মিন্নিতি বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। অধ্বরানিত্যস্যে-প্সিততমত্বাৎ কর্তুরীপ্সিততমং। পা০ ১।৪।৪৯। ইতি কর্ম্মসংজ্ঞা। সুকৃত ইত্যস্য অকথিতঞ্চ। পা০ ১।৪।৫১। ইতি নীবহ্যোর্হরতেশ্চেতি দ্বিকর্ম্মকেষু বহতেঃ পরিগণিতত্বাৎ। অধ্বরানিত্যত্র নকারস্য সংহিতায়াং দীর্ঘাদটীতি রুত্বং। আতোঽটি নিত্যমিতি পূর্ব্বস্যাকারস্য সানুনাসিকতা। গৃণন্তি। গৄ শব্দে। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। শ্নাভ্যস্তয়োরাত ইত্যাকার-লোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ (১ম—৪৮সূ—১১ঋ)॥

একাদশ (৫৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তাহার পরিচয়-স্বরূপ ঋকের দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি। সেই দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ এইরূপ; যথা,—

(১) "হে উষোদেবতে যে যজমানগণ আপনাকে স্তব করেন, তাহাদিগকে

এই স্থলে যাচনাবাচি ধাতুর দ্বারা তদুত্তরভাবী স্বীকারের লক্ষ্য হইতেছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বিকরণের লুক হইয়াছে। অনুদাত্তত্ব-হেতু 'লসার্বধাতুক স্বরেণ' এই নিয়মানুসারে নিঘাতের প্রতিষেধ হইয়াছে। সুকৃতঃ। 'সুকর্ম্মপাপ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে, 'করোতের্ভূতার্থে ক্বিপ্' এই সূত্রে, কৃ-ধাতুর উত্তর ভূতার্থে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় ও 'তুক্' আগম হইয়াছে। কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। অধ্বরান। 'ধ্বরঃ' অর্থাৎ হিংসা নাই ইহাতে—এই অর্থে বহুব্রীহিসমাসে 'নঞ্ সুভ্যাং' এই নিয়মে উত্তরপদের অন্তস্বর-উদাত্ত হইয়াছে। 'অধ্বরান্' এই পদটীর ঈপ্সিততমত্ব-হেতু 'কর্তুরীপ্সিততমং' (পা০ ১।৪।৪৯) এই সূত্রানুসারে কর্ম্মসংজ্ঞা হইয়াছে। সুকৃত। এই পদটীর 'অকথিতঞ্চ' (পা০ ১।৪।৫১) এই সূত্রানুসারে 'নীবহ্যোর্হরতেশ্চ' এই নিয়মানুসারে দ্বিকর্ম্মক মধ্যে 'বহ'-ধাতুর পরিগণিতত্ব-হেতু 'অধ্বরান্' এই স্থলে 'ন'-কারের সংহিতা-বিষয়ে 'দীর্ঘাদটি' এই নিয়মানুসারে 'রুত্ব' প্রাপ্তি হইয়াছে। 'আতোঽটি নিত্যম্' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্ব-অকারের সানুনাসিকতা হইয়াছে। গৃণন্তি। শব্দার্থক 'গৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না' এই সূত্রানুসারে 'শ্না' প্রত্যয় হইয়াছে। 'প্বাদীনাং হ্রস্ব' এই নিয়মানুসারে হ্রস্ব হইয়াছে। 'শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ' এই নিয়মানুসারে আকারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু এখানে নিঘাত হয় নাই। (১ম – ৪৮সূ – ১১ঋ)।

আপনি উত্তম অন্নাদিসম্পৎ প্রদান করুন এবং তাহাদিগের যজ্ঞসমূহে দেবগণকে আনয়ন করুন।"

(২) "হে উষা! মনুষ্যের যে বিচিত্র অন্ন আছে তাহা তুমি গ্রহণ কর; এবং যে যজ্ঞ-নির্ব্বাহকেরা তোমাকে স্তুতি করে সেই শুভকর্ম্মাদিগকে হিংসারহিত যজ্ঞে আনয়ন কর।"

দুই প্রকার অর্থের বিভিন্নতা স্বতঃই উপলব্ধ হইবে। এক অর্থে, দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন করার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে; অন্য অর্থে, যজমানকে যজ্ঞে লইয়া যাওয়ার প্রার্থনা প্রকটিত রহিয়াছে। সায়ণের ভাব—মধ্যপন্থানুসারী। মন্ত্রও যেমন সমস্যাপূর্ণ, তাঁহার ব্যাখ্যাও তদ্রূপ সমস্যা-উৎপাদক।

এখন, আমরা যে ভাবে অর্থ নিষ্কাশন করিলাম, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। প্রথমতঃ "মানুষে জনে" একার্থ-বোধক এই দুইটী পদের একের অর্থের একটু বিশিষ্টতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি। সে জন কেমন? না—মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন। "মানুষে জনে" পদদ্বয়ে, এখানে সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। যাঁহার মনুষ্যত্ব আছে, যে জন সত্বভাব-সম্পন্ন, ঐ দুই পদে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে। তাঁহার কর্ম্ম যে বৈচিত্র্য-সম্পন্ন, অভিনব, অসাধারণ; 'চিত্রং' পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। 'বাজং' পদে 'যজ্ঞ' বুঝায়। তাহা হইতে 'সৎকর্ম্ম' 'সত্বভাব' প্রভৃতি অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অন্ন, ধন প্রভৃতি অর্থও ঐ শব্দে দ্যোতনা করে। কিন্তু তদ্রূপ অর্থে সত্বভাব পরিবর্দ্ধনের সামর্থ্য-মূলক অন্ন-ধনাদিই বুঝাইয়া থাকে। শব্দ কয়েকটীর এবম্বিধ অর্থ উপলব্ধ হইলে, ভাব অবশ্যই প্রস্ফুট হইয়া আসে। ঐরূপ ভাবাপন্ন সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানদাত্রী দেবী যে চির-সম্বন্ধযুত হইয়া থাকেন, তাহা স্বতঃই অনুভূত হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশ—"উষঃ" হইতে "বংস্ব" পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশ—সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। দেবীর অধিষ্ঠান কোথায় হয়—ঐ অংশে তাহাই প্রখ্যাপিত।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের—"তেন" হইতে "আ বহ" পর্য্যন্ত অংশের—অন্তর্গত তিনটী পদ বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। প্রথম—'বহ্নয়ঃ'। ঐ পদে সায়ণ 'যজ্ঞনির্ব্বাহকাঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। এ পক্ষে আমরাও তদনুবর্ত্তী আছি। তবে ঐ পদে 'জ্ঞানবহ্নিবিশিষ্টাঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, শব্দের উপযোগী অর্থই নিষ্কর্ষ হয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস

করি। দ্বিতীয় পদ—'সুকৃতঃ'। উহার অর্থ—সৎকর্ম্মকারী সাধকগণ। 'অধ্বরান্' পদে হিংসারহিত যজ্ঞ অর্থাৎ সত্ত্বভাব বুঝায়। সত্ত্বভাবের ন্যায় হিংসারহিত যজ্ঞ আর কি হইতে পারে? এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই অংশের ভাব হয়,—'জ্ঞানী সাধকগণের অর্চ্চনায় প্রীত হইয়া আপনিই তাঁহাদিগকে পরম পদ প্রদান করিয়া থাকেন।' ফলতঃ, জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী সত্ত্বভাবের কামনা করেন এবং সেই সত্ত্বভাব সঞ্চয়েই মানুষ পরম ধাম প্রাপ্ত হয়। ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে দেবি! আপনার কাঙ্ক্ষণীয় সত্ত্বভাবে আমায় অনুপ্রাণিত করুন। আর, তাহার ফলে আমি যেন পরম পদ প্রাপ্ত হই।' (১ম—৪৮সূ—১১ঋ)॥

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

বিশ্বাঁ দেবাঁ আ বহ সোমপীতয়েঽন্তরিক্ষাদুষস্ত্বং।

সাস্মাসু ধা গোমদশ্বাবদুক্থ্যমুষো

বাজং সুবীর্য্যং। ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বান্। দেবান্। আ। বহ। সোমঽপীতয়ে। অন্তরিক্ষাৎ। উষঃ। ত্বং।

সা। অস্মাসু। ধাঃ। গোঽমৎ। অশ্বঽবৎ। উক্থ্যং। উষঃ।

বাজং। সুঽবীর্য্যং॥ ১২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) ত্বং 'সোমপীতয়ে' (সোমপানার্থং, শুদ্ধসত্ত্বাদানায়, অস্মাকং সত্ত্বভাবেন সহ সম্মিলনার্থং) 'অন্তরিক্ষাৎ' (স্বর্গাৎ ...) 'বিশ্বাঁ' (বিশ্বান্, সর্ব্বান্) 'দেবাঁ' (দেবান্, দেবভাবান্) 'আ বহ' (আনয়, অস্মান্ প্রাপয়)। 'উষঃ' (হে দেবি!) 'সা' (পূর্ব্বোক্তগুণান্বিতা ত্বং) 'গোমৎ' (গোমন্তং জ্ঞানকিরণসমন্বিতং) 'অশ্বাবৎ' (ব্যাপকগুণবিশিষ্টং, প্রেমভক্তিযুতং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং) 'উক্থ্যং' (প্রশস্তং) 'বাজং' (ধনং, সৎকর্ম্মজাতং সত্ত্বভাবং) 'অস্মাসু' (অস্মভ্যং) 'ধাঃ', নিধেহি, স্থাপয়)। হে দেবি! অস্মাকং যৎকিঞ্চিৎ সত্ত্বভাবোঽস্তি, তদুপলক্ষ্য অস্মান্ পূর্ণসত্ত্বভাবসম্পন্নান্ কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—১২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমাদিগের সত্ত্বভাবের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সকল লোক হইতে সকল দেবতাকে (দেবভাবকে) আমাদিগের মধ্যে আনয়ন করুন। হে দেবি! পূর্ব্বোক্তগুণান্বিতা আপনি, জ্ঞানকিরণসমন্বিত প্রেমভক্তিবিশিষ্ট শোভনবীর্য্যোপেত প্রশংসনীয় সেই সত্ত্বভাব-রূপ ধনকে আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন। (ভাব এই যে,—'হে দেবি! আমাদিগের মধ্যে যে একটু সত্ত্বভাব আছে, তাহাই মাত্র উপলক্ষ্য করিয়া আপনি আমাদিগকে পূর্ণসত্ত্বভাবসম্পন্ন করুন।') ॥ (১ম—৪৮সূ—১২ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ! ত্বং সোমপীতয়ে সোমপানার্থমন্তরিক্ষাদন্তরিক্ষলোকাদ্বিশ্বান্ সর্ব্বান্ দেবানাবহ। অস্মদীয়ং দেবযজনদেশং প্রাপয়। হে উষঃ সা তাদৃশী ত্বং গোমৎ গোমন্তং বহ্বীভির্গোভির্যুক্তমশ্বাবদশ্বৈরুপেতমুক্থ্যং প্রশস্তং সুবীর্য্যং শোভনবীর্য্যোপেতং বাজমন্নমস্মাসু ধাঃ। নিধেহি স্থাপয়েত্যর্থঃ॥

ধাঃ। দধাতেশ্ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি প্রার্থনায়াং লুঙ্। গাতিস্থেতি সিচো লুক্।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষে! তুমি অন্তরিক্ষ অর্থাৎ স্বর্গলোক হইতে সমস্ত দেবতাগণকে আমাদিগের দেবযজ্ঞ-প্রদেশে আনয়ন কর। হে উষে! সেই তুমি বহু-গোসংযুক্ত এবং বহু-অশ্বযুক্ত প্রশস্ত শোভনবীর্য্যবিশিষ্ট অন্ন আমাদিগের সম্বন্ধে বিধান অর্থাৎ স্থাপন কর।

ধাঃ। 'দধাতেশ্ছন্দসিলুঙ্লঙ্লিট' এই নিয়মানুসারে প্রার্থনা-বিষয়ে 'লুঙ্' হইয়াছে।

বহুলং ছন্দস্য মাঙ্‌যোগেঽপীত্যডভাবঃ। গোমৎ। অশ্বাবৎ। মন্ত্রে সোমাশ্বেন্দ্রিয়েতি মতুপি দীর্ঘত্বং। উভয়ত্র সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক। উক্‌থ্যং। উক্‌থ্যং স্তোত্রং। তত্র ভবমুক্‌থ্যং। ভবে ছন্দসীতি যৎ। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বাভাবে। তিৎস্বরিতমিতি স্বরিতত্বং। উষঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। সুবীর্য্যং। শোভনং বীর্য্যং যস্য বীরবর্য্যৌ চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৪৮সূ—১২ঋ)॥

• • •

দ্বাদশ (৫৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

——‡ • ‡——

আবার—'সোমপীতয়ে'! আবার—'গোমৎ'! আবার—'অশ্ববৎ'! আবার—'বাজং'! সুতরাং অর্থও দাঁড়াইয়াছে সেইরূপ। সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য পানের জন্য দেবগণকে আহ্বানের, এবং গোরুর ও ঘোড়ার আর সেই অন্নের প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ। আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয়, এখানে বিশেষরূপ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মাত্র। কেন-না, সোমপান বলিতে যে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অশ্ববান্ বা গোমন্ত বলিতেই বা কি ভাব উপলব্ধ হয়, আমরা পুনঃপুনঃ তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। 'বাজং' পদের স্বরূপ তত্ত্বও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকেই প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং এ মন্ত্রে কি ভাবে কোন্ ধনের প্রার্থনা আছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। 'উক্‌থ্য' পদে এখানে সায়ণ 'প্রশস্যং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহারই অনুসরণ করিলাম। তবে মন্ত্র মাহাত্ম্যের ভাবও উহার

'গাতিস্থেতি' নিয়মানুসারে 'সিচের' লুক হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' এই নিয়মানুসারে অটের অভাব হইয়াছে। গোমৎ ও অশ্বাবৎ। 'মন্ত্রে সোমাশ্বেন্দ্রিয়' এই নিয়মানুসারে 'মতুপ্' প্রত্যয় পরে দীর্ঘ হইয়াছে। উভয় স্থানেই 'সুপাং সুলুক' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির 'লুক' হইয়াছে। উক্‌থ্যং। উক্‌থ শব্দের অর্থ স্তোত্র। 'উক্‌থে ভব' এই অর্থে 'ভবেশ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উক্‌থ শব্দের উত্তর 'যৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। সকল বিধিই ছন্দবিষয়ে বিকল্পে বিহিত হয়—এই হেতু 'যতোঽনাব' এই নিয়মানুসারে আদিস্বরের উদাত্তত্বের অভাব স্থলে 'তিৎস্বরিতম্' এই নিয়মানুসারে স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। উষঃ। 'আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব হইয়াছে। সুবীর্য্যং। শোভন অর্থাৎ সুন্দর বীর্য্য যাহার—এই বাক্যে সুবীর্য্য পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বীরবর্য্যৌ চ' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—১২ঋ।)

• • •

মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া মনে করিতে পারি। উহাতে 'বাজং' পদের স্বরূপ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। 'বাজং' বা সত্ত্বভাব রূপ ধন (অথবা জীবন-কারণভূত অন্ন) কত প্রকারে সঞ্জাত উৎপন্ন হইতে পারে, 'উকৃথ্যং' প্রভৃতি তাহা দ্যোতনা করিতেছে। মন্ত্রোচ্চারণে, জ্ঞান-ভক্তি-অর্জ্জনে, সুবীর্য্যবত্ত্বায় অর্থাৎ সৎকার্য্য-সম্পাদনে বীরত্ব সামর্থ্য প্রভৃতিই—ঐ 'বাজং' ধনের উৎপাদক। 'অন্তরিক্ষাৎ' পদে 'স্বর্লোকের' বা 'সংসারের সর্ব্বত্রের' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেন-না, অন্তরিক্ষই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। ফলতঃ, সকল দেবভাবে হৃদয় পূর্ণ হউক, পরম ধন লাভ করি,—প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৪৮সূ—১২ঋ) ॥

—•—

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

যস্যা রুশন্তো অর্চ্চয়ঃ প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত।

সা নো রয়িং বিশ্ববারং সুপেশসমুষা

দদাতু সুগ্ম্যং ॥ ১৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যস্যাঃ। রুশন্তঃ। অর্চ্চয়ঃ। প্রতি। ভদ্রাঃ। অদৃক্ষত।

সা। নঃ। রয়িং। বিশ্বঽবারং। সুঽপেশসং। উষাঃ।

দদাতু। সুগ্ম্যং ॥ ১৩ ॥

• • •

ইতীট্‌প্রতিষেধঃ। সিঙ্‌সিচাবাত্মনে পদেষু। পা০ ১।২।১১। ইতি সিচঃ। কিত্ত্বাল্লঘূপধ-গুণাভাবঃ। স্বৃদৃশোর্ঝল্যমকিতি। পা০ ৬।১।৫৮। ইত্যমাগমাভাবশ্চ কিত্ত্বাদেব। ষত্ব-কত্বষত্বানি। অড়াগম উদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। বিশ্ববারং, বিশ্বৈ র্বৃণোতীতি বিশ্ববারঃ। বৃঞ্‌ বরণে। কর্ম্মণ্যণ্‌। যদ্বা বিশ্বৈর্ব্রিয়তে ইতি বিশ্ববারঃ। কর্ম্মণি ঘঞ্‌। মরুদ্বৃধাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। সুগম্যং। সুষ্ঠু গন্তব্যং সুগ্মঃ। গমের্ঘঞর্থে কবিধানমিতি কপ্রত্যয়ঃ। গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। তত্র ভবং সুগম্যং। ভবেচ্ছন্দসীতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম-৪৮সূ—৩ঋ)॥

ত্রয়োদশ (৫৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের দুই প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে। এক প্রকার অর্থে, উষাকালকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,—'উষাদেবতার রশ্মিসকল উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টিগোচর হয়; তিনি আমাদিগকে উৎকৃষ্ট সুখকারী ধন দান করুন।' অন্য প্রকার অর্থের ভাব এই যে,—'যে উষা শত্রুকে (অর্থাৎ অন্ধকারকে) নাশ করিয়া সুখকর রশ্মি বিস্তৃত করেন; তিনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট সম্পৎ প্রদান করুন।'

আমাদের ব্যাখ্যা, ঐ দুই প্রকার ভাবের দ্বিবিধ অর্থের মধ্য দিয়াই প্রস্ফুট করিবার পক্ষে প্রযত্নপর হইয়াছি। একদিকে উষার উদয়ে যেমন

প্রত্যয়ের প্রতিষেধ হইয়াছে। একাচ' এই নিয়মানুসারে 'ইটের' প্রতিষেধ হইয়াছে। 'সিঙ্‌সিচাবাত্মনে পদেষু' (পা০ ১।২।১১) এই সূত্রানুসারে 'সিচ্‌' প্রত্যয়ের 'কিত্ত্ব' হেতু লঘু উপধার গুণ হয় নাই। 'স্বৃদৃশোর্ঝল্যমকিতি' (পা০ ৬।১।৫৮) এই সূত্রানুসারে 'অম্‌' আগমের অভাব 'কিত্ত্ব' হেতুই হইয়াছে। ষত্ব হইয়া 'ষ' স্থানে 'ক্‌' হইয়া পরে 'সিচের' 'স'-কারের ষত্ব হইয়াছে। 'অট্‌' আগম ও উদাত্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। বিশ্ববারং। বিশ্বকে বরণ করেন—এই বাক্যে 'বিশ্ববারঃ' পদটী হয়। বরণার্থক 'বৃঞ্‌' ধাতুর উত্তর কর্ম্মণিবাচ্যে 'অণ্‌' প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা বিশ্বে বরণীয় এই অর্থে বিশ্ববার পদ কর্ম্মণি-বাচ্য 'ঘঞ্‌' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। মরুদ্বৃধাদিত্ব প্রযুক্ত পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সুগম্যং'। সুন্দররূপে গমন যোগ্য—এই অর্থে 'সুগ্মঃ' পদ হয়। 'গমের্ঘঞর্থে কবিধানং' এই নিয়মানুসারে 'ক' প্রত্যয় হইয়াছে। 'গমহন' ইত্যাদি সূত্রানুসারে উপধার লোপ হইয়াছে। সুগ্মে ভব—এই অর্থে 'সুগ্ম' শব্দের উত্তর 'ভবেচ্ছন্দসি যৎ' এই নিয়মানুসারে ভবার্থে 'যৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'যতোঽনাব' এই নিয়মানুসারে আদ্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—১৩ঋ)॥

অন্ধকার দূর হয়, অন্ধকার-জনিত নানাপ্রকার শত্রুর বিভীষিকা দূরে যায়; অন্যদিকে সেইরূপ জ্ঞানোন্মেষের ফলে, অজ্ঞানতা নাশ প্রাপ্ত হয়,—রিপুশত্রুর উপদ্রব দূরীভূত হইয়া থাকে। "অর্চ্চয়ঃ রুশন্তঃ" পদদ্বয়ে এই দুই ভাবই প্রাপ্ত হইতে পারি। "ভদ্রাঃ প্রতি অদৃক্ষত"—বাক্যাংশে, 'কল্যাণ বা সুখ পরিদৃষ্ট হয়'—এই ভাব প্রাপ্ত হই। উষাকালের প্রকাশ-পক্ষে এবং জ্ঞানোন্মেষ-পক্ষে, উভয় পক্ষেই ঐ অর্থের সঙ্গতি আছে। তবে প্রথমোক্ত অর্থের সহিত মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের প্রার্থনার সামঞ্জস্য থাকে না। 'বিশ্ববারং সুপেশসং সুগ্ম্যং'—এবংবিধ 'রয়িং' (ধন) উষাকাল যে কি প্রকারে প্রদান করিতে পারেন, তাহা কিন্তু বোধগম্য হয় না। কিন্তু 'উষার প্রকাশ' বাক্যে জ্ঞানোন্মেষ অর্থ পরিগ্রহণ করিলে, সকল দিকেই সঙ্গতি দেখিতে পাই। জ্ঞানোন্মেষে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার পক্ষে সকল বিশেষণই সঙ্গত হইতে পারে। 'রয়ি' পদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত তিনটী বিশেষণের বিশ্লেষণ করিলে, বহু নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাইতে পারি। প্রথম—'বিশ্ববারং' পদ। ঐ পদে দ্বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। একভাব—বিশ্বের বরণীয়; অন্য ভাব—বিশ্বের বাধা অপসারক; ভগবৎ-পদপ্রান্তে উপনীত হইবার পক্ষে নানা বিঘ্ন-বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্ঞানোন্মেষে সে সকলই দূরে যায়। 'বিশ্ববারং' পদে সেই এক ভাব গ্রহণ করিতে পারি। আর এক ভাব—জ্ঞানোন্মেষে শ্রেষ্ঠত্ব অধিগত হয়। এইরূপ, 'সুপেশসং' পদে 'শোভনরূপোপেতং' প্রতিবাক্যে কি বুঝাইয়া থাকে? সে যে রূপ—সে এ সাধারণ রূপ নহে; সে রূপ—অরূপকে পাইবার রূপ। ঐ পদে এই ভাব পাওয়া যায়। 'সুগ্ম্যং' পদের সুষ্ঠুগমনশীলতা অর্থে, কোথায় গমনের সুষ্ঠুতা—তদ্বিষয় চিন্তা করিলে, মন অনির্ব্বচনীয় ভাবে পরিমগ্ন হয়। তাহাতে ভগবৎ-সকাশে গমনের উপযোগী ধনের বিষয়ই ঐস্থলে প্রখ্যাত হইয়াছে—বুঝিতে পারি। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাবার্থ দাঁড়ায়,—'হে দেবি! আমায় দয়া করুন; আমার জ্ঞানোন্মেষ হউক,—ভগবৎ-পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবার সামর্থ্য আমাতে সঞ্চিত হউক।' ইহাই এই মন্ত্রের ভাবার্থ। (১ম—৪৮সূ—১৩ঋ)॥

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

যে চিদ্ধি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব্ব উতয়ে

জুহূরেঽবসে মহি।

সা নঃ স্তোমাঁ অভি গৃণীহি রাধসোষঃ

শুক্রেণ শোচিষা ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যে। চিৎ। হি। ত্বাং। ঋষয়ঃ। পূর্ব্বে। উতয়ে।

জুহুরে। অবসে। মহি।

সা। নঃ। স্তোমান্। অভি। গৃণীহি। রাধসা। উষঃ।

শুক্রেণ। শোচিষা ॥ ১৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহি' (মহতীশক্তিসম্পন্নে হে দেবি!) 'পূর্ব্বে' (চিরন্তনাঃ) 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'ঋষয়ঃ' (জ্ঞানিনঃ, ভগবন্মার্গানুসারিণঃ ভগবৎপ্রাপ্তিচিন্তাঃ) 'উতয়ে' (রক্ষণায়, উদ্ধারার্থং) 'অবসে' চ (পরমধনপ্রাপ্তিনিমিত্তং) 'চিৎ হি' (নিরন্তরমেব) 'ত্বাং জুহুরে' (ত্বাং আহূতবন্তঃ), 'উষঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণি হে দেবি!) 'সা' (তাদৃশী ত্বং) 'শুক্রেণ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবেন) 'শোচিষা' (প্রকাশেন) 'রাধসা' (ধনেন—পরমার্থপ্রাপ্তিহেতুভূতেন) সহ 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্তোমাঁ' (স্তোমান্, স্তুতীঃ, প্রার্থনাঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'গৃণীহি' (অস্মাকং প্রতি প্রীতিভাবঃ

প্রকাশয়, অস্মদুচ্চারিতৈঃ স্তুতিভিঃ সন্তুষ্টা ভবেত্যর্থঃ)। জ্ঞানোন্মেষিণি হে দেবি! জ্ঞানিনঃ তব স্বরূপং বিদিত্বা চিরকালং ত্বাং আহ্বয়ন্তি; অজ্ঞানা বয়ং তব মহিমানং ন জানীমঃ; কৃপয়া এতৎ প্রার্থনাং শ্রুত্বা অস্মভ্যং পরমং ধনং প্রযচ্ছ। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম-৪৮সূ-১৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মহতীশক্তিসম্পন্না হে দেবি! চিরকাল ভগবন্ন্যস্তচিত্ত প্রসিদ্ধ জ্ঞানিগণ উদ্ধারের জন্য এবং পরমধন প্রাপ্তির জন্য নিরন্তর আপনাকে আহ্বান করিয়া আসিতেছেন। হে সেই জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আপনি শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা প্রকাশমান্ পরমার্থপ্রাপ্তি-হেতুভূত ধনের সহিত আমাদিগের প্রার্থনা সমূহ লক্ষ্য করিয়া আমাদিগের প্রতি প্রীতির ভাব প্রকাশ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবি! জ্ঞানিগণ আপনার স্বরূপ অবগত হইয়া চিরকাল আপনাকে আরাধনা করিয়া থাকেন; অজ্ঞান আমরা, আপনার মহিমা অবগত নহি; অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করুন।')॥ (১ম—৪৮সূ—১৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মহি মহিতে পূজনীয়ে যোষোদেবতে ত্বাং যে চিদ্ধি যে খলু প্রসিদ্ধাঃ পূর্ব্বে চিরন্তনা ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টার উতয়ে রক্ষণায়। অব ইত্যন্ন নাম। অবসেঽন্নায় চ জুহুরে। জুহ্বিরে। আহুতবন্ত। সূক্তরূপৈর্মন্ত্রৈঃ স্তুতবন্ত ইত্যর্থঃ। হে উষঃ সা তাদৃশী ত্বং রাধসাস্মাভির্দ্দিত্তেন হবির্লক্ষণেন ধনেন শুক্রেণ শোচিষা দীপ্তেন তমোনিবারকত্বং সর্ব্বেণ তেজসা চোপলক্ষিতা সতী তেষামৃষীণামিব নোঽস্মাকং স্তোমানভি স্তোত্রাণ্যভিলক্ষ্য গৃণীহি। সম্যক্ স্তুতমিতি শব্দয়। অস্মদীয়াভিঃ স্তুতিভিঃ সন্তুষ্টা ভবেত্যর্থঃ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পূজনীয়ে উষোদেবতে! যে পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ ঋষিগণ অথবা মন্ত্রদর্শকগণ রক্ষণার্থ ও অন্নার্থ আপনাকে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ সূক্তরূপ মন্ত্রের দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন; হে উষঃ! সেইরূপ তুমি আমাদের প্রদত্ত হবিরূপ ধনের দ্বারা দীপ্ত হইয়া তমোরাশি দূর কর, সমর্থবিশিষ্ট তেজোযুক্ত হইয়া সেই পুরাতন ঋষিগণের ন্যায় আমাদের কৃত স্তবকে লক্ষ্য করিয়া 'সম্যকরূপ স্তব হইয়াছে' এইরূপ শব্দ উচ্চারণ কর; অর্থাৎ, আমাদের স্তুতির দ্বারা সন্তুষ্ট হও—ইহাই তাৎপর্য্য।

তৃতীয়—"শুক্রেণ শোচিষা"। এই দুই পদে 'প্রদীপ্ত তেজঃ দ্বারা' অর্থই গৃহীত হয়। এই প্রকারে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'পূর্ব্বে অনেক প্রাসদ্ধ ঋষি তাঁহাদিগের রক্ষার জন্য ও অন্ন-সংস্থানের জন্য সূক্তরূপ মন্ত্রের দ্বারা আপনার স্তব করিয়াছেন। সেই আপনি এখন আমাদিগকে ধন দান করুন, এবং আপনার তেজঃ দ্বারা আমাদিগের স্তুতি গ্রহণ করিয়া 'গ্রহণ করিলাম' এইরূপ ভাব প্রকাশ করুন।' এ পক্ষে ভাব এই যে,—'সেই ঋষিদিগের পূজা যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন; আমাদিগের পূজাও সেই ভাবে গ্রহণ করুন, এবং বলুন—'গৃণীহি' (সম্যক্ স্তুতং ইতি বদ)।' বলা বাহুল্য, এ প্রকার অর্থে, একটা নির্দ্দিষ্ট-কালের ও নির্দ্দিষ্ট উপাসকের সম্বন্ধ সূচিত হয়; অধিকন্তু উষাদেবীকে মনুষ্যের ন্যায় অবয়ব-বিশিষ্ট ও প্রকৃতি-সম্পন্ন বলিয়া মনে হইতে পারে। আর তাহাতে বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বে এবং দেবতত্ত্বের নিগূঢ় ভাব গ্রহণে বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়।

অতঃপর আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তদ্বিষয় লক্ষ্য করা যাউক। 'পূর্ব্বে' পদ পূর্ব্বেও নানা স্থানে পাইয়াছি। সে সকল স্থানে ঐ পদে 'চিরকাল' 'নিত্যকাল' অর্থ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখিতে পাই। অধিকন্তু এখানে দেখিতেছি, সায়ণও এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্ষেত্রে তাঁহার অর্থ একরূপ ছিল; আর এখানে আর একরূপ হইল, এবং আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সহিত তাহা মিলিয়া গেল। সুতরাং 'পূর্ব্বে' পদে নিঃসংশয়ে 'চিরকাল' 'নিত্যকাল' অর্থই পরিগৃহীত হইবে। 'উতয়ে' ও 'অবসে' পদদ্বয়ে যথাক্রমে 'উদ্ধার-প্রাপ্তির' এবং 'পরম ধন লাভের' আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। "শুক্রেণ শোচিষা রাধসা"—এই বাক্যাংশে শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশে পরমার্থ রূপ ধন প্রাপ্তির ভাব আসে। ঐ অংশের মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবি। আমাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিকাশ করিয়া দিয়া তদ্দ্বারা আমাদিগকে পরম ধনের অধিকারী করুন।' মন্ত্রের অন্তর্গত "গৃণীহি" পদের প্রতিবাক্যে 'সম্যক্ প্রকারে স্তুত হইলাম—এইরূপ বলা' এবম্বিধ বাক্যই প্রয়োগ করা যায় বটে; কিন্তু উহার মর্ম্ম—'আমাদিগের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হউন।' সায়ণও সেই মর্ম্মই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রের প্রার্থনায় যাহা ভাব

দাঁড়ায়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। ভাব এই যে,—'জ্ঞানিগণ, সংসারত্যাগী ঋষিগণ, ভগবন্ন্যস্ত-চিত্ত সাধকগণ, নিত্যকাল সেই জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন। উদ্ধার ও পরমার্থ-লাভই তাঁহাদিগের সে অর্চ্চনার লক্ষ্য। আমরাও সেই আকাঙ্ক্ষাতেই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি। হে দেবি! আপনি আমাদিগের প্রতি কৃপা-পরায়ণা হউন;—আমাদিগের এই পূজা গ্রহণ করুন।' ; (১ম—৪৮সূ—১৪ঋ)॥

—·—

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশং সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

উষো যদদ্য ভানুনা বি দ্বারাবৃণবো দিবঃ।

প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু চ্ছর্দিঃ প্র

দেবি গোমতীরিষঃ। ১৫॥

· · ·

পদ-বিশ্লেষণং।

উষঃ। যৎ। অদ্য। ভানুনা। বি। দ্বারৌ। ঋণবঃ। দিবঃ।

প্র। নঃ। যচ্ছতাৎ। অবৃকং। পৃথু। চ্ছর্দিঃ। প্র।

দেবি গোঽমতীঃ। ইষঃ॥ ১৫॥

· · ·

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'যৎ' (যস্মাৎ) 'অদ্য' (প্রতিদিনং নিত্যং) তব 'ভানুনা' (প্রকাশেন) 'দিবঃ' (স্বর্লোকস্য, শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'দ্বারা' (দ্বারৌ, দ্বারৌ—জ্ঞান-ভক্তি-রূপৌ) 'বি' (বিনির্গতা, বিশেষেণ প্রকটিতভূতা সতী) ত্বং 'ঋণবঃ' (প্রাপ্নোষি—লোকান্

ইতি শেষঃ) ; তস্মাৎ (প্রার্থনায়াং সাহসী ইতি ভাবঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'অবৃকং' (হিংসকরহিতং, বিদ্বেষশূন্যং) 'পৃথু' (বিস্তীর্ণং, পৃথ্বীস্তৃতং সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকং) 'ছর্দ্দিঃ' (গৃহং, হৃদয়ং) 'প্র যচ্ছতাৎ' (প্রযচ্ছ দেহি); অপিচ, 'দেবি' (হে জ্যোতির্ম্ময়ি!) 'গোমতীঃ' (জ্ঞানকিরণসংযুতানি) 'ইষঃ' (ইষ্টবস্তূনি) 'প্র' (প্রযচ্ছ)। জ্ঞানপ্রদায়িকা দেবী জ্ঞানভক্তিকর্ম্মমার্গেণ লোকান্ প্রাপ্নোতি। সা দেবী অস্মভ্যং হিংসাদ্বেষপরিশূন্যং সর্ব্বলোকপ্রীতিভূতং হৃদয়ং প্রযচ্ছতু ইষ্টং চ প্রাপয়তু। ইতি ভাবঃ। (১ম-৪৮সূ—১৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্যোতির্ম্ময়ি দেবি! যেহেতু আপনার প্রকাশের দ্বারা, শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারস্বরূপ জ্ঞান-ভক্তির মধ্য দিয়া বাহির হইয়া (বিশেষপ্রকারে প্রকটিত হইয়া), নিত্যকাল আপনি লোকসমূহকে প্রাপ্ত হন; তজ্জন্যই (প্রার্থনা করিতে সাহসী হইয়াছি যে) আপনি আমাদিগকে হিংসকরহিত (বিদ্বেষপরিশূন্য) সকলের প্রীতিসাধক প্রশস্ত হৃদয় প্রদান করুন। আর, হে জ্যোতির্ম্ময়ি, জ্ঞানকিরণসংযুত ইষ্টবস্তুসমূহ আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—'জ্ঞানপ্রদায়িকা দেবী জ্ঞানভক্তির পথ দিয়াই লোকসমূহকে প্রাপ্ত হন। প্রার্থনা, সেই দেবী আমাদিগকে হিংসাদ্বেষপরিশূন্য সর্ব্বলোকপ্রীতিপ্রদ হৃদয় প্রদান করুন এবং আমাদিগের ইষ্টসিদ্ধি করুন।) ॥ (১ম—৪৮সূ—১৫ঋ) ॥

সায়ণ ভাষ্যং।

হে উষঃ। ত্বমদ্যাস্মিন্ প্রভাতসময়ে যদ্যস্মাৎ ভানুনা প্রকাশেন দিবোঽন্তরিক্ষস্য দ্বারৌ দ্বারভূতৌ পূর্ব্বাপরদিগ্ভাগাবন্ধকারেণাচ্ছাদিতৌ ব্যৃণবঃ। বিশ্লিষ্টৌ প্রাপয়েঃ। তস্মাত্ত্বং নোঽস্মভ্যং ছর্দ্দিশ্ছর্দ্দির্গৃহং প্রযচ্ছতাৎ। দেহি। কীদৃশং। ছর্দ্দিঃ। অবৃকং। হিংসকরহিতং। পৃথু। বিস্তীর্ণং। অপিচ হে দেবি দেবনশীলে গোমতীর্বহুভির্গোভির্যুক্তা ইষোঽন্নানি। প্রেত্যুপসর্গশ্রুতের্যচ্ছতাদিত্যনুষঙ্গকারঃ। প্রযচ্ছতাৎ। দেহি। তদাগমনস্যাস্মদ্রক্ষণার্থত্বাদস্মদভীষ্টং পুত্রাদিকং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষে! আপনি অদ্য এই প্রভাতসময়ে (নিজ) প্রকাশ অর্থাৎ দীপ্তিদ্বারা অন্ধকারাবৃত অন্তরিক্ষের পূর্ব্বাপর দিক্ ভাগকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন অর্থাৎ দিক্সমূহের অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছেন। সেই হেতু আপনি আমাদিগকে তেজস্বী অর্থাৎ দৃঢ় হিংসকরহিত গৃহ দান করুন। হে দেবনশীলে! আরও আমাদিগকে বহু গোযুক্ত অন্নসমূহ দান করুন। আপনার আগমন আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আপনি আমাদিগের অভীষ্ট পুত্রাদি প্রদান করুন। ইহাই তাৎপর্য্য।

ছর্দিঃ। ছর্দিঃ ইতি গৃহনাম। ছর্দিঃ ছদিরিতি তন্নামসু পাঠাৎ। ঋণবঃ। ঋণু গতৌ। ছান্দসে লঙি সিপি তনাদিভ্যশ্চ প্রত্যয়ঃ। ততো ব্যত্যয়েন শপি গুণাবাদেশৌ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্ত উপ্রত্যয়স্বরঃ শিষ্যতে। যদ্বৃত্তযোগান্নিঘাতঃ। দিবঃ। ঊডিদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। প্র নঃ। উপসর্গাদ্বহুলমিতি বহুবচনান্তস্য নসো ণত্বাভাবঃ। যচ্ছতাৎ। দাণ্ দানে। পাঘ্রেত্যাদিনা যচ্ছাদেশঃ। অবৃকং। নাস্তি বৃকো হিংস্রো যস্মিন্নিতি বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। পৃথু। প্রথ প্রখ্যানে। প্রথিম্রদিভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চেতি কুপ্রত্যয়ঃ সম্প্রসারণঞ্চ। ছর্দিরিতি গৃহনাম। উচ্ছৃদির্ দীপ্তিদেবনয়োঃ। অর্চিশুচি-হুসৃপিছাদিছর্দিভ্য ইসিরিতী সিপ্রত্যয়ঃ। লঘূপধগুণঃ প্রত্যয়স্বরঃ॥ (১ম—৪৮সূ—১৫ঋ)।

• • •

পঞ্চদশ (৫৮০) ঋকের বিশদার্থ।

ঋক্‌টিও জটিল; এবং ঋক্‌টির যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাও জটিলতাপূর্ণ। সকল অর্থই সাধারণতঃ ঊষাকাল সম্বন্ধে প্রযুক্ত দেখি। কিন্তু তাহাতে কোন্ কথার পর যে কোন্ কথা বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বেই প্রকটিত হইয়াছে। অধিকন্তু, ঋকের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সে অনুবাদটি এইরূপ; যথা,—

"হে ঊষাদেবি যেহেতু আপনি এই প্রাতঃকালে স্বপ্রকাশ দ্বারা অন্তরিক্ষের দ্বারস্বরূপ অন্ধকারাচ্ছাদিত পূর্ব্বাপর দিক নির্ম্মুক্ত এবং আলোকিত করিয়া আগমন করেন,

---

ছর্দিঃ। ইহা গৃহের নাম। গৃহনামসমূহের মধ্যে 'ছর্দিঃ ছদিঃ' এইরূপ পাঠ আছে। ঋণবঃ। গত্যর্থক 'ঋণু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ছন্দবিষয়ে 'লঙ্' বিভক্তিতে 'সিপ্' প্রত্যয় পরে তনাদিগণীয় প্রযুক্ত 'উ' প্রত্যয় হইয়াছে তদুত্তর ব্যত্যয়-হেতু গুণ ও অবাদেশ হইয়াছে। শপের 'পিত্ব' হেতু অনুদাত্ত-বিধায় 'উ' প্রত্যয়ের স্বর মাত্র অবশিষ্ট থাকে। যদ্বৃত্তযোগ হেতু নিঘাত হয় নাই। দিবঃ 'ঊডিদং' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্ত হইয়াছে। প্র নঃ; 'উপসর্গাৎ বহুলং' এই নিয়মানুসারে বহুবচন প্রযুক্ত 'নসের' ণত্ব হয় নাই। যচ্ছতাৎ। দানার্থক 'দাণ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'শপ্' প্রত্যয় পরে থাকায় 'পাঘ্রা' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'যচ্ছ' আদেশ হইয়াছে। 'অবৃকং'। বৃক নাই ইহাতে—এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে 'নঞ্সুভ্যাং' এই নিয়মানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পৃথু। প্রখ্যানার্থক 'প্রথ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'প্রথিম্রদিভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চ' এই নিয়মানুসারে 'কু' প্রত্যয় ও সম্প্রসারণ হইয়াছে। ছর্দিঃ—ইহা গৃহের নাম। দীপ্তিদেবক অর্থে 'উচ্ছৃদির্' ব্যবহৃত হয়। 'অর্চিশুচিহুসৃপিছাদিছর্দিভ্যঃ ইসির' এই নিয়মানুসারে 'ইসি' প্রত্যয় হইয়াছে, লঘু উপধার গুণ হইয়াছে এবং প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ১৫॥

অতএব আপনি আমাদিগকে তেজস্বি বিস্তৃত ও হিংসকরহিত গৃহ দান করুন। হে দেবি গোধনযুক্ত অন্ন প্রদান করুন।"

'যেহেতু' পদের সহিত পরবর্ত্তী অংশের সম্বন্ধ-সংশ্রব বড়ই বিচ্ছিন্ন বিপরীত ভাব প্রকাশক। 'কি হেতু' কি প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে, মন্ত্রার্থে তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া বড়ই কঠিন। ঋকের অন্তর্গত দুই তিনটি পদ এইরূপ [illegible] হতভ্রম। প্রথম—"অদ্য" পদ ঐ পদে সাধারণতঃ 'আজি বা এই প্রাতঃকালে' অর্থ আসে। তাহাতে, নির্দ্দিষ্ট কোনও দিনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়; মন্ত্রটী যেন সেই দিন রচিত বা উচ্চারিত হইয়াছিল—এইরূপ কল্পনা করা যায়। দ্বিতীয় পদ—"দ্বারা"। এজন্য ভাষ্যকারকে এবং ব্যাখ্যাকারগণকে গভীর সমস্যার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। পদটীকে সকলেই দ্বিবচনান্ত স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বদিকে উষার উদয় হয়—ইহা তো কেহই অমান্য করিতে পারেন না। সুতরাং 'দ্বারা' পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লিখিতে হইয়াছে—"দ্বারৌ দ্বারভূতৌ পূর্ব্বাপরদিগ্‌ভাগাবন্ধকারণাচ্ছাদিতৌ" ইত্যাদি। ইহাতে বড়ই টানিয়া বুনিয়া, পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে উষার উদয় হয়—ইত্যাদি কল্পনা করিতে হইতেছে। তৃতীয় পদ—"দিবঃ"। ঐ পদে 'অন্তরিক্ষের' অর্থই সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। তাহাতে অন্তরিক্ষের দুই দ্বারে (পূর্ব্বে ও পশ্চিমে) উষার সম্বন্ধ দ্যোতিত হয়। এইরূপে ভাব দাঁড়াইয়াছে;—'হে উষা! তুমি যখন অদ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই দিক আলো করিয়া অগ্রসর হইতেছ, তখন আমাদিগকে হিংসকরহিত তেজস্বী ও বিস্তৃত গৃহ দান কর; আর গোরু-যুক্ত অন্ন দেও।' এই তো প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম!

এখন, আমরা যে ভাব পরিগ্রহণ করিলাম, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। 'অদ্য' পদে যে 'প্রতিদিন বা নিত্য' অর্থ গৃহীত হয়, নানাস্থানে প্রতিপন্ন করিয়াছি। এখানেও সেই অর্থই অব্যাহত দেখি। যিনি যেদিন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তাঁহার পক্ষেই মন্ত্রের অভিনবত্ব—ঐ 'অদ্য' পদে দ্যোতনা করিতেছে। "দিবঃ" পদে স্বর্গের এবং স্বর্গস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিকাশ আছে। এ বিষয়ও পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এখন, সেই যে 'দিবঃ' বা শুদ্ধসত্ত্ব, তাহার দুইটী দ্বার (দ্বারা) বলিতেছে,

কি ভাব উপজিত হয়, বুঝিয়া দেখা যাউক। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বার কি? সেখানে যাইবার বা সেই অবস্থায় উপনীত হইবার অথবা সেই ভাবকে আহ্বান করিয়া আনিবার কি উপাদান বিদ্যমান্ আছে? জ্ঞান আর ভক্তি—এই দুই কি শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় উপনীত হইবার দ্বার নহে? সৎকর্ম্মসহযুত যে জ্ঞান ও ভক্তি, তদ্দ্বারা সত্ত্বভাব অধিগত হয়। এখানে "দিবঃ দ্বারা" পদদ্বয়ে সেই তত্ত্বই পরিব্যক্ত। জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর প্রকাশেই ঐ দ্বার প্রকাশ পায়। তাৎপর্য্য এই যে,—জ্ঞান-সাহায্যেই আমরা শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় উপনীত হইবার দুইটী পথ দেখিতে পাই। আবার সেই দুই পথ দিয়াই দেবী আমাদিগকে প্রাপ্ত হন। আলোক-সাহায্যেই যেমন আলোককে দেখতে পাওয়া যায়, জ্ঞান-সাহায্যেই সেইরূপ জ্ঞানাধারকে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এখানে এক অচ্ছেদ্য পারম্পর্য্য সম্বন্ধ। জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী জ্ঞান ভক্তির দুই দ্বার দিয়া আগমন করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। মন্ত্রের "উষঃ" হইতে "বৃণবঃ" পর্য্যন্ত অংশের ইহাই তাৎপর্য্য।

অতঃপর সেই দেবীর নিকট কি সামগ্রীর প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং তাহার সহিত দেবীর পূর্ব্বোক্ত ঐ পরিচয়ের কি সম্বন্ধ প্রখ্যাত আছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। প্রার্থনার সামগ্রী—"ছর্দ্দিঃ" আর "ইষঃ"। ঐ দুই পদের প্রচলিত অর্থ—'গৃহ' এবং 'অন্ন'। কিন্তু ঐ 'ছর্দ্দিঃ' আর 'ইষঃ' কি প্রকার, তাহাদিগের স্বরূপ-তত্ত্ব বিশেষণ-কয়েকটীতে ব্যক্ত হইতেছে। 'ছর্দ্দিঃ' কেমন? না—'অবৃকং' এবং 'পৃথু'। আর 'ইষঃ' কেমন? না—'গোমতীঃ'। প্রার্থী যে স্তরে অবস্থিত, তাঁহার পক্ষে সেই অর্থই ঐ দুই পদে কল্পনা করা যায। এক অর্থে, শত্রুর ভয়-বিরহিত বিস্তৃত একখানা ঘর চাই; আর চাই—কতকগুলা গাভীযুক্ত অন্ন,—গোটাকতক গাই গরু আর কিছু ধান-চাল। এ অর্থ যে হয় না, তাহা আমরা বলি না। যে প্রার্থীর এই পর্য্যন্ত কামনা, মন্ত্র তাহাদিগকে এই অর্থই প্রদান করিবে। তবে দুঃখের বিষয়, উষাকালের সে শক্তিটুকুও নাই যে, তিনি বড় একখানা ঘর এবং গাভী ও ধানচাল প্রদান করিতে পারেন। পরন্তু ঐ প্রকার অর্থে পূর্ব্বাপর ভাব-নিচয়ের সামঞ্জস্যও থাকে না।

হবে কি? প্রার্থনাকারী তবে কিসের প্রার্থনা করিতেছেন? তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি। দেবী—জ্ঞানদাত্রী। জ্ঞানের প্রভাব কার্য্যকরী হয় কোথায়? সে কি হৃদয়ে নহে? তাই 'ছর্দ্দিঃ' পদে যে গৃহকে বুঝায়, তাহা হৃদয়রূপ গৃহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সে গৃহ কেমন হওয়া চাই? চাই—বিশাল বিস্তৃত। চাই—হিংসাদ্বেষাদি-পরিশূন্য। চাই—প্রেম-ভক্তিতে পরিপ্লুত। চাই—লোকানুরাগে পরিপূর্ণ। চাই—বিশ্বপ্রেমের অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত। আর চাই কি? চাই—'ইষঃ'। ঐ পদে অভীষ্টপূরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। সে অভীষ্টপূরণই বা কেমন ভাবে সাধিত হইবে? তাহারই পরিচয় 'গোমতাঃ' পদে প্রাপ্ত হই। জ্ঞানকিরণ-সংযুতা হইয়া আমার যা-কিছু অভিলাষ প্রকাশ পায়, সকলই পূর্ণ হউক। অজ্ঞানতার আবিল্যে অনেক আকাঙ্ক্ষা অনেক অভিলাষ প্রকাশ পায়। কুকার্য্য-সম্পাদনেও ইষ্টলাভ হইবে বলিয়া মানুষ মনে করে। কিন্তু এখানে প্রার্থনাকারী সেরূপ "ইষঃ" পূরণের কামনা করিতেছেন না। তাঁহার কামনা—তাঁহার প্রার্থনা,—'জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাহাকে ইষ্ট বলিয়া অনুভব করিব, সেই ইষ্ট সাধিত হউক।' মন্ত্র এই উদার উচ্চ ভাব বক্ষে ধারণ করিয়াই প্রকটিত আছে।

উপসংহারে মন্ত্রান্তর্গত 'যৎ' পদের সহিত প্রার্থনার কি সম্বন্ধ আছে, একটু সন্ধান করা যাইতে পারে। ঐ 'যৎ' পদের ভাবে বুঝা যায়, জ্ঞান-ভক্তির একটু অবকাশ-পথ পাইলেই দেবী সে পথে আগমন করেন,—হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ সাধিত হয়। প্রার্থীর তাহাই ভরসা। সেই ভরসাতেই বুক বাঁধিয়া তিনি যেন বলিতেছেন,—'জ্ঞান-ভক্তির দুই পথ দিয়া আপনি মনুষ্যদিগের প্রতি স্বতঃকৃপাপরায়ণ হন; তাই প্রার্থনা,—আমার হৃদয়ে তাহাদের একটু উন্মেষ করিয়া দিয়া, জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী আপনি, আমায় অনুগ্রহ করুন। অথবা, এই হৃদয়ে স্বতঃসঞ্জাত যে একটু জ্ঞান-ভক্তির সংশ্রব আছে, তাহারই মধ্য দিয়া আমার হৃদয়ে আপনার শুভাগমন হউক। আর, তাহার ফলে আমার অভীষ্ট আমি যেন লাভ করিতে সমর্থ হই।' (১ম—৪৮সূ—১৫ঋ)॥

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা

মিমিক্ষ্বা সামিলাভিরা।

সং দ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহি সং

বাজৈর্ব্বাজিনীবতি ॥ ১৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। নঃ। রায়া। বৃহতা। বিশ্বঽপেশসা।

মিমিক্ষ্ব। সং। ইলাভিঃ। আ।

সং। দ্যুম্নেন। বিশ্বঽতুরা। উষঃ। মহি। সং।

বাজৈঃ। বাজিনীঽবতি ॥ ১৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'বৃহতা' (প্রভূতেন, শ্রেষ্ঠেন, মহতা) 'বিশ্বপেশসা' (বিশ্বরূপযুক্তেন, সর্ব্বথিদংব্রহ্মস্বরূপেণ) 'রায়া' (রায়েণ, পরমধনেন) 'নঃ' (অস্মান্) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সং মিমিক্ষ্ব' (সংসিঞ্চ, অভিসিঞ্চ), তথা 'ইলাভিঃ' (স্তুতিভিঃ, অন্নৈঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সং' (সংমিমিক্ষ্ব, সংসিঞ্চ); 'মহি' (হে মহতি প্রভাবিতে!) 'বিশ্বতুরা' (সর্ব্বেষাং শত্রূণাং বিনাশভূতেন) 'দ্যুম্নেন' (যশসা, জ্যোতিষা)

'সং' (সংমিমিক্ষ্ব, সংসিঞ্চ); 'বাজিনীবতি' (হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি !) 'বাজৈঃ' (সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্যৈঃ, অন্নৈঃ, [প্রচেষ্টাভির্ব্বা) 'সং' (সংমিমিক্ষ্ব, সংসিঞ্চ)। দেব্যাঃ কৃপয়া ভগবৎপ্রাপ্তিঃ মন্ত্রমাহাত্ম্যানুভূতিঃ শত্রুনাশমূলকো জ্ঞানবিকাশঃ সৎকর্ম্মসাধনপ্রচেষ্টা প্রভৃতয়ঃ সঞ্জাতা ভবন্তু। ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ (১ম—৪৮সূ—১৬ঋ)॥"

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি ! শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপ পরমধন দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে অভিসিঞ্চিত করুন ; আর, মন্ত্রের দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে অভিসিঞ্চিত করুন। হে মহতি প্রভান্বিতে ! সকল শত্রুর বিনাশহেতুভূত জ্যোতির দ্বারা আমাদিগকে অভিসিঞ্চিত করুন। হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি ! সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের (প্রচেষ্টার) দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে অভিসিঞ্চিত করুন। (ভাব এই যে—'দেবীর কৃপায় ভগবৎ-প্রাপ্তি, মন্ত্রমাহাত্ম্যানুভূতি, শত্রুনাশমূল জ্ঞানবিকাশ, সৎকর্ম্ম-সাধনপ্রচেষ্টা প্রভৃতি সঞ্জাত হউক।')॥ (১ম—৪৮সূ—১৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ। নোঽস্মান্ রায়া ধনেন সংমিমিক্ষ্ব। সংসিঞ্চ। সংযোজয়েত্যর্থঃ। কীদৃশেন ধনেন। বৃহতা প্রভূতেন। বিশ্বপেশসা। পেশ ইতি রূপনাম। বহুবিধ রূপযুক্তেন। তথেলাভিরা। গোভিশ্চাস্মান্ সংমিমিক্ষ্ব। ইলেতি গোনাম। ইলা জগতীতি তন্নামসু পাঠাৎ। আকারঃ সমুচ্চয়ে পাদান্তে বর্ত্তমানত্বাৎ। উক্তঞ্চ। এতস্মিন্নেবার্থে দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ইত্যাকার ইতি। কিঞ্চ হে মহি মহনীয় উষোদেবতে দ্যুম্নেন যশসা সংমিমিক্ষ্ব। দ্যুম্নং দ্যোততের্যশো বান্নং বেতি যাস্কঃ। নিঃ ৫।৫। কীদৃশেন দ্যুম্নেন। বিশ্বতুরা। সর্ব্বেষাং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষঃ ! আমাদিগকে ধনদ্বারা সিঞ্চন কর (অর্থাৎ আমাদিগকে ধনদান কর)। কি প্রকার ধন ? প্রচুর এবং বহুরূপবিশিষ্ট। সেইরূপ গোসমূহের দ্বারাও আমাদিগকে সিঞ্চন কর (অর্থাৎ আমাদিগকে গোসমূহ দান কর)। ইলা ইহা গোনাম। ইলা জগতি—গো-নামসমূহ-মধ্যে এইরূপ পাঠ আছে। আকারটী সমুচ্চয়ার্থক, পাদান্তে বর্ত্তমান জন্য। উক্ত হইয়াছে 'এতস্মিন্নেব' অর্থে 'দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ইতি আকার'। আরও, হে পূজনীয় উষোদেবতে ! আমাদিগকে যশ দ্বারা সিঞ্চন কর (অর্থাৎ আমাদিগকে যশোভাগী কর)। যাস্ক বলিয়াছেন, 'দ্যুম্ন' শব্দে দীপ্তিবিশিষ্ট হয়—এই অর্থে যশ অথবা অন্নকে বুঝায়। কি

শত্রূনাং হিংসকেন। তথা হে বাজিনীবতি। অন্নসাধনভূতক্রিয়াযুক্তে। বাজৈরন্নৈরস্মান্ সংমিমিক্ষ্ব। অন্নং বৈ বাজ ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ॥

রায়া। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বৃহতা। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বিশ্বপেশসা। বিশ্বানি পেশাংসি যস্যাসৌ বিশ্বপেশসাঃ। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিতি বাত্তায়েনাসংজ্ঞায়ামপি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। যদ্বা মরুদ্বৃধাদির্দ্রষ্টব্যঃ। মিমিক্ষ্ব। মিহ সেচনে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। লোটিবহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। দ্বির্ভাব-হলাদিশেষৌ। চত্বকত্বষত্বানি। প্রত্যয়স্বরস্য সতি শিষ্টত্বাৎ স এব শিষ্যতে। পাদাদিত্বান্ন-নিঘাতঃ। পূর্ব্বপদস্য সমানবাক্যস্থত্বাভাবাত্তিঙ্ঙতিঙঃ ইতি নিঘাতো ন ভবতি। সমানবাক্যে নিঘাতযুস্মদস্মদাদেশা বক্তব্যা ইতি বচনাৎ। বিশ্বতুরা। তুর্ব্বতীতি তুঃ। তুর্ব্বী হিংসার্থঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ। রাল্লোপ ইতি বকার লোপঃ। বিশ্বেষাং তুর্ব্বিশ্বতুঃ। সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং। বাজিনীবতি। বাজোঽন্নমস্যা অস্তীতি বাজিনী ক্রিয়া। তাদৃশী ক্রিয়া যস্যাঃ সা তথোক্তা॥ (১ম—৪৮সূ—১৬ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে পঞ্চমো বর্গঃ॥ ১।৪।৫।

প্রকার দ্রব্যের দ্বারা? সমস্ত শত্রুগণের হিংসাকারী দ্রব্য দ্বারা। হে অন্নসাধনভূতক্রিয়াযুক্তে! (উষার সম্বোধন) অন্ন দ্বারা আমাদিগকে সিঞ্চন কর (অর্থাৎ আমাদিগকে অন্নদান কর)। শ্রুত্যন্তরে কথিত আছে, অন্নকেই বাজ বলে।

রায়া। 'উড়িদং' ইত্যাদি নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। বৃহতা। 'বৃহন্ম-হতোরুপসংখ্যানং' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। বিশ্বপেশসা। বিশ্ব-সকল হইয়াছে পেশাংসি যাহার—এই অর্থে বিশ্বপেশসা পদ হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে 'বিশ্বং সংজ্ঞায়াং' এই নিয়মানুসারে বাত্যয়-হেতু 'অসংজ্ঞায়ামপি' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের অন্তভাগ উদাত্ত হইয়াছে। অথবা, 'মরুদ্বৃধাদি' সূত্র দ্রষ্টব্য। মিমিক্ষ্ব। সেচনার্থক মিহ ধাতু ব্যত্যয়-হেতু আত্মনেপদ প্রাপ্ত হইয়াছে। লোট বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'শপের' স্থানে 'শ্লুঃ' হইয়াছে। দ্বির্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ও ব্যঞ্জনবর্ণের (হলের) আদিভাগ অবশিষ্ট আছে। চত্ব প্রাপ্ত পরে 'চ' স্থানে 'ক' এবং 'ক'কারের পর 'স'কারের ষত্ব হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরের অবশিষ্টত্ব-হেতু তাহাই অবশিষ্ট থাকে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। পূর্ব্বপদের অসমান বাক্যস্থত্ব-হেতু 'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই সূত্রানুসারে নিঘাত হয় না। সমানবাক্যস্থলে নিঘাত এবং 'যুস্মদ্' ও 'অস্মদ্' আদেশ বক্তব্য—এই বচন-হেতু। বিশ্বতুরা। 'তূর্ব্বতি' অর্থাৎ হিংসা করে—এই বাক্যে 'তুঃ'। হিংসার্থক 'তুর্ব্বী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ক্বিপ চ' এই সূত্রানুসারে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'রাল্লোপঃ' এই সূত্রানুসারে ব-কার লোপ হইয়াছে। 'বিশ্বেষাং তুঃ' এই বাক্যে 'বিশ্বতুঃ' হইয়াছে। 'সমাসস্য' এই নিয়মানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বাজিনীবতি। বাজ অর্থাৎ অন্ন আছে ইহার—এই বাক্যে 'বাজিনী' অর্থে 'ক্রিয়া' বুঝায়। সেইরূপ ক্রিয়া যাহার, সেই (বাজিনীবতি)॥ ১৬॥

ইতি প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম বর্গ। (১।৪।৫)॥

ষোড়শ (৫৮১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে চতুর্ব্বিধ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। শব্দার্থানুভূতির তারতম্যানুসারে সে প্রার্থনার ভাব বিভিন্নরূপে পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে, প্রচলিত সাধারণ অর্থে যে চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে তাহা হইতে স্বতন্ত্র বস্তুর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়।

মন্ত্রের প্রথম প্রার্থনা—"বৃহতা বিশ্বপেশসা রায়া সং মিমিক্ষ্ব।" উহার সাধারণ অর্থ—'প্রচুর বহুবিধ-রূপযুক্ত ধন দ্বারা অভিষিক্ত কর।' মন্ত্রের 'বিশ্বপেশসা' পদে ভাষ্যে 'বহুবিধরূপযুক্তেন' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদের ভাব—বিশ্বস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ; ঐ পদে 'ব্রহ্মস্বরূপ ধনের' প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্বের সহিত যাহা 'পিশ' (অবয়বীভূত) হইয়া আছে, তাহাই 'বিশ্বপেশসা' পদের মূল। তাহা হইতেই সেই 'সর্ব্বশক্তিমান' ব্রহ্মস্বরূপের প্রতি লক্ষ্য আসে। সেই দৃষ্টিতেই আমরা ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ নিষ্কর্ষ করিলাম। আমাদের ভাব এই যে, ঐ অংশে ('বৃহতা বিশ্বপেশসা রায়া সং মিমিক্ষ্ব' অংশে) বলা হইয়াছে,—'যিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া বিশ্বরূপে বিরাজমান্ রহিয়াছেন, সেই শ্রেষ্ঠধন ব্রহ্মের সহিত আমার সম্বন্ধ স্থাপিত হউক।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় প্রার্থনা—"সমিলাভিঃ।" এখানে 'ইলা' (ইড়া) পদ আছে। ঐ পদের অর্থ 'গাভী' কল্পনা করিয়া লইয়া, এখানকার প্রার্থনায় বলা হয়,—'আমাকে গরু প্রদান করুন।' সাধে কি আর বেদকে 'কৃষকের গান' বলে ? এইরূপ অর্থ-নিষ্পত্তির জন্যই বেদ 'কৃষকের গান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'গো' শব্দের প্রয়োগ মাত্রেই গোরু, আবার অন্য যে কোনও শব্দে গোরু অর্থ আনা যাইতে পারিবে, তাহাতেই দাঁড় করাইতে হইবে—গোরু; কাজেই বেদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রেই 'ঈলে' (ঈড়ে, ইলে) পদ পাইয়াছি। সেই পদও যে ধাতু যে অর্থে প্রযুক্ত, এই 'ইলা' পদও সেই ধাতুর সেই অর্থই দ্যোতনা করে। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'স্তুতিভিঃ' প্রভৃতি

পদ ব্যবহার করিয়াছি। 'মন্ত্রের দ্বারা আমায় অভিসিঞ্চিত করুন'—এখানকার এতদর্থের মর্ম্ম এই যে,—'মন্ত্রমাহাত্ম্য আমার অনুভূত হউক, মন্ত্রের ক্রিয়া আমাতে কার্য্যকরী হউক, মন্ত্রশক্তির প্রভাবে আমার জীবন-গতি পরিবর্ত্তিত ও সাফল্য-প্রাপ্ত হউক।' আমরা মনে করি, ঐ অংশে এই ভাবই প্রকাশমান্।

মন্ত্রের তৃতীয় প্রার্থনা—"বিশ্বতুরা দ্যুম্নেন সং॥" এখানকার প্রচলিত অর্থ—'শত্রুনাশক যশঃ দ্বারা আমায় বিমণ্ডিত কর।' আমরা মনে করি, এখানে 'দ্যুম্নেন' পদে 'জ্ঞানজ্যোতিঃ' প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। কিবা অন্তঃশত্রু, কিবা বহিঃশত্রু, সকল শত্রুই জ্ঞানের নিকট পর্য্যুদস্ত হয়। হৃদয়ে জ্ঞানোদয় হইলেই সকল শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'বিশ্বতুরা দ্যুম্নেন' পদ-দ্বয়ে এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

মন্ত্রের চতুর্থ প্রার্থনা—"বাজিনীবতি বাজৈঃ সং।" এখানকার প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'হে অন্নদাত্রি দেবি! আমায় অন্ন দেও।' বাজ-শব্দে ঘোটকও বুঝায়। সে অর্থ ধরিয়াও কেহ হয় তো এখানকার ভাব প্রকাশে বলিতে পারিতেন,—'হে ঘোটকদাত্রি দেবি! আমায় ঘোড়া দেও।' কিন্তু যাউক—সে সব জল্পনা-কল্পনা। আমরা যেদিক হইতে যে ভাবে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই আভাষ দিতেছি। আমরা বলি, প্রজ্ঞানময়ী দেবীর নিকট এখানে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। 'বাজ' শব্দে 'অন্ন' অর্থ গ্রহণ করিলেও, যে অন্নে প্রাণশক্তি প্রদান করে—সেই অন্নের প্রসঙ্গই এখানে প্রখ্যাপিত দেখি। অন্নেই সামর্থ্য আসে; অন্নই প্রচেষ্টা দেয়। সে পক্ষেও আমাদিগের পরিগৃহীত ভাবের সার্থকতা দেখা যায়। ফলতঃ, এই মন্ত্রাংশের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে জ্ঞানময়ি! সৎকর্ম্মসাধনে আমায় শক্তিদান করুন।' এই অর্থই এখানে সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি।

উপসংহারে এই মন্ত্রে প্রার্থনার এক অভিনব ক্রমপর্য্যায় লক্ষ্য করিতে পারি। সে পক্ষে মন্ত্রের শেষ প্রার্থনা হইতে যথাক্রমে প্রথম প্রার্থনায় উপনীত হইবার একটী স্তর দৃষ্টিপথে পতিত হয়। শেষ বলা হইল—'আমায় সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য দেও।' তাহার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—'আমার হৃদয়ে সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ সঞ্চিত হউক, যাহার দ্বারা

শত্রুনাশে আমার সামর্থ্য আসে।' এখানে বুঝিয়া দেখুন, সৎকর্ম্মের প্রভাবে যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তাহারই প্রতি লক্ষ্য আসিল। তাহার পূর্ব্বের প্রার্থনা,—'মন্ত্রশক্তি আমাতে কার্য্যকরী হউক।' জ্ঞানই সেই স্তরে লইয়া যায়। জ্ঞানসংযুত মন্ত্রই অভীষ্ট-ফল প্রদান করে। অবশেষে সর্ব্বপ্রথমের প্রার্থনার মর্ম্ম উপলব্ধি করুন। সৎকর্ম্মসহজাত জ্ঞান-সমন্বিত মন্ত্রশক্তির যে ক্রিয়া, এখানে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রশক্তির ক্রিয়াই—ভগবৎসান্নিধ্য-লাভ। কি প্রভাবে ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ হইবে, যথা-পর্য্যায় মন্ত্রাংশে পর-পর তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। এ পক্ষে এই এক মন্ত্রই কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি তিনের সমন্বয়-সাধনে কি প্রকারে ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে, তাহারই প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করিতেছে॥ (১ম—৪৮সূ—৬ঋ)।

ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

উষো ভদ্রেভিরিতি চতুর্ঋচং ষষ্ঠং সূক্তং। অত্রানুক্রমাতে। উষশ্চতুষ্কমানুষ্টুভং ত্বিতি। কণ্বপুত্রঃ প্রকণ্ব ঋষিঃ। তুহ্যাদি পরিভাষয়েদমুত্তরং চানুষ্টুভং পূর্ব্বত্রোষস্যং ত্বিত্যুক্তত্বাদি-দমপি সূক্তমুষস্যং॥ প্রাতরনুবাকস্তোমস্তে ক্রতাবানুষ্টুভে। চন্দস্যাৎ সূক্তং। সূত্রাতে হি। উষো ভদ্রেভিরিত্যানুষ্টুভং। আ০ ৪।১৪। ইতি আশ্বিনশস্ত্রেহপ্যেতৎ সূক্তং। প্রাতরনুবাকন্যায়েনেত্যতিদিষ্টত্বাৎ॥ অত্র প্রথমামৃচমাহ॥

ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'উষো ভদ্রেভিঃ' ইত্যাদি চারিটী ঋক্ (নবম অনুবাকের) ষষ্ঠসূক্তে আছে। এই স্থানে তাহাই অনুক্রমিত হইতেছে। 'উষঃ' প্রভৃতি চারিটী ঋকের আনুষ্টুভ্ ছন্দ। কণ্বপুত্র প্রকণ্ব ঋষি। 'তুহ্যাদি' পরিভাষা দ্বারা উত্তরভাগেরও অনুষ্টুভ্ ছন্দ। পূর্ব্বে 'উষস্যং ত্বিৎ' এই উক্তি হেতু এই সূক্তও উষাদেবতাবিষয়ক। প্রাতরনুবাকের উষস্য ক্রতুতে আনুষ্টুভ ছন্দে বিনিয়োগ হয়। সূত্রেও আছে—'উষো ভদ্রেভিঃ' ইত্যাদি আনুষ্টুভ (আ০ ৪.১৪)। 'প্রাতরনুবাকন্যায়েন' এই বাক্যে অতিদিষ্ট-হেতু আশ্বিন-শস্ত্রেও এই সূক্ত পরিদৃষ্ট হয়।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

——§ ॰ §——

প্রথমং মণ্ডলং। নবমোঽনুবাকঃ। ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তং।

প্রথমোঽষ্টকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠঃ বর্গঃ।

• . •

ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তে চারিটি মাত্র ঋক্ আছে। সূক্তের ছন্দ—অনুষ্টুপ। ঋষি—প্রস্কণ্ব। সূক্তটী ঊষাদেবতার অর্চ্চনা-বিষয়ক।

এই সূক্তের প্রচলিত অর্থে, এক প্রথম ঋকেই, ঊষার দ্বিবিধ বাহনের বিষয় প্রখ্যাত হয়। তিনি ঘোটকে আরোহণ করিয়াও যজ্ঞস্থলে আগমন করেন; আবার অরুণবর্ণ গাভীসকলও তাঁহার বাহনের কার্য্য করে। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ, ঊষা শোভনাঙ্গবিশিষ্ট রথে আকাশের উপরে অবস্থিতি করেন। তৃতীয় মন্ত্রের ভাব এই যে, ঊষাই মনুষ্যগণকে ও পশুগণকে কর্ম্মবিশিষ্ট করেন, আর তাঁহারই প্রভাবে পক্ষিগণ আকাশের প্রান্তভাগে গমন করে। এই ঋকে ঊষার একটি বিশেষণ আছে—'অর্জ্জুনি'। তাহা হইতে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ এই ঊষাদেবতার সহিত পাশ্চাত্যদেশের অনেক প্রাচীন দেবদেবীর সম্বন্ধ সূচনা করিয়া থাকেন।

---

* ঊষার এই 'অর্জ্জুনি' নাম হইতে গ্রীকদিগের আর্গোস্ (Argos) ও আর্কেডিয়া (Arcadia) দেবী-দ্বয়ের সহিত ঊষার সম্বন্ধ-সূচনা করা হয়। (Cox—Mythology of Aryan Nations—Vol. I.—Ch. X) ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার 'ইন্দো-এরিয়ান্' গ্রন্থে (Rajendra Lal Mittra's 'Indo-Aryans'—Vol. II) ঊষার নাম-সম্বন্ধে গ্রীস্-দেশের কতকগুলি দেবীর সাদৃশ্য খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি;—"The heroine of the stories must be the Dawn, aptly represented as a charming maiden, and her names in the Rig-Veda are Arjuni, Brisaya, Dahana, Ushas, Sarama, and Saranyu, and all these names reappear among

চতুর্থ ঋকের প্রচলিত অর্থে 'কণ্বপুত্রগণ আপনাকে অর্চ্চনা করেন' এতৎপ্রসঙ্গ উত্থাপিত আছে। তাহাতে এবং "গীর্ভিঃ কণ্বাঃ" পদদ্বয়ে, কণ্ববংশীয়গণ স্তোত্রমন্ত্র রচনা করিয়া উষাদেবীর উপাসনা করিতেন এবং মন্ত্রোচ্চারণকারীও মন্ত্ররচনা করিয়া উপাসনা করিতেছেন,—এই ভাব প্রকাশ পায়; এবং তদনুসারে বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। যাহা হউক, আমাদিগের ব্যাখ্যায় সকল ভাবই তুলনায় আলোচনা করিয়া আমাদিগের অভিমত ব্যক্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। তদনুসরণে সুধিগণ মন্ত্রার্থের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিয়া দেখিবেন।

—— • ——

প্রথমমণ্ডলস্য নবমেঽনুবাকে ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তং। উষা দেবতা। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ।

উষস্য ক্রতৌ আনুষ্টুভে ছন্দসি বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

উষো ভদ্রেভিরা গহি দিবশ্চিদ্রোচনাদধি।
বহন্ত্বরুণপ্সব উপ ত্বা সোমিনো গৃহং ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উষঃ। ভদ্রেভিঃ। আ। গহি। দিবঃ। চিৎ। রোচনাৎ। অধি।

বহন্তু। অরুণঽপ্সবঃ। উপঃ। ত্বা। সোমিনঃ। গৃহং ॥ ১ ॥

---

the Greeks as Argyn ris, Briseis, Daphne, Eos, Helen, and Erinys." এ বিষয়ে পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তবে সকলেই উষা বলিতে উষাকালকেই লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের পরিগৃহীত ভাবের সহিত এইখানেই পার্থক্য ঘটিয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'ভদ্রেভিঃ' (শোভনৈঃ মার্গৈঃ) 'রোচনাৎ' (দীপ্যমানাৎ) 'দিবঃ' (স্বর্লোকাৎ, সর্ব্বলোকাৎ, সত্ত্বভাবাধারসমীপাৎ) 'অধি' (সমীপে, অস্মচ্ছকাশে) 'চিৎ' (নিশ্চিতং, নিরন্তরং) 'আ-গহি' (আগচ্ছ); হে দেবি! 'অরুণপ্সবঃ' (সত্ত্বভাবপায়িনঃ সদ্বৃত্তয়ঃ, জ্ঞানালোকসেবিনঃ সদ্ভাবাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সোমিনঃ' (ভক্তস্য, অর্চ্চকস্য) 'গৃহং' (হৃদয়ং) 'উপ বহন্তু' (প্রাপয়ন্তু। হে দেবি! ভগবৎসকাশাদাগত্য অস্মাকং হৃদি অধিষ্ঠিতো ভব। ইত্যেবং কামনা। ইতি ভাবঃ॥ (১ম - ৪৯সূ - ১ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমাদিগের সৎকর্ম্ম-রূপ পথ দিয়া দীপ্যমান্ স্বর্লোক হইতে (সত্ত্বভাবাধার ভগবান্ হইতে) আমাদিগের নিকটে সর্ব্বদা আগমন করুন। হে দেবি! আমাদিগের সত্ত্বভাবপায়ী সদ্বৃত্তি-সমূহ (জ্ঞানালোকসেবী সদ্ভাবনিচয়) আপনাকে এই অর্চ্চনাকারীর হৃদয়ে বহন করিয়া আনুক। (ভাব এই যে,—'হে দেবি! ভগবৎ-সকাশ হইতে আগমনপূর্ব্বক আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন।')॥ (১ম—৪৯সূ—১ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ। উষোদেবতে ভদ্রেভির্ভজনীয়ৈঃ শোভনৈর্ম্মার্গৈর্দ্দিবোঽন্তরিক্ষলোকাৎ রোচনা-দ্রোচমানাদ্দীপ্যমানাৎ। অধিরুপর্য্যর্থঃ। উপরিবর্ত্তমানাৎ। চিদিতি পূজার্থঃ। পূজিতাদেবংবিধা-দন্তরিক্ষলোকাদাগহি। আগচ্ছ। হে উষঃ। অরুণপ্সবোঽরুণবর্ণা গাবঃ সোমিনং সোমযুক্তস্য যজমানস্য গৃহং দেবযজনরূপং যজ্ঞগৃহং ত্বাং ত্বামুপবহন্তু। প্রাপয়ন্তু॥

গহি। গমের্লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। হেরপিত্বেন ঙিত্ত্বাদনুদাত্তোপ-দেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। অতো হেরিতি লুক্ ন ভবতি। অসিদ্ধবদত্রা ভাদিত্যসু-

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষাদেবতে! আপনি সুন্দরমার্গযুক্ত, দীপ্যমান্ ও ঊর্দ্ধদেশে বিদ্যমান্ এবং পূজিত, এবম্বিধ অন্তরিক্ষলোক হইতে আগমন করুন। হে উষঃ! অরুণবর্ণ গোসমূহ আপনাকে সোমরসযুক্ত যজমানের দেবযজন-রূপ যজ্ঞগৃহে বহন করুক।

গহি। গম ধাতুর 'লোট' বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'শপের' লুক হইয়াছে। 'হি' প্রত্যয়টী প'কার 'ইৎ' নহে বলিয়া 'ঙিৎ' প্রযুক্ত 'অনুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে অনুনাসিক বর্ণের লোপ হইয়াছে। এই হেতু 'হি'র লোপ হয় নাই।

নাসিকলোপস্যাসিদ্ধত্বাৎ। রোচমাঃ। রুচ দীপ্তৌ। অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেরিতি যুচ্। যোরনাদেশে চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। অরুণপ্সবঃ। প্সা ভক্ষণে। প্সাতি ভক্ষয়তি স্তনং পিবতীতি প্সু বা বৎসাঃ। ঔণাদিকঃ কুপ্রত্যয়ঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। অরুণাঃ প্সবো যাসাং তাস্তথোক্তাঃ অত্র বৎসানামরুণপ্রতিপাদনান্মাতৃণামপি তদ্বর্ণত্বং গম্যতে। পৈতৃকমশ্বা অনুহরন্তে মাতৃকং গাবোঽনুহরন্ত ইতি গোমাতরঃ। তাসাং চোষোবাহনত্বং নিঘণ্টাবুক্তং। অরুণ্যো গাব উষসামিতি। অরুণশব্দোঽর্ত্তেশ্চেত্যুনন্ প্রত্যয়ান্তঃ। তৃণাখ্যায়াং চিৎ। উ০ ৩৫৯। ইত্যন্তশ্চিদন্তত্বাদন্তোদাত্তঃ। স এব বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন শিষ্যতে॥ (১ম-৯২সূ-১ঋ)।

• • •

প্রথম (৫৮২) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই ঋকের অন্তর্গত তিনটি পদের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। প্রথম,—"ভদ্রেভিঃ" পদ। এই পদের অর্থ কেহ 'ঘোটক' করিয়াছেন; কেহ বা 'শোভনমার্গ' অর্থ পরিগ্রহ করেন। আমরা ঐ পদে 'সৎকর্ম্মরূপ-পথ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ভদ্র' শব্দের অর্থ—শুভ, মঙ্গল, সৌভাগ্য। শুভ হয়, মঙ্গল হয়, সৌভাগ্য আসে,—এমন পথ সংসারে কি আছে? সৎকর্ম্ম-সদনুষ্ঠানই কি সেই পথ

'অসিদ্ধবদত্রাভাৎ' এই নিয়মানুসারে অনুনাসিক লোপের 'অসিদ্ধত্ব হইয়াছে। রোচমাঃ। দীপ্ত্যর্থক রুচ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ' এই নিয়মানুসারে যুচ্ হইয়াছে। 'যু'র স্থানে 'অন' আদেশ-বিষয়ে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অরুণপ্সবঃ। ভক্ষণার্থক 'প্সা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'প্সাতি' অর্থাৎ ভক্ষণ করে স্তন পান করে—এই অর্থে 'প্সব' শব্দে বৎসকে বুঝায়। ঔণাদিক 'কু' প্রত্যয় হইয়াছে। 'আতো লোপঃ ইটি চ' এই নিয়মানুসারে আকারের লোপ হইয়াছে। অরুণবর্ণ হইয়াছে 'প্সু' বৎস যাহার—এই বাক্যে 'অরুণপ্সব' পদ হইয়াছে। এই স্থলে বৎসগণের অরুণবর্ণ প্রতিপাদন-হেতু মাতৃগণেরও অরুণবর্ণের অবগতি হইতেছে। অশ্ব পৈতৃক গুণানুসরণ করে এবং গোসমূহ মাতৃগণের অনুসরণ করে। তদনুসারে 'গোমাতরঃ' পদ সিদ্ধ হয়। গোসমূহের উষাবাহনত্ব নিঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে। অরুণবর্ণ গোসমূহ উষার—এই বাক্যে অরুণ-শব্দের উত্তর 'অর্ত্তেশ্চ' এই নিয়মানুসারে 'উনন্' প্রত্যয় হয়। 'তৃণাখ্যায়াং চিৎ' (উ০ ৩।৫৯) এই সূত্রানুসারে 'চিৎ' এই অনুবৃত্তি-হেতু অন্তোদাত্ত হইয়াছে। তাহাই বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রযুক্ত অবশিষ্ট আছে। (১ম-৯২সূ-১ঋ)॥

• •

নহে? সৎকর্ম্মের দ্বারাই মানুষ শুভফল মঙ্গল প্রাপ্ত হয়। সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়াই জ্ঞানোন্মেষ হয়। জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী সেই পথ দিয়াই মনুষ্যের হৃদয়ে আগমন করেন। এ ভাব পুনঃপুনঃ লক্ষ করিয়াছি। এ বিষয়ে এখানে আর বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় পদ—"দিবঃ"। ঐ পদ সত্ত্বভাবের আধার-স্থান বুঝাইয়া থাকে। সে বিষয়ও পুর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। "রোচনাৎ" পদ উহার স্বরূপ ব্যক্ত করিতেছে। সত্ত্বভাব যে চিরজ্যোতিষ্মান্, এখানে তাহাই বুঝা যায়। তৃতীয় পদ—"অরুণপ্সবঃ"। সায়ণ ঐ পদের প্রতিবাক্য 'বৎসাঃ' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা হইতেই গাভীর সম্বন্ধ আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি যে 'বৎসাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার কারণ দেখাইয়াছেন, ভক্ষণার্থক 'প্সা' ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন বৎসগণ দুগ্ধ-পান করে, এই জন্যই "অরুণপ্সবঃ" পদে গোবৎসগণকেই বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইতে গাভীগণের প্রতি লক্ষ্য আসিয়াছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এখানে গাভীর দুগ্ধপান সংক্রান্ত কোনও পদই নাই। আছে—"অরুণপ্সবঃ"। অরুণ-পদে সূর্য্যকে বুঝায়, জ্যোতিকে বুঝায়, কিরণকে বুঝায়। সে পক্ষে জ্ঞানাধার সূর্য্যের রশ্মি গ্রহণ—জ্ঞান-রশ্মিপান অর্থই সঙ্গত হয়। যাঁহারা জ্ঞানরশ্মিপায়ী, যাঁহারা সত্ত্বভাবে বিভোর হইয়া আছেন, তাঁহারাই প্রজ্ঞানময়ী দেবীকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারেন। জ্ঞান-সাহায্যেই প্রজ্ঞান অধিগত হয়; আলোক-সাহায্যেই আলোককে দেখিতে পাই। এখানে সেই ভাবই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। "সোমিনঃ" পদ যে ভক্তের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, "সোমিনঃ গৃহং" বলিতে যে 'ভক্তের হৃদয়কেই' বুঝাইয়া থাকে, পূর্ব্বাপর মন্ত্রার্থ আলোচনায় তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি! আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম, আপনাকে আমাদিগের হৃদয়ে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করুক। জ্ঞানাধার ভগবান হইতে বিস্ফুরিত হইয়া, আমাদিগের সৎকর্ম্ম-রূপ পথ দিয়া আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হউন।' (১ম—৪৮সূ—১৩ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

সুপেশসং সুখং রথং যমধ্যস্থা উষস্ত্বং।

তেনা সুশ্রবসং জনং প্রাবাদ্য দুহিতর্দ্দিবঃ॥ ২॥

পদপাঠঃ।

সুঽপেশসং। সুঽখং। রথং। যং। অধিঽঅস্থাঃ। উষঃ। ত্বং।

তেন। সুঽশ্রবসং। জনং। প্র। অব। অদ্য। দুহিতঃ। দিবঃ॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'দুহিতর্দ্দিবঃ' (সত্ত্বভাবাৎ সঞ্জাত) 'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'ত্বং' (প্রসিদ্ধং, সর্ববিদিতং) 'সুপেশসং' (শোভনরূপোপেতং, ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপকং) 'সুখং' (সুখপ্রদং, শান্তিপ্রদং), 'রথং' (সৎকর্ম্মরূপং যানং) 'যং অধ্যাস্থা' (যং অধিতিষ্ঠসি); 'তেন' (সৎকর্ম্মরূপযানেন—আগত্য ইতি যাবৎ) 'অদ্য' (নিত্যং, প্রতিদিনং) 'সুশ্রবসং' (যাগাদিসুকর্ম্মযুক্তং) 'জনং' (লোকং, উপাসকং) 'আ' (সমন্তাৎ) 'প্রাব' (প্রকৃষ্টরূপেণ রক্ষ)। হে দেবি! অস্মাকং সৎকর্ম্মণা সহ মিলিত্বা অস্মান্ রক্ষ ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪৯সূ—২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বভাব হইতে সঞ্জাত হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! সর্ব্ববিদিত ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপ্ত শান্তিপ্রদ সৎকর্ম্ম-রূপ যে যানে আপনি অবস্থিতি করেন; তদ্দ্বারা আগমন-পূর্ব্বক প্রতিদিন যাগাদিসুকর্ম্মযুত অর্চ্চনাকারীকে সর্ব্বথা প্রকৃষ্টভাবে রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,—হে দেবি! আমাদিগের সৎকর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন।)॥ (১ম—৪৯সূ—২ঋ)

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ। ত্বং যং রথমধ্যাস্থাঃ। অধিতিষ্ঠসি। কীদৃশং রথং। সুপেশসং। শোভনাবয়বং শোভনরূপযুক্তং বা। পেশ ইতি রূপনামেতি যাস্কঃ। যদ্বা শোভনহিরণ্যযুক্তং। পেশঃ কৃশনমিতি হিরণ্যনামসু পাঠাৎ। সুখং। শোভনেন খেনাকাশেন যুক্তং। বিস্তৃতমিত্যর্থঃ। যদ্বা সুখহেতুভূতং। অথবা সুখমিতি ক্রিয়াবিশেষণং। সুখং যথা ভবতি তথেত্যর্থঃ। হে দিবো দুহিতঃ দ্যুলোকসকাশাদুৎপন্ন উষোদেবতে তেন রথেনাস্মাদ্দিনকালে সুশ্রবসং শোভনহবির্যুক্তং জনং যজমানং প্রাব। প্রকর্ষেণ গচ্ছ॥

সুপেশসং। পিশ অবয়বে। অস্মাদসুন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ পেশসশব্দঃ। শোভনং পেশ যস্যাসৌ সুপেশাঃ আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্‌ ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। অধ্যস্থাঃ। তিষ্ঠতেশ্ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট ইতি বর্তমানে লুঙি গাতিস্থেতি সিচো লুক্‌। অডাগম উদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। তিঙি চোদাত্তবতীতি গতেরনুদাত্তত্বং। তেনা অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। সুশ্রবসং। শ্রব ইত্যন্ননাম শ্রূয়ত ইতি সত ইতি যাস্কঃ। সুপেশসমিতিবদুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। অব। অবরক্ষণগতিপ্রীতিতৃপ্ত্যাদ্যর্থেষু গত্যর্থঃ। দুহিতর্দিবঃ। পরমপি ছন্দসীতি ষষ্ঠ্যন্তস্য পূর্বামন্ত্রিত অঙ্গবদ্ভাবে সতি পদদ্বয়সমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্বানুদাত্তত্বং॥ ২॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষঃ। আপনি যে রথ মধ্যে স্থিত হইয়াছেন, সেই রথ কি প্রকার? সুন্দর অবয়ববিশিষ্ট (যাস্ক বলিয়াছেন পেশ ইহা রূপের নাম), অথবা শোভনহিরণ্যযুক্ত (পেশ-কৃশন সুবর্ণ নাম মধ্যে এইরূপ পাঠ আছে) শীঘ্র আকাশযুক্ত অর্থাৎ বিস্তৃত, অথবা সুখহেতুভূত, অথবা (সুখ ইহা ক্রিয়ার বিশেষণ) সুখে স্থিত ইহাই তাৎপর্য্য। হে দ্যুলোকোৎপন্ন উষাদেবতে! সেই রথে আরোহণ করিয়া শোভনহবির্যুক্ত যজমানের নিকট প্রকৃষ্টরূপে গমন করুন।

সুপেশসং। অবয়বার্থক 'পিশ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'পিশ' ধাতুর উত্তর 'অসুন্‌' প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিত্ত্ব' হেতু পেশস শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শোভন সুন্দর হইয়াছে 'পেশ' যাহার—এই বাক্যে 'সুপেশাঃ' পদ হইয়াছে। 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্‌ ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অধ্যস্থাঃ। 'তিষ্ঠতি' এই 'স্থা' ধাতুর উত্তর 'ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট্‌' এই নিয়মানুসারে বর্তমানকালে 'লুঙ' বিভক্তিতে 'গাতিস্থা' এই নিয়মানুসারে 'সিচে'র লুক্‌' হইয়াছে। 'অট্‌' আগম ও উদাত্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হয় নাই। 'তিঙ্‌চোদাত্তবতী' এই নিয়মানুসারে গতির অনুদাত্ত হইয়াছে। তেনা। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। সুশ্রবসং। 'শ্রব' ইহা অন্নের নাম। যাস্ক কহিয়াছেন, শুনা যায়—এই অর্থে 'সতঃ' পদ হয়। 'সুপেশসাং' এই পদের ন্যায় উত্তর-পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অব। 'অবরক্ষণগতিপ্রীতিতৃপ্তি' এই সকল অর্থের উক্ত হেতু এস্থলে 'অব' অর্থ 'গতি'। দুহিতর্দিবঃ। 'পরমপি ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে ষষ্ঠ্যন্তর পূর্বে আমন্ত্রিতাঙ্গবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়ায় পদদ্বয়-সমুদায়ের আষ্টমিক নিঘাত ও সর্বানুদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৪২৭-২প)।

দ্বিতীয় (৫৮৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত যে কয়েকটি শব্দ ঋকের ভাববিপর্য্যয় ঘটাইয়া থাকে, সে কয়েকটি শব্দের বিষয় পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। 'রথং', 'সুপেশসং', 'সুশ্রবসং', 'অদ্য', 'দুহিতর্দ্দিবঃ',—এই কয়েকটি শব্দ উপলক্ষে মন্ত্রের বিভিন্ন ভাব আনয়ন করা যাইতে পারে। ঐ কয়েকটি শব্দের দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট এক দিনের (অদ্য) প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়; রথের (রথং) কথা উঠিয়া থাকে, এবং রথখানি যে সু-অবয়ব সম্পন্ন (সুপেশসং) তাহা প্রতিপন্ন হয়। 'দুহিতর্দ্দিবঃ' পদ উষাকে স্থানবিশেষের সন্ততি বলিয়া কল্পনা করা যায়; এবং 'সুশ্রবসং' পদে কেবল যজ্ঞকারীদিগকে বুঝাইতে পারে। যাহা হউক, সমন্বয়ানুলক ঐ সকল পদের বিষয় আমরা যথাযথ আলোচনা করিয়াছি। তদনুসারে মন্ত্রের যাহা ভাব হয়, এখানে মাত্র তাহাই প্রখ্যাপন করিতেছি। সে ভাব এই যে—'হে জ্ঞানদাত্রি দেবি! আপনার কৃপায় আমাদের কর্ম্ম সদ্ভাবাপন্ন হউক, আর সেই সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়া আপনি আমাদিগের মধ্যে বিরাজমান্ হউন; তাহাতে, আপনার অধিষ্ঠানে, আমরা যেন রক্ষা পাই।' (১ম—৪৯সূ—২ঋ)॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

বয়শ্চিত্তে পতত্রিণো দ্বিপচ্চতুষ্পাদর্জ্জুনি।

উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু দিবোঅন্তেভ্যস্পরি॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বয়ঃ। চিৎ। তে। পতত্রিণঃ। দ্বিপৎ। চতুঃপৎ। অর্জ্জুনি।

উষঃ. প্র। আরন্। ঋতূন্। অনু। দিবঃ। অন্তেভ্যঃ। পরি॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অর্জ্জুনি' (সংস্কারকারিণি, সত্ত্বভাবপ্রদায়িনি) 'উষঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণি হে দেবি!) 'তে' (তব) 'ঋতূন্' (ঋতূন গমনানি) 'অনু' (অনুলক্ষ্য) 'দ্বিপৎ' (মনুষ্যাদিকং) 'চতুষ্পৎ' (পশ্বাদিকং) 'পতত্রিণঃ' (পক্ষিণঃ) 'চিৎ' (চ, পতত্রয়ঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ) 'বয়ঃ' (বলং) প্রাপ্নুবন্তি ইতি শেষঃ; অপিচ, তে সর্ব্বে 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গস্য) 'অন্তেভ্যঃ' (সীমান্তাঃ সামীপ্যম ইতি যাবৎ) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'প্রারন্' (প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তি) সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং মধ্যে জ্ঞানদেবতায়াঃ ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূতা ভবতি; জ্ঞানপ্রভাবেন প্রাণিনঃ ঊর্দ্ধগতিং লভন্তে। ইতি ভাবঃ॥ (১ম-৪৯সূ-৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সংস্কারকারিণি (সত্ত্বভাবপ্রদায়িনি) জ্ঞানোন্মেষিণি হে দেবি! আপনার আগমন অনুসরণ করিলে, মনুষ্য পশু ও পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ বল প্রাপ্ত হয়; আরও, তাহারা সকলে স্বর্গলোকের সীমান্তভাগে (নিকটে) প্রকৃষ্টরূপে প্রয়াণ করে। (ভাব এই যে,—সকল প্রাণীর মধ্যেই জ্ঞানদেবতার ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়; জ্ঞানপ্রভাবে প্রাণিগণ ঊর্দ্ধগতি লাভ করে।)॥ (১ম—৪৯সূ—৩ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অর্জ্জুনি শুভ্রবর্ণে উষঃ। উষোদেবতে তে তব ঋতূন্ গমনান্যনুলক্ষ্য দ্বিপৎ দ্বিপাৎ মনুষ্যাদিকং চতুষ্পৎ গবাদিকং তথা পতত্রিণঃ পতত্রবন্তঃ পক্ষোপেতা বয়শ্চিৎ পক্ষিণশ্চ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শুভ্রবর্ণে উষদেবতে! আপনার গমনকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিপদ মনুষ্যাদি চতুষ্পদ গবাদি এবং পক্ষযুক্ত পক্ষীসমূহ আকাশের প্রান্তভাগ হইতে উপর দিকে গমন করে।

দিবোঽন্তরিক্ষাদ্বা আকাশপ্রদেশেভ্যঃ পর্য্যুপরি প্রায়ন্। প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তি। রাত্রাবন্ধকারেণাভিভূতাঃ সর্ব্বে প্রাণিনস্তদাগমানন্তরং চেষ্টাবন্তো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥

পতত্রিণঃ পতৢ গতৌ। পতত্যনেনেতি পতত্রং। অমিনক্ষীত্যাদিনা ত্রন্প্রত্যয়ঃ। তদ্বান্ মত্বর্থীয় ইনিঃ। দ্বিপৎ। দ্বৌ পাদাবস্যেতি। সংখ্যাসু পূর্ব্বস্য। পা০ ৫.৪.১৪০ ইতি পাদশব্দস্যান্তলোপঃ সমাসান্তঃ। অহস্ত্যাদিত্বেন ভত্বাৎ। পাদঃ পৎ। পা০ ৬.৪.১৩০ ইতি পদ্ভাবঃ। দ্বিত্রিভ্যাং পাদ্দন্মূর্দ্ধসু বহুব্রীহৌ। পা০ ৬.২.১৯৭। ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং চতুষ্পৎ। চত্বারঃ পাদা অস্য। স্বরবর্জ্জিতমুক্তং পূর্ব্ববৎ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ইণঃ ষ ইত্যনুবৃত্তাবিদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য। পা০ ৮.৩.৪১। ইতি বিসর্জনীয়স্য ষত্বং। চ পরত্বেনাস্য সিদ্ধত্বাৎ কুপ্বোঃ ক পৌ চ। পা০ ৮.৩.৩৭। ইত্যুপধ্মানীয়াদেশঃ শঙ্কনীয়ঃ। যেন নাপ্রাপ্তিন্যায়েন তস্যাপবাদত্বাৎ। অপবাদস্তু পরমপি পূর্ব্বং বাধত এবেতি বৃত্তাবুক্তং আরন্। ঋ গতৌ। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানে লুঙি সর্ত্তিশাস্ত্যর্ত্তিভ্যশ্চেতি চ্লেরঙাদেশঃ। ঋদৃশোঽঙি গুণ ইতি গুণঃ। আডাগমঃ। ঋতূন্। ঋ গতৌ। অর্ত্তেরৌণাদিকোঽতৌ ক্তুপ্রত্যয়ঃ। অনুর্লক্ষণে। পা০ ১.৪.৮৪। ইত্যনোঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বং।

রাত্রিকালে অন্ধকারে অভিভূত প্রাণিগণ আপনার আগমনের অনন্তর কায়িক ব্যাপারে অর্থাৎ কার্য্যে লিপ্ত হয়।

পতত্রিণঃ। গত্যর্থক 'পতৢ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। পতিত হয় ইহার দ্বারা—এই বাক্যে 'পতত্রং' পদ হয়। 'অমিনক্ষী' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ত্রন্' প্রত্যয় হইয়াছে। তদ্যুক্ত মত্বর্থীয় 'ইন্' প্রত্যয় হইয়াছে। দ্বিপৎ। দুই পদ আছে ইহার—এই বাক্যে 'সংখ্যাসু পূর্ব্বস্য' (পা০ ৫।৪।১৪০) এই সূত্রে পাদশব্দের অন্তলোপ ও সমাসান্ত হইয়াছে। 'অহস্ত্যাদিত্বেন ভত্বাৎ' এই নিয়মে ভত্ব হেতু, 'পাদঃ পৎ' (পা০ ৬.৪।১৩০) এই সূত্রানুসারে পদ্ আদেশ আদেশ হইয়াছে। 'দ্বিত্রিভ্যাং পাদ্দন্মূর্দ্ধসু বহুব্রীহৌ (পা০ ৬।২।১৯৭) এই সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। চতুষ্পৎ। চারিটী পাদ ইহার। স্বর ভিন্ন পদসাধন-প্রণালী পূর্ব্ববৎ। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'ইণঃ ষঃ' (পা০ ৮.৩.৩৯) এই সূত্রের অনুবৃত্তি বিষয়ে 'ইদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য' (পা০ ৮।৩।৪১) এই সূত্রানুসারে বিসর্গের 'ষত্ব' হইয়াছে। চতুষ্পৎ এই পদের 'প'কার পরবিদ্যমানত্বহেতু 'কুপ্বোঃ ক পৌ চ' (পা০ ৮।৩।৩৭) এই সূত্রানুসারে উপধ্মানীয় আদেশের আশঙ্কা করিতে পারে না, কেন-না 'যেহেতু অপ্রাপ্ত-বিষয়ে যে বিধি উক্ত হয় সে তাহার বাধক হয়'—এই নিয়মানুসারে বিসর্গের স্থানে 'স' প্রাপ্তির ইহা অপবাদ-বিষয়। অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ বিধির পরবর্ত্তী বিধিকে বাধ করে—বৃত্তিতে এইরূপ উক্ত আছে। আরন্। গত্যর্থ 'ঋ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট' এই নিয়মানুসারে বর্ত্তমান লুঙ্ বিভক্তিতে, 'সর্ত্তিশাস্ত্যর্ত্তিভ্যশ্চ' এই নিয়মানুসারে 'চ্লেরঙ্' আদেশ হইয়াছে। 'ঋদৃশোঽঙি গুণঃ' এই নিয়মানুসারে গুণ হইয়াছে। 'আট্' আগম হইয়াছে। ঋতূন্। গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ঋ' ধাতুর উত্তর ভাবে ঔণাদিক 'তু' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অনুর্লক্ষণে' (পা০ ১।৪।৮৪) এই সূত্রে 'অনু'র কর্ম্ম-

কর্ম্মপ্রবচনীয় যুক্তে। পা০ ২.৩.৮। ইতি দ্বিতীয়া। সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি সমানপাদে ইতি নকারস্য রুত্বং। অত্রানুনাসিক পূর্ব্বস্য তু বেতি যোঃ পূর্ব্বস্য বর্ণস্য সানুনাসিকত্বং। দিবঃ। উ ঙ্কমিতি বিভক্তিরুদাত্তা। অন্তেভ্যঃ। পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থে ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (৫৮৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকটির পদবিন্যাস একটু জটিলতা-সম্পন্ন। একটি মাত্র ক্রিয়াপদ আছে—'প্রারন্' অর্থাৎ 'গমন করে'। কিন্তু কোথায় গমন করে? তাহার উত্তর 'দিবঃ অন্তেভ্য পরি'। এখানে 'প্রারন্' পদের পূর্ব্বরূপ (গমন করে) অর্থে ভাবসঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই 'দিবঃ' পদে 'আকাশের' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে সকলেরই অর্থের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'দ্বিপদ মনুষ্যগণ, চতুষ্পদ পশুগণ, এবং পক্ষবিশিষ্ট পাখিগণ আকাশের সীমান্তে গমন করে।' কেবলমাত্র পক্ষীর সম্বন্ধে ঐ উক্তি প্রযুক্ত হইলে, আপত্তির বিষয় কিছুই থাকিত না। কিন্তু দ্বিপদ মনুষ্য এবং চতুষ্পদ পশুরা উষার উদয় মাত্র কি করিয়া আকাশের প্রান্তভাগে উঠিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। সুতরাং প্রচলিত ঐ প্রকার অর্থ সঙ্গত নহে বলিয়াই আমরা মনে করি। কেহ কেহ আবার, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সম্বন্ধে একটি 'গচ্ছতি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়া আনিয়াছেন; এবং 'প্রারন্' ক্রিয়াপদটিকে পক্ষিগণ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত করিয়াছেন; আর 'দিবঃ অন্তেভ্যঃ পরি' অংশকে তৎসঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও ভাব রক্ষা হয় বলিয়া মনে করি না। পক্ষিগণ যে কেবল উষাকালেই আকাশের প্রান্তভাগে গমন করে, দিবাভাগের অন্য সময়ে যে আকাশে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায় না, তাহা নহে; সুতরাং ঐ প্রকার অর্থ পরিহার করিতে আমরা বাধ্য হইলাম।

প্রবচনীয়ত্ব হইয়াছে। 'কর্ম্মপ্রবচনীয় যুক্তে' (পা০ ২.৩৮) এই সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া হইয়াছে। সংহিতা-বিষয়ে 'দীর্ঘাদটী সমানপাদে' এই নিয়মানুসারে 'ন'কারের রুত্ব হইয়াছে। 'অত্র অনুনাসিক পূর্ব্বস্য তু চ'—এই হেতু, 'রু'র পূর্ব্ব-বর্ণের অনুনাসিকত্ব হইয়াছে। দিবঃ। 'উঙ্কিদং' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। অন্তেভ্যঃ। 'পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থে' এই নিয়মানুসারে [illegible] 'সত্ব' হইয়াছে। (১ম—৪৯ঋ—৩ঋ)।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা-বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। পশুপক্ষী ও মনুষ্য—সকলের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে জ্ঞান বিদ্যমান্ আছে। অদৃষ্ট কর্ম্মফল স্বীকার করিতে হইলে, কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণের বিষয় অস্বীকার না ক'রলে, প্রাণিমাত্রের মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে জ্ঞানের ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে; আর, তদ্বিষয় অনুধাবন করিলেই মন্ত্রার্থ সুগম হইয়া আসে।

মন্ত্রার্থ-নিষ্কাষণে আমরা মন্ত্রটিকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। 'বয়ঃ' পদে পূর্ব্বাপর আমরা যে 'বল' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই অর্থেরই সার্থকতা দেখিতেছি। আমাদের মতে, মন্ত্রের প্রথমাংশে ('অর্জ্জুনি' হইতে 'বয়ঃ' পর্য্যন্ত অংশে) এক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, এবং মন্ত্রের শেষাংশে ('দিবঃ' হইতে 'প্রারন্' পর্য্যন্ত অংশে) আর এক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞান যাহারই মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হউক, সেই বল ('বয়ঃ') প্রাপ্ত হয়; আর, সেই ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি লাভ করে। এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত। পুরাণে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা দৃষ্ট হয়। পুরাণে এতদ্দৃষ্টান্তের অবধি নাই যে, কর্ম্মফলে কত জন কত যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছেন। জড়ভরত প্রভৃতির প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করা যায়। হিরণ্যকশিপু ও রাবণ প্রভৃতির এবং ভগবানের অবতার-গ্রহণের বিষয়ও এ পক্ষে উল্লেখ-যোগ্য বলিয়া মনে করি। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে, মন্ত্রের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—জ্ঞানের উন্মেষই সকলের সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়োলাভের হেতুভূত।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত উষাদেবতার সম্বোধনসূচক 'অর্জ্জুনি' পদটি মন্ত্রার্থ-নিষ্কাষণে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ পদ 'অর্জ্জ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহার অর্থ—সংস্কার বা পরিষ্কার করা। পাপের ক্লেদ যাহার অঙ্গে অঙ্গে সংলিপ্ত হইয়া আছে, তাহার সেই ক্লেদকে জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী অপসারণ করিয়া দেন। তাই তাঁহার নাম—'অর্জ্জুনি' অর্থাৎ শ্বেতবর্ণা। তাঁহাকে শ্বেতবর্ণা বলা হইয়াছে কেন? অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইলে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রভা বিস্তার করে, তৎসম্বন্ধেই [illegible] প্রযুক্ত হয়।

পাপের ক্লেদ-বশেই, অজ্ঞানতার মোহ-পঙ্কে পড়িয়াই, জীব বিভিন্ন গতি লাভ করে। 'অর্জ্জুনি'—সেই গতিরোধকারিণী। এইরূপ মন্ত্রের প্রত্যেক শব্দই আমাদের পরিগৃহীত ভাবার্থের পোষকতা করে। তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। (১ম—৪৯সূ— ঋ)॥

—— • ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনচত্বারিংশং-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ব্যুচ্ছন্তী হি রশ্মিভির্ব্বিশ্বমাভাসি রোচনং।

তাং ত্বামুষর্ব্বসূযবো গীর্ভিঃ কণ্বা অহূষত॥ ৪॥

পদ বিশ্লেষণং

বিঽউচ্ছন্তী। হি। রশ্মিঽভিঃ। বিশ্বং। আঽভাসি। রোচনং।

তাং। ত্বাং। উষঃ। বসুঽযবঃ। গীঃঽভিঃ। কণ্বাঃ। অহূষত॥ ৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'ব্যুচ্ছন্তী' (অজ্ঞানান্ধকারং বিদূরয়ন্তী) ত্বং 'হি' (খলু) 'রশ্মিভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং জগৎ, প্রাণিজাতং) 'রোচনং' (প্রকাশযুক্তং, জ্ঞানাকরণাধিত—কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'আভাসি' (সমন্তাৎ প্রকাশসে, প্রজ্ঞানসম্পন্নং করোষি ইতি ভাবঃ); তস্মাৎ 'তাং' (তাদৃশীং) 'ত্বাং' (দেবীং) 'বসূয়বঃ' (পরমধনাকাঙ্ক্ষিণঃ) 'কণ্বাঃ' (মেধাবিনঃ, অকিঞ্চনাঃ, দীনাৎদীনাঃ—বয়মিতি ভাবঃ) 'গীর্ভিঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'অহূষত' (স্তুবন্তি)। জ্ঞানদায়িনিকে হে দেবি! ত্বং সংসারাৎ অন্তরে সপ্রকাশো ভবসি। তাদৃশী ত্বং অকিঞ্চনান্ অস্মান্ কৃপাং কুরু। ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৪৯সূ—৪ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আপনি অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া আপনার জ্ঞান-কিরণ-দ্বারা সংসারের সকল প্রাণিকে প্রজ্ঞানসম্পন্ন করেন; সেই জন্যই তাদৃশী গুণান্বিতা আপনাকে পরমধনাকাঙ্ক্ষী

মেধাবিগণ (অথবা, অকিঞ্চনগণ—আমরা) স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা স্তব করেন (স্তব করি)। (ভাব এই যে,—অজ্ঞাননাশিকা দেবী সকলেরই অন্তরে আপনিই প্রকাশমানা হয়েন; সেই দেবী অকিঞ্চন আমাদিগকে কৃপা করুন)॥ (১ম—৪৮সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ। ব্যুচ্ছন্তী তমো বর্জয়ন্তী ত্বং রশ্মিভিঃ স্বকীয়ৈস্তেজোভির্বিশ্বং সর্বং ভূতজাতং রোচনং রোচমানং প্রকাশযুক্তং যথা ভবতি তথা ভাসি। আ সমন্তাৎ প্রকাশয়সি। কিঞ্চ তস্মাদেবং তস্মাত্তাং তাদৃশীং ত্বাং বসূয়বো বসুকামাঃ কণ্বা মেধাবিন ঋত্বিজঃ কণ্বগোত্রোৎপন্না বা মহর্ষয়ো গীর্ভিঃ স্তুতিলক্ষণৈর্বাগ্ভির্জরন্তে। স্তুবন্তি ইত্যর্থঃ। কণ্ব ইতি মেধাবিনাম।। কণ্ব ঋভুরিতি তন্নামসু পাঠাৎ॥

আ ভাসি। ভা দীপ্তৌ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। সিপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। কি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। তিঙি চোদাত্তবতীতি গতেরনুদাত্তত্বং। রোচনং। রুচ দীপ্তৌ। অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেরিতি যুচ্। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। বসূয়বঃ। বসু ধনমাত্মন ইচ্ছন্তঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। অকৃৎসার্বধাতুকয়োরিতি দীর্ঘঃ। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। গীর্ভিঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। কণ্বাঃ। কণ শব্দার্থঃ। অশিপ্রুষলটিকণিখটিবিশিভ্যঃ ক্বন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। জরন্ত। রেফ এত্ব লুপ্তি হবঃ সম্প্রসারণবিভাষুবৃত্তৌ

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষঃ! আপনি তমো বর্জন করিয়া স্বকীয় রশ্মিরাশি সমস্ত ভূতসমূহকে প্রকাশযুক্ত করিয়া সম্যকরূপ দীপ্যমান্ হইয়া থাকেন। যেহেতু আপনি এইরূপ, সেই হেতুই ধনপ্রার্থী মেধাবী ঋত্বিকগণ অথবা কণ্বগোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা আপনাকে স্তব করিয়া থাকেন। কণ্ব ইহা মেধাবিনাম। তন্নামসমূহ মধ্যে কণ্ব মেধাবী এইরূপ পাঠ আছে।

আভাসি। দীপ্ত্যর্থ 'ভা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অদাদিত্ব-হেতু 'শপে'র লুক্ হইয়াছে॥ 'সিপে'র 'পিত্ত্ব'-হেতু অনুদাত্ত-বিষয় ধাতুস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'কিচ' এই নিয়মানুসারে 'গতির' অনুদাত্ত হইয়াছে। রোচনং। দীপ্ত্যর্থক 'রুচ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ' এই নিয়মানুসারে 'যুচ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'চিত' এই সূত্রানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বসূয়বঃ। আত্মসম্বন্ধে বসু অর্থাৎ ধনকে ইচ্ছা করেন—এই বাক্যে 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' এই নিয়মানুসারে ক্যচ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অকৃৎ সার্বধাতুকয়োঃ' এই নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। 'ক্যাচ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'উ' প্রত্যয় হইয়াছে। গীর্ভিঃ। 'সাবেকাচ' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্ত হইয়াছে। কণ্বাঃ॥ 'কণ' অর্থ শব্দ। 'অশিপ্রুষলটিকণি' এই [illegible]নুসারে 'ক্বন্' প্রত্যয় হইয়াছে। নিত্-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। জরন্ত। '[illegible]' [illegible] 'স্তুহ' বিভক্তিতে হ্র' আদেশ এবং 'সম্প্রসারণ' এই নিয়মের অনুবৃত্তিহেতু

বচনাৎ -হুঙ্কনীতি সম্প্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বে হল ইতি দীর্ঘত্বং। চেুঃ সিচ্।, একাচ ইটাট্ প্রতিষেধঃ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধের'নিত্যাত্ব'দ্ গুণাভাবঃ॥ (১ম—৪৯সূ—৪ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে ষষ্ঠী বর্গঃ॥ ১৪৬॥

চতুর্থ (৫৮৫) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

এ ঋকের প্রচলিত অর্থে, ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম যে কি—তাহা উপলব্ধি হয় না। নিম্নে ঋকের দুইটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা হইতে প্রার্থনা-পক্ষে এই ঋকে কি ভাব পাওয়া যাইতে পারে, পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। সে অনুবাদ দুইটি এই;—

(১) "হে উষাদেবতে আপনি স্বীয় তেজঃ দ্বারা অন্ধকার বিনাশ করিয়া সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছেন, অতএব বশ্বংশীয় মেধাবী ঋত্বিক সকল আপনাকে স্তুতিবাক্য দ্বারা স্তব করেন।"

(২) "হে উষা। তুমি অন্ধকার বিনাশ করিয়া রশ্মি দ্বারা জগৎকে প্রকাশ কর, কণ্বপুত্রগণ ধনপার্থী হইয়া তোমাকে স্তুতিবচন দ্বারা স্তব করিয়াছে।"

উভয় প্রকার ব্যাখ্যাতেই উষাকালের প্রতি লক্ষ্য আছে; সুতরাং প্রার্থনার মর্ম্ম পরিস্ফুট হয় নাই। পরন্তু কি কারণে কি প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তাহারও ভাব-সঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমরা এই মন্ত্রের যে ভাব যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা পরিস্ফুট আছে বলিয়া মনে করি। তথাপি তদ্বিষয় সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। এই মন্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে হইলে, মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী শব্দের মর্ম্মার্থ পরিগ্রহণ প্রথম আবশ্যক হইবে। সেই সূত্রে, মন্ত্রের অন্তর্গত 'কৃচ্ছন্তী,' 'রশ্মিভিঃ,' 'রোচনং,' 'আভাসি' 'বসূয়বঃ' ও 'কণ্বাঃ' প্রভৃতি পদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হওয়া প্রয়োজন। তাহাতেই মন্ত্রার্থ

'গ্রহিজ্যাদি হলঃ' এই সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। 'পরপূর্ব্বত্বে হল' এই নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। 'চ্লে সিচ্' এই সূত্রানুসারে 'সিচ্' প্রত্যয় হইয়া একাচ' এই সূত্র 'ইটে'র প্রতিষেধ হইয়াছে। সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্বহেতু 'গুণ' হয় নাই॥ (১ম—৪৯সূ ৪ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৪৬॥

বিপন্ন হইয়া আসিবে। ঐ সকল শব্দের, বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি; আবারও কিছু বলিতেছি। 'ব্যুচ্ছন্তী' পদের সাধারণ অর্থ 'তমোনাশ করিয়া।' কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ পদে অজ্ঞানতা-রূপ তমোনাশের বিষয়ই প্রখ্যাত হইয়াছে। 'রশ্মিভিঃ' পদে 'জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা' অর্থ আসে। 'রোচনং' পদে 'প্রকাশান্বিত করার' ভাব প্রাপ্ত হই। তাহা হইতে 'জ্ঞান কিরণান্বিত' হওয়ার প্রসঙ্গই আসিয়া থাকে। 'আভাসি' পদে 'সমস্তাৎ প্রকাশ করার অর্থাৎ প্রজ্ঞান সম্পন্ন করার' প্রার্থনাই ব্যক্ত হয়। এইরূপে, মন্ত্রের প্রথমাংশে ("উষঃ ব্যুচ্ছন্তী" হইতে "রোচনং আভাসি" অংশে) ভাব দাঁড়ায়,—'হে দেবি। আপনি জীবের অজ্ঞানতা দূর করিয়া জীবকে জ্ঞান সম্পন্ন করেন।' এ পক্ষে, এই অংশ দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক। তার পর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনার প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ অংশের "বসূনবঃ" পদে সাধনার ধনের কামনা প্রকাশ পায় নাই। উহাতে পরমধনের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশমান্। "কণ্ব" পদে বিবিধ অর্থে ভাবসঙ্গতি অব্যাহত থাকে। এতদনুসারে মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'জীবের অজ্ঞানতা নাশ করাই যে দেবতার কার্য্য, সেই দেবতা আমাদিগকে কৃপা করুন।'

জ্ঞানদাত্রী দেবীর নিকট কোন্ প্রার্থনা সঙ্গত? যাহা সঙ্গত, সেই অজ্ঞানান্ধকার-নাশের এবং জ্ঞানালোক-প্রকাশের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞান স্বতঃই মানুষের হৃদয়ে প্রকাশ পাইবার জন্য যত্নশীল হয়।—ইহা জ্ঞানের সাধারণ ধর্ম্ম। মানুষ হেলায় জ্ঞানের সে উদ্বোধনায় উপেক্ষা করে। এখানে প্রার্থীর প্রাণে সেই ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রার্থী তাই যেন কহিতেছেন,—'দেবি! আপনি স্বতঃ-প্রকাশশীলা। আমাদিগের কর্ম্মসামর্থ্য তেমন কিছুই নাই যে, আপনাকে আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। আমাদিগের একমাত্র ভরসা,—আপনার সেই স্বতঃপ্রকাশশীলা মহিমা। অকিঞ্চন আমাদিগের এই স্তবে তুষ্ট হইয়া, আপনি সেই মহিমা বিস্তার করুন;—আমাদিগের অজ্ঞানতা নাশ করিয়া আমাদিগকে জ্ঞান দান করুন।' এই ভাব এই প্রার্থনা লইয়াই মন্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—৪৯সূ—৪ঋ)।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। নবমোঽনুবাকঃ। পঞ্চাশং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। সপ্তমাষ্টমৌ দ্বৌ বর্গৌ।

পঞ্চাশং-সূক্তং।

এই সূক্তের ত্রয়োদশ-সংখ্যক ঋক্ত্রয়, ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা-বন্দনায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। ঋগ্বেদীর সন্ধ্যায় সূক্তের সকল মন্ত্রগুলিই প্রযুক্ত হয়। সামবেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যায় কেবল প্রথম মন্ত্রটীর ("উদু ত্যং জাতবেদসং" ইত্যাদি মন্ত্রের) প্রয়োগ আছে।

কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, এই নিত্য-ব্যবহার্য্য মন্ত্র-কয়েকটীরও অর্থ-বিকৃতি পরিদৃষ্ট হয়। যাহার উদ্দেশ্যে মন্ত্র-কয়েকটী প্রযুক্ত, তাঁহার স্বরূপ কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তাহা লইয়াই মত-বিরোধ ঘটিয়া থাকে। শ্রীমৎ সায়ণাচার্য্য এই সূক্তের ঋক্ কয়েকটীর যেরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রহেলিকার উপর প্রহেলিকা আসিয়া উপস্থিত হয়। মন্ত্র কয়েকটী সূর্য্য দেবতা বিষয়ক। তাঁহার ব্যাখ্যায়, সেই দেবতা কখনও পরমাত্মারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, কখনও বা সে ব্যাখ্যা হইতে হস্তপদাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তিমান পুরুষকে কল্পনা করা যাইতে পারে, কখনও বা সেই দেবতা পরিদৃশ্যমান্ জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য-রূপেই সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকেন। ফলতঃ, মন্ত্রের পর মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, অর্থ-সঙ্গতির পৌর্ব্বাপৌর্ব্য-রক্ষার কোথাও কোনও প্রয়াস নাই। যেন বিচ্ছিন্ন বিপরীত ভাবাপন্ন মন্ত্র-কয়েকটী অস্ফুট-জ্ঞান অজ্ঞজন কর্তৃক গ্রথিত বা উচ্চারিত হইয়াছিল,—মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা-সকল দেখিলে তাহাই মনে আসে।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে এই মন্ত্রগুলি যে অস্ফুট-জ্ঞান অজ্ঞজনের উক্তি, তাহা প্রমাণ করিবার পক্ষে, চতুর্থ মন্ত্রের ভাষ্যের ও প্রচলিত অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—সূর্য্য গতিশীল। মূলে 'তরণি' পদ আছে। তাহা হইতেই ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—সূর্য্য দ্রুত গতিতে গমন করেন; এমন কি, এ পক্ষে স্মৃতির প্রমাণ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—সূর্য্য অর্দ্ধ নিমিষে ২২০২ যোজন পথ পরিভ্রমণ করেন। সূর্য্য গতিশীল, সূর্য্যের উদয়াস্তে সূর্য্য ঘুরিতেছেন—এরূপ সিদ্ধান্ত, অজ্ঞ সমাজেরই নিদর্শন। যাঁহারা বেদকে সে দৃষ্টিতে দেখিবেন,

শ্রদ্ধায় তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ ঐ রূপ নহে; সায়ণের ভাষ্যেও সে ভাব যে না পাওয়া যায়, তাহা নহে। অপিচ, আমাদিগের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের সেই নিগূঢ় লক্ষ্যই প্রকটিত দেখিবেন।

এইরূপ, সূর্য্যদেব বলিতে যে শরীরধারী কোনও প্রাণীকে বা পুরুষকে বুঝাইতেছে,—প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তাহাও লক্ষ্য করুন। সূর্য্যের রথ আছে, হরিত নামক সাতটি অশ্বে তাঁহার সে রথ বহন করে, যোজিত সেই অশ্ব-সকল দ্বারা তিনি যজ্ঞগৃহে গমন করেন;—অষ্টম ও নবম মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে এইরূপ ভাব প্রকাশমান্ আছে। সূর্য্য রোগনাশ করেন, শত্রুনাশ করেন, অন্তরিক্ষ লোকে গতাগতি করিয়া থাকেন,—তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ আরও বিবিধ উক্তি ব্যাখ্যাদিতে দেখিতে পাই। এক পক্ষে এই ভাব; অন্যপক্ষে, সায়ণের ভাষ্যেই আবার দুই একটী মন্ত্রের প্রসঙ্গে তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া প্রখ্যাত করা হইয়াছে। ফলতঃ, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সূক্তকয়েকটীর অর্থের সামঞ্জস্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিতেছি—সে দৃষ্টিতে দেখিলে, সকল মন্ত্রই এক অভিন্ন সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। বেদমন্ত্রের ইহাই বিশিষ্টতা—ইহাই বৈচিত্র্য। আমাদিগের কৃত এক একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিশদার্থ আলোচনা করিয়া দেখুন; কি ভাবের মধ্যে কি তত্ত্ব বিকাশমান্ রহিয়াছে, আপনিই বুঝিতে পারা যাইবে।

পঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

উদুত্যমিতি ত্রয়োদশর্চ্চং সপ্তমং সূক্তং প্রস্কণ্বস্যার্ষং সূর্য্যদেবত্যং। আদৌ নব গায়ত্র্যঃ শিষ্টাশ্চতস্রোহনুষ্টুভ ইত্যুক্তং। তথাচানুক্রান্তং। উদু ত্যং সপ্তোনা সৌর্য্যং নবাদ্যা গায়ত্র্য ইতি। আশ্বিনশস্ত্রে সৌর্য্যে ক্রতাবুদুত্যমিত্যাদয়ো নবর্চ্চঃ শংসনীয়াঃ। সংহিতেষ্বাশ্বিনায়েতি খণ্ডে সূত্রিতং। সূর্য্যো নো দিবঃ উদু ত্যং জাতবেদসমিতি নব। আং ৬।৫। ইতি।

তত্র প্রথমামৃচমাহ।

পঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

সপ্তমসূক্তে (নবম অনুবাকের) 'উদুত্যং' ইত্যাদি ত্রয়োদশটী ঋক্ আছে। এই সকল ঋকের ঋষি প্রস্কণ্ব, দেবতা সূর্য্য। প্রথম নয়টী ঋকের ছন্দ গায়ত্রী, অবশিষ্ট চারিটীর ছন্দ অনুষ্টুভ্। এ বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে;—"উদু ত্যং সপ্তোনা সৌর্য্যং নবাদ্যা গায়ত্র্য ইতি।" আশ্বিনশস্ত্র-বিষয়ে সূর্য্য-সম্বন্ধি ক্রতুতে 'উদু ত্যং' ইত্যাদি নয়টী ঋক্ উচ্চারণীয়। 'সংহিতেষ্বাশ্বিনায়' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে; যথা,—'সূর্য্যো নো দিব উদুত্যং জাতবেদসমিতি নব।" (আ০ ৬.৫।) ইতি। তাহারই এই প্রথমা ঋক কথিত হইতেছে।

অথর্ব্ববেদস্য সংবাদরূপকে পঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রস্কণ্ব ঋষি। গায়ত্রং অনুষ্টুপ্ চ ছন্দঃ। সূর্য্যো দেবতা। আশ্বিনশস্ত্রে সৌর্য্যে ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

• •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।

দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। উং ইতি। ত্যং। জাতঽবেদসং। দেবং। বহন্তি। কেতবঃ।

দৃশে। বিশ্বায়। সূর্য্যং ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কেতবঃ' (প্রজ্ঞাপকাঃ, জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'বিশ্বায়' (সর্ব্বস্মৈ দেবভাবায়) 'দৃশে' (দ্রষ্টুং) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'জাতবেদসং' (সর্ব্বজ্ঞং, ধনপতিং) 'দেবং' (দ্যোতমানং) 'সূর্য্যং' (জ্যোতিঃস্বরূপং ব্রহ্ম, পরমাত্মানং) 'উদ্বহন্তি' (উদ্ধং বহন্তি, সাধকস্য সহস্রারে প্রকাশয়ন্তি)। জ্ঞানসাহায্যেন সাধবো ভগবৎস্বরূপং অনুভবং কুর্ব্বতে। (১ম—৫০সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানরশ্মিসমূহ, সমস্ত দেবভাবের দর্শন নিমিত্ত, সেই প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ (অথবা ধনপতি) দ্যোতমান্ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে (পরমাত্মাকে) সাধকের সহস্রার পদ্মে প্রকাশিত করিয়া থাকে। (ভাব এই যে, জ্ঞানসাহায্যেই সাধুগণ ভগবানের স্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন) ॥ (১ম—৫০সূ—১ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

কেতবঃ প্রজ্ঞাপকাঃ সূর্য্যাখ্যাঃ। যদ্বা সূর্য্যরশ্ময়ঃ সূর্য্যং সর্ব্বস্য প্রেরকমাদিত্যমুদু বহন্তি। ঊর্দ্ধং বহন্তি। উং ইতি পাদপূরণঃ। ছান্দসো মকারলোপঃ। তথা চ। মিতাক্ষরেষনর্থকাঃ কমীমিদ্বিতি। কিমর্থং। বিশ্বায় বিশ্বস্মৈ ভুবনায় দৃশে দ্রষ্টুং। যথা সর্ব্বে জনাঃ সূর্য্যং পশ্যন্তি তথোর্দ্ধং বহন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং সূর্য্যং। তং প্রসিদ্ধং জাতবেদসং। জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং জাতধনং বা। দেবং। দ্যোতমানং। অত্র নিরুক্তং। উদ্বহন্তি তং জাতবেদসং দেবমশ্বাঃ কেতবো রশ্ময়ো বা সর্ব্বেষাং ভূতানাং সন্দর্শনায় সূর্য্যং। নি০ ১২।১৫। ইতি॥

জাতবেদসং। জাতানি বেত্তীতি জাতবেদাঃ। গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেত্যসুন পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ। দৃশে। দৃশে বিখ্যে চেতি তুমর্থে নিপাতিতঃ। সূর্য্যং। রাজসূয়সূর্য্যেত্যাদিনা ষূ প্রেরণ ইত্যস্মাৎ ক্যপি রুডাগমসহিতো নিপাতিতঃ। অতঃ প্রত্যয়স্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৫০সূ—১ঋ)॥

প্রথম (৫৮৬) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের অর্থ হয়,—'প্রজ্ঞাপক সূর্য্যাশ্বগণ অথবা সূর্য্য-কিরণসমূহ, সকলের (স্ব স্ব কর্ম্মে) প্রেরক আদিত্যদেবকে ঊর্দ্ধদেশে বহন করিয়া থাকে। কি জন্য বহন করিয়া থাকে? না—সমগ্র ভুবনের

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞাপক সূর্য্যের অশ্বসমূহ অথবা সূর্য্যের রশ্মিসমূহ সর্ব্বপ্রেরক সূর্য্যকে ঊর্দ্ধে বহন করিয়া থাকে। ('উং' ইহা পাদপূরণার্থক; ছান্দস-হেতু 'ম'-কারের লোপ হইয়াছে। এ বিষয়ে উক্তি আছে,—'মিতাক্ষরেষনর্থকাঃ কমীমদ্বিতি।') কি জন্য বহন করে? বিশ্বস্থ জনসমূহের দর্শনের জন্য। যাহাতে জনসমূহ সূর্য্যকে দেখিতে পায়, সেই ভাবে সূর্য্যকে ঊর্দ্ধে বহন করিয়া থাকে। সূর্য্য কি প্রকার? প্রসিদ্ধ, জাত প্রাণিবর্গের বেত্তা, জাতপ্রজ্ঞঃ অথবা জাতধন, এবং দীপ্তিমান্। এইস্থলে নিরুক্ত বলিয়াছে—'অশ্বসমূহ অথবা রশ্মিসমূহ সর্ব্বভূতের সন্দর্শনার্থ সেই জাতবেদা সূর্য্যকে ঊর্দ্ধে বহন করিয়া থাকে।' (নি০ ১২।১৫)।

জাতবেদসং। জাত অর্থাৎ প্রাণিসমূহকে জানেন—এই বাক্যে 'জাতবেদাঃ' পদ হয়। 'গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বঞ্চ' এই নিয়মানুসারে 'অসুন্' প্রত্যয় ও পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। দৃশে। 'দৃশে বিখ্যে চ' এই নিয়মানুসারে তুমর্থে নিপাতন-সিদ্ধ। সূর্য্যং। 'রাজসূয়সূর্য্য' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা প্রেরণার্থক 'ষূ' ধাতুর উত্তর 'ক্যপ্' প্রত্যয় করিয়া রুডাগমের সহিত নিপাতন সিদ্ধ হইয়াছে। এই হেতু অনুদাত্ত-বিধায়ে ধাতুস্বরের সহিত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৫০সূ—১ঋ)॥

দর্শন নিমিত্ত (অর্থাৎ সকল লোকই যাহাতে সূর্য্যদেবকে দেখিতে পায়, সেই জন্য)। সূর্য্যদেব কিরূপ? না—প্রসিদ্ধ, প্রাণিসমূহের বিজ্ঞাতা বা জাতপ্রজ্ঞ অথবা জাতধন।' ভাষ্যকারের এই অর্থকেও আবার আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। *

আমরা কিন্তু এ মন্ত্রটীর মধ্যে অন্য এক মহান্ উচ্চ ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি। 'কেতবঃ' পদের অর্থ, ভাষ্যকারের মতে, প্রজ্ঞাপক সূর্য্যাশ্ব। ভাষ্যকার 'সূর্য্যের ঘোটক' অর্থ (ঋগ্বেদের অনেক স্থানে) গ্রহণ করেন। এখানে অশ্ব অথবা রশ্মি দুই অর্থই আমনন করিয়াছেন। আমরা ঐ পদের অর্থ বরাবরই 'প্রজ্ঞাপক জ্ঞানরশ্মিসমূহ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। এস্থলে প্রজ্ঞাপক শব্দ জ্ঞানকিরণেরই পূর্ণদ্যোতক। 'দৃশে বিশ্বায়' পদে সায়ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—'সমগ্র ভুবনের দর্শন-নিমিত্ত।' কিন্তু ভুবনের কি দর্শন করিবার নিমিত্ত? কোনও বিশিষ্ট ভাব উহার অন্তর্নিহিত নাই কি? আমরা বলি, সে ভাব—সমগ্র দেবভাবের দর্শন জন্য। জ্ঞান-সাহায্যেই দেবভাব পরিদৃষ্ট হয়,—জ্ঞানই মানুষকে দেবত্বের অধিকারী করে। "দৃশে বিশ্বায়" পদদ্বয়ে এই তত্ত্বই প্রকটিত। মন্ত্রস্থিত অন্যান্য পদগুলির ভাষ্যানুসারী অর্থই আমরা গ্রহণ করি। কেবল, 'সূর্য্য' শব্দের অর্থ আমরা 'জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি।

এখানে নানা আপত্তির কথা উঠিতে পারে। ব্যাখ্যাকারগণ বলিতে পারেন,—'সূর্য্য' পদে যে পরমাত্মাকে বুঝায়—এ প্রমাণ কোথাও নাই। সেই ধারণা লইয়াই বেদের ব্যাখ্যাদি চলিয়া থাকে; সুতরাং এ প্রসঙ্গে বিতর্ক অপরিহার্য্য। অতএব, এখানে দুই একটী প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। প্রথম প্রমাণ—সায়ণাচার্য্য। 'সূর্য্য' পদে যে পরব্রহ্মকে বা

---

* ব্যাখ্যাকারগণ, এ মন্ত্রটীর যেরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে আমরা নিম্নে দুইটী অর্থ প্রদান করিলাম। যথা;—"অশ্বরূপ রশ্মিসকল জন্তুমাত্রের প্রবুদ্ধকারী সূর্য্য নামে প্রসিদ্ধ সেই অগ্নিদেবতাকে নিরন্তর ঊর্দ্ধে বহন করিতেছেন। তাহাতেই এই বিশ্বচরাচর দৃষ্ট হইতেছে।" (২) "যেরূপে ভুবনস্থ সকল লোক দেখিতে সমর্থ হয়, সূর্য্যের রশ্মি বা ঘোটক-সমূহ প্রাণিসকলের বিজ্ঞাতা জ্যোতিষ্মান্ সেই প্রসিদ্ধ সূর্য্যকে সেই প্রকারে ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে অর্থাৎ লইয়া যাইতেছে।"

পরমাত্মাকে বুঝাইতে পারে, তাঁহার ভাষ্যেও, হয় তো বা তাঁহার অলক্ষিত ভাবেই, সে তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রথম মন্ত্রে যদিও তিনি সে ভাব পরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু চতুর্থ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সে ভাব স্পষ্টতঃ পরিব্যক্ত। সেখানে তিনি লিখিয়াছেন,—"হে সূর্য্য। অন্তর্য্যামি-তয়া সর্ব্বস্য প্রেরক পরমাত্মন্" ইত্যাদি। এইরূপ দশম ঋকের ব্যাখ্যাতেও বুঝা যায়, তিনি সূর্য্যকে পরমাত্মা-রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, তাঁহার বর্ণনায়, সূর্য্য পদে এক পক্ষে যেমন দৃশ্যমান্ তেজপুঞ্জ-রূপ সূর্য্যকে বুঝাইয়াছে এবং সে সম্পর্কে নানা ভ্রম-ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে; অন্যপক্ষে তেমনই আবার, ঐ পদে দৃষ্টির অগোচর ধ্যান-ধ্যারণার বিষয়ীভূত বা তাহারও অতীত পরমাত্মাকে বা পরব্রহ্মকেও দ্যোতনা করিয়াছে। সায়ণের দুই রূপ মত বলিয়া এবং তাঁহার শেষোক্ত মতে আমাদিগের আস্থা-হেতু, আমাদিগের ব্যাখ্যায় কেহ বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারেন। সুতরাং এ পক্ষে সায়ণেরও অবলম্বন-স্থানীয় নিঘণ্টু-নিরুক্ত হইতে যদি কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হই, তাহা অবশ্যই উপেক্ষণীয় হইতে পারিবে না।

আমরা দেখিতে পাই, 'সূর্য্য' পদের প্রতিবাক্যে 'নিঘণ্টু'-শাস্ত্রে তিনটী পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা;—

(১) "সূর্য: সর্ত্তের্বা," (২) "সুবতের্ব্বা" (৩) "স্বীর্য্যতের্ব্বা।"

যাঁহাতে স্থিতি, যাঁহা হইতে উৎপত্তি, যাঁহাতে গতি বা লয়,—তিনিই সূর্য্য।

এ পক্ষে সূর্য্য-পদে সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়-কারণ ভগবানকেই যে বুঝাইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। অপিচ, এই উপলক্ষে আলোচ্য মন্ত্রটীই ("উদু ত্যং জাতবেদসং" ইত্যাদি মন্ত্রই) নিঘণ্টু প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সেখানে বেদেরই এক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। সে প্রমাণ; যথা,—

"চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ॥
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও—সায়ণের লক্ষ্য যদিও দৃশ্যমান্ সূর্য্যের প্রতি

প্রখ্যাপিত বটে; কিন্তু তাঁহার সেই ব্যাখ্যার মুখেই মন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—

"ঈদৃগ্‌ভূতমণ্ডলান্তর্বর্ত্তী সূর্য্যোহন্তর্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরকঃ পরমাত্মা জগতো জঙ্গমস্য তস্থুষঃ স্থাবরস্য আত্মা স্বরূপভূতঃ। স হি সর্ব্বস্য স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য কার্য্যবর্গস্য কারণং।"

ইহাতে কোন্ বস্তুর প্রতি লক্ষ্য পড়ে, সহজেই বুঝা যায় না কি? যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মারূপে বিদ্যমান, তিনিই সূর্য্য। তিনি সকলেরই উৎপত্তির কারণ, তিনি সকলেরই রক্ষক স্থানীয়, তিনি সকলেরই লয়-স্থান। ব্রাহ্মণেও এ বিষয় এইরূপ প্রখ্যাত আছে; যথা,— "য এষ সূর্য্য আত্মা জগৎস্তস্থুষশ্চেতি এতদিহৈবোপক্ষং।" এইরূপেই বুঝা যায়, 'সূর্য্য' বলিতে এখানে কোন্ বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসিতেছে। অবশ্য বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন দৃষ্টিতে সূর্য্য-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রখ্যাত ও প্রচলিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থই শাস্ত্র-সম্মত ও ভাব-সঙ্গত এবং উন্নত-স্তরের সাধকের পরিগৃহীত।

এই মন্ত্র সম্বন্ধে আর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। "উদু ত্যং জাতবেদসং" ইত্যাদি মন্ত্রটী সামবেদের আগ্নেয়-পর্ব্বের মধ্যে আছে। তদনুসারে প্রশ্ন উঠে,—আগ্নেয় পর্ব্বের মধ্যে সূর্য্যাত্মক মন্ত্র কিরূপে সুসঙ্গত হইতে পারে? উত্তরে সায়ণ বলিয়াছেন,—'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' এই ন্যায়ানুসারে এখানে সূর্য্যাত্মক মন্ত্রও তদীয় বলিয়া গণ্য; অর্থাৎ— 'ছত্রিগণ গমন করিতেছে' বলিলে, তন্মধ্যস্থিত কাহারও যদি ছত্র না থাকে, সেও যেমন ছত্রিরূপে গণ্য হয়, তদ্রূপ; এবং 'প্রাণভৃত উপদধাতি' এস্থলে অগ্ন্যাধান-সম্বন্ধীয় ইষ্টকোপাধান বিধিতে প্রথম মন্ত্রে প্রাণ শব্দের গ্রহণ থাকায়, জৈমিনির 'সমবায়াৎ' সূত্রানুসারে যেমন তৎসন্নিযুক্ত অপর মন্ত্রও 'প্রাণভৃৎ' শব্দের লক্ষ্য, ইহাও সেইরূপ। ইহাতে কষ্টকল্পনা দ্বারা এই মন্ত্রের আগ্নেয়ত্ব সমর্থিত হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের মতে এরূপ কষ্টকল্পনা করিবার আবশ্যক করে না। এ মন্ত্র যজুর্ব্বেদেও একাধিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত দেখি। তাহাতেও দৃশ্যমান 'সূর্য্য' অর্থ গ্রহণ করা যায় না। পরব্রহ্মের সূর্য্যরূপ বিভূতিতেই জ্যোতির পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাই তিনি পূর্ণব্রহ্ম রূপে

পরিকল্পিত হন। এ পক্ষে মন্ত্রস্থিত বিশেষণ-পদ-কয়েকটীরও বেশ সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। তাহাতে আলোচ্য মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে,—'সাধক যখন শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, তখন তিনি সেই জ্ঞান-সাহায্যে পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ শিরস্থিত সহস্রার-পদ্মে দেখিতে পান; এবং সেই পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ প্রভাবে তাঁহার সমস্ত দেবভাব স্বতঃই অধিগত হইয়া থাকে।' যেদিক দিয়াই বিচার করুন, আমরা মনে করি, মন্ত্র এই তত্ত্বই বিবৃত করিতেছে। (১ম—৫০সূ—১ঋ)।

——•——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশং-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ।

সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥ ২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অপ। ত্যে। তায়বঃ। যথা। নক্ষত্রা। যন্তি। অক্তুঽভিঃ।

সূরায়। বিশ্বঽচক্ষসে ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অক্তুভিঃ' (রাত্রিভিঃ সহ, সূর্য্যোদয়ে রাত্র্যপগমে ইতি ভাবঃ) 'নক্ষত্রা' (নক্ষত্রাণি) 'যথা' (যদ্রূপেণ) 'অপ যন্তি' (অপ গচ্ছন্তি, অদৃশ্যা ভবন্তি), 'বিশ্বচক্ষসে' (সর্ব্বদ্রষ্টুঃ) 'সূরায়' (জ্ঞানসূর্য্যস্য উদয়ে ইতি যাবৎ) 'ত্যে' (প্রসিদ্ধাঃ, অজ্ঞানতামধ্যগতা অসদ্বৃত্তি-প্রভৃতিরূপাঃ) 'তায়বঃ' (দস্যবঃ, সত্ত্বভাবাপহারকা রিপুশত্রবঃ) অপগচ্ছন্তি ইতি শেষঃ। জ্ঞানোদয়েন অজ্ঞানতা দূরী ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫০সূ—২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সূর্য্যোদয়ে রাত্রি অপগত হইতে নক্ষত্রসকল যেমন অদৃশ্য হয়, সর্ব্বদ্রষ্টা জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে অজ্ঞানতা-মধ্যগত অসদ্বৃত্তি-প্রভৃতিরূপ প্রসিদ্ধ দস্যুগণ (রিপুশত্রুগণ) তদ্রূপ অপসৃত হইয়া থাকে। (ভাব এই যে, জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়)॥ (১ম—৫০সূ—২ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্যে তায়বো যথা। প্রসিদ্ধাস্তস্করা ইব নক্ষত্রা নক্ষত্রাণি দেবগৃহরূপাণি। দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রানীতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যদ্বা। ইহ লোকে কর্ম্মানুষ্ঠায় যে স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি তে নক্ষত্ররূপেণ দৃশ্যন্তে। তথা চ শ্রূয়তে। যো বা ইহ যজতেঽমুং লোকং নক্ষতে তন্নক্ষত্রানাং নক্ষত্রত্বমিতি। যদ্বা তেষাং সুকৃতিনাং জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণ্যুচ্যন্তে। সুকৃতাং বা এতানি জ্যোতীংষি যন্নক্ষত্রাণীত্যাম্নানাৎ। যাস্কস্ত্বাহ। নক্ষত্রাণি নক্ষতের্গতিকর্ম্মণোনেমানি ক্ষত্রাণীতি চ ব্রাহ্মণং। নি০ ৩।২০। ইতি। তথাবিধানি নক্ষত্রাণ্যক্তুভী রাত্রিভিঃ সহাপয়ন্তি। অপগচ্ছন্তি। বিশ্বচক্ষসে। বিশ্বস্য সর্ব্বস্য প্রকাশকস্য সূর্য্যায় সূর্য্যস্যাগমনং দৃষ্ট্বেতি শেষঃ। তস্করা নক্ষত্রাণি চ রাত্রিভিঃ সহ সূর্য্য আগমিষ্যতীতি ভীত্যা পলায়ন্ত ইত্যর্থঃ॥ তায়ুরিতি স্তেননাম। তায়ুস্তস্কর ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। অক্তুরিতি রাত্রিনাম। শর্ব্বর্য্যক্তুরিতি তত্র পাঠাৎ॥

যথা। যথেতি পাদান্ত ইতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। নক্ষত্রা। নক্ষ গতৌ। অমিনক্ষিযজিবধিপতিভ্যোঽত্রন্নিত্যত্রন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। নভ্রাণ্‌নপাদিত্যত্রবৃত্তৌ স্থেবমুক্তং। ন

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

"ত্যে তায়বো যথা" অর্থাৎ প্রসিদ্ধ তস্করের ন্যায় নক্ষত্রসমূহ। নক্ষত্রসমূহ দেবগৃহস্বরূপ; শ্রুত্যন্তরে উক্ত হইয়াছে—"দেবগৃহাবৈ নক্ষত্রানি"; অথবা, ইহলোকে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যাহারা স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, তাহারা নক্ষত্ররূপে দৃষ্ট হয়। শ্রুতিতে আরও আছে—"যো বা ইহ যজতে-ঽমুং লোকং নক্ষতে তন্নক্ষত্রানাং নক্ষত্রত্বং" ইতি; অথবা, সেই সুকৃতীগণের জ্যোতিঃসমূহ নক্ষত্র বলিয়া কথিত হয়। যাহা নক্ষত্র বলিয়া কথিত হয়, তাহা সুকৃতীগণেরই জ্যোতিঃ। যাস্ক বলিয়াছেন,—"নক্ষত্রাণি নক্ষতের্গতিকর্ম্মণো নেমানি ক্ষত্রানীতি চ ব্রাহ্মণং।" (নি০ ৩।২০)। এবম্বিধ নক্ষত্রসকল সর্ব্বলোকপ্রকাশক সূর্য্যের আগমন দেখিয়া রাত্রির সহিত অপগত হয় অর্থাৎ পলায়ন করে। তস্কর নক্ষত্রসকল, সূর্য্য আগমন করিবেন—এই ভয়-প্রযুক্ত রাত্রির সহিত অন্তর্হিত হয়। 'তায়ু' ইহা স্তেন নাম। তন্নামসমূহ মধ্যে 'তায়ু তস্কর' এইরূপ পাঠ আছে। 'অক্তুভিঃ' ইহা রাত্রির নাম। রাত্রিনামমধ্যে 'শর্ব্বরী অক্তু' এইরূপ পাঠ আছে।

যথা। 'যথেতিপাদান্ত' এই নিয়মানুসারে সর্ব্বানুদাত্ত হইয়াছে। নক্ষত্রা। গত্যর্থক 'নক্ষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অমিনক্ষিযজিবধিপতিভ্যোঽত্রন্‌' এই নিয়মানুসারে 'অত্রন্‌' প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিত্'-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'নভ্রাণ্‌নপাৎ' এই স্থানে বৃত্তিতে এরূপই

ক্ষরতি নশ্যতীতি বা নক্ষত্রং। ক্ষীয়তেঃ ক্ষরতের্ব্বা নক্ষত্রমিতি নিপাত্যত ইতি। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। যন্তু ইণ্ গতৌ। ইণো যণিতি যণাদেশঃ। সূরায় বিশ্বচক্ষসে। বিশ্বং চষ্টে প্রকাশয়তি বিশ্বচক্ষাঃ। চক্ষের্বহুলং শিচ্চেত্যসুন্ প্রত্যয়ঃ। শিত্ত্বেন সার্ব্বধাতুকত্বাৎ খ্যাঞ্ আদেশাভাবঃ। উভয়ত্র ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী বক্তব্যেতি চতুর্থী ॥ (১ম—৫০সূ—২ঋ)॥

দ্বিতীয় (৫৮৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের শব্দগত অর্থ-সম্বন্ধে বিশেষ কোনও মতান্তর নাই। তবে প্রচলিত অর্থে উপমাটি যাহার উদ্দেশ্যে যে ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই, মন্ত্রার্থ অনুশীলনে তাহার বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ঋকের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই আমাদিগের বক্তব্য বোধগম্য হইবে। যথা,—

"যে প্রকার প্রসিদ্ধ চোরসকল সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্যদেবের আগমন দেখিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ রাত্রির নক্ষত্রসকল সূর্য্যের আগমনে প্রস্থান করে অর্থাৎ অদৃশ্য হয়।"

আমরা মনে করি, এখানে উদ্দেশ্য-বিধেয় যথাযথ পরিব্যক্ত হয় নাই। 'প্রসিদ্ধ' চোরের পলায়নের সহিত নক্ষত্রের অদৃশ্য হওন—এবম্বিধ উপমায় সার্থকতা দেখা যায় না।

এ পক্ষে, মন্ত্রান্তর্গত 'তো' (তে) পদের সম্বন্ধ পরিগ্রহণ করিলেই ভাবার্থ পরিস্ফুট হয়। "তে তায়বঃ" বলিতে কাহাদিগকে বুঝাইয়া থাকে? সেই প্রসিদ্ধ দস্যু যাহারা? পূর্ব্বাপর সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গেলে, অন্তরস্থ সত্ত্বাপহারক অজ্ঞানতা বা অসদ্বৃত্তি-প্রভৃতিরূপ দস্যুগণের বিষয়ই মনে আসে। উহাদিগের অপেক্ষা প্রসিদ্ধ

উক্ত হইয়াছে। ক্ষরিত হয় না বা ক্ষীণ হয় না—এই বাক্যে নক্ষত্র পদ হয়। 'ক্ষীয়তেঃ ক্ষরতের্ব্বা নক্ষত্রম্' এই নিয়মানুসারে নিপাতনে 'ত্র' প্রত্যয় হইয়াছে। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে 'শি'র লোপ হইয়াছে যন্তু। গত্যর্থক 'ইণ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ইণো যণ্' আদেশ হইয়াছে। সূরায় বিশ্বচক্ষসে। বিশ্বকে প্রকাশ করেন—এই বাক্যে 'বিশ্বচক্ষাঃ' পদ হয়। 'চক্ষের্বহুলং শিচ্চ' নিয়মানুসারে 'অসুন্' প্রত্যয় হইয়াছে। শিত্ত্ব-হেতু সার্ব্বধাতুকত্ব-প্রযুক্ত 'খ্যাঞ্' আদেশ হয় নাই। সূরায় ও বিশ্বচক্ষসে এই উভয় স্থানেই 'চতুর্থী বক্তব্যা' এই নিয়মানুসারে চতুর্থী হইয়াছে। (১ম—৫০সূ—২ঋ)॥

দস্যুই বা আর কে আছে? অতএব, এখানে সদ্ভাবাপহারক দস্যুর বিষয়ই প্রখ্যাত আছে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ 'ত্যে' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এক্ষণে উপমার সার্থকতা অনুধাবন করিয়া দেখুন। অন্ধকার রাত্রিতে নক্ষত্র দীপ্তি পায়। রাত্রি শেষ হইলে, সূর্য্যোদয় হইলে, আর তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইরূপ, হৃদয় যতক্ষণ অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ অসদ্বৃত্তি প্রভৃতি-রূপ দস্যুগণ (রিপুশত্রুগণ) প্রবল হইয়া উঠে। নৈশ অন্ধকারে নক্ষত্র যেমন ঝিকিমিকি করে, আলোক দিতেছে বলিয়া মনে হয়; অজ্ঞান অবস্থায় বিশেষ বিশেষ রিপুরও সেইরূপ চাকৃচিক্য অনুভূত হয়,—উপযোগিতার বিষয়ে ভ্রান্তি আসে। কিন্তু যেই জ্ঞানোদয় হয়, যখনই জ্ঞান-সূর্য্য হৃদয়ে আলোক বিতরণ করেন, তখনই সে সকল দস্যু অন্তরিত হয়,—পলায়ন করে। এ মন্ত্রে এই নিত্য-সত্য তত্ত্বই প্রকটিত আছে।

রাত্রির সহিত নক্ষত্রের অপগমনের উপমায় আর একটু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সূর্য্যোদয়ে নক্ষত্র সূর্য্যের জ্যোতিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; সে আর তখন আপন দীপ্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সেও অদৃশ্য হইয়া পড়ে। এখানে নক্ষত্রগণ যে একেবারে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের অস্তিত্ব যে আদৌ বিদ্যমান্ থাকে না, তাহা নহে। তাহারা মরে না; কিন্তু নিস্তেজ হইয়া থাকে। মনোবৃত্তি সম্বন্ধেও সেই ভাব গ্রহণ করা যায়। বৃত্তির একেবারে ধ্বংস হয় না,—একেবারে তাহারা মরে না; অবসর পাইলে, আবার তাহারা জাগিয়া উঠিতে পারে। রাত্রির পর আবার রাত্রি আসিলে নক্ষত্রগণ যেমন আবার প্রকাশ পায়; অজ্ঞানতার পুনরভ্যুদয়ে অসদ্বৃত্তিসমূহও সেইরূপ আবার জাগিয়া উঠিতে পারে। উপমায় এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'সাবধান! অজ্ঞানতা-রূপ রাত্রি যেন আর না আসে। একেবারে তাহাকে দূর করিয়া দেও। হৃদয়ে জ্ঞান-সূর্য্যকে চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখ। পদস্খলন আর যেন না হয়।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৫০সূ—২ঋ)॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অদৃশ্রমস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু।

ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অদৃশ্রং। অস্য। কেতবঃ। বি। রশ্ময়ঃ। জনান্। অনু।

ভ্রাজন্তঃ। অগ্নয়ঃ। যথা॥ ৩॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যথা' (যেন প্রকারেণ) ভ্রাজন্তঃ' (দীপ্যমানাঃ) 'অগ্নয়ঃ' (অগ্নিশিখাদয়ঃ) সর্ব্বান্ প্রকাশয়ন্তি ইতি শেষঃ ; 'অস্য' (জ্ঞানাধারস্য, পরমাত্মনঃ) 'কেতবঃ' (প্রজ্ঞাপকাঃ) 'রশ্ময়ঃ' (দীপ্তয়ঃ, বিভূতয়ঃ) 'জনান্' (সর্ব্বান্ লোকান্) 'অনু' (অনুক্রমেণ, উদ্দিশ্য) 'বি-অদৃশ্রং' (বিশেষেণ প্রকাশয়ন্তি, অজ্ঞানান্ধকারাৎ উত্তরন্তি)। প্রদীপ্তা অগ্নিশিখা যথা অন্ধকারং নাশয়তি, তদ্বৎ পরমাত্মনো বিভূতয়ো মনুষ্যানাং অজ্ঞানতাং নিদূরয়ন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৫০সূ—৩ঋ)॥

অথবা,

'ভ্রাজন্তঃ' (দীপ্যমানাঃ) 'অগ্নয়ঃ' (বহ্নয়ঃ) 'যথা' তথা 'অস্য' (সর্ব্বান্তর্য্যামিপরম-পুরুষস্য) 'কেতবঃ' (প্রজ্ঞাপকাঃ) 'রশ্ময়ঃ' (দীপ্তয়ো বিভূতয় ইতি যাবৎ) 'জনান্' (অজ্ঞানেন বদ্ধজীবান্) 'অনু' (অংশে হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'বি-অদৃশ্রং' (বিশেষেণ প্রকাশন্তে) ; যথা 'জনান্' (উৎপত্তিশীলান্ মহদাদীন্) 'অনু' (ক্রমেণ) 'ব্যদৃশ্রং' (প্রকাশয়ন্তি)। অথবা, 'অগ্নয়ঃ' (বহ্নয়ঃ) 'যথা' (যেন প্রকারেণ উৎপন্ন আশ্রয়স্থিতান্ তৃণদারুনিবহান্ ছিনত্তি স্বয়ঞ্চ প্রকাশন্তে অন্যানি চ প্রাকাশয়ন্তি তথা) 'রশ্ময়ঃ' (ভগবদ্বিভূতয়ঃ তত্ত্বজ্ঞানং বা) 'জনানন্থু' (জীবহৃদয়ে উৎপন্ন তত্রত্যানি কামক্রোধাদীনি নিহত্য স্বয়ং প্রকাশন্তে পরমাত্মানমপি প্রকাশয়ন্তি চ)। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জীবানামজ্ঞানাপগমাৎ শ্রীভগবৎসাক্ষাৎ-কারেণ মুক্তিরিতি ভাবঃ॥ (১ম—৫০সূ—৩ঋ)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্যমান্ অগ্নি-শিখাসমূহ যেমন পদার্থসকলকে প্রকাশ করে, সেইরূপ সেই জ্ঞানাধার পরমাত্মার প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ সকল-লোককে অনুক্রমে প্রকাশ করে (অজ্ঞানান্ধকার হইতে উত্তরণ করে)। (ভাব এই যে,—প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা যেমন অন্ধকার নাশ করে, পরমাত্মার বিভূতিসমূহ সেইরূপ মনুষ্যদিগের অজ্ঞানতা দূর করিয়া থাকে।)॥ (১ম—৫০সূ—৩ঋ)॥

দীপ্তিশীল অগ্নির ন্যায় এই পরমাত্মার প্রজ্ঞাপক বিভূতি-সকল অজ্ঞান-প্রযুক্ত সংসারে বদ্ধ জীবগণের হৃদয়ে বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে; অথবা উৎপত্তিশীল মহদাদিতত্ত্বসমূহকে ক্রমে প্রকাশ করিয়া থাকে। অথবা, অগ্নি যেরূপ উৎপন্ন হইয়া আশ্রয়স্থিত তৃণকাষ্ঠাদিসমূহ বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পায় ও অপরাপর বস্তুসকলকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ ভগবদ্বিভূতি অথবা তত্ত্বজ্ঞান জীবহৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া তত্রত্য কাম-ক্রোধাদি রিপুগণকে সমূলে ধ্বংস করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পায় এবং পর-মাত্মাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। (ইহার ভাব এই যে,—তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে জীবসকলের অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া পরমৈশ্বর্য্যশালী পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার দ্বারা মুক্তি হইয়া থাকে।)॥ (১ম—৫০সূ—৩ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্য সূর্য্যস্য কেতবঃ প্রজ্ঞাপকা রশ্ময়ো দীপ্তয়ো জনানন্নু বাদৃশ্রং। জাতান্ সর্ব্বানন্নু-ক্রমেণ প্রেক্ষন্তে। সর্ব্বং জগৎ প্রকাশয়ন্তীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ভ্রাজন্তো দীপ্যমানা অগ্নয়ো যথা। অগ্নয় ইব॥

অদৃশ্রং। দৃশির্ প্রেক্ষণে। বর্ত্তমানে লুঙ্। ইরিতোবেতি চ্লেরঙাদেশ। রুডিত্যনুবৃত্তৌ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই সূর্য্যের প্রজ্ঞাপকা রশ্মিসমূহ জাতপ্রাণিসমূহকে ক্রমশঃ দর্শন করিয়া থাকে; অর্থাৎ, সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে। এহ বিষয়ে দৃষ্টান্ত;—দীপ্যমান অগ্নি যেমন লোক-সমূহকে প্রকাশ করে, সেইরূপ।

অদৃশ্রং। প্রেক্ষণার্থক 'দৃশির্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বর্ত্তমান কালে 'লুঙ' বিভক্তি হইয়াছে। 'ইরিতোবেতি' নিয়মানুসারে 'চ্লেরঙ্' আদেশ হইয়াছে। 'রুট্' এই অনুবৃত্তি-হেতু

বহুলং ছন্দসীতি রুডাগমঃ। অত এব বহুলবচনাদ্দৃশোঽহ্ণি গুণ ইতি গুণাভাব ইত্যুক্তং। তিঙাং তিঙো ভবন্তীতি প্রথমপুরুষবহুবচনস্যোত্তমপুরুষৈকবচনাদেশঃ। প্রথমপুরুষান্ত এব শাখান্তরে শ্রূয়তে। অদৃশ্রন্নস্য কেতব ইতি। জনানিত্যস্য নকারস্য সংহিতায়াং রুত্বযত্বাদি পূর্ব্ববৎ। ভ্রাজন্তঃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে ॥ (১ম—৫০সূ—৩ঋ)॥

• • •

তৃতীয় (৫৮৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ সাধারণতঃ প্রচারিত আছে, সায়ণ-ভাষ্যেই তাহার ভাব অধিগত হইবে। মন্ত্রের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল; তাহাতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুঝিয়া দেখুন।

মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ; যথা,—

(১) "দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় সূর্য্যের প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ সকল লোককে এক এক করিয়া দেখিতেছে।"

(২) "প্রদীপ্ত অগ্নিসমূহের ন্যায় সূর্য্যদেবের রশ্মিসকল অনুক্রমে সমুদায় বস্তু প্রকাশ করে।"

আমরা বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে মর্ম্মার্থ নিষ্কাষণে চেষ্টা পাইয়াছি। আর, তাহার সকল ব্যাখ্যাতেই একই ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্বাপর মন্ত্রসমূহের ভাবসঙ্গতি অটুট আছে। আমরা বলি, পূর্ব্ব-সম্বন্ধানুসারে 'অস্য' পদে 'জ্ঞানাধার পরমাত্মাকে' লক্ষ্য করিতেছে। তাঁহার প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ বা বিভূতিসমূহ বলিতে, দেবভাব-নিবহকে (সত্ত্বভাবাদিকে) বুঝাইতেছে। দেবভাবের বা সত্ত্ব-

---

'বহুলং ছন্দসি' সূত্রানুসারে 'রুট্' আগম হইয়াছে। 'অত এব বহুলবচনাদ্দৃশোঽহ্ণি গুণঃ' এই নিয়মানুসারে গুণের অভাব হইয়াছে। 'তিঙাং তিঙো ভবন্তি' এই নিয়মানুসারে বহুবচন স্থানে উত্তম পুরুষের একবচনাদেশ হইয়াছে। প্রথমপুরুষান্তই ব্যাখ্যান্তরে শ্রুত আছে। 'অদৃশ্রন্নস্য কেতবঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বরূপ। জনান্। এই পদের নকারের সংহিতাবিষয়ে 'রুত্ব' ও 'যত্ব' প্রভৃতি পূর্ব্বের ন্যায় সাধ্য। ভ্রাজন্তঃ। 'শপের' পিত্ব-হেতু অনুদাত্ত হইয়াছে। 'শতৃ' প্রত্যয়ের 'লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে' এই নিয়মানুসারে ধাতুস্বরই অবশিষ্ট থাকে॥ (১ম—৫০সূ—৩ঋ)॥

• • •

ভাবের উদয়ে অজ্ঞানতা দূর হয়, জ্ঞানময়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এক-পক্ষে উপমায় এখানে সেই তত্ত্বই পরিব্যক্ত। মন্ত্র ভগবন্মহিমা-প্রকাশক নিত্যসত্য-তত্ত্ব-প্রখ্যাপক।

পক্ষান্তরে আবার অন্যরূপ অর্থের বিষয় বিচার করিয়া দেখুন;—ভাষ্যানুরূপ উপমান উপমেয় ভাব প্রযোগ না করিয়া ঋকে যদি বহ্নির কিরণসমূহকে উপমান-রূপে প্রযোগ করা যায়, তাহা হইলে উক্ত অর্থে উপমান-উপমেয়-ভাবটী সুসঙ্গত হয়। সাধারণতঃ উপমান-উপমেয়-ভাবে উপমানের সাধর্ম্ম্য যাহা উপমেয়ে বিদ্যমান্, তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত উপমান-উপমেয়-ভাবে প্রয়োগ করা হয়। এক্ষণে যদি বলা যায়—প্রকাশকত্ব-রূপ ধর্ম্ম উভয়ে আছে বলিয়াই এইরূপ উপমান-উপমেয়-ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কারণ,তাহা হইলে সূর্য্যের সহিতই বহ্নির উপমান-উপমেয়-ভাবটি সঙ্গত হয়। এক্ষণে আমরা কি ভাবে উপমান-উপমেয়-সাধর্ম্ম্য রক্ষা করিতে প্রয়াস করিয়াছি, তাহাই দেখাইতেছি। প্রদীপ্ত অগ্নি যেরূপ আশ্রয়স্থিত তৃণদারু প্রভৃতিকে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পায় এবং অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে; তদ্রূপ ঋক্‌স্থিত 'কেতবঃ রশ্ময়ঃ' পদ প্রতিপাদ্য ভগবদ্বিভূতি অথবা তত্ত্বজ্ঞান-রূপ উপমেয় জীব-হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া মুক্তিপথের প্রধান বিঘ্নস্বরূপ কামাদি রিপুসমূহকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পায় ও পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার জন্মাইয়া দেয়। ইহা দ্বারা উপমানের ধর্ম্ম যে উপমেয়ে বিদ্যমান আছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। অতএব, জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এবং ভক্ত ভক্তিরসের প্রতিদান-স্বরূপ ভগবদনুগ্রহে ভগবদ্বিভূতি লাভ করিয়া দুর্জ্জয় কামাদি শত্রুগণকে জয় করিয়া অত্যজ্য সংসার-বাসনা ও স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সামীপ্য-লাভে পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।

আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় 'যদ্বা' ও 'অথবা' অভিধায়ে যে যে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত অর্থ দ্বারাই অপরে ঋক্‌স্থিত 'অস্য' পদের অন্য অর্থ করিয়া পরিশেষে আমাদিগের প্রদর্শিত অর্থই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু উক্ত স্থলবিশেষে অন্যার্থ গ্রহণ করিয়াও তাহাতেও আমাদিগের প্রতিপাদ্য অর্থকেই বোধ

করিতেছে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছি। 'জনান্ অনু ব্যদৃশ্রং' এই অংশে, 'সর্ব্বজগৎকে প্রকাশ করিতেছে',—ভাষ্যকার এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে 'অনু' শব্দের কোনও অর্থ প্রকাশ পায় নাই। এ পক্ষে আমরা বলিতে চাই যে,—সত্ত্বরজস্তম এই ত্রিগুণাত্মক জড় প্রকৃতি-পুরুষের এবং চিচ্ছক্তি-সংসর্গে গুণক্ষোভ-বশতঃ মহত্তত্ত্বের বা বুদ্ধিতত্ত্বের প্রকাশ হয় এবং ক্রমে উক্ত মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্ব ও তাহা হইতে পঞ্চ-তন্মাত্রাদি যে প্রকাশ পায়,—এই ক্রমবিকাশই ঋকের 'অনু' পদ দ্বারা বুঝা যাইতেছে।

'অথবা' কল্পে আমরা যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে পূর্ব্বার্থই একটু পরিবর্ত্তন করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই পরিবর্ত্তন এই;—পূর্ব্বে 'ভ্রাজন্তঃ' পদ 'অগ্নয়ঃ' পদের বিশেষণ ছিল; শেষোক্ত অর্থে—'কেতবঃ' পদটী বিশেষ্য, উহার অর্থ—শত্রু অর্থাৎ কামক্রোধাদি; 'ভ্রাজন্তঃ' পদটী উহার বিশেষণ, অর্থ—দীপ্তিশীল অর্থাৎ প্রবল। এখানে দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা প্রয়োগ করা আছে, মনে করিতে হইবে। এ মতানুসারে 'নিহত্য' এই উহ্য ক্রিয়ার ইহা কর্ম্ম। এ পক্ষে অন্বয় করা যায়,—"অগ্নয়ঃ যথা অস্য (পরমাত্মনঃ) রশ্ময়ঃ তথা জনান্ অনু ভ্রাজন্তঃ কেতবঃ 'নিহত্য' ব্যদৃশ্রং।" ভাব পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। প্রথম পক্ষে, অগ্নি ও জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ হইয়া থাকে,—এই অর্থ করা হইয়াছে। আবার. অন্য প্রকাশকত্ব ধর্ম্মও উহাতে আছে বলিয়া, পরিশেষে পরমাত্মার প্রকাশক বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ ভগবদ্বিভূতিরই বিশেষক বলিয়া বোধ হইলেও উহা দ্বারা ভগবানই বিশেষিত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী ঋকের দ্বারা এই দ্বিতীয় অর্থই স্পষ্টীকৃত হয়। অতএব, সারার্থ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভগবানের কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান বা ভক্তি দ্বারা ভগবদ্বিভূতি লাভ করিয়া, জীব অনায়াসে ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ইহা দ্বারা দেখা যায়, যদিও আমরা বিভিন্নরূপে অর্থ করিয়াছি, কিন্তু সকল দিকেই আমাদিগের প্রতিপাদ্য বিষয়কেই যে বুঝাইতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। (১ম—৫০সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থসূক্তানুক্রমণিকা।

চাতুর্মাস্যেষু শুনাসীর্য্যে পর্ব্বণ্যস্তি সৌর্য্য এককপালঃ। তস্য তরণিরিত্যোষানুবাক্যা। তথা চ সূত্রিতং। তরণির্ব্বিশ্বদর্শতশ্চিত্রং দেবানামুদগাদনীকমিতি যাজ্যানুবাক্যাঃ। আ০ ২।২০। ইতি॥ তথাতিমূর্ত্তিনাম্নোকাহে কৃষ্ণপক্ষে সৌরীষ্টিঃ কর্ত্তব্যা। তস্যামপ্যেষানুবাক্যা। অতিমূর্ত্তিনেতি খণ্ডে সূত্রিতং। নবো নবো ভবতি জায়মানস্তরণির্ব্বিশ্বদর্শতঃ। আ০ ৯।৮। ইতি॥ তামেতাং সূক্তে চতুর্থীমৃচমাহ॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

তরণির্ব্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য।

বিশ্বমা ভাসি রোচনং॥ ৪॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

তরণিঃ। বিশ্বঽদর্শতঃ। জ্যোতিঃঽকৃৎ। অসি। সূর্য্য

বিশ্বং। আ। ভাসি। রোচনং॥ ৪॥

সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

চাতুর্মাস্য ব্রতে শুনাসীর্য্য নামক পর্ব্বে সূর্য্য-সম্বন্ধি এককপাল বিহিত আছে। 'তরণি' প্রভৃতি ঋক্ তাহার অনুবাক্য। সূত্রিত আছে—"তরণির্ব্বিশ্বদর্শতশ্চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম্" ইত্যাদি যাজ্যানুবাক্য (আ০ ২।২০)॥ সেইরূপ 'অতিমূর্ত্তি' নামক একাহে কৃষ্ণপক্ষে সৌর-সম্বন্ধীয় যাগ কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়েও এইরূপ অনুবাক্য আছে। 'অতিমূর্ত্তিনা' ইত্যাদি খণ্ডে সূত্রিত আছে,—"নবো নবো ভবতি জায়মানস্তরণির্ব্বিশ্বদর্শতঃ।" (আ০ ৯।৮) ইতি। সেই সূক্তের এই চতুর্থী ঋক্ কথিত হইতেছে।

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্য' (সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরক পরমাত্মন্) ত্বং 'তরণিঃ' (ভবসাগরাদুদ্ধারকর্ত্তা) 'বিশ্বদর্শতঃ' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং মুমুক্ষূণাং দর্শনীয়ঃ; 'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎকর্ত্তব্যশ্চৈতাবদরে খল্বমৃতত্বং' ইত্যাদি শ্রুতেঃ) 'জ্যোতিষ্কৃৎ' (জ্যোতিষ্কানাং কর্ত্তা প্রতিষ্ঠাতা বা) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং দৃশ্যজাতং বস্তু) রোচনং' (দীপ্যমানং যথা তথা) 'আ ভাসি' (সম্যক্ প্রকাশয়সি)। হে পরমাত্মন্! ত্বমেব অস্য জগতঃ স্রষ্টা প্রকাশক উদ্ধারকর্ত্তা চেতি ভাবঃ। (১ম ৫সূ—৪ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে সূর্য্য (সর্ব্বান্তর্য্যামি-হেতু সকলের প্রেরণকর্ত্তা পরমাত্মা)। তুমি এই ভবসাগরে একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা, মুক্তিলিপ্সু জীবগণের দর্শনযোগ্য, জ্যোতিষ্কগণের সৃষ্টিকর্ত্তা; তুমিই দৃশ্যমান্ সকল পদার্থকে প্রকাশ করিতেছ। (ভাব এই যে,—'হে পরমাত্মন্! তুমিই এই জগতের স্রষ্টা, প্রকাশক ও উদ্ধারকর্ত্তা।')॥ ১ম—৫সূ—৪ঋ)।

• • •

সায়ণভাষ্যং।

হে সূর্য্য ত্বং তরণিস্তরিতা। অন্যেন গন্তুমশক্যস্য মহতোঽধ্বনো গন্তাসি। তথা চ স্মর্য্যতে। যোজনানাং সহস্রে দ্বে দ্বে শতে দ্বে চ যোজনে। একেন নিমিষার্দ্ধেন ক্রমমাণ নমোঽস্তু ত ইতি। যদ্বা। উপসকানাং রোগাত্তারয়িতাসি। আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদিতি স্মরণাৎ। তথা বিশ্বদর্শতঃ। বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণিভির্দ্দর্শনীয়ঃ। আদিত্যদর্শনস্য চণ্ডালাদিদর্শনজনিত পাপনির্হরণহেতুত্বাৎ। তথা চাপস্তম্বঃ। দর্শনে জ্যোতিষাং দর্শনমিতি। যদ্বা বিশ্বং সকলং ভূতজাতং দর্শতং দ্রষ্টব্যং প্রকাশ্যং যেন স তথোক্তঃ। তথা জ্যোতিষ্কৃৎ। জ্যোতিষঃ প্রকাশস্য কর্ত্তা। সর্ব্বস্য বস্তুনঃ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সূর্য্য! আপনি তরণি, (প্লবনশীল) অর্থাৎ অন্যে গমনে অসমর্থ—এরূপ মহৎ পথে আপনি গন্তা। স্মৃতিতে আছে—'দুই হাজার দুই শত দুই যোজন পরিমিত পথ এক নিমিষার্দ্ধে আপনি অতিক্রম করেন।' অতএব, আপনাকে নমস্কার। পক্ষান্তরে আপনি উপাসকগণের রোগ হইতে ত্রাণকর্ত্তা। 'ভাস্কর হইতে আরোগ্য ইচ্ছা করিবে'—এইরূপ স্মৃতি আছে। আরও, আপনি বিশ্বস্থ প্রাণিসমূহের দর্শনীয়। আদিত্য-দর্শন জন্য চাণ্ডালাদি-দর্শন জনিত পাপ-নাশ-হেতুতা কথিত আছে। আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে, চণ্ডাল দর্শন করিলে জ্যোতিষ্ক সূর্য্যাদির দর্শন করিবে। অথবা, বিশ্বস্থ ভূতসমূহ প্রকাশিত হয় যৎকর্তৃক—এই বাক্যে 'বিশ্বদর্শতঃ' পদ হয়। আপনি সমস্ত বস্তুর প্রকাশক, অথবা রাত্রিকালে চন্দ্রাদির প্রকাশয়িতা। রাত্রিতে

প্রকাশয়িতেত্যর্থঃ। যথা চন্দ্রাদীনাং রাত্রৌ প্রকাশয়িতা। রাত্রৌ অব্ময়েষু চন্দ্রাদিবিম্বেষু সূর্য্যকিরণাঃ প্রতিফলিতাঃ সন্তোঽন্ধকারং নিবারয়ন্তি যথা দ্বারাস্থদর্পণোপরিনিপতিতাঃ সূর্য্যরশ্ময়ো গৃহান্তর্গতং তমো নিবারয়ন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাদ্বিশ্বং ব্যাপ্তং রোচনং রোচমানমন্তরিক্ষমাসমন্তাদ্ভাসি। প্রকাশয়সি। যদ্বা হে সূর্য্য অন্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরক পরমাত্মন্ তরণিঃ সংসারাব্ধেস্তারকোঽসি। যস্মাত্ত্বং বিশ্বদর্শতঃ। বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈর্মুমুক্ষুভির্দর্শতো দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎকর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকারে হ্যারোপিতং নিবর্ত্ততে। জ্যোতিষ্কৃৎ। জ্যোতিষঃ সূর্য্যাদেঃ কর্ত্তা। তথা চাম্নায়তে। চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়তেতি। ঈদৃশস্ত্বং চিদ্রূপতয়া বিশ্বং সর্ব্বং দৃশ্যজাতং রোচনং রোচমানং দীপ্যমানং যথা ভবতি তথা ভাসি। প্রকাশয়সি। চৈতন্যস্ফুরণে হি সর্ব্বং জগদ্দৃশ্যতে। তথা চাম্নায়তে। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি॥

তরণিঃ। তৄ প্লবনতরণয়োঃ। অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদর্ত্তিসৃধৃধম্যম্যশ্ববিতৄভ্যোঽনিরিত্যনিপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। জ্যোতিষ্কৃৎ। জ্যোতিঃ করোতীতি জ্যোতিষ্কৃৎ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। নিত্যং সমাসেঽনুত্তরপদস্থস্যেতি বিসর্জ্জনীয়স্য ষত্বং। ভাসি। ভা দীপ্তৌ। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাল্লট্যদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। (১ম—৫০সূ—৪ঋ)॥

জলময় চন্দ্রবিম্বে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া অন্ধকার নিবারণ করিয়া থাকে। যেমন দ্বারস্থিত দর্পণে নিপতিত সূর্য্যরশ্মি গৃহমধ্যের অন্ধকার নিবারণ করে, সেইরূপ। যেহেতু আপনি এইরূপ, সেই হেতুই বিশ্বে ব্যাপ্ত, রোচমান, অন্তরিক্ষকে সম্যকরূপে প্রকাশিত করেন। অথবা, হে সূর্য্য! আপনার অন্তর্যামিতা-প্রযুক্ত পরমাত্মাস্বরূপ আপনি সর্ব্বলোককে সংসারসাগর হইতে ত্রাণ করিয়া থাকেন। যে হেতু আপনি সমস্ত মুমুক্ষুগণের দ্রষ্টব্য অর্থাৎ সাক্ষাৎকার বিষয়ীভূত, আপনার সাক্ষাৎকার-লাভেই লোক মুক্তিলাভ করে। জ্যোতিষ্কৃৎ; জ্যোতিষ অর্থাৎ সূর্য্যাদির কর্ত্তা। কথিত আছে যে, চন্দ্রমা মন হইতে উৎপন্ন ও চক্ষু হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি। এইরূপ যে আপনি, চিৎরূপে বিশ্বস্থ সমস্ত দর্শনীয় বস্তুকে নিজে দীপ্যমান্ হইয়া প্রকাশিত করিয়া থাকেন। চৈতন্য স্ফুরণ হইলে সমস্ত জগৎ দেখিতে পায়। কথিত আছে, আপনিই দীপ্যমান্ হইয়া সকলকে দীপ্তিযুক্ত করেন, আপনার দীপ্তি দ্বারাই জগৎ দীপ্ত হয়।

তরণিঃ। প্লবন ও তরণার্থ 'তৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'তৄ' ধাতুর অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ-হেতু 'অর্ত্তিসৃধৃধম্যম্যশ্ববিতৄভ্যোঽনিঃ' এই নিয়মানুসারে 'অনিঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। জ্যোতিষ্কৃৎ। 'জ্যোতিঃ করোতি' এই বাক্যে 'জ্যোতিষ্কৃৎ' পদ হইয়াছে। 'ক্বিপ্ চ' এই নিয়মানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিত্যং সমাসেঽনুত্তরপদস্থ' এই নিয়মানুসারে বিসর্জ্জনীয়ের 'ষত্ব' হইয়াছে। ভাসি। দীপ্ত্যর্থ 'ভা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ-হেতু লট্ বিভক্তিতে অদাদিত্ব-হেতু 'শপের' লোপ হইয়াছে॥ ৪॥

* . *

চতুর্থ (৫৮৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের সকল পদই আত্মজ্ঞানের অনুকূল। কিন্তু রুচি-বৈচিত্র্যে ভিন্নভাবে পরিণত। ভাষ্যকার অনুকূল পদ প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। তিনি মন্ত্রার্থে লিখিয়াছেন,—'হে সূর্য্য ত্বং তরণিস্তরিতা'; তুমি খুব বেগশালী; যে পথে অপরে যাইতে পারে না, তুমি সেখানে যাইতে পার।

সূর্য্যের বেগগামিত্ব যে সম্ভব নহে, এখানে তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। ভৌগোলিক দৃষ্টান্তে—সূর্য্য জড় ও স্থির, পৃথিবী গতিশীলা। উপনিষদ্‌চিন্তায় সকল বস্তুই এক চেতনের স্পন্দনে স্পন্দিত। সে পক্ষে তরণি পদের লক্ষ্য—'আত্মা বা চেতন'। কারণ, বেগগামিত্ব আত্মারই সম্ভবপর; তদ্ব্যতীত অপরে ইহা অসম্ভব। উপনিষদ্‌দৃষ্টান্তে পাওয়া যায়,—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

তাঁহার হাত নাই, কিন্তু সকল কর্ম্মই যথানিয়মে সম্পন্ন করিতেছেন; তাঁহার পা নাই, কিন্তু খুব বেগে অনন্তবিশ্বে পরিভ্রমণ করিতেছেন; তাঁহার চক্ষুঃ নাই, তাহা হইলেও তিনি বিশ্বদ্রষ্টা; তাঁহার কর্ণ নাই, তবু কিন্তু তিনি সর্ব্বশ্রোতা।

সূর্য্য বলিতে এখানে সেই আত্মাকেই বুঝাইতেছে। আত্মা 'চেতন' বা 'অন্তর্য্যামী' এবং 'তরণিঃ' অর্থে বেগগামী—ইহা স্বীকার করিলেই ভাষ্যকারের ভাবের মধ্যেও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু ভাষ্যকার তাহা লক্ষ্য করেন নাই; এবং আত্মজ্যোতিঃ ভিন্ন যে জ্যোতিই নাই, ইহাও চিন্তা করেন নাই।

'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।'

সেখানে সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, তারকা নাই, বিদ্যুৎ নাই, অগ্নি নাই; কেবল তাঁহার দীপ্তি। তাঁহার দীপ্তিতেই সকল দীপ্ত। আর তাঁহার বিভায় নিখিল জগৎ বিভাত।

এ ঋক্ সেই ভূমারই লক্ষ্যস্থল। ভাষ্যকার বোধ হয় তরণি-শব্দের বেগগামিত্ব অর্থ করিয়া চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করিতে পারে নাই; তাই তিনি 'যদ্বা' বলিয়া পক্ষান্তর অবলম্বন করিয়াছেন। কারণ, পূর্ব্ব অর্থে সংশয় না আসিলে, কখনও অর্থান্তরের অবকাশ হইতে পারে না। বোধ হয়, এই জন্যই তিনি সন্দিহান হইয়া বলিয়াছেন,—'তরণি রোগনাশকঃ'; তাঁহার শরণাপন্ন হইলে সমূহরোগ বিনষ্ট হয়। সে পক্ষে প্রার্থনা এই,—'হে সূর্য্য! তোমার উপাসকদের কখনও রোগ থাকে না, তুমি রোগ হইতে তোমার ভক্তদের পরিত্রাণ কর।'

আমরা ভাষ্যকারের এই দ্বিতীয়ার্থেরই অনুসরণ করিয়াছি। তবে তিনি সাধারণতঃ দৈহিকপীড়াকেই লক্ষ্য করিয়াছেন; আমরা আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ পীড়াকেই লক্ষ্য করিতেছি; যেহেতু, মানব প্রতিনিয়ত ত্রিবিধ সন্তাপে সন্তপ্ত। একদিকে জন্মজরা-মৃত্যুর ভীষণ আক্রমণ, অপর দিকে সর্পভীতি, ব্যাঘ্রের দারুণ শঙ্কা, আবার অন্যত্র বজ্রপাতের তীব্র শিহরণ।

অতএব, তাপত্রয়ক্লিষ্ট ও সংসারযন্ত্রণায় প্রতিমুহূর্ত্তে সন্দহ্যমান্ মানব-হৃদয়ে আত্মবিকাশের অভিব্যক্তি দ্বারা চিরনির্ব্বেদলাভের জন্যই এ ঋক্ 'আত্মাকে' লক্ষ্য করতঃ ধ্বনিত হইতেছে। ঋকের সম্বোধ্য,—

সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ সর্ব্বপ্রেরক পরমাত্মন্!

ঋকে প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! তুমি ভবব্যাধিরূপ দুস্তর সংসার-সাগরের নিস্তারক! তুমি পরম জ্যোতিঃ! তুমি সর্ব্ব-প্রতিষ্ঠাতা! তোমা হইতেই দৃশ্যমান্ প্রপঞ্চ পূর্ণদীপ্ত। তোমা হইতেই এ বিশ্ব প্রকাশিত। তুমি হৃদয়-গগনে প্রকাশিত হও। জড়-জগতের অন্ধকার যেমন সূর্য্যদীপ্তির ভয়ে কোন্ এক অতলস্পর্শী পর্ব্বত-গহ্বরে লুকাইয়া পড়ে, হে জ্যোতির্ম্মূর্ত্তে, তোমার পবিত্র প্রভায় আমার হৃদয়ের অজ্ঞান-অন্ধকার চির দিনের জন্য দূরীভূত হউক। আমি আলোকিত হই,—আমি পবিত্র হই,—আমি যেন আমার যথার্থ পথের অনুসরণ করিতে সামর্থ্য পাই। আলোকময়!—আলোক বিতরণ কর।' (১ম—৫০সূ—৬ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্।

প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ৫ ॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

প্রত্যঙ্। দেবানাং। বিশঃ। প্রত্যঙ্। উৎ। এষি। মানুষান্।

প্রত্যঙ্। বিশ্বং। স্বঃ। দৃশে ॥ ৫

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে পরমাত্মন। যদি ত্বং 'বিশঃ' (বিশ্বব্যাপকোঽসি), তথাপি 'দেবানাং' (সত্ত্বভাবসম্পন্নানাং) 'প্রত্যঙ্' (প্রতি গচ্ছন্) 'উদেষি' (উদয়ং প্রাপ্নোসি, প্রকাশমানো ভবসি, স্বরূপং প্রকাশয়সি); তথা 'মানুষান্' (মনুষ্যত্বসম্পন্নানাং জনান্) 'প্রত্যঙ্' (প্রতি গচ্ছন্) উদেষি; তথা 'বিশ্বং' (নিখিলং, বিশ্বব্যাপ্তং) 'স্বঃ' (স্বর্লোকং, সত্ত্বভাবনিলয়ং) 'প্রত্যঙ্' (প্রতি গচ্ছন্) 'দৃশে' (দর্শনায়, প্রত্যক্ষভাবেন) উদেষি ইতি শেষঃ। যদ্যপি ভগবান্ বিশ্বব্যাপকস্তথাপি সত্ত্বভাবসান্নিধ্যে স প্রকটিতো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫০সূ—৫ঋ) ॥

•.•

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমাত্মন্! যদিও আপনি বিশ্বব্যাপক; তথাপি সত্ত্বভাবসম্পন্নের প্রতি গমন করিয়াই আপনি স্বরূপ প্রকাশ করেন, মনুষ্যত্বসম্পন্ন জনের প্রতি গমন করিয়াই আপনি প্রকাশমান্ হয়েন, এবং বিশ্বব্যাপ্ত স্বর্গলোকের (সত্ত্বভাবনিলয়ের) প্রতি গমন করিয়া সকলের প্রত্যক্ষভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয়েন। (ভাব এই যে,—যদিও ভগবান্ বিশ্বব্যাপক, তথাপি সত্ত্বভাব-সান্নিধ্যেই তিনি প্রকটীভূত হইয়া থাকেন।) ॥ (১ম—৫০সূ—৫ঋ) ॥

•.•

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সূর্য্য ত্বং দেবানাং বিশো মরুন্নামকান্ দেবান্। মরুতো বৈ দেবানাং বিশ ইতি শ্রুতান্তরাৎ। তাম্মরুৎসংজ্ঞকান্ দেবান্ প্রত্যঙ্ঙুদেষি। তান্ প্রতিগচ্ছন্নুদয়ং প্রাপ্নোষি। তেষামভিমুখং যথা ভবতি তথেত্যর্থঃ। তথা মানুষান্ মনুষ্যান্ প্রত্যঙ্ঙুদেষি। তেঽপি যথাস্মদভিমুখমেব সূর্য্য উদেতীতি মন্যন্তে। তথা বিশ্বং ব্যাপ্তং স্বঃ স্বর্লোকং দৃশে দ্রষ্টুং প্রত্যঙ্ঙুদেষি। যথা স্বর্লোকবাসিনো জনাঃ স্বস্বাভিমুখ্যেন পশ্যন্তি তথোদেষীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। লোকত্রয়বর্ত্তিনো জনাঃ সর্ব্বেঽপি স্বস্বাভিমুখ্যেন সূর্য্যং পশ্যন্তীতি। তথা চাম্নায়তে। তস্মাৎ সর্ব্বং এব মন্যতে মাং প্রত্যুদগাদিতি॥

প্রত্যঙ্। প্রত্যঞ্চতীতি প্রত্যঙ্। অঞ্চু গতিপূজনয়োঃ। ঋত্বিগিত্যাদিনা কিন্। অনিদি-তামিতি নলোপঃ। উগিদচামিতি নুম্। হলঙ্যাদিসংযোগান্তলোপৌ। সংযোগান্তলোপস্যা-সিদ্ধত্বাদুপধাদীর্ঘনলোপয়োরভাবঃ। কিন্‌প্রত্যয়স্য কুরিতি কুত্বং। অনিগন্তোঽঞ্চতাবিত্যা-নিগন্ত ইতি প্রর্য্যুদাসাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরাভাবে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। এষি। ইণ্ গতৌ। সিপ্যদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং। স্বঃ। সুপূর্ব্বাদর্ত্তের্ব্বিচ্। গুণে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সূর্য্য! আপনি মরুন্নামক দেবতাগণের অভিমুখে উদিত হইয়া থাকেন। সেইরূপ মনুষ্যগণের অভিমুখেও উদিত হইয়া থাকেন। সূর্য্য যাহাতে আমাদের অভিমুখে উদিত হন, মনুষ্যগণও সেইরূপ মনে করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রার্থনা করে। সেইরূপ বিশ্বব্যাপ্ত স্বর্গলোকের দর্শনার্থ আপনি উদিত হন। স্বর্গলোকবাসিগণ স্বস্ব অভিমুখে যাহাতে আপনাকে দেখিতে পায়, আপনি সেইরূপে উদিত হইয়া থাকেন। ইহা উক্ত আছে যে, লোকত্রয়বর্ত্তী জনসমূহ সকলেই স্বস্ব অভিমুখে সূর্য্যকে দেখিতে পাইয়া থাকে। কথিত আছে,—সেই হেতু সকলেই মনে করিয়া থাকে যে, সূর্য্য আমাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রত্যুদগত হইতেছেন।

প্রত্যঙ্। 'প্রতি অঞ্চতি' এইবাক্যে 'প্রত্যঙ্' পদটী হইয়াছে। গতি ও পূজনার্থ 'অঞ্চু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ঋত্বিগ্' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'কিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অনিদিতাং' এই নিয়মানুসারে 'ন' কারের লোপ হইয়াছে। 'উগিদচাং' এই নিয়মানুসারে 'নুম্' হইয়াছে। 'হলঙ্যাদিসংযোগান্তলোপৌ' এই নিয়মানুসারে সংযোগ ও অন্তলোপ হইয়াছে। সংযোগান্তলোপের অসিদ্ধত্ব-হেতু উপধার দীর্ঘ ও 'ন'-কারের লোপ হয় নাই। 'কিন্' প্রত্যয়ের 'কুঃ' এই নিয়মানুসারে কুত্ব হইয়াছে। 'অনিগন্তোঽঞ্চতৌ' এই নিয়মানুসারে 'অনিগন্ত' হেতু পর্য্যুদস্ত পদের পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরাভাব হইলে কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতি-স্বরত্ব হইয়াছে। এষি। গত্যর্থক 'ইন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তদুত্তর 'সিপ্' প্রত্যয় ও অদাদি-প্রযুক্ত 'শপের' লুক্ হইয়াছে। 'আদেশপ্রত্যয়োঃ' এই নিয়মানুসারে 'ষত্ব' হইয়াছে। স্বঃ। সু-পূর্ব্বক অর্ত্তি 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'বিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। গুণ-বিষয়ে 'যণ' আদেশ

যণাদেশঃ। স্তুঙ্স্বরৌ স্বরিতৌ চেতি স্বরিতত্বং। দৃশে। দৃশির্ প্রেক্ষণ ইত্যস্মাদ্দৃশে বিখ্যে চেতি তুমর্থে নিপাতিতঃ॥ (১ম—৫০সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে সপ্তমো বর্গঃ॥ ১৪৭॥

পঞ্চম (৫৯০) ঋকের বিশদার্থ।

——§ ॰ §——

মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকার এক পথে অগ্রসর হইয়াছেন; আমরা আর এক পথে অগ্রসর হইলাম। তিনি ঐ পরিদৃশ্যমান্ সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং তাঁহারই সম্বন্ধে দেখাইয়া গিয়াছেন।

ভাষ্যানুসারী অর্থের মর্ম্ম এই যে,—"হে সূর্য্য! আপনি দেবগণের মধ্যে মরুদ্দেবগণের সম্মুখে উদয় হয়েন, আপনি মনুষ্যদিগের সম্মুখে উদয় হয়েন এবং সমস্ত লোকবাসীদিগের গোচর হইবার নিমিত্ত তাহাদিগের সম্মুখে উদয় হয়েন।" এই প্রকার অর্থে পরম পবিত্র বেদ-মন্ত্রে যে কি সদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন।

এই মন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যামূলক পদ—'বিশঃ' এবং 'বিশ্বং স্বঃ'। ঐ পদ-ত্রয়ের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইলেই, আমরা মনে করি, মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসিবে। ঐ সকল পদের অর্থ-বিষয়ে সায়ণেরও সংশয় উপস্থিত হয়। সুতরাং তিনি 'শ্রুত্যন্তরাৎ' এইরূপ প্রমাণের অবতারণায় "দেবানাং বিশঃ" পদদ্বয়ের অর্থ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন; এবং ঐ দুই পদে যে মরুদ্দেবগণকে বুঝাইতেছে, তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা 'দেবানাং' এবং 'বিশঃ' পদদ্বয়ের পৃথক-রূপ সম্বন্ধ অঙ্গীকার করি। 'বিশঃ' পদের 'ব্যাপকঃ' অর্থ সকল অভিধানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, এই সূক্তের মন্ত্রগুলিতে 'সূর্য্য' অভিধায়ে পরমাত্মার সম্বোধন সূত্রিত হইয়াছে। পরমাত্মা (ভগবান্) যে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান্

হইয়াছে। 'স্তুঙ্স্বরৌ স্বরিতে চ' এই নিয়মানুসারে স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। দৃশে। প্রেক্ষণার্থক 'দৃশির্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'দৃশে বিখ্যে চ' এই নিয়মানুসারে 'তুম্' অর্থে নিপাতন সিদ্ধ হইয়াছে॥ (১ম—৫০সূ—৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।৭॥

• • •

রহিয়াছেন, তিনি যে বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর বিশ্বব্যাপী; আমরা মনে করি, 'বিশঃ' পদে তাঁহার সেই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। অতঃপর যথাপর্য্যায় মন্ত্রার্থের অনুসরণ করুন। প্রকৃত মর্ম্ম স্বতঃই উপলব্ধ হইবে।

মন্ত্রে প্রথমতঃ বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! তুমি 'বিশঃ' (বিশ্বব্যাপক) বটে; কিন্তু 'দেবানাং' (দেবগণের অর্থাৎ সত্ত্বভাবাপন্নের) 'প্রত্যঙ্' (প্রতি গমন করিয়া) 'উদেষি' (উদয় হও অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ কর); এবং 'মানুষান্' (মনুষ্যত্বসম্পন্নের) 'প্রত্যঙ্' (প্রতি গমন করিয়া) 'উদেষি' (উদয় হও অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ কর)।

তারপর, এইরূপে তাঁহার উদয়ের দ্বিবিধ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া মন্ত্র উপসংহারে কহিলেন,—"বিশ্বং স্বঃ প্রত্যঙ্ দৃশে উদেষি।" এই অংশের "বিশ্বং স্বঃ" পদদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই সকল তথ্য অধিগত হইবে। 'স্বঃ' পদে স্বর্গলোক বুঝায়। সুতরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে—"বিশ্বং স্বঃ" আবার কি? 'বিশ্বং' পদের প্রতিবাক্যে লিখিয়াছি—'নিখিলং,' 'বিশ্বব্যাপ্তং'। এ বড় সমস্যার কথা নহে কি? 'স্বর্গ' আবার 'বিশ্বব্যাপ্ত' কি? এই প্রশ্ন মনে উদিত হইলেই স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধ হইতে পারে। সেই উপলক্ষেই 'স্বঃ' পদের প্রতিবাক্যে আমরা 'সত্ত্বভাবনিলয়ং' পদ প্রয়োগ করিয়াছি। সেই কি স্বর্গ নহে,—যাহা সত্ত্বভাবের নিবাস-স্থান? যেখানেই সত্ত্বভাব আছে, যেখানেই সত্যের জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতেছে, যেখানেই সৎ ভিন্ন অসতের অস্তিত্ব নাই,—সেই কি স্বর্গ নহে? সেই স্বর্গই বিশ্বব্যাপ্ত; সে স্বর্গ কখনও সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। তোমার হৃদয়কেও সেই স্বর্গ বলিয়া মনে করিতে পারি, আবার আমার হৃদয়কেও সেই স্বর্গ বলিয়া মনে করিতে পার,—যদি অসতের সংস্রব-পরিশূন্য হইয়া তাহারা সত্ত্বভাবের আশ্রয়স্থান হইতে পারে। স্বর্গ আর কোথায়? ভগবান্ আর কোথায় থাকেন? তিনি আর কোথায় স্বপ্রকাশ হন? সেই স্থান—সেই হৃদয়—সেই কি তাঁহার স্বর্গ নহে? সেই স্বর্গেই কি তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া চিরজ্যোতিষ্মান্ নহেন?

এই মন্ত্র সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্র—ভগবন্মহিমা-জ্ঞাপক। মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে পরমাত্মন্! শুদ্ধসত্ত্বভাবসম্পন্ন দেবগণের হৃদয়ে তুমি পূর্ণ-বিকশিত;—নির্ম্মল দেব-হৃদয়েই তোমার

পবিত্র বিকাশ। শুধু তাহাই নহে; যে সকল মানব মনুষ্যত্বের অধিকারী হইয়াছে, যাহারা শম-দম প্রভৃতি সাধন-সম্পত্তির দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল করতঃ যথার্থ মানবের লক্ষ্যস্থলে উপনীত, যাহাদের হৃদয়-দর্পণ কলুষিত-সংসার-আবর্জ্জনা-পরিশূন্য হইয়া বিবেক-বারিতে প্রক্ষালিত হইয়াছে; তুমি তাদৃশ মনুষ্য-হৃদয়েই উদ্দীপ্ত হও, তোমার পবিত্র প্রভা তাহাদেরই হৃদয়গগনকে আলোকিত করে। তুমি যে জীবপুঞ্জের হৃদয়ে অন্তর্নিহিত শক্তিতে দ্রষ্টৃরূপে বিরাজমান, তাহা সাধারণ দৃষ্টির অগোচর। যেমন তিলে তৈল বিদ্যমান্, কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে তাহা অবোধ্য, অথচ পেষণে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়; তদ্রূপ, হে বিশ্বমূর্ত্তি! তুমি যে কোথায় আছ, তাহাও জানি না; আবার কোথায় যে তুমি না আছ, তাহাও জানি না। প্রশান্ত হৃদয়ে আন্তরদৃষ্টিতে দেখিলে দেখি,—কেবল তুমি! বিশ্বমূর্ত্তি!—তোমা ছাড়া তো আর স্থান নাই। তুমি আছ অনলে, আছ অনিলে, আছ ভূধরে, আছ সলিলে, আছ তরুলতায়, আছ গুল্মে, আছ বিহগ-গীতিতে, আছ ময়ূর-কেকায়, আছ শ্যামল প্রান্তরে, আছ ঊষর-ক্ষেত্রে, আছ সাগর-তরঙ্গে, আছ নীলনভস্তলে।

সর্ব্বত্র সকলের সম্মুখেই তুমি আছ বটে; কিন্তু সর্ব্বত্র সকলে তো তোমায় দেখিতে পায় না! এই ঋক্ তাই অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে তোমাকে দেখাইয়া দিতেছে। তুমি বিশ্বাধার, তুমি বিশ্ববিভূতি, তুমি বিশ্বশক্তি। তাই এই ঋকের ধ্বনি—তোমাতে। তোমাকে ঋক্ তাহার নিজত্ব দিয়া প্রতিধ্বনিত করিতেছে! কেবল তুমি! 'তুমি!' সর্ব্বত্র তোমারই ঝঙ্কৃতি! ভগবন্! তুমি আছ সর্ব্বত্র। তোমার বিশ্বমূর্ত্তি প্রকট সর্ব্বত্র! কিন্তু কোথাও পূর্ণপ্রকাশ, আর কোথাও অপ্রকাশ। কিন্তু তোমার যে অপ্রকাশ, সে তো তোমার দোষ নহে। সে দোষ যে বস্তুর। বস্তু মলিন হইলে, তাহাতে তোমার প্রতিফলন সম্ভবপর নহে। অতএব, বস্তুর সদোষত্ব নির্দ্দোষত্বই তাহার কারণ। এইজন্য, যাঁহাদের হৃদয় নির্ম্মল, তাঁহাদের হৃদয়েই তুমি বিকশিত। এই জন্য, বিশুদ্ধসত্ত্বভাব-সম্পন্ন দেবহৃদয়েই তোমার পূর্ণবিকাশ। আর যে সকল মানুষ উপাসনা প্রভৃতি নৈষ্ঠিক কর্ম্মের অনুশীলনে মলিন হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে পারিয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়েও তুমি আলোক-মূর্ত্তিতে প্রকট হও। এই

জন্যই এ ঋকে বলা হইয়াছে,—স্বর্গ বিশ্বব্যাপ্ত ; আর এই জন্যই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—সত্ত্বভাবের আধার ঐ সকল স্থান ভিন্ন অন্যত্র তোমার পূর্ণবিকাশ থাকিলেও তাহা সাধারণ দৃষ্টির অগোচর। (১ম—৫০সূ—৫ঋ)

—— • ——

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু।

ত্বং বরুণ পশ্যসি॥ ৬॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যেন। পাবক। চক্ষসা। ভুরণ্যন্তং। জনান্। অনু।

ত্বং। বরুণ। পশ্যসি॥ ৬॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'পাবক' (হে পবিত্রকারক) 'জনান্' (প্রাণিনঃ) 'ভুরণ্যন্তং' (ধারয়ন্তং, পোষয়ন্তং—ইমং লোকং ইতি যাবৎ) 'যেন' (যাদৃশেন) 'চক্ষসা' (প্রকাশশক্তিপ্রভাবেন) 'অনু পশ্যসি' (অনুক্রমেণ প্রকাশয়সি), 'বরুণ' (করুণাবারিবর্ষক হে পরমাত্মন্) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) তাং প্রকাশশক্তিং আরাধয়ামি ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্। তব দিব্যজ্যোতিঃ হৃদি উদ্ভাসিতং ভবতু।' (১ম—৫০সূ—৬ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে পবিত্রকারক। প্রাণিগণের ধারণ-পোষণকারী এই সংসারকে যে প্রকার প্রকাশ-শক্তি-প্রভাবে যথাক্রমে প্রকাশ করিয়া আছেন, করুণা-বারিবর্ষক হে পরমাত্মন্, আপনার সেই প্রকাশ-শক্তিকে আরাধনা

করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার দিব্য জ্যোতিঃ হৃদয়ে উদ্ভাসিত হউক।') ॥ (১ম—৫০সূ—৬ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পাবক সর্বস্য শোধক বরুণ! অনিষ্টনিবারক সূর্য্য ত্বং জনান্ জাতান্ প্রাণিনো ভুরণ্যন্তং ধারয়ন্তং পোষয়ন্তং বৈমং লোকং যেন চক্ষসা প্রকাশেনানুপশ্যসি। অনুক্রমেণ] প্রকাশয়সি তং প্রকাশং স্তুম ইতি শেষঃ। যদ্বা। উত্তরস্যামৃচি সম্বন্ধঃ। তেন চক্ষসা-বোধীতি। তথাচ যাস্কেনোক্তং। ভা ত্বে বয়ং স্তুম ইতি বাক্য শেষোহপি বোত্তরস্যামন্বয়স্তেন ব্যেষি নি০ ১২ ২২। ইতি॥

ভুরণ্যন্তং। ভুরণ ধারণ-পোষণয়োঃ। কণ্ড্বাদিভ্যো যক্। ততঃ শতরি কর্ত্তরি শপ্। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে যক এব স্বরঃ শিষ্যতে। বরুণ। বৃঞ্ বরণে। অশ্মাদর্ত্তিবিভজ্যর্থাৎ কুবৃদারিভ্য উনন্নিত্যুনন্ প্রত্যয়ঃ। অত্র বরুণশব্দেনাদিত্য এবোচ্যতে। তথা চান্যত্রাম্নাতং। তস্মৈ মিত্রশ্চ বরুণশ্চাজায়েতামিতি। মিত্রশ্চ বরুণশ্চ ধাতা চার্য্যমা চেতি চ। (১ম—৫০সূ—৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পাবক অর্থাৎ সর্বজনের শোধক! বরুণ অর্থাৎ অনিষ্টনিবারক সূর্য্য! আপনারা জন-সমূহকে পোষণ করিবার জন্য অথবা এই লোককে পোষণ করিবার জন্য যে দীপ্তিদ্বারা দর্শন করিতেছেন অথবা অনুক্রমে প্রকাশিত করিতেছেন, আমরা সেই প্রকাশ অর্থাৎ দীপ্তিকে স্তব করিতেছি। ইহাই তাৎপর্য্য। অথবা, উত্তরবর্ত্তী ঋকের সহিত এই ঋকের সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধে অর্থ এইরূপ হইবে যে, 'সেই দীপ্তিদ্বারা আপনারা বিশেষরূপে গমন করিয়া থাকেন।' যাস্ক বলিয়াছেন, 'এই হেতু আমরা আপনার স্তব করি'—এই বাক্য-শেষটীও উত্তরবর্ত্তী ঋকের সহিত ("তেন বোষি' অর্থাৎ সেই দীপ্তিদ্বারা বিশেষরূপে গমন করিয়া থাকেন—এই বাক্যের সহিত) অন্বিত (নি০ ১২।২২)।

ভুরণ্যন্তং। ধারণ ও পোষণার্থক 'ভুরণ' (বগুস্থ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কণ্ড্বাদিভ্য' প্রযুক্ত 'যক্' প্রত্যয় হইয়াছে। তদনন্তর 'শতৃ' প্রত্যয় পরে থাকায় 'শপ্' হইয়াছে। 'অৎ' উপদেশ-হেতু 'লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে' এই নিয়মানুসারে 'যকের' স্বর মাত্র অবশিষ্ট আছে। বরুণ। বরণার্থ 'বৃঞ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অশ্মাদবর্ত্তাবিভজ্যর্থাৎ কুবৃদারিভ্য উনন্' এই নিয়মানুসারে 'উনন্' প্রত্যয় হইয়াছে। এই স্থলে বরুণ শব্দে আদিত্যকেই বুঝাইতেছে। অন্য স্থানে কথিত আছে;—সূর্য্য হইতেই মিত্র ও বরুণ জাত হইয়াছিলেন। যথা—"মিত্রশ্চ বরুণশ্চ ধাতা চার্য্যমা চেতি চ।" ধাতা মিত্র বরুণ ও অর্য্যমা ইত্যাদি॥ (১ম—৫০সূ—৬ঋ) ॥

* * *

ষষ্ঠ (৫৯১) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

যাঁহার সম্বোধনে মন্ত্রটি প্রযুক্ত, এই ঋকে তাঁহাকে 'পাবক' ও 'বরুণ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তাহাতে ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। যদি ঐ দৃশ্যমান্ সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি 'পাবকই' বা কি প্রকারে হইবেন, আর 'বরুণ' বলিয়াই বা তাঁহাকে কি প্রকারে আহ্বান করা যাইবে? কাজেই এক্ষেত্রে ঐ দুই পদের প্রচলিত অর্থের ব্যত্যয় ঘটাইতে হইয়াছে। 'পাবক' পদের অর্থ 'সর্ব্বস্য শোধক' (শোধনকারী পবিত্র-কারক) দাঁড়াইয়া গিয়াছে; আর 'বরুণ' পদের অর্থ 'অনিষ্টনিবারক' হইয়াছে। কিন্তু, বলা বাহুল্য, এতাদৃশ কল্পিত অর্থেও মন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট হয় নাই। দৃশ্যমান্ সূর্য্য-সম্পর্কে ঐ দ্বিবিধ সম্বোধনই যথা-প্রযুক্ত বলিয়া মনে করা যায় না। পরন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধে, পরমাত্মা-সম্বন্ধে, ঐ দুই সম্বোধন প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিলে, ভাবসঙ্গতি অব্যা-হত থাকে। তাঁহাকে সকল প্রকার সম্বোধনেই সম্বোধন করা যায়। তিনি পাবক, তিনি বরুণ, তিনি সূর্য্য, তিনি অগ্নি, তিনি বায়ু, তিনি আকাশ, তিনি বিশ্বমূর্ত্তি, তিনি বিশ্বরূপ। তাঁহাকে সেই দৃষ্টিতে দেখিলেই মন্ত্রার্থ নিষ্কাষণে আর কোনই সংশয় আসিতে পারে না। তিনি পাবক—পাপনাশক পবিত্রকারক; তিনি বরুণ—করুণাবারিবর্ষক। ঐ দুই সম্বো-ধনে তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ ভাবই আমরা পরিগ্রহণ করিলাম।

মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য অনুধাবন-পক্ষে কর্ম্মপদ ও ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করার আবশ্যক হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছি। "তাং প্রকাশশক্তিং আরাধয়ামি" এতাদৃশ বাক্যাংশের সংযোজনা ভিন্ন এই মন্ত্রের ভাব অস্ফুট অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।* সায়ণ

---

* এই অসম্পূর্ণতা একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদেই লক্ষ্য করুন; যথা,—'হে শোধনকারী অনিষ্টনিবারক! তুমি যে আলোক দ্বারা প্রাণীগণের পোষণকারীরূপে জগৎকে দৃষ্টি কর।" বলা বাহুল্য, ইহার সহিত কিছু সংযোজন না করিলে অর্থ সম্পূর্ণ হয় না। এ পক্ষে

তাই "তং প্রকাশং স্তুম" বাক্যাংশ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরাও "সেই প্রকাশশক্তিকে আরাধনা করি" এই ভাবের বাক্যাংশ গ্রহণ করিলাম। এখানে এবম্বিধ প্রার্থনার একটু নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে বলিয়া মনে করি। এখানে ভগবানের সাকার ও নিরাকার দুই ভাবের প্রতি লক্ষ্য আছে বুঝিতে পারি। তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশ—দৃশ্যমান্ ও অদৃশ্য—ব্যক্ত ও অব্যক্ত—সকল ভাবেই তাঁহার অবস্থিতি। কিন্তু স্থূলশরীরী স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন আমরা, সহসা তাঁহার সেই অপ্রকাশ অদৃশ্য নিরাকার অব্যক্ত অবস্থার ধারণা করিতে পারি না। সাকারের মধ্য দিয়াই তাঁহার নিরাকার ভাবের দিকে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়। এখানে তাই যেন বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আপনার প্রকাশ-শক্তি ব্যক্তরূপ আমাদিগকে প্রদর্শন কর। সেই রূপের ধারণা করিতে করিতে আমরা যেন তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। একবার তোমার দিব্যজ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া দেও;—প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখিয়া লই।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এই ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে। (১ম—৫০সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ।

পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য ॥ ৭ ॥

* • *

পরবর্ত্তী মন্ত্রের সহিত ইহার সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়। 'বয়া' অভিধানে সায়ণও তদ্রূপ এক ভাব পরিগ্রহণ করেন। কিন্তু নিরুক্তকার সেখানেও "তত্তং বয়ং স্তুম" প্রভৃতি বাক্যাংশ অধ্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। দ্যাং। এষি। রজঃ। পৃথু। অহা। মিমানঃ। অক্তুঽভিঃ।

পশ্যন্। জন্মানি। সূর্য্য ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্য' (সর্ব্বান্তর্যামিন্!) ত্বং 'পৃথু' (বিস্তৃতং) 'রজঃ' (লোকং, মর্ত্ত্যলোকমিতি যাবৎ) 'দ্যাং' (অন্তরিক্ষলোকঞ্চ) 'অক্তুভিঃ' (রাত্রিভিঃ) সহ 'অহা' (দিনানি) 'মিমানঃ' (উৎপাদয়ন্, নিযচ্ছন্) তথা 'জন্মানি' (ভূতজাতানি) 'পশ্যন্' (প্রকাশয়ন্, লক্ষীকুর্ব্বন্) 'বি' (বিশেষেণ) 'এষি' (গচ্ছসি, দ্রষ্টৃরূপেণ অবস্থিতো ভবসি)। হে ভগবন্! ত্বমেব জগতো দ্রষ্টা নিয়ন্তা চ ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৫০সূ—৭ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! তুমি এই বিস্তৃত রজোগুণাত্মক মর্ত্ত্যভূমিকে, অন্তরিক্ষ-লোককে, এবং রাত্রির সহিত দিবাকে নিয়মিত করিয়া এবং সকল প্রাণীকে লক্ষ্য করতঃ দ্রষ্টৃরূপে অবস্থিত রহিয়াছ। (ভাব এই,—'হে ভগবন্! তুমিই সর্ব্বজগতের দ্রষ্টা ও নিয়ন্তা।') ॥ (১ম—৫০সূ—৭ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সূর্য্য ত্বং পৃথু বিস্তীর্ণং রজো লোকং। লোকা রজাংস্যুচ্যন্ত ইতি যাস্কঃ। কং লোকং। দ্যাং। অন্তরিক্ষলোকং। ব্যেষি। বিশেষেণ গচ্ছসি। কিং কুর্ব্বন্। অহাহান্যক্তুভী রাত্রিভিঃ সহ মিমানঃ। উৎপাদয়ন্। আদিত্যগত্যধীনত্বাদহোরাত্রবিভাগস্য। তথা জন্মানি জননবন্তি ভূতজাতানি পশ্যন্। প্রকাশয়ন্॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সূর্য্য! আপনি দিবা ও রাত্রিকে উৎপাদন-পূর্ব্বক বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোকে বিশেষরূপে গমন করিয়া থাকেন। সূর্য্যের গমনাধীনেই অহোরাত্রি বিভাগ হইয়া থাকে। সেইরূপ উৎপত্তিমৎ (যাহাদের জন্ম আছে) প্রাণিসকলকে প্রকাশপূর্ব্বক ও গমন করিয়া থাকেন।

রজস্পৃথু। রজস্পৃথ্বিত্যত্র ছন্দসি বাাপ্রাম্রেড়িতয়োঃ। পা০ ৮৷৩৷৪৯। ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। অহা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। মিমানঃ। মাঙ্ মানে। জৌহোত্যাদিকঃ। শানচি শ্লৌ দ্বির্ভাবে ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। শ্নাভ্যস্তয়োরাত ইত্যাকারলোপঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যভ্যস্তস্যাদ্যুদাত্তত্বং। জন্মানি। জনী প্রাদুর্ভাবে। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৫০সূ—৭ঋ)॥

সপ্তম (৫৯২) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যকার এ ঋকেও সূর্য্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন; আর, তাহারই অনুকূলে যাস্ক-প্রণীত নিরুক্ত-গ্রন্থের মতানুবর্ত্তী হইয়া 'রজঃ' শব্দের 'লোক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তার পর, সেই লোক কেমন—এই আশঙ্কা দূরীকরণের নিমিত্ত 'রজঃ' পদকে 'দ্যাং' এই পদের বিশেষ্য করিয়া ঐ দুই পদে 'অন্তরিক্ষ লোক' বুঝাইয়াছেন। তাহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'সূর্য্য প্রকাশক' আর তাঁহার 'প্রকাশ্যস্থান রজোগুণবিশিষ্ট অন্তরিক্ষ লোক।' কিন্তু এ পক্ষে স্বতঃই সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে,—সূর্য্য কি কেবল অন্তরিক্ষ-লোকেরই প্রকাশক—মর্ত্ত্যের নহেন? যদি মর্ত্ত্যেরও প্রকাশক হন, তাহা হইলে 'দ্যাং' এই পদের সহিত 'রজঃ' পদের বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ কেন? ইহাতে মনে হয়, যেন ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য—রজোগুণাত্মক স্বর্গলোক। নতুবা বিশেষণের সার্থকতা কি? তার পর,

রজস্পৃথু। এই পদটীতে 'ছন্দসি বাাপ্রাম্রেড়িতয়োঃ' (পা০ ৮৷৩৷৪৯) এই সূত্রানুসারে বিসর্জ্জনীয়ের 'সত্ব' হইয়াছে। অহা। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে 'শি'র লোপ হইয়াছে। মিমানঃ। মানার্থক 'মাঙ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। জুহোত্যাদিগণীয়। 'শানচ' প্রত্যয় পরে থাকায় 'শ্লি' পরে দ্বিভাব প্রাপ্ত হইলে 'ভৃঞামিৎ' এই নিয়মানুসারে অভ্যাসের স্থানে 'ই' হইয়াছে। 'শ্নাভ্যস্তয়োরাৎ' এই নিয়মানুসারে আকারের লোপ হইয়াছে। অভ্যস্তানামাদিঃ' এই নিয়মানুসারে অভ্যস্তের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। জন্মানি। প্রাদুর্ভাবার্থক 'জনী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই নিয়মানুসারে 'মনিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন'কার ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৫০সূ—৭ঋ)॥

'দ্যাং' পদে 'অন্তরিক্ষলোক বা স্বর্গলোক' বুঝায়। আবার 'রজঃ' মানেও 'লোক'। অতএব, অর্থ দাঁড়ায়—লোক কেমন? না—স্বর্গলোক! যেমন, 'বৃক্ষ কেমন—না বৃক্ষ' ঠিক এইরূপ। ইহা অসমীচীন বলিয়াই মনে হয়। আবার 'রজঃ' শব্দের লোকার্থ পরিত্যাগ করিয়া যদি কেবল রজোগুণার্থই পরিগ্রহণ করি, তাহা হইলে রজোগুণাত্মক 'স্বর্গ' ইহাই প্রতিপন্ন হয়। তাহাও সর্ব্বথা অসমীচীন। কারণ, স্বর্গ সত্ত্বভাবাত্মক। ইহা সর্ব্বজনবেদ্য। আমরাও বহুধা ইহার সমালোচনা করিয়াছি। ফলতঃ, ভাষ্যার্থের অনুবর্ত্তী না হইয়া, যদি ঐ দুইটী পদের স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ্য নির্ব্বাচনের দ্বারা অর্থ পরিগৃহীত হয়, তাহাতেই প্রকৃত ভাবার্থ প্রাপ্ত হইতে পারি।

সাধারণতঃ ত্রিগুণ ও ত্রিলোক। সত্ত্বগুণে স্বর্গ, রজোগুণে মর্ত্ত্য, তমোগুণে পাতাল। যেখানে নিয়ত সুখশান্তি বিরাজিত, তাহাই সত্ত্বভূমি বা স্বর্গলোক। যেখানে রাগদ্বেষ, অভাব ও লালসা, সেইখানেই রজঃ বা তাহাই মর্ত্ত্যলোক। আর যেখানে বিষয়-স্পৃহা নাই, কার্য্য অকার্য্য নাই, কেবল জড়ত্ব; তাহাই—পাতাল বা অধোলোক অথবা নিম্ন অধম বা জড় অবস্থা। অতএব, 'রজঃ' পদে রজোগুণাত্মক মর্ত্ত্যলোক, আর 'দ্যাং' পদে স্বর্গলোক—এইরূপ স্বতন্ত্রভাবে দুইটী অর্থ পরিগৃহীত হওয়াই উচিত।

মন্ত্রের অন্য আলোচ্য অংশ—"অক্তুভিঃ অহা মিমানঃ জন্মানি পশ্যন্ বি এষি।" এই অংশের ভাব এই যে, নিখিল প্রাণিগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে, তাহাদের জন্ম-কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া, এই প্রাণিজগতে তিনি উদ্গত। তিনি স্বপ্রকাশ, তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃ, তাঁহা হইতে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত। সেই বিশ্বপ্রকাশক অন্তর্য্যামী সূর্য্যনারায়ণকে প্রার্থনা করাই এই ঋকের উদ্দেশ্য।

এ পক্ষে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই,—'হে ভগবন্! তুমি অনন্তমূর্ত্তি। তুমি অনন্তপরিগ্রহ। তুমি এক মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যভূমিকে প্রকাশিত করিয়াছ, আবার অন্যমূর্ত্তিতে সর্ব্বলোকের প্রভাপ্রতিভা বিকশিত করিতেছ। শুধু তাহাই নহে—সকল প্রাণী জগতের উপর তোমার লক্ষ্য। তুমি অন্তরালে থাকিয়া 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ',—বিশ্বজগতের রহস্য অবলোকন করিতেছ। তোমার

বিকাশেই তাহাদের বিকাশ, তোমার প্রভাপ্রতিভাই সর্ব্বব্যাপ্ত।' এখানে এই অভিলক্ষ্য রহিয়াছে। * (১ম—৫০সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য।

শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সপ্ত। ত্বা। হরিতঃ। রথে। বহন্তি। দেব। সূর্য্য।

শোচিঃ৲কেশং। বি৲চক্ষণ ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিচক্ষণ' (জ্ঞানময়, সর্ব্বপ্রকাশক) 'দেব' (দ্যোতমান, স্বপ্রকাশ) 'সূর্য্য' (হে পরমাত্মন!) 'শোচিষ্কেশং' (দীপ্তিমন্তং, তেজোরূপং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সপ্ত হরিতঃ' (সপ্তকিরণাঃ, ভগবৎসম্বন্ধকারকা দেহাদিসপ্তউপদানাঃ) 'রথে' (হৃদি, কর্ম্মণি) 'বহন্তি' (প্রাপয়ন্তি)। মন্ত্রস্য ভাবঃ—সূর্য্যরশ্ময়র্যথা সপ্তকিরণেন জগতি সূর্য্যসম্বন্ধং দদতি, সদ্ভাবাদয়স্তথা দেহেন্দ্রিয়প্রভৃতয়া হৃদি ভগবন্তং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি। (১ম—৫০সূ—৮ঋ)॥

* কিন্তু এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে সূর্য্যের গতি প্রভৃতির বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ভাবই প্রকাশ পায়। সে অর্থ,—"হে সূর্য্যদেব আপনি দিন এবং রাত্রিসকল উৎপন্ন করিয়া এবং জন্মবিশিষ্ট প্রাণিসমূহকে প্রকাশ করিয়া বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ লোকে বিশেষরূপে গমন করেন।" যাহা হউক, এ সকল মন্ত্র পরমাত্মার সম্বন্ধেই প্রযুক্ত ; অর্থ তদনুসারী হওয়াই সঙ্গত। ইহাই আমাদিগের অভিমত।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানময় (সর্ব্বপ্রকাশক) দ্যোতমান্ (স্বপ্রকাশ) হে পরমাত্মন্! তেজঃস্বরূপ (দীপ্তিমান্) আপনাকে, ভগবৎসম্বন্ধকারক দেহাদি সপ্ত-উপাদান, হৃদয়ে (কর্ম্মমধ্যে) বহন করিয়া আনে। (ভাব এই যে—সূর্য্যরশ্মিসমূহ যেমন সপ্তকিরণের দ্বারা জগৎকে সূর্য্যসম্বন্ধ প্রদান করে, সত্ত্বভাবসমূহ সেইরূপ দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করে।)॥ (১ম—৫০সূ—৮ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সূর্য্যদেব দ্যোতমান্ বিচক্ষণ সর্ব্বস্য প্রকাশয়িতঃ। সপ্ত সপ্তসংখ্যাকা হরিতোঽশ্বা রসহরণশীলা রশ্ময়ো বা ত্বা ত্বাং বহন্তি প্রাপয়ন্তি। কীদৃশং। রথেঽবস্থিতমিতি শেষঃ। তথা শোচিষ্কেশং শোচীংষি তেজাংস্যেব যস্মিন্ কেশা ইব দৃশ্যন্তে স তথোক্তঃ। তং। হরিত ইত্যাদিত্যাশ্বানাং সংজ্ঞা হরিত আদিত্যস্যেতি নিঘণ্টাবুক্তত্বাৎ।

শোচিষ্কেশং। শুচ দীপ্তৌ। অর্চি শুচি হুসৃপীত্যাদিনেসি প্রত্যয়ান্তোঽন্তোদাত্তঃ। স এব বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপ্রকৃতিস্বরত্বেন শিষ্যতে। নিত্যং সমাসেঽনুত্তরপদস্থস্যেতি বিসর্জনীয়স্য ষত্বং॥ (১ম—৫০সূ—৮ঋ)॥

অষ্টম (৫৯৩) ঋকের বিশদার্থ।

—§:•○•:§—

এই ঋকের মর্ম্মার্থ-পরিগ্রহণে বড়ই সমস্যায় পড়িতে হয়। ঋকের যাহা প্রচলিত অর্থ আছে, তাহার ভাব এই যে, 'সাতটি ঘোড়ার রথে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সূর্য্য! দ্যোতমান সর্ব্বলোকপ্রকাশক আপনাকে সপ্তসংখ্যক হরিদ্বর্ণ অশ্ব অথবা রসহরণশীল রশ্মিসমূহ বহন করিয়া থাকে। আপনি কিরূপ? রথে অবস্থিত তদ্রূপ, তেজোরূপ কেশবিশিষ্ট (শোচীংষি অর্থাৎ তেজ-সমূহ কেশের ন্যায় হইয়াছে যাহাতে) এবম্বিধ আপনাকে।

হরিত। ইত্যাদি অশ্বের সংজ্ঞা। 'হরিত আদিত্যস্য' নিঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে। শোচিষ্কেশং। দীপ্ত্যর্থক 'শুচ্' ধাতু। 'অর্চিশুচিহুসৃপী' ইত্যাদি 'এসি' প্রত্যয়ান্ত হইয়া অন্তোদাত্ত হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে তাহাই পূর্ব্বপ্রকৃতিস্বরত্বপ্রযুক্ত অবশিষ্ট আছে। 'নিত্যং সমাসেঽনুত্তরপদস্থস্য' এই নিয়মানুসারে বিসর্জ্জনীয়ের 'ষত্ব' হইয়াছে॥ (১ম—৫০সূ—৮ঋ)॥

সূর্য্যকে বহন করে।' প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। দেখুন—কি ভাব প্রাপ্ত হন। প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ; যথা,—

(১) "হে সর্ব্বপ্রেরক, দীপ্তিমান্, সকলের প্রকাশক সূর্য্য, কেশসদৃশতেজো-বিশিষ্ট আপনাকে সপ্তসংখ্যক অশ্বসকল রথে বহন করে।"

(২) "হে দীপ্তিমান্ সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্য! হরিৎ নামক সপ্ত অশ্ব রথে তোমাকে বহন করে, জ্যোতিই তোমার কেশ।"

'সাতটা ঘোড়ায় রথে সূর্য্যকে বহন করে'—এ প্রকার অর্থে বেদ-মন্ত্রের যে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা সেই বেদপুরুষই বলিতে পারেন। আমরা তো ইহার মর্ম্ম কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, এখন কি হইতে কি অর্থ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সেই আলোচনার ফলেই মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। তৎপক্ষে মন্ত্রের পদ-কয়েকটীর প্রতি একবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

মন্ত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যামূলক পদ—"সপ্ত হরিতঃ।" কিন্তু ঐ দুই পদের ভাব-পরিগ্রহণের পূর্ব্বে বুঝা উচিত, মন্ত্রের দেবতা বা লক্ষ্য-স্থান কোথায়? 'সূর্য্য' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিলেই বুঝা যায়, ঐ পদে পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য আছে, রূপকে তাঁহারই মাহাত্ম্য তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। সায়ণও দুই এক স্থলে (পূর্ব্বাপর মন্ত্রের ভাষ্য দেখুন) সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। ফলতঃ, যে পথেই অগ্রসর হউন, রূপক স্বীকার না করিলে, কোনও প্রকারেই মন্ত্রার্থ নিষ্কাষিত হইতে পারে না। যদি বলেন—'পরমাত্মা বা ভগবান সম্বন্ধে মন্ত্র প্রযুক্ত হয় নাই; ঐ দৃশ্যমান্ সূর্য্যের উদয়াস্ত লক্ষ্য করিয়াই উহার প্রবর্ত্তনা হইয়াছে;' কিন্তু সে পক্ষেও রূপক-স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। কেন-না, ঐ সূর্য্যের আবার রথ কি? আর, সাতটা ঘোড়ায়ই বা আবার সে রথ টানিবে কি? সুতরাং সে পক্ষে 'সপ্ত হরিতঃ' পদে সপ্ত বর্ণের বা সপ্ত কিরণের দ্বারা যে সূর্য্য-রশ্মি প্রকাশ পায়, সেই ভাব এখানে রূপকে পরিবর্ণিত আছে—স্বীকার করিতে হয়। ফলতঃ, 'সাতটা ঘোড়ায় তাঁহার রথ টানে'—এ ভাব কোনক্রমেই অটুট রাখা যায়

না। অথচ, দৃশ্যমান্ সূর্য্য-সম্বন্ধে যে ঐ মন্ত্রটী প্রযুক্ত—তাহা মানিতে গেলে, পূর্ব্বাপর মন্ত্রার্থের সামঞ্জস্য থাকে না এবং মন্ত্রার্থে কোনও সদ্ভাবই পাওয়া যায় না। অতএব, যাহাতে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা হয় এবং বেদ-মন্ত্রের মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা মন্ত্রার্থ নিষ্কাষণে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা বলি, রূপকালঙ্কারে, এক সুষ্ঠু উপমার দ্বারা, এখানে পরমার্থ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। 'সপ্ত' পদে আর 'হরিতঃ' পদে যে ভাব ব্যক্ত হয়, আমরা একাধিক স্থানে তাহার আলোচনা করিয়াছি। * উপমায় সূর্য্য-পক্ষে ঐ দুই পদে সূর্য্যরশ্মির সপ্তবর্ণকেই বুঝাইতেছে। পরন্তু সেই রশ্মির দ্বারা যেমন জগতের সহিত সূর্য্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, পরমাত্মার বা ভগবানের সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ-স্থাপনের প্রসঙ্গই এখানে প্রখ্যাত হইয়াছে। এক দিকে সূর্য্য; অন্য দিকে সত্ত্বভাব বা ভগবদ্বিভূতি। এক দিকে সপ্তরশ্মি; অন্যদিকে পঞ্চভূতাত্মক দেহ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত—এই সপ্ত উপাদান। এক দিকে জগৎ, অন্য দিকে হৃদয় বা কর্ম্মসমূহ। ভাব এই যে,—সূর্য্য যেমন সপ্ত-রশ্মি দ্বারা জগৎকে প্রাপ্ত হন; সত্ত্বভাবসমূহ সেইরূপ দেহাদি প্রোক্ত সপ্ত উপাদানের মধ্য দিয়া হৃদয়কে বা আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'জীব! তুমি সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও। তাহা দ্বারাই তোমার দেহাদি বিশুদ্ধ হইয়া ভগবানের আশ্রয়-স্থান হইবে।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্যার্থ॥ † (১ম—৫০সূ—৮ঋ)॥

—§ §—

* মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' ২৩৫৩ হইতে ২৩৫৭ পৃষ্ঠায় (প্রথম মণ্ডল, সপ্তচত্বারিংশৎ সূক্ত, অষ্টম ঋকের আলোচনায়) 'সপ্ত' পদ সম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্য পাঠ করুন। 'হরিতঃ' (হরিৎ) পদ সম্বন্ধেও প্রথম মণ্ডলের চতুর্দ্দশ সূক্তের দ্বাদশ ঋকের আলোচনা দেখুন।

† মন্ত্রের অন্তর্গত প্রত্যেক পদই আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সহায়ক বলিয়া মনে করা যায়। প্রথম—সূর্য্যের বিশেষণ 'বিচক্ষণ' ও 'দেব' পদদ্বয়। ভগবান যে জ্ঞানময় ও স্বপ্রকাশ, ঐ দুই পদে এই ভাব পরিব্যক্ত। দৃশ্যমান্ সূর্য্যসম্বন্ধে ঐ পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিলে,

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। নবমী ঋক্)।

অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ।

তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অযুক্ত। সপ্ত। শুন্ধ্যুবঃ। সূরঃ। রথস্য। নপ্ত্যঃ।

তাভিঃ। যাতি। স্বযুক্তিঽভিঃ ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূরঃ' (জ্ঞানপ্রদাতা পরমাত্মা) 'রথস্য' (অস্মাকং কর্ম্মরূপযানস্য হৃদয়স্য বা) 'নপ্ত্যঃ' (ন পাতয়িত্রীঃ, সদ্ভাব-রক্ষয়িত্রীঃ ইতি ভাবঃ) 'সপ্ত' (বহ্বীঃ, দেহাদিসপ্তসংজ্ঞকাঃ, সৎকর্ম্মোপাদানাঃ—পূর্ব্বভাষ্যানুসারিণ্যঃ) 'শুন্ধ্যুবঃ' (বিশুদ্ধসত্ত্বভাবসমুদ্ভূতা বিশুদ্ধা ইচ্ছাশক্তীঃ কর্ম্মশক্তীর্ব্বা) 'অযুক্ত' (যোজিতবান্—হৃদি ইতি শেষঃ); 'তাভিঃ' (কর্ম্মশক্তিভিঃ, ইচ্ছাশক্তিভিঃ) 'স্বযুক্তিভিঃ' (আত্মজ্ঞানোন্মেষণাভিঃ সহ) 'যাতি' (ভগবন্তং প্রাপ্নোতি—নরঃ ইতি শেষঃ)। মন্ত্রস্য ভাবঃ—'ভগবদনুকম্পয়া বয়ং যাং বিশুদ্ধাং কর্ম্মশক্তিং ইচ্ছাশক্তিং বা লভামহে, সা শক্তিঃ এব অস্মান্ ভগবন্তং প্রাপয়তি।' (১ম—৫০সূ—৯ঋ)॥

অর্থান্তর আমনন করার আবশ্যক হইয়া পড়ে। সে কেবল কল্পনার আড়ম্বর মাত্র। দ্বিতীয়—'শোচিষ্কেশং' পদ। ঐ পদের চলিত অর্থ—'জ্যোতিঃ হইয়াছে কেশ যাঁহার।' তাহা হইতে ঐ পদে অগ্নিকে বুঝায়। আমাদিগের অর্থ—'দীপ্তিমন্তং তেজোরূপং।' এ বিশেষণ ভগবৎ-সম্বন্ধেই যথাপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। তিনি জ্যোতির্ম্ময়। কি কেশ, কি পদ, কি নখ,—তাঁহার সকলই জ্যোতিঃ। এই ভাবই এখানে প্রাপ্ত হই। 'রথে' পদে হৃদয়কে বা কর্ম্মকে বুঝায়। এ অর্থে মতান্তর থাকিতে পারে না।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানপ্রদাতা পরমাত্মা, আমাদিগের কর্ম্মরূপ যানের অথবা হৃদয়ের সদ্ভাব-রক্ষয়িত্রী বহু বিশুদ্ধা ইচ্ছাশক্তিকে অথবা কর্ম্মশক্তিকে হৃদয়ে সংযুক্ত রাখিয়াছেন; সেই সকল কর্ম্মশক্তির অথবা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আত্মোজ্ঞানোন্মেষণের সহিত মানুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (ভাব এই যে,—'ভগবানের অনুকম্পায় আমরা যে বিশুদ্ধ কর্ম্মশক্তিকে বা ইচ্ছাশক্তিকে লাভ করি, সেই শক্তিই আমাদিগকে ভগবানকে পাওয়াইয়া দেয়।')॥ (১ম—৫০সূ—৯ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

সূরঃ সর্ব্বস্য প্রেরকঃ সূর্য্যঃ শুন্ধ্যুবঃ শোধিকা অশ্বস্ত্রিয়ঃ। তাদৃশী সপ্তসংখ্যাকা অযুক্ত। স্বরথে যোজিতবান্। কীদৃশঃ। রথস্য নপ্ত্যঃ। ন পাতয়িত্র্যঃ। যাভির্যুক্তাভিঃ রথো যাতি। ন পততি তাদৃশীভিরিত্যর্থঃ। এবম্ভূতাভিস্তাভিরশ্বস্ত্রীভিঃ স্বযুক্তিভিঃ স্বকীয় যোজনেন রথে সম্বন্ধাভির্যাতি। যজ্ঞগৃহং প্রত্যাগচ্ছতি। অতস্তস্মৈ হবির্দ্দাতব্যমিতি বাক্যশেষঃ॥

অযুক্ত। যুজির্ যোগে। স্বরিতে স্বাৎ কর্ত্রভিপ্রায় আত্মনেপদং। লুঙি চ্লেঃ সিচ্। একাচ। ইতীট্ প্রতিষেধঃ। লিঙ্‌সিচাবাত্মনেপদেষু। পা০ ১।২।১১। ইতি সিচঃ কিত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। ছলো ছলীতি সিচঃ সকারলোপঃ। চোঃ কুরিতি কুত্বং। শুন্ধ্যুবঃ। শুন্ধ বিশুদ্ধৌ। যজিমনিশুং ধিদ সিজ নিভ্যো যুরিতি যু-প্রত্যয়ঃ। শসি তন্বাদীনাং ছন্দসি

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বলোকপ্রেরক সূর্য্য বিশুদ্ধ সপ্তসংখ্যক অশ্বস্ত্রীকে স্বকীয় রথে যোজনা করিয়াছিলেন। অশ্বস্ত্রীগণ কি প্রকার? রথের পাতনকারিণী নহে—এরূপ। যে অশ্বস্ত্রীগণকে রথে যুক্ত করিলে রথ গমন করে, পতিত হয় না, এরূপ অশ্বস্ত্রীযুক্ত। স্বকীয় রথে সম্বদ্ধ এবম্বিধ অশ্বস্ত্রীসমূহ দ্বারা যজ্ঞগৃহ গমন করিয়া থাকেন। এই হেতু তাঁহাকে হবিঃ দান করা কর্ত্তব্য।

অযুক্ত। যোগার্থক 'যুজির' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। স্বরিতত্ব-হেতু কর্ত্তৃ অভিপ্রায়ে আত্মনেপদ হইয়াছে। লুঙ্ বিভক্তি পরে থাকায় 'চ্লে সিচ্' (৩।১।৪৪) এই সূত্রানুসারে 'সিচ্' হইয়াছে। 'একাচ্' হেতু ইটের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'লিঙ্‌সিচাবাত্মনেপদেষু' (পা০ ১।২।১১) এই সূত্রানুসারে সিচের 'কিত্ব' হেতু লঘু উপাধার গুণ হয় নাই। 'ছলোছলী' এই নিয়মানুসারে 'সিচের' সকারের লোপ হইয়াছে। 'চোঃ কুঃ' এই নিয়মানুসারে 'কুত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে। শুন্ধ্যুবঃ। বিশুদ্ধি অর্থক 'শুন্ধ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'যজিমনিশুং বিদসিজনিভ্যোযুঃ' এই নিয়মানুসারে 'যুঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'শস্' পরে

বহুলমুপসংখ্যানমিত্যাবঙাদেশঃ। সুরঃ। ষু প্রেরণে। সুসূধাগৃধিভ্যঃ ক্রন্নিতি ক্রন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। নপ্ত্যঃ। ন পাতয়তীত্যর্থে নপ্তৃনেষ্টৃ ইত্যাদি নোনাদিষু। নপ্তৃশব্দ তৃন্নন্তোঃ নিপাতিতঃ। ঋন্নেভ্যো ঙীবিতি ঙীপ্। যণাদেশ উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাদিতি ঙীপ্ উদাত্তত্বং সুপাং সুপো ভবন্তীতি শসো উসাদেশঃ। ততো যুনাদেশঃ উদাত্ত স্বরিতয়োর্যণ ইতি স্বরিতত্বং। রেফলোপশ্ছান্দসঃ। উক্তঞ্চ। দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশবিতি শাখান্তরে তু নপ্ত্যা ইত্যেব পঠ্যতে। স্বযুক্তিভিঃ। স্বকীয়াঃ সূর্য্য- সম্বন্ধিন্যো যুক্তয়ো যোজনানি যাসাং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৫০সূ—৯ঋ॥

• . •

নবম (১৯৪) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রটীর পদবিন্যাস জটিলতাসম্পন্ন। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যা-বঙ্গানুবাদাদিতে সে জটিলতা আরও বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়াছে। সায়ণের অর্থ, ভাষ্যে ও বঙ্গনুবাদেই লক্ষ্য করিবেন। এখানে দুই জন প্রসিদ্ধ বেদ-ব্যাখ্যাতার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সে অনুবাদ ; যথা,—

(১) "সর্ব্বপ্রেরক সূর্য্য সপ্তসংখ্যক, দোষরহিত অশ্বীদিগকে স্বীয় রথে যোজিত করিয়াছেন, যে অশ্বী সকল রথে যোজিত হইলে রথের আর পতনভীতি থাকে না। স্বযোজিত সেই অশ্বীসকল দ্বারা তিনি যজ্ঞগৃহে গমন করেন।"

(২) "সূর্য্য রথবাহক সাতটী অশ্বীকে যোজিত করিলেন, সেই স্বয়ংযুক্ত অশ্বীদিগের দ্বারা তিনি গমন করিতেছেন।"

থাকায় 'তন্বাদীনাং ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে উবঙ্ আদেশ হইয়াছে। সুরঃ। প্রেরণার্থক 'ষু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'সুসূধাগৃধিভ্যঃক্রন্' এই নিয়মানুসারে ক্রন্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন'কার ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। নপ্ত্যঃ। 'ন পাতয়তি' এই অর্থে 'নপ্তৃনেষ্টৃ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে উণাদিবিষয়ে নপ্তৃশব্দ 'তৃচ্' প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। 'ঋন্নেভ্যোঙীপ্' এই নিয়মানুসারে 'ঙীপ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'যণ' আদেশ ও 'উদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাৎ' এই নিয়মানুসারে 'ঙীপের' উদাত্তত্ব হইয়াছে। 'সুপাং সুপো ভবন্তি' এই নিয়মানুসারে 'শসের' স্থানে 'উস্' আদেশ হইয়াছে। তৎপরে 'যণাদেশঃ উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ্' এই নিয়মানুসারে স্বরিতত্ব হইয়াছে। ছান্দস-হেতু 'রেফের' লোপ হইয়াছে। উক্ত আছে 'দ্বৌচাপরৌবর্ণবিকারনাশৌ' ইত্যাদি। শাখান্তরে 'নপ্ত্যা' এইরূপই পঠিত হয়। স্বযুক্তিভিঃ। স্বকীয় সূর্য্য সম্বন্ধি যোজনসমূহ যাহাদের—এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে॥ (১ম—৫০সূ-৯ঋ।)

• •

পূর্ব্বে ছিল—সাতটা অশ্ব। এবার হইল—সাতটা অশ্বী! তাহাতে অর্থ যে কি দাঁড়াইল, উপরি উদ্ধৃত দুইটী বঙ্গানুবাদেই তাহা হৃদগম্য হইবে। অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, সে অর্থে আর প্রচলিত অর্থে আকাশ-পাতাল পার্থক্যই বা কেন প্রখ্যাত হইল, তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা যাউক। একে একে শব্দ-কয়েকটীর অনুসরণ করুন। তাহাতেই মর্ম্মার্থ বিশদীকৃত হইবে।

প্রথম—'সূরঃ' পদ। পূর্ব্বাপর যেমন পরমাত্মা-বিষয়ে মন্ত্রের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে, এখানেও ঐ পদে সেই লক্ষ্য অব্যাহত আছে মনে করি। সুতরাং ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'জ্ঞানপ্রদাতা পরমাত্মা' পদ গ্রহণ করিয়াছি। রথ-শব্দের যে অর্থ পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও তাহারই সঙ্গতি দেখি। সুতরাং "রথস্য নপ্ত্যঃ" পদদ্বয়ে 'কর্ম্ম-রূপ যানের বা হৃদয়ের রক্ষয়িত্রী' অর্থ গ্রহণ করিলাম। ভগবানের নিকট হইতে যে "শুন্ধ্যুবঃ" প্রাপ্ত হই, তিনি যে বিশুদ্ধসত্ত্বভাবসমুদ্ভূত অগ্নি-সংস্কারে সংস্কৃত কর্ম্মশক্তিকে বা ইচ্ছাশক্তিকে প্রেরণ করেন, তদ্দারা কর্ম্মরূপ-যান বা হৃদয় নিশ্চয়ই রক্ষা প্রাপ্ত হয়। "রথস্য নপ্ত্যঃ" পদদ্বয়ের তাহাই সার্থকতা। অতঃপর 'শুন্ধ্যুবঃ' পদটীর তাৎপর্য্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করুন। 'শুন্ধ্যু' পদ বিশুদ্ধতার ভাবমূলক। উহার অর্থ—'অগ্নি'। অগ্নি দ্বারা যাহা বিশুদ্ধ হয়, পরীক্ষার অনলে যাহার মলা-মাটী কাটিয়া যায়, "শুন্ধ্যুবঃ" পদে সেই বস্তুকে বুঝায়। আমরা তাই উহার প্রতিবাক্যে 'বিশুদ্ধসত্ত্বভাবসমুদ্ভূত' প্রভৃতি পদ ব্যবহার করিয়াছি। তদ্রূপ বিশুদ্ধা ইচ্ছাশক্তি বা কর্ম্মশক্তি, হৃদয়কে বা কর্ম্মকে যে পতনের পথ হইতে রক্ষা করে, ইহা সুনিশ্চিত। সেই নিত্য-সত্য তত্ত্বই "শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ" বাক্যাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। এখন প্রথম পাদের আর দুইটী পদ অবশিষ্ট রহিল; একটী 'সপ্ত,' অপরটি 'অযুক্ত।' ক্রিয়াপদ 'অযুক্ত' সম্বন্ধে বিতর্কের কোনই কারণ নাই। উহার 'যোজিত-বান্' প্রতিবাক্যই আমরাও গ্রহণ করিয়াছি, এবং তাহাতে অর্থের কোনই ব্যাঘাত ঘটে নাই। কিন্তু 'সপ্ত' পদ সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। যদিও ঐ পদে 'বহ্বীঃ' প্রতিবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি এবং তাহাতে কোনও

আপত্তির কথা উঠিতে পারে না; তথাপি, ঐ পদে পূর্ব্বমন্ত্রকথিত সেই দেহাদি সপ্ত উপাদানের প্রতিও লক্ষ্য আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। ভাব এই যে, দেহাদি সেই যে সাতটী "শুন্ধ্যুবঃ" অর্থাৎ পরীক্ষায় বিশুদ্ধীকৃত সেই যে সাতটী মনুষ্যত্বের উপাদান—সে সাতটীকে ভগবানই প্রদান করেন। ভগবদনুকম্পার প্রভাবেই আমাদিগের পঞ্চভূতাত্মক দেহ বিশুদ্ধ হয়, ভগবদনুকম্পাতেই আমাদিগের পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশুদ্ধতা লাভ করে, ভগবদনুকম্পাতেই আমাদিগের মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত বিশুদ্ধিতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহার অনুকম্পা ভিন্ন শুদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব, "অযুক্ত" হইতে "নপ্ত্যঃ" পর্য্যন্ত অংশের ভাব এই যে,—'ভগবান আমাদিগের দেহাদিকে যে বিশুদ্ধ অবস্থা প্রদান করেন, তদ্দ্বারা আমাদিগের কর্ম্ম বা হৃদয় অব্যাহত থাকে—পতনের পথ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।' মন্ত্রের শেষ পাদের—"তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ" অংশের ভাব এই যে,—'ভগবদনুকম্পাপ্রাপ্ত সেই ইচ্ছাশক্তি বা কর্ম্মশক্তিই আমাদিগকে ভগবৎ-সান্নিধ্যে লইয়া যায়।' আমরা মনে করি, এ মন্ত্র এইরূপ উচ্চভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। ঘোটকীর দ্বারা রথ টানানর কল্পনা—এখানে বিড়ম্বনা মাত্র। (১ম—৫০সূ—৯ঋ)।

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

অবভৃথেষ্টৌ হোত্রকা জলান্নিষ্ক্রম্যোদ্বয়ং তমসস্পরীতি মন্ত্রং ব্রূয়ুঃ। তথাচ পত্নী সংযাজৈশ্চরিত্বোতি খণ্ডে সূত্রিতং। উদ্বয়ং তমসস্পরীত্যুদেত্য। আ০ ৬।১৩। ইতি॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'অবভৃত' প্রভৃতি আটটী হোত্রক জল হইতে নিষ্ক্রামিত হইয়া 'উদ্বয়ং তমসস্পরি' ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়াছিল। 'পত্নীসংযাজৈশ্চরিত্বা' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে;—'উদ্বয়ং তমসস্পরী- ত্যুদেত্য' (আং ৬।১৩)।

• • •

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। দশমী ঋক্)।

উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরং।

দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমং॥ ১০॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। বয়ং। তমসঃ। পরি। জ্যোতিঃ। পশ্যন্তঃ। উৎ২তরং।

দেবং। দেবহত্রা। সূর্য্যং। অগন্ম। জ্যোতিঃ। উৎ২তমং॥ ১০॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ, সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ) 'তমসঃ' (অজ্ঞানান্ধকারং) 'উৎ পরি' (উপরিস্থিতং, অতীতাবস্থাগতং) 'উত্তরং' (উৎকৃষ্টতরং) 'জ্যোতিঃ' (জ্ঞানরূপং) 'পশ্যন্তঃ' (অবলোকয়ন্তঃ, হৃদি ধারয়ন্তঃ—ক্রমশঃ ইতি যাবৎ) 'দেবত্রা' (দেবেষু মধ্যে) দেবং' (দ্যোতমানং) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'জ্যোতিঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপং, দীপ্যমানং) 'সূর্য্যং' (পরমাত্মানং) 'অগন্ম' (প্রাপ্নবাম)। সৎকর্ম্মপ্রভাবেন সজ্জ্ঞানোন্মেষেণ সহ পরমাত্মনঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫০সূ—১০ঋ)॥

অথবা,

'বয়ং' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ) যদি 'তমসস্পরি' (অন্ধকারস্যোপরি, অন্ধকারনাশকং) 'উত্তরং' (উৎকৃষ্টতরং জ্যোতিরাধারং) 'সূর্য্যং' (সূর্য্যদেবং, 'পশ্যন্তঃ' (পূজয়ন্তঃ, হৃদি অনুধ্যায়ন্তঃ) তদা 'দেবত্রা দেবং' (দেবেষু মধ্যে দ্যোতমানং) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'জ্যোতিঃ' (জ্ঞানময়ং পরমাত্মানং) 'অগন্ম' (প্রাপ্নবাম)। সূর্য্যদেবস্য অনুধ্যানেন সহ ক্রমশঃ পরমাত্মদর্শনং সম্ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫০সূ—১০ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

প্রার্থনাকারী সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা আমরা, অজ্ঞানান্ধকারের অতীত-অবস্থা-গত উৎকৃষ্টতর জ্ঞানজ্যোতিঃ দর্শন করিয়া, দেবগণের মধ্যে

দ্যোতমান্, শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃস্বরূপ, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—'সৎকর্ম্মপ্রভাবে সৎ জ্ঞানোন্মেষের সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে।')॥ (১ম—৫০সূ—১০ঋ)॥

অথবা,

সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা আমরা যদি অন্ধকারনাশক উৎকৃষ্টতর জ্যোতির আধার সূর্য্যদেবকে অনুধ্যান করি, তাহা হইলে দেবগণের মধ্যে জ্যোতিষ্মান্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানময় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। (ভাব এই যে,—'সূর্য্যদেবের অনুধ্যানের সহিতই ক্রমশঃ পরমাত্মদর্শন সম্ভবপর হয়।')॥ (১ম—৫০সূ—১০ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

বয়মনুষ্ঠাতারস্তমসস্পরি তমস উপরি রাত্রেরূর্দ্ধং বর্ত্তমানং তমসঃ পাপাৎ পর্য্যুপরি বর্ত্তমানং বা। পাপরহিতমিত্যর্থঃ। তথা চাম্নায়তে। উদ্বয়ং তমসস্পরীত্যাহ। পাপ্মা বৈ তমঃ পাপ্মানমেবাস্মাদপহন্তীতি। জ্যোতিস্তেজস্বিনমুত্তরমুদ্গততরমুৎকৃষ্টতরং বা দেবত্রা দেবেষু মধ্যে দেবং দানাদিগুণযুক্তং সূর্য্যং পশ্যন্তঃ স্তুতিভির্হবির্ভিশ্চোপাসীনাঃ সন্ত উত্তমমুৎকৃষ্টতমং জ্যোতিঃ সূর্য্যারূপমগন্ম। প্রাপ্নুবাম। তথাচ শ্রূয়তে। অগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিত্যাহাসৌ বা আদিত্যো জ্যোতিরুত্তমমাদিত্যস্যৈব সাযুজ্যং গচ্ছতীতি। যুক্তং চৈতৎ। তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতীতি শ্রুত্যন্তরাৎ॥

তমসস্পরি। পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থ ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। জ্যোতিষ্পশ্যন্তঃ। ইসুসোঃ সামর্থ্যে। পা০ ৮।৩।৪৪। ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য ষত্বং। ব্যপেক্ষালক্ষণং সামর্থ্যং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমরা অনুষ্ঠাতৃগণ রাত্রির ঊর্দ্ধে বিদ্যমান, অথবা পাপের উপরি বিদ্যমান অর্থাৎ পাপ রহিত (কথিত আছে—তমঃই পাপস্বরূপ এই হেতু পাপকে নাশ করা কর্ত্তব্য) তেজস্বি উদ্গততর অথবা উৎকৃষ্টতর এবং দেবগণ মধ্যে দানাদিগুণযুক্ত সূর্য্যকে দর্শন করিয়া স্তুতিদ্বারা ও হবি দ্বারা উপাসনা-পূর্ব্বক উৎকৃষ্টতম জ্যোতিকে অর্থাৎ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হইব। শ্রুতিতে আছে,—আমরা উত্তম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইব, আদিত্যই উত্তম জ্যোতি, আদিত্যেরই সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই যুক্তিযুক্ত কথা। কারণ, শ্রুত্যন্তরে উক্ত হইয়াছে যে, 'আদিত্যকে যে ব্যক্তি যেরূপভাবে উপাসনা করে, সে সেই রূপই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

তমসস্পরি। পঞ্চমীর পরাবধ্যর্থহেতু বিসর্জ্জনীয়ের 'সত্ব' হইয়াছে। জ্যোতিষ্পশ্যন্তঃ। 'ইসুসোঃ সামর্থ্যে' (পা০ ৮,৩,৪৪) এই সূত্রানুসারে বিসর্গের 'ষত্ব' হইয়াছে। সেই স্থানে

তত্রাঙ্গীক্রিয়তে। দেবত্রা। দেবমনুষ্যপুরুষপুরুমর্ত্যেভ্যো দ্বিতীয়া সপ্তম্যোর্বহুলমিতি সপ্তম্যর্থে ত্রাপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। অগন্ম। ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট ইতি প্রার্থনায়াং লঙি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ম্বোশ্চ। পা০ ৮।২।৬৫। ইতি ধাতোর্ম্মকারস্য নকারঃ। অড়াগম উদাত্তঃ। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। উত্তমং। তমপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে প্রাপ্ত উত্তমশশ্বত্তমৌ সর্ব্বত্রেত্যুঞ্ছাদিষু পাঠাদন্তোদাত্তত্বং॥ (১ম—৫০স্থ—১০ঋ)॥

• • •

দশম (৫৯৫) ঋকের বিশদার্থ।

আমরা দুই প্রকার অন্বয়ে মন্ত্রটীর দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করিলাম। পরন্তু সেই দুই অর্থেই আবার এক অভিন্ন ভাব ব্যক্ত হইল।

প্রথম প্রকার অর্থে প্রকাশ পাইতেছে,—অজ্ঞানতা যেমন একটু একটু দূর হয়, জ্ঞানজ্যোতিঃ যেমন অল্পে অল্পে হৃদয়ে প্রবেশ করে, তেমনই শ্রেষ্ঠ ভগবদ্বিভূতি অধিগত হয়, তেমনই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার-লাভ ঘটে। সৎকর্ম্মের ফলে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়; তদ্দ্বারা ক্রমশঃ অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়—ক্রমশঃ জ্ঞানময়ের সান্নিধ্য সুগম হইয়া আসে।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থের ভাব এই যে,—রূপ দেখিতে দেখিতেই গুণের প্রতি দৃষ্টি পড়ে; রূপ-গুণের অনুধ্যানেই রূপ-গুণ যাঁহার অংশ, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অজ্ঞানতার আঁধারে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আছে; আবশ্যক—জ্ঞানালোক-লাভ। পার্থিব অন্ধকার দূরীকরণে যেমন সূর্য্যালোকের সহায়তা আবশ্যক হয়, অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণে সেইরূপ জ্ঞানালোকের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সে আলোক তাঁহারই—যিনি আলোকময়। সে আলোক তাঁহা হইতেই বিনির্গত হইতেছে—যিনি

ব্যপেক্ষা-লক্ষণ রূপ সামর্থ্যের অঙ্গীকার করা হয়। দেবত্রা। 'দেবমনুষ্যপুরুষপুরুমর্ত্যেভ্যো দ্বিতীয়া সপ্তম্যোর্বহুলং' এই নিয়মানুসারে সপ্তম্যর্থে 'ত্রা' প্রত্যয় হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। অগন্ম। 'ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট' এই নিয়মানুসারে প্রার্থনা অর্থে 'লঙ' বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'শপে'র লুক্ হইয়াছে। 'ম্বোশ্চ' (পা০ ৮।২।৬৫) এই সূত্রানুসারে ধাতুর 'ম' স্থানে 'ন' হইয়াছে। 'অট্' আগম ও উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। উত্তমং। তমপঃ পিত্ব-হেতু অনুদাত্ত-প্রাপ্তি-বিষয়ে 'উত্তমশশ্বত্তমৌ সর্ব্বত্র' উঞ্ছাদিতে এইরূপ পাঠ-হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৫০সূ—১০ঋ)॥

সকল আলোকের কেন্দ্রস্থানীয়। ইহার মধ্য দিয়াই তাঁহাতে পৌঁছান যায়;—যেমন রশ্মির অনুসরণে আলোক-স্তম্ভে পৌঁছিতে পারি। এই সূর্য্যের অনুধ্যানেই সেই সূর্য্যকে পাওয়া যাইতে পারে,—এই আলোকের মধ্য দিয়াই সেই পরম আলোকে উপনীত হইতে পার। এক পক্ষে এই মন্ত্র এই উপদেশই প্রদান করিতেছে।

বলিয়াছি তো—দুই অর্থেরই ভাব অভিন্ন। অল্পজ্ঞানের অনুসরণে অগ্রসর হইতে হইতেই সেই জ্ঞানময়কে প্রাপ্ত হওয়া যায়; দৃশ্যমান্ সূর্য্যরূপে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে করিতেই পরমাত্মা প্রকাশমান্ হন। বৃথা বিতর্কে কোনও ফল নাই। জড় হউক, অজড় হউক, চেতন হউক, অচেতন হউক,—অবলম্বন একটা কিছু কর। বিশ্বনাথ—বিশ্বরূপ, বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। যে পথেই হউক, ভগবানের অনুসরণে অগ্রসর হও;—অগ্রসর হইতে হইতেই তাঁহাতে পৌঁছিতে পারিবে। ইহাই এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। * (১ম—৫০সূ—১০ঋ)॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

উদ্যন্নিত্যাদ্যং তৃচো রোগশান্ত্যর্থঃ। তথা চানুক্রমণ্যামুক্তং। অন্ত্যস্তৃচো রোগঘ্ন উপনিষদিতি। যুক্তং চৈতৎ। যস্মাদনেন তৃচেন ত্বগ্দোষশান্তয়ে প্রস্কণ্বঃ সূর্য্যমস্তৌৎ। তেন তৃচেন স্তুতঃ

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'উদ্যন' প্রভৃতি তিনটী ঋক্ রোগশান্ত্যর্থ পঠিত হইয়া থাকে। অনুক্রমণিকাতে উক্ত হইয়াছে যে, শেষ তিনটী ঋক্ রোগঘ্ন। ইহা যুক্তিযুক্ত; কারণ, এই জন্যই এই তিনটী ঋকের দ্বারা ত্বক্-দোষ-শান্তির নিমিত্ত প্রস্কণ্ব ঋষি সূর্য্যকে স্তব করিয়াছিলেন। সেই ঋকত্রয় দ্বারা

* মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। দুই অনুবাদ দুই পথ দিয়া গমন করিয়াছে। যথা,—

(১) "আমরা অন্ধকারাতীত, তেজস্বী, উৎকৃষ্টতর, দেবতাদিগের মধ্যে দানাদিগুণবিশিষ্ট সূর্য্যকে উপাসনা করিয়া সেই সূর্য্যরূপ উত্তম জ্যোতি প্রাপ্ত হই।'

এ অর্থে, সূর্য্যোপাসনার মধ্য দিয়াই যে পরমাত্মার সম্মিলন সম্ভবপর, তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

অন্য অর্থ,—(২) "অন্ধকারের উপর উত্থিত জ্যোতি দৃষ্টি করিয়া আমরা সমস্ত দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান্ সূর্য্যের নিকট গমন করি; তিনিই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ।"

এখানে ভাবপরিগ্রহ সুকঠিন। কষ্টকল্পনায় আমাদিগের পরিগৃহীত প্রথমোক্ত অর্থের সহিত ইহার একটু সাদৃশ্য অনুভব করা যাইতে পারে।

সূর্য্যস্তমৃষিং রোগান্নিরগময়ৎ। তস্মাদিদানীমপি রোগশান্ত্যৈহনেন তৃচেন সূর্য্য উপাসনীয়ঃ। তদুক্তং শৌনকেন। উদ্যন্নদ্যেতি মন্ত্রোহয়ং সৌরঃ পাপপ্রণাশনঃ। রোগঘ্নশ্চ বিষঘ্নশ্চ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদ ইতি॥ তৃচস্যাস্য স্থক্তঃ একাদশীমৃচমাহ॥

• . •

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। একাদশী ঋক্)।

উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবং।

হৃদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমাণঞ্চ নাশয়॥ ১১॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ-যন্। অদ্য। মিত্র-মহঃ। আ-রোহন্। উৎ-তরাং। দিবং॥

হৃৎ-রোগং। মম। সূর্য্য। হরিমাণং। চ। নাশয়॥ ১১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মিত্রমহঃ' (সর্ব্বেষাং অনুকুলদীপ্তিযুক্ত মিত্রবৎকৃপাপর বা) 'সূর্য্য' (হে পরমাত্মন্! হে ভগবন্!) ত্বং 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে, অবিলম্বেন ইতি ভাবঃ) 'উদ্যন্' (উদয়ং গচ্ছন্, আত্মস্বরূপং প্রকাশয়ন্) 'উত্তরাং' (শ্রেষ্ঠং) 'দিবং' (স্বর্গরূপং, সত্ত্বভাবনিলয়ং হৃদয়ং ইতি যাবৎ) 'আরোহন্' (প্রাপ্নুবন্) 'মম' (মদীয়ং) 'হৃদ্রোগং' (অন্তর্ব্যাধিং, হৃদয়কৌটিল্যং) 'হরিমাণং চ' (বহির্ব্যাধিং চ, সত্ত্বাবহরণশীলং কর্ম্মপ্রভাবং চ) 'নাশয়' (বিদূরয়)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন! ময়ি আত্মপ্রকাশেন মমহৃদয়ং সত্ত্বভাবাপন্নং কৃত্বা তত্র অধিষ্ঠিতো ভব, সর্ব্বদুঃখং বিনাশয় চ।' (১ম—৫০সূ—১১ঋ)॥

স্তুত হইয়া সূর্য্যদেব ঋষিকে রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এই হেতু এই তিনটী ঋকের দ্বারা সূর্য্যদেব অদ্যাপি উপাস্য হইয়া থাকেন। শৌনক বলিয়াছেন—'উদ্যন্নদ্য' এই মন্ত্রটী সূর্য্য-সম্বন্ধি ও পাপনাশক, রোগঘ্ন, বিষঘ্ন এবং ভোগ ও মোক্ষদায়ক।

বঙ্গানুবাদ।

সকলের প্রতি মিত্রবৎ কৃপাপরায়ণ হে ভগবন্! আপনি অবিলম্বে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া, শ্রেষ্ঠস্বর্গরূপ সত্ত্বভাবনিলয় হৃদয়কে প্রাপ্ত হইয়া, আমার অন্তর্ব্ব্যাধিকে অথবা হৃদয়ের কৌটিল্যকে এবং বহির্ব্ব্যাধিকে অথবা সদ্ভাবনাশক কর্ম্মপ্রভাবকে বিনাশ করুন। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাতে আত্মপ্রকাশের দ্বারা আমার হৃদয়কে সত্ত্বভাবাপন্ন করিয়া, সেখানে অধিষ্ঠিত হউন এবং আমার সর্ব্বদুঃখ বিনাশ করুন।') ॥ (১ম—৫০সূ—১১ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

"হে সূর্য্য সর্ব্বস্য প্রেরক মিত্রমহঃ সর্ব্বেষামনুকূলদীপ্তিযুক্ত। অদ্যাস্মিন্‌কালে উদ্যন্। উদয়ং গচ্ছন্ উত্তরামুদ্গততরাং দিবমন্তরিক্ষমারোহন্। আভিমুখ্যেন প্রাপ্নুবন্। যদ্বা দিবমন্তরিক্ষমুত্তরমারোহন উৎকর্ষেণ প্রাপ্নুবন। এবম্বিধস্ত্বং মম হৃদ্রোগং হৃদয়গতমান্তরং রোগং হরিমাণং শরীরগতকান্তিহরণশীলং বাহ্যং রোগং। যদ্বা শরীরগতং হরিদ্বর্ণং রোগপ্রাপ্তং বৈবর্ণ্যমিত্যর্থঃ। তদুভয়মপি নাশয়। মাং স্তোতারমুভয়বিধাদ্রোগান্মোচয়েত্যর্থঃ॥

মিত্রমহঃ। মিত্রমনুকূলং মহস্তেজো যস্যাসৌ। আমন্ত্রিত-নিঘাতঃ। উত্তরাং। উদিত্যনেনোপ-সর্গেণ স্বসংসৃষ্টধাত্বর্থো লক্ষ্যতে। তস্মাদাতিশায়নিকস্তরপ্ প্রত্যয়ঃ। প্রথমপক্ষেঽন্তরিক্ষ-বিশেষণত্বেন দ্রব্যপ্রকর্ষপ্রতীতেরাম্ ন ভবতি। দ্বিতীয়ে ত্বারোহণক্রিয়ায়াঃ প্রকর্ষো গম্যত ইতি কিমেত্তিঙব্যয়ঘাদাম্বদ্রব্যপ্রকর্ষ ইতি আমুঃ। প্রথমপক্ষে টাপ্তরপোঃ পিত্ত্বা-দনুদাত্তত্ব উপসর্গস্বর এব শিষ্যতে। দ্বিতীয়ে ত্বাম্-প্রত্যয়স্য সতি শিষ্টত্বাত্তস্যৈব স্বরে প্রাপ্তে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সর্ব্বপ্রেরক অনুকূলদীপ্তিযুক্ত সূর্য্য! অদ্য এই সময়ে উদিত ও অন্তরিক্ষকে অভিমুখে প্রাপ্ত হইয়া অথবা অন্তরিক্ষকে উৎকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত হইয়া আপনি আমার হৃদয়গত রোগকে ও শরীরগত কান্তিহরণশীল বাহ্য রোগকে অথবা শরীরগত হরিদ্বর্ণরোগজনিত বিবর্ণতাকে নাশ করুন।

মিত্রমহঃ। 'মিত্র' শব্দের অর্থ অনুকূল, 'মহঃ' শব্দের অর্থ তেজ; অনুকূল তেজ যাহার —এই ব্যাসবাক্যে 'মিত্রমহঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। আমন্ত্রিত-হেতু নিঘাত হইয়াছে। উত্তরাং। 'উৎ' এই উপসর্গের দ্বারা স্বসংসৃষ্ট ধাত্বর্থের বোধ হইতেছে। তদুত্তর অতিশয়ার্থক 'তরপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। প্রথম পক্ষে অন্তরিক্ষের বিশেষণ-হেতু দ্রব্য-প্রকর্ষ প্রতীতি জন্য 'আম্' হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষে আরোহণ-ক্রিয়ার প্রকর্ষ বুঝাইয়াছে। 'কিমেত্তিঙব্যয়ঘাদাম্বদ্রব্য-প্রকর্ষে (পা০ ৫।৪।১১) এই সূত্রানুসারে 'আমুঃ' প্রত্যয় হয়। প্রথমপক্ষে 'তরপ' প্রত্যয়ের 'পিত্ত্ব' হেতু অনুদাত্তত্ব পক্ষে উপসর্গস্বর মাত্র অবশিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় পক্ষে 'তাম্' প্রত্যয়ের

ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। বৃষাদির্ব্বা দ্রষ্টব্যঃ। স হ্যাকৃতিগণঃ। হৃদ্রোগং। বা শোকষ্যঞ্‌-রোগেষু। পা° ৬।৩।৫১। ইতি হৃদয়শব্দস্য হৃদাদেশঃ। মম। যুষ্মদস্মদোর্ঙসীত্যাদ্যু-দাত্তত্বং। হরিমাণং। হৃঞ্‌ হরণে। জনিহৃভ্যামিমনিন্‌। উ° ৪।১৫০। ইত্যৌনাদিক ইমনিন্‌ প্রত্যয়ঃ। ব্যত্যয়েনান্তোদাত্তত্বং। যদ্বা হরিচ্ছব্দস্য বর্ণবাচিত্বাদ্বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্‌ চ। পা° ৫।১।১২৩। ইতি চকারাদিমনিন্‌ প্রত্যয়ঃ। ইষ্ঠেমেয়ঃস্বিত্যনুবৃত্তৌ টেরিতি টিলোপঃ॥ (১ম—৫০সূ—১১ঋ)॥

একাদশ (৫৯৬) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এক পক্ষে মন্ত্রের প্রার্থনা সূর্য্যসান্নিধ্যে সূর্য্যোপাসকগণের রোগনাশ-কামনামূলক। রোগী যেন সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে সূর্য্য! আজ তুমি উদয় হও এবং উচ্চ অন্তরিক্ষলোকে আরোহণ কর; আর আমার হৃদ্গত রোগ এবং বাহ্য হরিদ্বর্ণ রোগ নাশ কর।' সূর্য্যের উপাসনায় বিবিধ প্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়। ইহাই সাধারণতঃ প্রখ্যাত। এ মন্ত্র তদুদ্দেশ্যসাধনে বিনিযুক্ত। ইহাই প্রচলিত অর্থ। এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটী মন্ত্র হরিদ্বর্ণ রোগ (ন্যাবা) নাশ-পক্ষে উচ্চারিত হইয়া থাকে। চর্ম্মরোগ নাশ-পক্ষে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রস্কণ্ব ঋষি সুফল লাভ করিয়াছিলেন—এইরূপ প্রখ্যাত আছে।

'শিষ্টত্ব' থাকিলেও উক্তস্বর প্রাপ্তি-বিষয়ে ব্যতিক্রমতাপ্রযুক্ত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বৃষাদির্ব্বা' এই নিয়মটী দ্রষ্টব্য। যেহেতু তাহা আকৃতির্গণীয়। হৃদ্রোগং। 'বা শোকষ্যঞ্‌-রোগেষু' (পা° ৬।৩।৫১) এই সূত্রানুসারে 'হৃদয়' শব্দের স্থানে 'হৃৎ' আদেশ হইয়াছে। 'যুষ্মদস্মদোর্ঙসীতি' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। হরিমাণং। হরণার্থক হৃঞ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'জনিহৃভ্যামিমনিন্‌' (উ° ৪।১৫০) এই সূত্রানুসারে ঔণাদিক ইমনিন প্রত্যয় হইয়াছে। ব্যতিক্রমহেতু অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা 'হরিৎ' শব্দের বর্ণবাচিত্ব-প্রযুক্ত 'বর্ণদৃঢ়াদিভ্য ষ্যঞ্চ' (পা° ৫।১।১২৩) এই সূত্রস্থ 'চ'কার হেতু 'ইমনিন্‌' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ইষ্ঠেমেয়ঃ স্বিতি' এই নিয়মের অনুবৃত্তিহেতু 'টেঃ' এই নিয়মানুসারে টির লোপ হইয়াছে॥ (১ম—৫০সূ—১১ঋ)॥

অন্য পক্ষে মন্ত্রটী যে ভাব ও যে অর্থ প্রকাশ করে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমরা যে পথ দিয়া অর্থ পরিগ্রহণ করিতেছি, এক্ষণে তাহার সঙ্গতির বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। এই সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের ন্যায়, আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটীও পরমাত্মার সম্বোধনমূলক। এ পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর অর্থের বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসে। প্রথম 'মিত্রমহঃ' পদ। ঐ পদে, সকলেরই প্রতি সমান কৃপাপর—মিত্রের ন্যায় মমতাসম্পন্ন—এই ভাব পাওয়া যায়। 'অদ্য' পদে 'অবিলম্বে' ভাব আনয়ন করে। 'উদ্যন্' পদে 'উদয় হইয়া' অর্থাৎ 'আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া' অর্থ প্রাপ্ত হই। 'উত্তরাং দিবং' পদদ্বয়ে সাদাসিধা-ভাবে 'শ্রেষ্ঠ স্বর্গকে' বুঝায়। কিন্তু স্বর্গ—সে কোথায়? তাহার স্বরূপই বা কি প্রকার? স্বর্গ বলিতে, আমরা পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি, সত্ত্বভাবের আবাস-স্থান বুঝায়। হৃদয়ই সেই প্রকৃষ্ট আবাস-স্থান। 'উত্তরাং দিব' পদদ্বয়ে তাই এখানে সত্ত্বভাবনিলয় স্বর্গস্বরূপ হৃদয় অর্থ গ্রহণ করি। ভগবান্ যাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ হন, তাঁহার হৃদয় যে স্বর্গতুল্য সত্ত্বভাবস্থান হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই হৃদয়েই তিনি অবস্থান করেন। যেখানেই ভগবানের প্রকাশ, তাহাই স্বর্গ, সেখানেই তাঁহার অবস্থিতি। "উদ্যন্ উত্তরাং দিবং আরোহন্"—এই বাক্যাংশে ভগবানের ঐ মহিমার বিষয়ই পরিব্যক্ত আছে। যেমন যে মহিমান্বিত তিনি, তিনি আমার অন্তর্ব্ব্যাধি ও বহির্ব্ব্যাধি নাশ করুন; অথবা, তাঁহার কৃপায় আমার হৃদয়ের কৌটিল্য দূরীভূত হউক এবং আমার সদ্ভাবনাশক কর্ম্মসমূহ লয়প্রাপ্ত হউক। ইহাই এখানকার তাৎপর্য্য।

প্রার্থনার সূক্ষ্মভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আসিয়া আমার হৃদয়ে উদয় হউন। তাহার ফলে হৃদয় সত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হউক। আর, সে হৃদয়ে আপনি অবস্থিত রহিয়া, আমার সর্ব্ববিধ দুঃখের মূল উৎপাটিত করিয়া ফেলুন।' (১ম—৫০সূ—১১ঋ)॥

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্)।

শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি।

অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নি দধ্মসি॥ ১২॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

শুকেষু। মে। হরিমাণং। রোপণাকাসু। দধ্মসি।

অথো ইতি। হারিদ্রবেষু। মে। হরিমাণং। নি। দধ্মসি॥ ১২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্। 'মে' (মম) 'হরিমাণং' (বহির্ব্যাধিং, সম্ভাবনাশকং পাপকর্ম্ম) 'শুকেষু' (দীপ্তিমৎসু) 'রোপণাকাসু' (সম্ভাবজনকেষু, দীপ্তিপ্রদেষু জ্ঞানকিরণেষু ইতি ভাবঃ) 'দধ্মসি' (নিযচ্ছ), 'অথঃ' (অপি চ) 'মে' (মম) 'হরিমাণং' (সম্ভাবনাশকং কর্ম্মপ্রভাবং) 'হারিদ্রবেষু' (পাপহারকেষু দেবেষু) 'নি দধ্মসি' (সংস্থাপয়)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্! মম সদসৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্বয়ি নিযচ্ছ; যেনাহং ফলাকাঙ্ক্ষাবিবর্জ্জিতঃ সন্ তব কর্ম্ম সাধয়ামি, তৎ বিধেহি।' (১ম—৫০সূ—১২ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমার সম্ভাবনাশক পাপকর্ম্মকে দীপ্তিমান্ সম্ভাবজনক জ্ঞানকিরণসমূহে সংন্যস্ত কর; আর, আমার সম্ভাবনাশক কর্ম্মপ্রভাবকে পাপহারী দেবতাসমূহে সংস্থাপিত কর। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমার সদসৎ সকল কর্ম্ম আপনাতে নিয়ন্ত্রিত করুন; যাহাতে আমি ফলাকাঙ্ক্ষাবিবর্জ্জিত হইয়া আপনার কর্ম্ম করি, তাহার উপায় করিয়া দেন।')॥ (১ম—৫০সূ—১২ঋ)॥

• • •

সায়ণভাষ্যং।

মে মদীয়ং হরিমাণং শরীরগতং হরিদ্বর্ণস্থ ভাবং শুকেষু তাদৃশং বর্ণং কাময়মানেষু পক্ষিষু তথা রোপণাকাষু শারিকাসু পক্ষিবিশেষেষু দধ্মসি। স্থাপয়ামঃ। অথো অপি চ হারিদ্রবেষু হরিতালদ্রুমেষু তদৃগ্‌বর্ণৎসু মে মদীয়ং হরিমাণং নি দধ্মসি। নিদধীমহি। স চ হরিমা তত্রৈব সুখেনাস্তাং। অস্মান্মা বাধিষ্টেত্যর্থঃ।

দধ্মসি। ইদন্তোমসিরিতি মস ইকারাগমঃ॥ (১ম—৫০সূ—১২ঋ)॥

দ্বাদশ (৫৯৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী সামান্য পরিবর্ত্তিত ভাবে অথর্ব্ববেদের মধ্যেও দেখিতে পাই। মন্ত্রস্থ দুইটী "মে" পদের পরিবর্ত্তে সেখানে দুইটী "তে" পদ ব্যবহৃত দেখি। অপিচ, "শুকেষু" পদের পাঠান্তরে "সুকেষু" পদ প্রচলিত আছে। সেখানে সায়ণ-ভাষ্যে প্রকাশ, এই মন্ত্রটী এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী মন্ত্র ("পরি ত্ব রোহিতৈঃ" প্রভৃতি এবং "যা রোহিণীর্দ্দেবত্যা" প্রভৃতি মন্ত্রদ্বয়) দ্বারা হরিদ্বর্ণপ্রাপ্ত রুগ্নশরীরে গবাদিপশুসম্বন্ধি উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ প্রবেশ করান হয়। সে পক্ষে, রক্তমোক্ষণ দ্বারা দূষিত রক্তকে শোধিত-করণ-ক্রিয়া-মূলক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক নিগূঢ় তত্ত্ব-কথা এই মন্ত্রে নিবদ্ধ আছে, ইহাই মনে আসে। কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে সে সকল প্রক্রিয়া-পদ্ধতি লোপ প্রাপ্ত হওয়ায়, এখন মাত্র মন্ত্রার্থ লইয়াই আমাদিগের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতেছে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের শরীরগত হরিদ্বর্ণ ভাবকে (অর্থাৎ হরিৎবর্ণ রোগবিশেষকে) হরিদ্বর্ণ-কামী শুক-নামক পক্ষিবিশেষে এবং শারিকা পক্ষিবিশেষে স্থাপন করিতেছি। আরও হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট হরিতাল বৃক্ষবিশেষেও আমাদিগের শরীরগত হরিদ্বর্ণভাবকে (অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ রোগবিশেষকে) স্থাপন করিতেছি। সেই হরিমা (হরিদ্বর্ণভাব অথবা হরিদ্বর্ণরোগ) সেইস্থানে সুখে অবস্থিত হউক। আমাদিগকে যেন বাধা প্রদান না করে।

দধ্মসি। 'ইদন্তোমসিঃ' এই নিয়মানুসারে এই পদে 'মস্' ও 'ই'কারাগম হইয়াছে॥ (১ম—৫০সূ—১২ঋ)॥

• • •

অথর্ব্ববেদের ভাষ্যানুসারে বুঝা যায়, মন্ত্রটী যেন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ এই যে,—'হে ব্যাধিত। তোমার শরীরগত রোগজনিত হরিদ্বর্ণ, শুক এবং কাষ্ঠশুক নামক হরিদ্বর্ণ পক্ষিসমূহে সংস্থাপিত করি। অনন্তর, তোমার শরীরগত সেই হরিদ্বর্ণ গোপীতনক নামক হরিদ্বর্ণ পক্ষিবিশেষে স্থাপন করিতেছি।' মন্ত্রের এই অর্থে, চিকিৎসক যেন রুগ্ন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া, এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন,—এইরূপ ভাব পাওয়া যায়।

লৌকিক হিসাবে মন্ত্রের প্রয়োগ-প্রণালী যাহাই হউক, মন্ত্রের অর্থ সাধারণ্যে যাহাই প্রচলিত থাকুক, মন্ত্রে যে এক উচ্চ আদর্শ পরিব্যক্ত হইয়াছে, মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহাই উপলব্ধ হয়। আমাদের মতে, মন্ত্র নিষ্কাম-কর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করিতেছে। নিষ্কাম-কর্ম্মের মূল-সূত্র গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে সুন্দর পরিস্ফুট দেখিতে পাই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া, কর্ম্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া, কর্ম্ম করিতে পারিলেই নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। এখানে এ মন্ত্রে সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে ব্যাধি প্রশমনের দৃষ্টান্তে সেই নিষ্কামকর্ম্ম সম্বন্ধেই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

কি সূত্রে কি অর্থে আমরা এ ভাব উপলব্ধি করি, এস্থলে তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। মন্ত্রের অন্তর্গত জটিলতাপূর্ণ দুর্ব্বোধ পদ-সমূহ,—হরিমাণং, শুকেষু, রোপণাকাসু, হারিদ্রবেষু। ভাষ্যের মতে ঐ সকল পদের যে অর্থ নিষ্কাষিত হইয়াছে, ভাষ্যপাঠে তাহা অবগত হইবেন। এক্ষণে আমরা ঐ সকল পদের কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিতেছি। 'হরিমাণং' পদের অর্থ আমাদের ব্যাখ্যাতেই পরিব্যক্ত দেখিবেন। তদনুসারে আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'সদ্ভাবনাশকং পাপকর্ম্ম, সদ্ভাবহরণশীলং কর্ম্মপ্রভাবং।' তার পর, 'শুকেষু' 'রোপণাকাসু' এবং 'হারিদ্রবেষু' পদত্রয়ে, ভাষ্যকার হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট শুক, কাষ্ঠশুক এবং গোপীতনক শুক অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ পদত্রয়ে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় তাহা

প্রকটিত দেখিবেন। 'শুভ্' ধাতু হইতে 'শুক' পদ নিষ্পন্ন। 'শুভ' ধাতুর অর্থ—দীপ্তি পাওয়া। তাহা হইতে আমরা ঐ পদে 'দীপ্তিমৎসু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'রোপণাকাসু' পদ 'রূপ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। নিজন্ত 'রূপ্' ধাতুর অর্থ জনন—উৎপন্ন করা। তাহা হইতে 'সদ্ভাব-জনকেষু' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। জ্ঞানপ্রভাবে হৃদয় প্রদীপ্ত হয়,—জ্ঞানকিরণ-সাহায্যে হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হয়। উহাতে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'হারিদ্রবেষু' পদের অর্থ আমরা করিয়াছি—'পাপহারকেষু দেবভাবেষু।' হৃ ধাতু হরণার্থক। দ্রু-ধাতু দ্রবণার্থক। তাহা হইতে আমরা 'হারিদ্রবেষু' পদে 'পাপনাশক করুণাময় দেবসমূহে' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। দেবগণের বা দেবভাবসমূহের দ্বারাই পাপ বিনষ্ট হয়—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। দেবগণ স্বতঃ করুণাপরায়ণ। তাঁহাদিগের করুণায় পাপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 'হারিদ্রবেষু' পদে সেই ভাবই পরিব্যক্ত।

এক্ষণে মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে যে ভাব সূচিত হয়, তাহা প্রদর্শন করিতেছি। মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে—'তোমার সদ্ভাব-নাশক পাপ-প্রবৃত্তি-সমূহকে দীপ্তিমান্ সদ্ভাবজনক জ্ঞানকিরণে নিবেশিত কর।' ভাব এই যে—'জ্ঞানকিরণ-সাহায্যে সদ্ভাবনাশক পাপপ্রবৃত্তি-সমূহকে বিদূরিত কর; হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হউক।' মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে;—'সদ্ভাবহরণশীল কর্ম্মপ্রভাব পাপহরণকারী দেবগণে সংন্যস্ত কর।' ভাব এই যে,—'কিবা সৎকর্ম্মে কিবা অসৎকর্ম্মে সর্ব্বথা ভগবদনুসারী হও; তোমার সকল কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ কর। তাহা হইলে, অসৎকর্ম্মে পাপানুষ্ঠানে আর তোমার প্রবৃত্তিই আসিবে না। তখন তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মই, তাঁহার কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইবে। এই জানিয়া, তাঁহার শরণ লও;—ভগবৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। যাহাতে তাঁহার প্রীতি, তাহাতে তোমারও প্রীতি—এই মনে করিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হও। তাহা হইলেই তুমি ব্যাধি-নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবে। তাহা হইলেই তোমার সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অবসান হইবে।' (১ম—৫০সূ—১২ঋ)॥

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্)।

উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ।

দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে রধং ॥ ১৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। অগাৎ। অয়ং। আদিত্যঃ। বিশ্বেন। সহসা। সহ।

দ্বিষন্তং। মহ্য। রন্ধয়ন্। মো ইতি। অহং। দ্বিষতে। রধং ॥ ১৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যস্মিন্ 'দ্বিষতে' (হিংসাকারিণে শত্রৌ) 'অহং' (ভগবদর্চ্চনাপরো জনঃ) 'মা রধং' (বিনাশয়িতুং সমর্থো ন ভবামি), 'অয়ং' (পুরোবর্ত্তী, সর্ব্বত্রাবস্থিতঃ) 'আদিত্যঃ' (অনন্তাঙ্গীভূতো দেবঃ) 'বিশ্বেন' (সর্ব্বেণ) 'সহসা' (বলেন) 'মহ্যং' (মম) তং 'দ্বিষন্তং' (হিংসাকারিণং শত্রুং) 'রন্ধয়ন্' (হিংসন, নাশয়ন্) 'উদগাৎ' (উদয়ং প্রাপ্তবান্, হৃদি প্রতিষ্ঠিতো ভবসি)। অতিদুর্দ্ধর্ষঃ শত্রুরপি দেবশক্তিপ্রভাবেন প্রতিহতো বা বিনাশপ্রাপ্তো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫০সূ—১৩ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে হিংসাকারী শত্রুকে ভগবদর্চ্চনাপরায়ণ আমি বিনাশ করিতে সমর্থ হই না, সর্ব্বত্র অবস্থিত অনন্তের অঙ্গীভূত আদিত্যদেব, সকল প্রকার বলের দ্বারা আমার সেই হিংসাকারী শত্রুকে নাশ করিয়া সমুদিত (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) হয়েন। (ভাব এই যে,—অতিদুর্দ্ধর্ষ শত্রুও দেবশক্তিপ্রভাবে প্রতিহত বা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।) ॥ (১ম—৫০সূ—১৩ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং পুরোবর্ত্ত্যাদিত্যোঽদিতেঃ পুত্রঃ সূর্য্যো বিশ্বেন সহসা সর্ব্বেণ বলেন সহোদগাৎ। উদয়ং প্রাপ্তবান্। কিং কুর্ব্বন্। মহ্যং দ্বিষন্তং রন্ধয়ন্। মমোপদ্রবকারিণং হিংসন্। অপি চ। অহং দ্বিষতেঽনিষ্টকারিণে রোগায় মো রধং। নৈব হিংসাং করোমি। সূর্য্য এব অস্মদনিষ্টকারিণং রোগং বিনাশয়ত্বিত্যর্থঃ॥

অগাৎ। এতের্লুঙীনো গা লুঙীতি গাদেশঃ। গাতিস্থেতি সিচো লুক্। আদিত্যঃ। দিত্যদিত্যাদিত্যোত্যপত্যার্থে প্রাগ্দিব্যতীয়ো ণ্য-প্রত্যয়ঃ। রন্ধয়ন্। রধ হিংসাসংরাদ্ধ্যো। ণ্যন্তাল্লটঃ শতৃ। রধিজভোরচি। পা০ ৭।১ ৬১। ইতি ণৌ ধাতোর্নুমাগমঃ। মো। মা উ নিপাতদ্বয়সমুদায়ো নৈবেত্যস্যার্থে। ওদিতি প্রগৃহ্যত্বে প্লুত প্রগৃহ্যা অচীতি প্রকৃতিভাবঃ। দ্বিষতে। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। রধং। রধের্লুঙি পুষাদিত্বাৎ চ্লেরঙাদেশঃ। রধিজভোরচি। পা০ ৭।১ ৬১। ইতি। ধাতোর্নুম। অনিদিতামিত্যনুষঙ্গলোপঃ। ন মাঙ্যোগ ইত্যড়ভাবঃ॥ (১ম—৫০সূ—১৩ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে অষ্টমো বর্গঃ॥ ১।৪।৮॥

ইতি প্রথমমণ্ডলে নবমোঽনুবাকঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই পুরোবর্ত্তী অদিতির পুত্র সূর্য্য সমস্ত বলের সহিত উদয় প্রাপ্ত হইয়াছেন (উদিত হইয়াছেন)। কি করিবার জন্য? আমার প্রতি উপদ্রবকারী (অনিষ্টকারী) শত্রুকে হিংসা করিবার জন্য। আমি যেন অনিষ্টকারী রোগকে প্রতিহিংসা না করি। সূর্য্যই আমাদিগের অনিষ্টকারী রোগকে বিনাশ করুন।

অগাৎ। এতি 'ইন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লুঙ' বিভক্তিতে 'ইনো গা লুঙি' এই নিয়মানুসারে 'গা' আদেশ হইয়াছে। 'গাতিস্থ' এই নিয়মানুসারে সিচের লুক্ হইয়াছে। আদিত্যঃ। 'দিত্যদিত্যাদিত্য' (পা০ ৪।১।৮৫) এই সূত্রানুসারে অপত্যার্থে প্রাগ্দীব্যতীয় 'ণ্য' প্রত্যয় হইয়াছে। রন্ধয়ন্। হিংসার্থ রধ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। নিচ্ প্রত্যয়ান্ত রধ ধাতুর উত্তর লটের স্থানে 'শতৃ' প্রত্যয় হইয়াছে। "রধিজভোরচি" (পা০ ৭।১।৬১) সূত্রানুসারে 'অচ্' পরে থাকায় 'নুম্' আগম হইয়াছে। মো। নৈব এই নিষেধার্থ 'মা' ও 'উ' এই পদদ্বয় নিপাতন-সিদ্ধ। 'ওদিতি প্রগৃহ্যত্বে প্লুত প্রগৃহ্য অচ'—এই নিয়মে প্রকৃতিভাব হইয়াছে। দ্বিষতে। 'শতুরনুম এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। রধং। রধি ধাতুর লুঙ বিভক্তিতে পুষাদিত্ব-প্রযুক্ত চ্লেরঙ আদেশ হইয়াছে। 'রধিজভোরচি' (পা০ ৭।৬১) এই সূত্রানুসারে নুম আগম হইয়াছে। 'অনিদিতাম্' এই সূত্রানুসারে অনুষঙ্গলোপ ঘটিয়াছে। 'ন মাঙ্যোগে' এই নিয়মানুসারে অট্ অভাব হইয়াছে॥ (১ম—৫০সূ—১৩ঋ)॥

প্রথম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে অষ্টম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।৮॥

প্রথম মণ্ডলের নবম অনুবাক সম্পূর্ণ॥ ১ম।৯অ॥

ত্রয়োদশ (৫৯৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'আদিত্যঃ', 'দ্বিষন্তং' ও 'অয়ং' পদত্রয়ের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রার্থ বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। 'আদিত্যঃ' পদে 'অদিতির পুত্র' অর্থ করিয়া, কেহ বা কহিয়াছেন,—"অদিতির পুত্র সূর্য্যদেব আমার শত্রুকে বিনাশ করিয়া সম্পূর্ণ বলের সহিত উদয় হয়েন।" আর, 'দ্বিষন্তং' পদে রোগকে বুঝাইতেছে মনে করিয়া, কেহ বা অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন,—"এই আদিত্য সমস্ত তেজের সহিত উত্থিত হইয়াছেন, তিনি আমার অনিষ্টকারী (রোগ) বিনাশ করিয়াছেন।" 'অয়ং' পদে দৃশ্যমান সূর্য্যকে বুঝাইতেছে, ইহাই সাধারণতঃ পরিকল্পিত হয়। উপসংহারে মন্ত্রান্তর্গত "মো অহং দ্বিষতে রধং" অংশের অর্থে প্রায় সকলেই লিখিয়া গিয়াছেন,—"আমি আমার শত্রুকে বিনাশ করি না।"

বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত অর্থে পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি থাকে না। এমন কি, মন্ত্রের দুইটী ভাগের মধ্যেও অসঙ্গতি দোষ আসিয়া পড়ে। 'আমি আমার শত্রুকে বধ করি না; অদিতির পুত্র তাহাকে বধ করিয়া উদয় হয়েন।'—এই প্রকার অর্থে, কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়,—সহসা মনে করিতে পারি না। অতএব, আমরা ঐ প্রকার অর্থ গ্রহণ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম না।

'আদিত্যঃ' পদে আমরা 'অনন্তের অঙ্গীভূত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। যাঁহার 'দিতি' বা সীমা নাই, তিনিই 'অদিতি'। ঐ পদে অনন্তস্বরূপ সেই ভগবানকেই বুঝাইয়া থাকে। * সে পক্ষে, 'আদিত্য' পদে তাঁহার অঙ্গীভূত অংশ অর্থই সঙ্গত হয়। পূর্ব্বে বহুস্থলে বুঝাইয়াছি,—'অনন্ত-স্বরূপ ভগবান্ সত্ত্বভাবের আধার; সমষ্টিগত সত্ত্বভাবকে বা দেবভাবকে

* আমার ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত "যজুর্ব্বেদ-সংহিতার" তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কণ্ডিকার (২৯৬—৭ পৃষ্ঠার) "অদিতেঃ পুত্রাসঃ" পদ-দ্বয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-উপলক্ষে এবং অন্যান্য স্থানেও (মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত এই 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশেও) 'আদিত্য' ও 'অদিতি' পদের অর্থ বিষয়ক আলোচনা দেখুন। তাহাতে নিশ্চয়ই প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ভগবান বলিয়া অভিহিত করা যায়; ব্যষ্টিগত সত্ত্বভাবই দেবপর্য্যায়ে পরিগণিত হয়।' অতএব, এখানে সেই অনন্তস্বরূপ ভগবানের অঙ্গীভূত অংশ বলিতে, সত্ত্বভাবাধার ভগবানের অংশ সত্ত্বভাবকে (জ্ঞানাদিকে) বুঝাইতেছে। প্রচলিত এক প্রকার অর্থের ভাব এই যে,—'আমি যে রোগের উপশম করিতে পারি না, সূর্য্য উদিত হইয়া সেই রোগ নাশ করেন।' এই দৃষ্টিতে, জ্যোতির আধার সূর্য্যরশ্মির উপমায় জ্ঞানাধার ভগবানের বিভূতিবিশেষকে বা দেবতাবিশেষকেই লক্ষ্য করে। সেই দেবতার বা দেবভাবের প্রভাবে সকল প্রকার শত্রু বিমর্দ্দিত ও বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। কেবল শারীরিক ব্যাধি বলিয়া নহে;—তাহাতে অন্তর্ব্ব্যাধি ও বহির্ব্ব্যাধি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিই বিনাশ প্রাপ্ত হয়;—অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু সর্ব্ববিধ শত্রুরই সংহার-সাধন ঘটিয়া থাকে। 'অয়ং' পদে সর্ব্বতোব্যাপ্ত ভাব প্রাপ্ত হই। বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান্ আছেন। 'অয়ং' পদ তাঁহার সেই সর্ব্বত্র বিদ্যমানতাকেই লক্ষ্য করিতেছে। 'দ্বিষন্তঃ' পদের অর্থ শত্রু।

এখন একবার মন্ত্রের মর্ম্মার্থের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন। প্রথম —শত্রু। দেখুন—তাহার স্বরূপ কিরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। সংসারে যে কোন্ শত্রু আছে— যাহাকে আমি দমন করিতে পারি না (মো অহং দ্বিষতে রধং), কিন্তু আমার আদিত্য (দেবতা বা সত্ত্বভাব) দমন করিতে পারেন? এখানে কি সেই কামাদি-রিপুশত্রুগণের প্রতি লক্ষ্য আসে না? আমরা আর কোনপ্রকারে তাহাদিগকে দমন করিতে পারি না বটে; কিন্তু হৃদয়ে যেই সত্ত্বভাবের উদয় হয়, অমনই তাহারা বিমর্দ্দিত ও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। "উদগাৎ" পদেরও সার্থকতা তখনই উপলব্ধি হইতে পারে। রিপুশত্রুগণ বিনাশ-প্রাপ্ত হইলে, অন্ধকারের কুহেলিকা অপসৃত হওয়ায় চিত্তক্ষেত্র নির্ম্মল প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলে, সেই দেবতা (আদিত্যদেব) হৃদয়ে আবির্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তখনই অজ্ঞানতা দূরে যায়; জ্ঞানের আলোক বিস্তারিত হইয়া পড়ে। আমরা মনে করি, এখানে এই ঋঙ্মন্ত্রে এই নিত্যসত্য তত্ত্বই প্রখ্যাত হইয়াছে। (১ম—৫০সূ—১৩ঋ)॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দশমোঽনুবাকঃ। একপঞ্চাশং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। নবমাদারভ্য একাদশপর্য্যন্তং ত্রিবর্গাঃ।

একপঞ্চাশৎ-সূক্তং।

পঞ্চদশ-মন্ত্রাত্মক এই এক-পঞ্চাশৎ সূক্তটী বড়ই বৈচিত্র্যপূর্ণ। কত উপাখ্যান, কত পুরাতত্ত্ব, কত ইতিহাস—এই সূক্তের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বহু আশ্চর্য্য অদ্ভুত কিম্বদন্তী এই সূক্তের অঙ্গগত হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে।

প্রথম—এই সূক্তের ঋষি। তাঁহার সম্বন্ধেই কত অলৌকিক উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়—দেখুন। তিনি অঙ্গিরা ঋষির পুত্র। তাঁহার নাম—সব্য ঋষি। কথিত আছে, অঙ্গিরা ঋষি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই তপস্যায় প্রীত হইয়া, ইন্দ্রদেব তাঁহার পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সেই সব্য ঋষি। কেহ কহেন,—এই সূক্তের মন্ত্রগুলি সেই সব্য ঋষি রচনা করিয়াছিলেন। কেহ বা কহেন,—সব্য ঋষি মন্ত্রের একজন দ্রষ্টা বা প্রচারক ছিলেন।

এই সূক্তের 'মেষং' (প্রথম ঋকের) ও 'মেনা' (ত্রয়োদশ ঋকের) পদদ্বয় উপলক্ষে প্রবাদ আছে,—মেধাতিথি ঋষির যজ্ঞে ইন্দ্র মেষের আকার ধারণ করিয়া সোমরস পান করিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহাকে 'মেষং' বলা হইয়াছে। আর বৃষণশ্ব রাজার সন্তোষের জন্য তিনি তাঁহার স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল—'মেনা'। 'অঙ্গিরাভ্যঃ' ও 'বিমদায়' (তৃতীয় ঋকের), 'পিপ্রোঃ' ও 'ঋজিশ্বান' (পঞ্চম ঋকের), 'কুৎসং', 'শুষ্ণ', 'শম্বরং', 'অর্ব্বুদং' (ষষ্ঠ ঋকের) 'বম্রঃ' (নবম ঋকের) 'শার্য্যাতস্য' (দ্বাদশ ঋকের) এবং 'বৃচয়া' ও 'মেনা' (ত্রয়োদশ ঋকের) প্রভৃতি পদ উপলক্ষে বিভিন্ন নৃপতির, বিভিন্ন অসুরের এবং নারীগণের সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে। আর, তাহাতে বেদের মধ্যে যে অনিত্য মনুষ্যাদির প্রসঙ্গ রহিয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়া যায়। "আর্য্যান্ যে চ দস্যবো"—অষ্টম ঋকের এই অংশ হইতে আর্য্য ও অনার্য্যের দ্বন্দ্ব-প্রসঙ্গের যুক্তি আসিয়া থাকে। তদনুসারে, দস্যুগণকে

ভারতের আদিম অধিবাসী অসভ্যজাতি এবং আর্য্যগণকে মধ্য-এসিয়া হইতে আগত সভ্য-জাতি বলিয়া প্রমাণ করার সুযোগ উপস্থিত হয়। ফলতঃ, সূক্তান্তর্গত বিভিন্ন পদের সহিত বিভিন্ন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সমাবেশ করিয়া লইয়া (অথবা কল্পনা করিয়া লইয়া) নানাপ্রকারে বেদ-মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিবার নানা উপাদান এই সূক্তে পাওয়া যাইতে পারে। বেদের প্রতি যাঁহাদিগের যে প্রকার শ্রদ্ধা আছে, আপন-আপন প্রকৃতি অনুসারে তাঁহারা সেইরূপ সামগ্রীই এই সূক্তে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এখানে আর তত্তৎ বিষয়ের বিশদ আলোচনা না করিয়া, প্রতি ঋকের ব্যাখ্যার সময়েই সেই ঋকের মধ্যে যত প্রকার ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা প্রদর্শনের চেষ্টা করা যাইবে।

তবে আমাদিগের বক্তব্য এই যে,—ঋকের অর্থ যত দিক হইতেই যত ভাবে পরিগৃহীত হউক, সকল ঋকের অভ্যন্তরেই এক সত্য সনাতন জ্যোতিঃ অব্যাহত রহিয়াছে। যে দৃষ্টিতেই দেখুন, সে জ্যোতিঃ কোনক্রমেই আচ্ছন্ন বা বিমলিন হইবার নহে।

একপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা

(সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দশমেঽনুবাকে সপ্ত সূক্তানি। তত্রাভি ত্যমিতি পঞ্চদশর্চ্চং প্রথমং সূক্তং। অত্রেতিহাসমাচক্ষতে। অঙ্গিরা ইন্দ্রসদৃশং পুত্রমাত্মনঃ কাময়মানো দেবতা উপাসাং চক্রে। তস্য সব্যাখ্যেন পুত্ররূপেণেন্দ্র এব স্বয়ং জজ্ঞে জগতি মত্তুল্যঃ কশ্চিন্মাভূদিতি। স সব্য আঙ্গিরসোঽস্য সূক্তস্য ঋষিঃ॥ চতুর্দ্দশীপঞ্চদশ্যৌ ত্রিষ্টুভৌ। ত্রিষ্টুবন্তস্য সূক্তস্য শিষ্টা জগত্য ইতি পরিভাষয়াবশিষ্টাস্ত্রয়োদশর্চ্চো জগত্যঃ। ইন্দ্রো দেবতা। তদেতৎসর্ব্বমনুক্রমণ্যামুক্তং। অভি ত্যং পঞ্চোনা সব্যো দ্বিত্রিষ্টুবন্তমঙ্গিরা ইন্দ্রতুল্যং পুত্রমিচ্ছন্নভ্যধ্যায়ৎসব্য ইতীন্দ্র এবাস্য

একপঞ্চাশসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

দশম অনুবাকে সাতটী সূক্ত। তাহার প্রথম সূক্তে 'অভি ত্যং' প্রভৃতি পঞ্চদশটী ঋক্ আছে। ইহার ইতিহাস এইরূপ কথিত আছে। অঙ্গিরা ঋষি ইন্দ্রসদৃশ আপনার পুত্র-কামনাপরায়ণ হইয়া দেবতাগণের উপাসনা করিয়াছিলেন। জগতে আমার তুল্য কেহ না হয়—এইরূপ ইচ্ছা করিয়া, অঙ্গিরার সব্যাখ্য পুত্ররূপে ইন্দ্রদেবই স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন। সেই সব্য অঙ্গিরা এই সূক্তের ঋষি॥ এই সূক্তের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ ঋকের ত্রিষ্টুভ ছন্দ। অবশিষ্ট ত্রয়োদশটী ঋকের যে জগতীছন্দ, তাহা পরিভাষায় উক্ত হইয়াছে॥ এই সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। সর্ব্বানুক্রমণীতে এইরূপই উক্ত আছে; যথা,—"অভি ত্যং পঞ্চোনা পুত্রোহ-

পুরোহৃত্যায়তেতি॥ অতিরাত্রে প্রথমে রাত্রিপর্য্যায়ে হোতুঃ শস্ত্র ইদং সূক্তং শংসনীয়ং। অতিরাত্রে পর্য্যায়াণামিতি খণ্ডে সূত্রিতং। অভি ত্যং মেষমধ্বর্য্যবো ভরতেন্দ্রায় সোমমিতি যাজ্যাঃ। আ০ ৬।৪। ইতি॥ গবাময়নস্য মধ্যভূতে বিষুবৎসঙ্গকেঽহন্যপি নিষ্কেবল্য ইদং সূক্তং শংসনীয়ং। তথা চ সূত্রিতং। যস্তিগ্মশৃঙ্গোঽভি ত্যং মেষমিন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণীত্যে-তস্মিন্নৈন্দ্রীং নিবিদং শস্ত্বা। আ০ ৮।৬ ইতি॥

• • •

প্রথমমণ্ডলস্য দশমানুবাকে একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। আঙ্গিরসঃ সব্যঃ ঋষিঃ জগতী ত্রিষ্টুপ চ ছন্দঃ। ইন্দ্রো দেবতা। অতিরাত্রে প্রথমে রাত্রিপর্য্যায়ে হোতুঃ শস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

অভি ত্যং মেষং পুরুহূতমৃগ্মিয়মিন্দ্রং

গীর্ভির্মদতা বস্বো অর্ণবং।

যস্য দ্যাবো ন বিচরন্তি মানুষা ভুজে

মংহিষ্ঠমভি বিপ্রমর্চ্চত॥ ১॥

• • •

আয়তেতি"॥ অতিরাত্রযাগে প্রথম রাত্রিপর্য্যায়ে হোম-শস্ত্রে এই সূক্তের বিনিয়োগ হইয়া থাকে। 'অতিরাত্রে পর্য্যায়াণামিতি খণ্ডে' এইরূপ সূত্রিত আছে; যথা,—"অভি ত্যং মেষ-মধ্বর্য্যবো ভরতেন্দ্রায় সোমমিতি যাজ্যা।" আ০ ৬।৪। ইতি॥ গবাময়নের মধ্যভূত বিষুবৎ সংজ্ঞক দিবসে নিষ্কেবল্য যাগে এই সূক্ত বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। সে বিষয়ে সূত্র আছে; যথা,—"যস্তিগ্মশৃঙ্গোঽভি ত্যং মেষমিন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণীত্যেতস্মিন্নৈন্দ্রীং নিবিদং শস্ত্বা।" আ০ ৮।৬ ইতি॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অভি। ত্যং। মেষং। পুরুহূতং। ঋগ্মিয়ং। ইন্দ্রং।

গীঃভিঃ। মদত। বস্বঃ। অর্ণবং।

যস্য। দ্যাবঃ। ন। বিচরন্তি। মানুষা। ভুজে।

মংহিষ্ঠং। অভি। বিপ্রং। অর্চত ॥ ১ ॥

হে মম মনোবৃত্তয়ঃ! 'মেষং' (স্পর্দ্ধমানং, তেজস্বিনং, শত্রুস্তম্ভনকারকং) 'পুরুহূতং' (সর্ব্বপূজ্যং) 'ঋগ্মিয়ং' (স্তুতিভিঃ স্তূয়মানং) 'বস্বঃ অর্ণবং' (ধনানাং আধারস্থানং) 'ত্যং' (তং, প্রসিদ্ধং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'গীর্ভিঃ' (স্তুতিভিঃ, স্তোত্রৈঃ) 'অভি' (সর্ব্বতঃ) 'মদত' (মদত, হর্ষং প্রাপয়ত); 'যস্য' (ভগবতঃ—অনুকম্পয়া ইতি যাবৎ) 'মানুষা' (মনুষ্যাণাং হিতসাধকানি কর্ম্মাণি) 'দ্যাবো ন' (হিতকরাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ ইব) 'বিচরন্তি' (সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তন্তে), 'ভুজে' (ভোগায়, সুখনিমিত্তং—আত্মনঃ অপরেষাং চ ইতি যাবৎ) 'মংহিষ্ঠং' (অতিশয়েন মহান্তং, সর্ব্বশ্রেষ্ঠং) 'বিপ্রং' (জ্ঞানিনং, জ্ঞানাধারং) 'অভি অর্চ্চত' (সর্ব্বতঃ পূজয়ত, আরাধয়ত)। ভগবদারাধনা সর্ব্বেষাং সুখদায়িকা। অতঃ, হে জীব! ত্বং সদৈব ভগবদারাধনাপরো ভব। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৫১সূ—১ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ

হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ! তেজস্বী (শত্রুস্তম্ভনকারী), সকলের পূজনীয়, স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা স্তূয়মান্, সকল ধনের আধারস্থান, সেই ভগবানকে তোমরা স্তোত্র-মন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আনন্দ-দান কর। যে ভগবানের অনুকম্পায় মনুষ্যগণের হিতসাধক কর্ম্মসমূহ, হিতকর সূর্য্যরশ্মির ন্যায়, সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে; আপনার এবং অপরের সকলের সুখের নিমিত্ত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই জ্ঞানাধারকে তোমরা সর্ব্বতোভাবে আরাধনা

কর। (মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—'ভগবানের আরাধনা সকলের সুখদায়ক। অতএব, হে জীব! তুমি সদাকাল ভগবদারাধনায় তৎপর হও।')॥ (১ম—৫১সূ—১ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

তাং প্রসিদ্ধং মেষং শত্রুভিঃ স্পর্দ্ধমানং। যদ্বা কণ্বপুত্রং মেধাতিথিং যজমানমিন্দ্রো মেষরূপেণাগত্য তদীয়ং সোমং পপৌ। স ঋষিস্তং মেষ ইত্যবোচৎ। অত ইদানীমপি মেষ ইতীন্দ্রোঽভিধীয়তে। মেধাতিথের্মেষেতি সুব্রহ্মণ্যামন্ত্রৈকদেশস্য ব্যাখ্যানরূপং ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে। মেধাতিথিং হি কণ্বায়নিং মেষো ভূত্বা জহারেতি। আগত্য সোমমপহৃতবানিত্যর্থঃ। পুরুহূতং। পুরুভির্যজমানৈরাহূতং। ঋগ্মিয়ং। ঋগ্ভির্বিক্রীয়মাণং। স্তুয়মানমিত্যর্থঃ। স্তুত্যা হি দেবতা বিক্রীয়তে। যদ্বা। ঋগভির্মীয়তে শব্দ্যত ইতি ঋগ্মীঃ। তং। বস্বো অর্ণবং। ধনানামাবাসভূমিং। এবং গুণবিশিষ্টমিন্দ্রং হে স্তোতারো গীর্ভিঃ স্তুতিভিরভিমদত। আভিমুখ্যেন হর্ষং প্রাপয়ত। যস্যেন্দ্রস্য কর্ম্মাণি মানুষা মনুষ্যাণাং হিতানি বিচরন্তি। বিশেষেণ বর্ত্তন্তে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। দ্যাবো ন। যথা সূর্য্যরশ্ময়ঃ সর্ব্বেষাং হিতকারাঃ। ভুজে ভোগায় মংহিষ্ঠমতিশয়েন প্রবৃদ্ধং বিপ্রং মেধাবিনং। তথাবিধমিন্দ্রমভ্যর্চত। অভিপূজয়ত॥

মেষং। মিষ স্পর্দ্ধায়াং। ইগুপধলক্ষণে কে প্রাপ্তে দেবসেনমেষাদয়ঃ পচাদিষু দ্রষ্টব্যা ইতি বচনাদচ্প্রত্যয়ঃ। ঋগ্মিয়ং। তস্য বিকার ইত্যর্থে একাচো নিত্যং ময়টমিচ্ছন্তি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ শত্রুকর্ত্তৃক স্পর্দ্ধমান্ অথবা, অর্চ্চনাপরায়ণ কণ্বপুত্র মেধাতিথির নিকট ইন্দ্র মেষরূপে আগমন করিয়া তাঁহার প্রদত্ত সোমরস পান করিয়াছিলেন। সেই ঋষি ইন্দ্রকে 'মেষ' এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই হেতু বর্ত্তমান সময়েও ইন্দ্র 'মেষ' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 'মেধাতিথির মেষ' ইত্যাদি সুব্রহ্মণ্য-মন্ত্রৈকদেশ-ব্যাখ্যানরূপ ব্রাহ্মণ-ভাগে এই প্রকার কথিত হইয়াছে। 'কণ্বপুত্র মেধাতিথির নিকট (ইন্দ্র) মেষরূপে আগমন করিয়া সোমরস অপহরণ করিয়াছিলেন। যজমান কর্ত্তৃক আহূত, ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা বিক্রীয়মান্ অর্থাৎ স্তূয়মান, (যেহেতু দেবতাগণ স্তুতি দ্বারাই বিক্রীত হইয়া থাকেন)। অথবা, ঋক্সমূহ দ্বারা শব্দিত, এবং ধনসমূহের আবাসভূমি—এইরূপ গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রকে, হে স্তোতৃবর্গ! স্তুতিদ্বারা অভিমুখে আনয়ন জন্য সন্তুষ্ট কর। যে ইন্দ্রের কর্ম্মসমূহ মনুষ্যগণের হিতের জন্যই বিশেষরূপে বিদ্যমান্ রহিয়াছে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যেরূপ সূর্য্যের রশ্মি সকলের হিতকারী, সেইরূপ। ভোগার্থ অতিশয় প্রবৃদ্ধ বিপ্র (মেধাবী) এরূপ ইন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে পূজা কর।

মেষং। স্পর্দ্ধার্থক 'মিষ' ধাতু নিষ্পন্ন। 'ইগুপধ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'কঃ' প্রত্যয় প্রাপ্তি হইলে 'দেবসেনমেষাদয় পচাদিষু দ্রষ্টব্যাঃ' এই বচন দ্বারা 'অচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। ঋগ্মিয়ং। ঋকের বিকার এই অর্থে 'একাচো নিত্যং ময়ট্' (পা০ ১।৩।১৪৪।৬) এই

পা০ ৪।৩।১৪৪।১। ইতি ময়ট্‌প্রত্যয়ঃ। অকারস্যেকারশ্ছান্দসঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। যদ্বা মাঙ্‌ মানে শব্দে চ। ঋগ্‌ভির্মীয়ত ইতি ঋগ্মীঃ। ক্বিপি বলি লোপাৎ পূর্ব্বমেব স্বরত্বাৎ ঘুমাস্থেতীত্বং। অচি শ্নুধাত্বিত্যাদিনেয়ঙাদেশঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। মদতা। মদী হর্ষে। হেতুমতি ণিচ্‌। মদী হর্ষগ্লেপনয়োরিতি ঘটাদিষু পাঠাৎ হর্ষার্থে বর্ত্তমানস্য ঘটাদয়ো মিতঃ। পা০ ৬।৪।৮২। ইতি মিত্ত্বে সতি মিতাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। লোণ্মধ্যম-পুরুষবহুবচনে শপি ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বাৎ ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। ত-শব্দস্য সার্ব্ব-ধাতুকমপিদিতি ঙিত্ত্বে ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণামিতি দীর্ঘং। বস্বঃ। ঙস্যাগমানু-শাসনস্যানিত্যত্বান্নুমভাবঃ। জসাদিষু ছন্দসি বা বচনমিতি বচনাৎ ঘেঙিতি। পা০ ৭।৩।১১১। ইতি গুণাভাবে যণাদেশঃ। অর্ণবং। অর্ণ উদকমস্মিন্নস্তীত্যর্ণবং সমুদ্রঃ। অর্ণসো লোপশ্চ। পা০ ৫।২।১০৯।২। ইতি মত্বর্থীয়ো ব-প্রত্যয় স-লোপশ্চ। তেন শব্দেন জলাশ্রয়বাচিনা-শ্রয়মাত্রং লক্ষ্যতে। প্রত্যয়স্বরঃ বিচরন্তি। চর গত্যর্থঃ। অতুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানু-দাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। তিঙ্ঙতিচোদাত্তবতীতি গতিরনুদাত্তা। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। মানুষাঃ। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ ভুজে। ভুজ পালনাভ্যবহারয়োঃ। সম্পদাদিলক্ষণো

সূত্রানুসারে 'ময়ট্‌' প্রত্যয় হইয়াছে। ছান্দস-হেতু অকারের স্থানে 'ই'কার হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হয়য়াছে। অথবা, মান এবং শব্দার্থক 'মাঙ' ধাতু। 'ঋগ্‌ভির্মীয়তে' এই বাক্যে 'ঋগ্মীঃ' পদ হয়। 'ক্বিপি বলিলোপাৎ পূর্ব্বমেব পরত্বাৎ ঘুমাস্থ' ইত্যাদি হেতু ইত্ব হইয়াছে। 'অচি শ্নুধাত্বিত্যাদি নেয়ঙাদেশঃ'—এই নিয়মে 'ইয়ঙ্‌' আদেশ এবং কৃদুত্তরপদ-হেতু প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। মদতা। হর্ষার্থক 'মদী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। প্রযোজক ব্যাপার বিষয়ে 'ণিচ্‌' প্রত্যয় হইয়াছে। 'মদী' হর্ষ ও গ্লেপনার্থ বুঝায়। ঘটাদি মধ্যে পঠিত হওয়ায় হর্ষার্থে বর্ত্তমান 'মদী' ধাতুর 'ঘটাদয়োমিতঃ' (পা০ ৬।৪।৮২) সূত্রানুসারে 'মিত্ত্ব' প্রাপ্ত হইয়া পরে 'মিতাং হ্রস্ব' এই নিয়মানুসারে 'হ্রস্বত্ব' প্রাপ্তি হইয়াছে। লোট্‌-বিভক্তির মধ্যম পুরুষের বহুবচনে 'শপি ছন্দস্যুভয়থা' এই নিয়মানুসারে আর্দ্ধধাতুকত্ব-প্রযুক্ত 'ণেরনিটি' এই নিয়মানুসারে 'ণি'র লোপ হইয়াছে। 'ত' শব্দের 'সার্ব্বধাতুকমপিৎ' এই নিয়মানুসারে 'ঙিত্ত্ব' হইলে 'ঋচি তুনু ঘম ক্ষুতঙ্‌ কুত্রোরুষ্যাণাং' এই নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। বস্বঃ। 'ঙসি' বিভক্তিতে আগমানুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু 'নুম্‌' হয় নাই। জসাদি বিভক্তিতে 'ছন্দসি বা বচন' এই নিয়মানুসারে 'ঘেঙিতি' (পা০ ৭।৩।১১১) এই নিয়মানুসারে গুণাভাবপ্রযুক্ত 'যণ' আদেশ হইয়াছে। অর্ণবং। অর্ণ অর্থাৎ উদক আছে ইহাতে, এই বাক্যে 'অর্ণব' শব্দে সমুদ্রকে বুঝায়। 'অর্ণসো লোপশ্চ' (পা০ ৫।৩।১০৯।২) এই সূত্রানুসারে মত্বর্থে 'ব' প্রত্যয় ও উদার লোপ হইয়াছে। জলাশ্রয়বাচী সেই শব্দ দ্বারা আশ্রয়মাত্রকে লক্ষ্য করিতেছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। বিচরন্তি। গত্যর্থ চর ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অৎ' উপদেশ হেতু 'লসার্ব্বধাতুক' এই নিয়মানুসারে অনুদাত্তত্ব হইলে ধাতুস্বর প্রাপ্তি হইয়াছে। 'তিঙি চোদাত্তবতি' এই নিয়মানুসারে গতির অনুদাত্তত্ব হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। মানুষা। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে 'শি' লোপ হইয়াছে। ভুজে। পালন ও অভ্যবহারার্থক 'ভুজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'সম্পদাদি-

ভাবে ক্বিপ্‌। সাবেকা চ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। মংহিষ্ঠ। মহি বৃদ্ধৌ। অতিশয়েন মংহিতা মংহিষ্ঠঃ। তুশ্ছন্দসীতীষ্ঠন্‌ প্রত্যয়ঃ। তুরিষ্ঠেমেয়ঃ ইতি তৃলোপঃ। পিত্বাদা-দ্যুদাত্তত্বং। অর্চত। অর্চ পূজায়াং। ভৌবাদিকঃ॥ (১ম-৫১সূ-১ঋ)॥

প্রথম (৫৯) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত অর্থসমূহে প্রকাশ, এই মন্ত্রটী ঋত্বিক্‌ গণকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে। যজমান অথবা পুরোহিত যেন তাঁহা-দিগকে বলিতেছেন,—'তোমরা স্তবাদির দ্বারা ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট কর। যদি বিষয় ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হও। মনুষ্যদিগের হিতের জন্য তাঁহার কর্ম্ম সর্ব্বত্র বিস্তৃত আছে।'

এই মন্ত্রের 'মেষং' পদ দৃষ্টে, পুরাণের একটা উপাখ্যানের সহিত এই মন্ত্রের সম্বন্ধ-তত্ত্ব খ্যাপন করা হয়। মেধাতিথি ঋষির যজ্ঞে মেষের আকার ধারণ করিয়া ইন্দ্র সোমপান করিয়াছিলেন—এবংবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। অপিচ, এই মন্ত্রের 'ভুজে' পদ হইতে 'আমা-দিগের ভোগের জন্য' অর্থ গৃহীত হইয়া, তদুপযোগী দ্রব্যাদি পাইবার কামনা প্রকাশ পায়। 'মদত' (মদতা) আর 'অর্চ্চত' ক্রিয়াপদ মধ্যম-পুরুষের বহুবচনের হওয়ায়, মন্ত্রে ঋত্বিক্‌-গণের সম্বোধন পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

আমরা মন্ত্রান্তর্গত প্রোক্ত পদ-কয়েকটীকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করি। স্পর্দ্ধার্থক 'মিষ্‌' ধাতু হইতে 'মেষং' পদের ব্যুৎপত্তি। ঐ পদে 'শত্রু-স্তম্ভনকরী' অর্থ প্রাপ্ত হই। ভগবানের বা ভগবদ্বিভূতি দেবভাবসমূহের নিকট কামাদি রিপুশত্রুগণ যে স্তম্ভিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। 'মেষং' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'ভুজে' পদ ভোগার্থক বলিয়াই

লক্ষণাভাবে ক্বিপ্‌' এই নিয়মানুসারে ক্বিপ্‌ প্রত্যয় হইয়াছে। 'সাবেকা চ' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। মংহিষ্ঠ। বৃদ্ধ্যর্থ 'মহি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অতিশয়েন মংহিতা' এই বাক্যে 'মংহিষ্ঠঃ' পদ হইয়াছে। 'তুশ্ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'ইষ্ঠন্‌' প্রত্যয় হইয়াছে। 'তুরিষ্ঠেমেয়ঃ সু' এই সূত্রানুসারে 'তৃ' লোপ হইয়াছে। 'প' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অর্চ্চতা ভ্বাদিগণীয় পূজার্থ 'অর্চ্চ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। (১ম—৫১সূ—১ঋ)।

স্বীকার করিতেছি; তবে ওখানকার প্রতিবাক্যে 'ভোগায় সুখনিমিত্তায়— আত্মানং অপরেষাঞ্চ' যে পদ ব্যবহার করিয়াছি, তদ্দ্বারাই ভাবসঙ্গতি ও অর্থসঙ্গতি রক্ষিত হইয়া থাকে। তার পর, 'মদত' ও 'অর্চ্চত' ক্রিয়া-পদদ্বয় দেখিয়া, কেনই বা ঋত্বিকাদিকে আহ্বান করিয়া আনিব? প্রার্থী আপনার মনোবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া আত্মোদ্বোধন করিতেছেন,— ইহাই ঐ অংশের সঙ্গত অর্থ।

আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, বেদমন্ত্র ত্রিবিধ লক্ষ্য লইয়া প্রকটিত। সে তিন লক্ষ্য—(১) প্রার্থনা, (২) ভগবন্মহিমা-(নিত্যসত্যতত্ত্ব) প্রকাশ, (৩) আত্মোদ্বোধন। সকল মন্ত্রগুলিকেই এই তিনের অন্তর্গত একের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যায়। বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় এই দৃষ্টিই সুষ্ঠু সদর্থ আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। এ পক্ষে, এ মন্ত্রে ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত আছে; এবং তাঁহার আরাধনায় আত্মনিয়োগের দৃঢ়সঙ্কল্প প্রকাশ পাইতেছে। মন্ত্রার্থ-বিষয়ে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ম—৫১সূ—১ঋ)।

—— *——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অভীমবন্বনৎস্বভিষ্টিমূতয়োঽন্তরিক্ষপ্রাং

তবিষীভিরাবৃতং।

ইন্দ্রং দক্ষাস ঋভবো মদচ্যুতং শতক্রতুং

জবনী সূনৃতারুহৎ ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অভি। ঈং। অবন্বন্। সুঽঅভিষ্টিং। ঊতয়ঃ। অন্তরিক্ষঽপ্রাং।

তবিষীভিঃ। আঽবৃতং।

ইন্দ্রং। দক্ষাসঃ। ঋভবঃ। মদঽচ্যুতং। শতঽক্রতুং।

জবনী। সূনৃতা। আ। অরুহৎ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঊতয়ঃ' (রক্ষিতারঃ) 'দক্ষাসঃ' (প্রবর্দ্ধয়িতারঃ, শ্রীবৃদ্ধিসাধকাঃ) 'ঋভবঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ, সংসারসাগরোত্তীর্ণা নরদেবাঃ) 'স্বভিষ্টিং' (অভিমতফলপ্রদং) 'অন্তরিক্ষপ্রাং' (স্বর্লোকবিস্তৃতং, সত্ত্বভাবপূরয়িতারং) 'তবিষীভিঃ আবৃতং' (বলৈঃ সংযুক্তং, অতিবলিনং, শত্রুদমনসামর্থ্যশীলং) 'মদচ্যুতং' (গর্ব্বনাশকং) 'শতক্রতুং' (অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্নং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'অভীমবন্বন্' (সর্ব্বতোভাবেন ভজন্ত, সম্পূজয়ন্তি ইতি ভাবঃ); তেষাং ঋভূণাং 'জবনী' (শত্রুসংহারার্থং উচ্চারিতা) 'সূনৃতা' (প্রিয়সত্যাত্মিকা বাক্, স্তোত্রমন্ত্র ইতি ভাবঃ) 'আরুহৎ' (তং ভগবন্তং এব প্রাপ্তা)। মন্ত্রস্য ভাবঃ—জ্ঞানিনঃ সদৈব ভগবন্তং অর্চ্চয়ন্তি; তেষাং পূজা সর্ব্বথা তং প্রাপ্নোতি। (১ম-৫১সূ—২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

রক্ষাকর্ত্তা, শ্রীবৃদ্ধিসাধক, মেধাবী নরদেবগণ (ঋভুগণ), সেই অভিমতফলদাতা, সত্ত্বভাববর্দ্ধয়িতা, শত্রুদমন-সামর্থ্যশীল, গর্ব্বনাশকারী, অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্ন ভগবানকে (ইন্দ্রদেবকে) সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া থাকেন; সেই ঋভুদেবগণের (শত্রুসংহারার্থ) উচ্চারিত প্রিয়সত্যাত্মক স্তোত্রমন্ত্র সেই ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ সদাকাল ভগবানকে অর্চ্চনা করেন; তাঁহাদিগের পূজা সর্ব্বপ্রকারেই সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—৫১সূ—২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

উতয়োঽবিতারো রক্ষিতারো দক্ষাসো দক্ষয়িতারঃ প্রবর্দ্ধয়িতার ঋভবঃ। উরু ভান্তীতি নৈরুক্তব্যুৎপত্ত্যা ঋভবোঽত্র মরুত উচ্যন্তে। এবংভূতা মরুত ইন্দ্রমভীমবর্ধন্। আভি-মুখ্যেন খল্বভজত। বৃত্রেণ সহ যুদ্ধমানমিন্দ্রং সর্ব্বে দেবাঃ পর্যত্যজন্। মরুতস্তু তথা ন পর্যত্যাক্ষুঃ। তথা চাম্নায়তে। বিশ্বে দেবা অজহুর্যে সখায়ঃ। মরুদ্ভিরিন্দ্র সখ্যং তে অস্ত্বিতি। ব্রাহ্মণেঽপ্যাম্নাতং। মরুতো হৈনং নাজহুরিতি। কীদৃশমিন্দ্রং। স্বভিষ্টিং। শোভনাভ্যেষণবন্তং। শোভনাভিগমনমিত্যর্থঃ। অন্তরিক্ষপ্রাং। অন্তরিক্ষং দ্যুলোকং স্বতেজসা প্রাতি পূরয়তীত্যন্ত-রিক্ষপ্রাঃ। দ্বাদশস্বাদিত্যেষিন্দ্রস্য বিদ্যমানত্বাৎ। শাস্ত্রান্তরেঽপি শ্রূয়তে। তস্যা ইন্দ্রশ্চ বিবস্বাংশ্চাজায়েতামিতি। ইন্দ্রশ্চ বিবস্বাংশ্চেত্যেত ইতি চ। তবিষীভিরাবৃতং। তবিষীতি বলনাম। তবিষী শুষ্ম মিতি তন্নামসু পাঠাৎ। বলৈরাবৃতং। অতিবলিনমিত্যর্থঃ। অতএব মদচ্যুতং। শত্রূণাং মদস্য গর্বস্য চ্যাবয়িতারং। বিশ্ব শতক্রতুং। শতসংখ্যানাং ক্রতূনামাহর্তারং। বহুবিধকর্ম্মাণং বা। পূর্ব্বোক্তং তমিন্দ্রং জবনী বৃত্রবধ প্রতি প্রেরয়িত্রী সূনৃতা তৈর্মরুদ্ভিঃ প্রযুক্তা প্রহর ভগবো জহি বীর যস্বেতি ব্রাহ্মণোক্তরূপা প্রিয়সত্যাত্মিকা বাগপ্যারুহৎ। আরূঢ়বতী। বৃত্রবধং প্রতি সাপি বাগিন্দ্রস্যোৎসাহকারিণ্যভূদিত্যর্থঃ॥

অবর্ধন্। বন ষণ সম্ভক্তৌ। লঙি শপি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েনোপ্রত্যয়ঃ। স্বভিষ্টিং। ইষ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

রক্ষক প্রবর্দ্ধনকারী মরুত ('উরু ভান্তি' নিরুক্তমতে এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা ঋভব শব্দের অর্থ 'মরুত' হয়) ইন্দ্রকে অভিমুখে ভজনা করিয়াছিলেন। (বৃত্রের সহিত যুদ্ধমান্ ইন্দ্রকে সমস্ত দেবতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মরুদ্গণ তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই)। কথিত আছে যে, সখা বিশ্বেদেব যাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্র মরুদ্গণের সহিত সখ্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-ভাগে এইরূপই উক্তি আছে,—'মরুদ্গণ ইঁহাকে (ইন্দ্রকে) ত্যাগ করেন নাই।' ইন্দ্র কিরূপ? সুন্দরগামী, দ্যুলোককে নিজ-তেজ দ্বারা পূরণকারী (দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে ইন্দ্রের বিদ্যমানত্ব-হেতু)। শাস্ত্রান্তরেও শ্রুত আছে,—তাহা হইতে ইন্দ্র ও বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা,—'ইন্দ্রশ্চ বিবস্বাংশ্চেত্যেতং ইতি চ।' তবিষীরাবৃতং পদ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তবিষী পদটী বলের নাম। বলনামসমূহের মধ্যে তবিষী শুষ্ম এইরূপ পাঠ আছে। বলের দ্বারা আবৃত, অর্থাৎ অতিবলী। এই হেতু 'মদচ্যুত' অর্থাৎ শত্রুগণের গর্ব্বনাশক। আর কিরূপ? শতক্রতু অর্থাৎ শতসংখ্যক ক্রতুর (যজ্ঞের) আহর্ত্তা অথবা বহুকর্ম্মা। পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রের প্রতি বৃত্রবধার্থ প্রেরয়িত্রী মরুদ্গণ প্রযুক্ত—'প্রহর ভগবো জহি বীর! অর্থাৎ, হে ভগবান্! বৃত্রকে প্রহার কর, হে বীর! বৃত্রকে জয় কর'—এবম্বিধ ব্রাহ্মণোক্ত সত্যরূপ বাক্ আরোপিত হইয়াছিল। অর্থাৎ, বৃত্রবধার্থ উক্ত বাক্য ইন্দ্রের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিয়াছিল।

অবর্ধন্। বন ও ষণ ধাতু সম্ভক্ত অর্থকে বুঝায়। উক্ত পদটী 'বন' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লঙ্ বিভক্তিতে শপ্ প্রত্যয় স্থলে ব্যতিক্রম-হেতু 'উ' প্রত্যয় হইয়াছে। স্বভিষ্টিং। গত্যর্থক

গতৌ। ভাবে ক্তিন্-প্রত্যয়ঃ। তিতুত্রেত্যাদিনেট্প্রতিষেধঃ। এমন্নাদিত্বাৎ পররূপত্বং ৷ শোভনা অভিষ্টয়ো যস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং উতয়ঃ। অবতেঃ কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি কর্ত্তরি ক্তিন্-প্রত্যয়ঃ। যদ্বা ক্তিচ্ ক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তিচ্। জ্বরত্বরেত্যাদিনোট্। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। অন্তরিক্ষপ্রাং। প্রা পূরণে। অন্তরিক্ষং প্রাতি পূরয়তীত্যন্তরিক্ষপ্রাঃ। আতো মনিন্নিত্যত্র চশব্দাদ্বিচ্। আবৃতং। বৃঞ্ বরণে। আব্রিয়ত ইত্যাবৃতঃ। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। দক্ষাসঃ। দক্ষ বৃদ্ধৌ। দক্ষন্ত এভিরিতি দক্ষাঃ। করণে ঘঞ্। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। আজ্জসেরসুক্। মদচ্যুতং। চ্যুঙ্ গতৌ। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। হ্রস্বস্য পিতি কৃতীতি তুক্। শতক্রতুং। শতং ক্রতবো যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। জবনী। জু ইতি সৌত্রো ধাতুঃ। করণে ল্যুট্। টিড্ঢাণঞিত্যাদিনা ঙীপ্। লিৎস্বরেণ অকারাৎ পরস্যোদাত্তত্বং। অরুহৎ। রুহেলুঙি কৃমৃদৃরুহিভ্যশ্ছন্দসীতি চ্লেরঙাদেশঃ ॥ (১ম—৫১সূ—২ঋ) ॥

'ইষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভাববাচ্যে 'ক্তিন' প্রত্যয় হইয়াছে। 'তিতুত্র' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'ইটের' প্রতিষেধ হইয়াছে। এমন্নাদিত্ব-হেতু পররূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সুন্দর হইয়াছে অভিষ্টি যাহার—এই ব্যাস-বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে 'নঞ্‌সুভ্যাম্' ইত্যাদি নিয়মানুসারে উত্তর-পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ঊতয়ঃ। 'অবতি' অব ধাতুর উত্তর 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' এই নিয়মানুসারে কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা 'ক্তিচ্ক্তৌচ সজ্ঞায়াং' এই নিয়মানুসারে ক্তিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'জ্বরত্বর' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ঊট' হইয়াছে। 'চিত' এই নিয়মানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অন্তরিক্ষপ্রাং। পূরণার্থক 'প্রা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অন্তরিক্ষকে পূরণ করেন—এই বাক্যে অন্তরিক্ষপ্রাঃ পদ হইয়াছে। 'আতো মনিন্' এই নিয়মমধ্যে 'চ' শব্দ হেতু 'বিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। আবৃতং। বরণার্থক 'বৃঞ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'আব্রিয়তে'—এই বাক্যে কর্ম্মণি বাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'আবৃতঃ' পদটী নিষ্পন্ন হয়। 'গতিরনন্তর' এই নিয়মানুসারে গতির প্রকৃতি-স্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। দক্ষাসঃ। বৃদ্ধ্যর্থক 'দক্ষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'দক্ষন্ত এভিঃ' এই বাক্যে 'দক্ষাঃ' পদ হইয়াছে। করণে 'ঘঞ্' প্রত্যয় হইয়া 'ঞিত্ব' হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'আজ্জসেরসুক্' এই নিয়মানুসারে 'অসুক্' প্রত্যয় হইয়াছে। মদচ্যুতং। গত্যর্থক 'চ্যুঙ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অন্তর্ভাবিত 'ণিচ্' অর্থ প্রযুক্ত 'ক্বিপ্ চেতি' সূত্রানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'হ্রস্বস্য পিতি কৃতি'—এই নিয়মানুসারে তুক্ হইয়াছে। শতক্রতুং। 'শতং ক্রতবো যস্য'—এই বাক্যে উক্ত পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। জবনী। 'জু' এই সৌত্রধাতু হইতে নিষ্পন্ন। করণ-বাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়, 'টিড্ঢাণঞ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ঙীপ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'লিৎস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে অকারের পরবর্ণের উদাত্তত্ব হইয়াছে। অরুহৎ। রুহি অর্থাৎ 'রুহ' ধাতুর উত্তর 'লুঙ্' বিভক্তিতে 'কৃমৃদৃরুহিভ্যশ্-ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'চ্লেরঙ্' আদেশ হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—২ঋ) ॥

দ্বিতীয় (৬০০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'ঋভবঃ' পদের অর্থ উপলক্ষেই মন্ত্রার্থ বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। নিরুক্তে 'ঋভু' শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে। তাহার একটী অর্থে ঐ শব্দে মরুদ্গণকে বুঝায়। ভাষ্যকার সেই অর্থই এখানে টানিয়া আনিয়াছেন। ফলে নানা উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। পুরাণে একটী উপাখ্যান আছে—বৃত্রাসুর-বধের সময় অন্যান্য সকল দেবগণ ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন ; তখন, একমাত্র মরুদ্দেবগণই ইন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া ছিলেন, এবং যুদ্ধার্থ ইন্দ্রকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ভাষ্যকারের এবং তদনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণের মত এই যে, এখানে এ ঋকে সেই প্রসঙ্গের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

আমরা কিন্তু সে অর্থের যৌক্তিকতা স্বীকার করি না। ইতিপূর্ব্বে বিংশতি সূক্তে ঋভু-দেবগণের প্রসঙ্গ প্রখ্যাত আছে। মানুষ হইয়াও, এই জন্মজরামরণশীল দেহ ধারণ করিয়াও, কর্ম্মপ্রভাবে যাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই ঋভু-দেবগণ নামে প্রসিদ্ধ। আমরা মনে করি, এখানে এই "ঋভবঃ" পদে তাঁহাদিগেরই প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। আর, সেই মনে করিয়া মন্ত্রার্থ অনুসন্ধান করিলে, কাল গত বা অনিত্যবস্তুগত কোনও বিচ্ছেদই এই মন্ত্রের নিত্যত্বে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবে না। পরন্তু যদি বৃত্রাসুর-বধের কল্পিত কাহিনীর সহিত দূর অন্বয়ে উহার সম্বন্ধ খ্যাপন করি, তাহা হইলে বেদ-মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত অনিত্যাদি দোষ অলঙ্ঘনীয় হইয়া পড়ে। বেদমন্ত্রকে খর্ব্ব করিবার জন্য অকারণ কেন উহার সহিত সে উপাখ্যান সংযোজন করিতে যাই ?

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে ভগবন্মহিমাদ্যোতক এক নিত্যসত্যতত্ত্ব প্রখ্যাত হইয়াছে। সে পক্ষে মন্ত্রের সরল ভাব এই যে,—'ঋভুগণ অর্থাৎ সংসারসাগরোত্তীর্ণ নরদেবগণ সর্ব্বথা বা সদাকাল ভগবানের আরাধনা করেন ; আর, তাঁহাদিগের স্তোত্রমন্ত্র সর্ব্বথা বা সদাকাল সেই ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়।'

অতঃপর, সেই ঋভু-দেবগণই বা কি প্রকার শক্তিসম্পন্ন, আর তাঁহাদিগের আরাধ্য সেই ভগবানই বা কিরূপ মহিমান্বিত,—বিশেষণ-সমূহে তাহা লক্ষ্য করুন। ঋভুদেবগণের বিশেষণ আছে—'উতয়ঃ' আর 'দক্ষাসঃ'। মেধাবী, জ্ঞানী, সংসারের বন্ধন হইতে উত্তীর্ণ, সেই ঋভুদেবগণ নিশ্চয়ই সংসারের বা জীবের রক্ষক। তাঁহাদিগের আদর্শে ও উপদেশে মানুষ যে রক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? তাই তাঁহাদিগকে "উতয়ঃ" অভিধায়ে অভিহিত করা হইয়াছে। "দক্ষাসঃ" পদের ভাব (ভাষ্যানুসারেই) 'বৃদ্ধিকারক'—শ্রীবৃদ্ধি-সাধক। সেই ঋভুদেবগণের আদর্শে অগ্রসর হইতে পারিলে যে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, তাহাই বলাই বাহুল্য। পরন্তু 'ঋভবঃ' পদে যদি 'মরুদ্গণ' (ঝড়ঝঞ্ঝাবাত—যে অর্থে সাধারণতঃ ঐ পদ পরিগৃহীত হয়) বুঝাইত, তাহা হইলে ঐ দুই বিশেষণের সঙ্গতি থাকে কি? এইরূপ, 'ইন্দ্রং' পদের বিশেষণগুলিও একে একে বিচার করিয়া দেখুন। তাহাতেও, ঐ পদে কাহার প্রতি লক্ষ্য আছে, বুঝা যাইবে। ঐ সকল বিশেষণ কখনই মানুষের বা পার্থিব কোনও সম্রাটের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। একমাত্র 'অন্তরিক্ষপ্রাং' পদের বিষয় আলোচনা করিলেই মর্ম্ম অধিগত হইবে। সায়ণের ভাষ্যই এ পক্ষের পোষক বলিয়া মনে করিতে পারি। তিনি 'স্বতেজে দ্যুলোককে পরিপূর্ণ করিবেন'—মানুষের সম্বন্ধে এরূপ উক্তির সঙ্গতি আছে কি? সে পক্ষে রূপক স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সেই ভাবেই, সত্ত্বাংশের পরিপূরক ভগবানের প্রতি ঐ পদের নির্দ্দেশ আছে—বুঝিতে পারি। 'শতক্রতুং' প্রভৃতি পদের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রজ্ঞানময় তিনি, শত্রুর 'মদ' (গর্ব্ব) খর্ব্ব করেন তিনি;—'শতক্রতুং' ও 'মদচ্যুতং' পদদ্বয়ে সেই ভাব প্রকাশমান্। এই দুই পদে শত্রুর স্বরূপ-বিষয়েও লক্ষ্য আসে। প্রজ্ঞানের নিকট অজ্ঞানতার গর্ব্ব খর্ব্ব হয়—ইহাই এখানকার ভাবার্থ।

উপসংহারে "জবনী সূনৃতারুহৎ" বাক্যাংশের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। 'জু' ধাতু হইতে 'জবনী' পদের উৎপত্তি। ঐ ধাতুর অর্থ 'বেগ-গতি' বুঝায়। তাহা হইতে, "জবনী" পদের অর্থে ভাষ্যকার "বৃত্রবধ প্রতি প্রেরয়িত্রী" প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। কোথায়ই বা বৃত্র? আর

কোথায়ই বা তার সম্বন্ধ? কত দূর কল্পনায় ঐ অর্থ আনা হইয়াছে, ভাবিয়া দেখুন। কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ পদের ভাবার্থ—'উচ্চারিত'। উচ্চারণই বাক্যের গতি। তাঁহাদিগের (সেই ঋভুদেবগণের) উচ্চারিত সূনৃত যে বাক্য অর্থাৎ স্তোত্রমন্ত্র, তাহা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। ইহাই ঐ অংশের তাৎপর্য্য। 'সূনৃতা' পদে প্রকৃত-পক্ষে স্তোত্রমন্ত্রকেই লক্ষ্য করে। এ সংসারে হিতকর ও সত্য বাক্য দুর্ল্লভ; একমাত্র বেদমন্ত্রই সত্য ও হিতকর। ঐ পদ সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। * (১ম—৫১সূ—২ঋ)॥

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

ত্বং গোত্রমঙ্গিরোভ্যোঽবৃণোরপোতাত্রয়ে

শতদুরেষু গাতুবিৎ।

সসেন চিদ্বিমদায়াবহো বস্বাজাবদ্রিং

বাবসানস্য নর্ত্তয়ন্॥ ৩॥

* আমরা এই মন্ত্রে এই ভাব ও এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিলাম বটে; কিন্তু প্রচলিত অর্থ সম্পূর্ণ অন্যভাবাপন্ন। সুতরাং পাঠকগণের আলোচনার জন্য সে অর্থেরও একটী নমুনা নিম্নে প্রকাশ করা গেল। যথা,—"ইন্দ্রের আগমন শোভাবিশিষ্ট; তিনি অন্তরীক্ষ (স্বতেজ দ্বারা) পূরণ করেন; তিনি বলসম্পন্ন, দর্পহারী ও শতক্রতু। ঋভুগণ রক্ষণে ও বর্দ্ধনে তৎপর হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং উৎসাহ-বাক্য দ্বারা প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন।" ফলতঃ ঋভুগণের (মরুদ্গণের) উৎসাহ-বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ইন্দ্র বৃত্রাসুর-বধে প্রবৃত্ত হন,—ইহাই এ মন্ত্রের সাধারণ প্রচলিত অর্থ।

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। গোত্রং। অঙ্গিরঃঽভ্যঃ। অবৃণোঃ। অপ। উত। অত্রয়ে।

শতঽদুরেষু। গাতুঽবিৎ।

সসেন। চিৎ। বিঽমদায়। অবহঃ। বসু। আজৌ। অদ্রিং।

ববসানস্য। নর্তয়ন্॥ ৩

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ত্বং' 'অঙ্গিরোভ্যঃ' (পরমজ্ঞানসম্পন্নেভ্যঃ সাধকেভ্যঃ, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানেভ্যঃ অঙ্গিরাদিভ্যঃ ঋষিভ্যঃ, তেষাং হিতসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'গোত্রং' (জ্ঞানাবরকং, অজ্ঞানং ইতি যাবৎ) 'অপাবৃণোঃ' (অপবারণং কৃতবানসি); 'উত' (অপি চ) 'শতদুরেষু' (অশেষপ্রকারেষু পীড়াদায়কেষু প্রলোভনরূপায়ুধেষু প্রক্ষিপ্তায় ইতি যাবৎ) 'অত্রয়ে' (ধর্ম্মমার্গানুসারিণে সাধকায়, যদ্বা— কালচক্রে চিরবিদ্যমানায় মহর্ষয়ে) 'গাতুবিৎ' (সন্মার্গস্য লম্ভয়িতাভূঃ, সৎপথং প্রদর্শয়সি ইতি ভাবঃ); 'চিৎ' (এবং) 'বিমদায়' (মদরহিতায়, নিরহঙ্কারায় জনায়, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানায় মহর্ষয়ে) 'সসেন' (অন্নেন যুক্তং, কল্যাণসাধকং) 'বসু' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'অবহঃ' (প্রাপিতবান্); তথা 'আজৌ' (সংসার সংগ্রামে জয়ার্থং) 'ববসানস্য' (বর্তমানস্য স্তোতুঃ, স্থবিরস্য কর্ম্মসামর্থ্যহীনস্য, যদ্বা—ঘাবসাননাম্নঃ ঋষেঃ) 'অদ্রিং' (বজ্রং, আদ্রবৎ) 'নর্তয়ন' (চালয়ন রক্ষণং কর্ম্মপ্রবৃত্তিপ্রদানং বা কৃতবান্)। ভগবন্মহিমাস্তোত্রকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অস্য ভাবঃ—জ্ঞানিনঃ অজ্ঞানতাং দূরীকরণায়, ধর্ম্মমার্গানুসারিণঃ সৎপথ-প্রদর্শনায়, মদরহিতানাং জনানাং পরমধনং বিতরণায়, তথা কর্ম্মসামর্থহীনস্য জনস্য পরিচালনায়, ভগবান্ সদৈব করুণাপয়োহস্তি॥ (১ম—৫১সূ—৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি পরমজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণের নিমিত্ত (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান অঙ্গিরাদি ঋষিগণের নিমিত্ত) তাঁহাদিগের হিত-সাধনের উদ্দেশ্যে জ্ঞানাবরক অজ্ঞানকে দূর করেন; আরও, অশেষপ্রকার পীড়াদায়ক প্রলোভন-রূপ আয়ুধসকলে প্রক্ষিপ্ত ধর্ম্মমার্গানুসারী সাধককে

(অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ মহর্ষি অত্রিকে) সৎপথ প্রদর্শন করেন; এবং মদরহিত নিরহঙ্কার জনকে (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান মহর্ষি বিমদকে) কল্যাণসাধক পরমার্থরূপ ধন প্রদান করেন; এবং সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করাইবার জন্য অদ্রিবৎ (কর্ম্মসামর্থ্যহীন) স্থবিরকে (অথবা—বাবসান ঋষিকে) কর্ম্মপ্রবৃত্তিপ্রদানে পরিচালিত করেন। (মন্ত্রটি ভগবানের মহিমাপ্রকাশক। মন্ত্রের ভাব এই যে,—অজ্ঞানতা দূরীকরণে জ্ঞানিগণকে, সৎপথ-প্রদর্শনে ধর্ম্মমার্গানুসারিগণকে, পরমধন বিতরণার্থ নিরহঙ্কার জনগণকে এবং কর্ম্মসামর্থ্যহীন জনের পরিচালন-পক্ষে, ভগবান সদাই কৃপাপরায়ণ আছেন।) ॥ (১ম—৫১সূ—৩ঋ) ॥

• • •

সায়ণভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং গোত্রমব্যক্তশব্দবন্তং বৃষ্ট্যুদকস্যাবরকং মেঘমঙ্গিরোভ্যোঽঙ্গিরসামৃষীণামর্থায়া-পাবৃণোঃ। অপবারণ কৃতবানসি। বৃষ্টেরাবরকং মেঘং বজ্রেণোদ্ঘাট্য বর্ষণং কৃতবানসীত্যর্থঃ। যদ্বা গোত্রং গোসমূহং পণিভিরপহৃতং গুহাসু নিহিতমঙ্গিরোভ্য ঋষিভ্যোঽপাবৃণোঃ। গুহা-দ্বারোদ্ঘাটনেনা প্রকাশয়ঃ। উত অপি চাত্রয়ে মহর্ষয়ে। কীদৃশায়। শতদুরেষু শতদ্বারেষু যন্ত্রেষ্বসুরৈঃ পীড়ার্থং প্রক্ষিপ্তায়। গাতুবিৎ। মার্গস্য লম্ভয়িতাভূঃ। তথা বিমদায় চিৎ। বিমদনাম্নে মহর্ষয়েঽপি সমেনান্নেন যুক্তং বসু ধনমবহঃ। প্রাপিতবান্। তথাজৌ সংগ্রামে অন্নার্থং বাবসানস্য নিবসতো বর্ত্তমানস্যাস্যাপি স্তোতুরদ্রিং বজ্রং নর্ত্তয়ন্ রক্ষণং কৃতবানসীতি শেষঃ। অতস্তব মহিমা কেন বর্ণয়িতুং শক্যত ইতি ভাবঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি অব্যক্তশব্দকারী বৃষ্টিজলের আবরক মেঘকে অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণের জন্য অপবারণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, বৃষ্টির আবরক মেঘকে বজ্রের দ্বারা উদ্ঘাটন করিয়া বর্ষণ করিয়াছিলেন। অথবা, পণিগণ কর্ত্তৃক অপহৃত, গুহাতে নিবদ্ধ, গোসমূহকে অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণের নিমিত্ত গুহাদ্বার উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আরও, অসুরকর্ত্তৃক পীড়ার্থ প্রক্ষিপ্ত শতদ্বার নামক যন্ত্র-সম্বন্ধে মহর্ষি অত্রির প্রতি আপনি পথ প্রাপয়িতা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ, অসুরগণ মহর্ষি অত্রিকে উদ্দেশ করিয়া শতদ্বার নামক যন্ত্র নিক্ষেপ করিলে, আপনি পলায়ন জন্য তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সেইরূপ অন্নসংযুক্ত ধনকে বিমদনামক ঋষির নিমিত্ত বহন করিয়াছিলেন। সেইরূপ সংগ্রামে অন্নার্থ বিদ্যমান অত্র স্তোতৃগণকে বজ্র নর্ত্তন করাইয়া অর্থাৎ বজ্র ঘুরাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব আপনার মহিমা কেহই বর্ণনা করিতে সমর্থ নহে।

গোত্রং। গুঙ্ অব্যক্তে শব্দে। ঔণাদিকস্ত্রন্প্রত্যয়ঃ। ব্রজা। খলগোরথাদিত্যনু- বৃত্তাবিনিত্রকট্যচশ্চ। পা০ ৪।২।৫১। ইতি সমূহার্থে ত্রপ্রত্যয়ঃ। শতদুরেষু। শতং দুরা দ্বারাণ্যেষাং। দ্বৃ ইত্যেকে। দ্বঃর্যান্তে সংব্রিয়ন্ত ইতি দুরাঃ। ঘঞর্থে কবিধানমিতি কপ্রত্যয়ঃ। ছান্দসং সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্বং। তচ্চ যো হ্যভয়ো স্থানে ভবতি স লভতেহন্যতরেণাপি ব্যপদেশমিত্যুরণ্ রপরঃ। পা০ ১।১।৫১। ইতি রপরং ভবতি। যদ্বা দ্বারশব্দস্যৈব ছান্দসং সম্প্রসারণং দ্রষ্টব্যং। গাতুবিৎ। গাঙ্ গতৌ। অস্মাৎ কমিমনিজনিভাগাপায়াহিভ্যশ্চ। উ০ ১।৭২। ইতি তুপ্রত্যয়ঃ। তং বেদয়তি লম্ভয়তীতি গাতুবিৎ। বিদ৯ লাভে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সসেন। সসমিত্যন্ননাম। সসং নম আয়ুরিতি তন্নামসু পাঠাৎ। আজিরিতি সংগ্রামনাম। আহব আজাবিতি তত্র পাঠাৎ। অদ্রিং। অত্তি ভক্ষয়তি বৈরিণমিত্যাদ্রির্বজ্রঃ। অদিশদিভূশুভিভ্যঃ ক্রিন্নিতি ক্রিন্প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যাস্কস্ত্বেবমদ্রিশব্দং ব্যাচখ্যৌ। অদ্রিরাদৃণাত্যনেনাপি বাত্তেঃ স্যাৎ। নি০ ৪।৪। ইতি। বাবসানস্য। বস নিবাসে। কর্ত্তরি তাচ্ছীলিকশ্চানশ্। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। দ্বির্ভাবহলাদিশেষৌ। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বং॥ (১ম—৫১সূ—৩ঋ)॥

গোত্রং। অব্যক্তশব্দার্থক 'গুঙ্' ধাতুর ঔণাদিক 'ত্রন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। পক্ষান্তরে 'খলগোরথাৎ' এই নিয়মের অনুবৃত্তি-বিষয়ে 'ইনিত্রকট্যচশ্চ' (পা০ ৪।২।৫১) সূত্রানুসারে সমূহার্থে 'ত্র' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। শতদুরেষু। 'শতং দুরা দ্বারাণি এষাং'—এই বাক্যে ঐ পদ নিষ্পন্ন। 'দ্বৃ' ইতি একে এই অর্থে। 'দ্বঃর্যান্তে' অর্থাৎ সংবৃত হয়—এই অর্থে 'দুরা' এই পদটী হয়। 'ঘঞর্থে কবিধানং' এই নিয়মানুসারে ক-প্রত্যয় হইয়াছে। ছান্দস-হেতু সম্প্রসারণ ও পরপূর্ব্বত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। অথবা 'যো হ্যভয়োঃ স্থানে ভবতি স লভতেহন্যতরেণাপি' এই অর্থে, "ব্যপদেশমিত্যুরণ্ রপরঃ" এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে (পা০ ১.১।৫১) 'রপরঃ' হইয়াছে। অথবা দ্বার-শব্দেরই ছান্দস-হেতু সম্প্রসারণ দ্রষ্টব্য। গাতুবিৎ। গত্যর্থক 'গাঙ' ধাতুর উত্তর 'ক'মমনিজনিভাগাপায়াহিভ্যশ্চ' (উ০ ১।৭২) সূত্রানুসারে 'তু'প্রত্যয় হইয়াছে। 'তং বেদয়তি লম্ভয়তি' এই বাক্যে গাতুবিৎ পদ হইয়াছে। লাভার্থক 'বিদ' ধাতুর উত্তর অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ হেতু 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। সসেন।, 'সসং'—ইহা অন্নের নাম। অন্ননাম-সমূহের মধ্যে 'সসং নম আয়ুঃ এইরূপ পাঠ আছে। আজিঃ—ইহা সংগ্রামের নাম। সংগ্রাম-নামসমূহের মধ্যে 'আহব আজি' এইরূপ পাঠ আছে। অদ্রিং। 'অত্তি' অর্থাৎ শত্রুগণকে ভক্ষণ করে—এই অর্থে 'অদ্রিঃ' পদে বজ্রকে বুঝায়। 'অদিশদি' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ক্রিন্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। যাস্ক এই প্রকারে অদ্রি-শব্দকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা,—'অদ্রিবাদৃণাত্যনেনাপি বাত্তেঃ স্যাৎ।' (নি০ ৪।৪)। বাবসানস্য। নিবাসার্থক 'বস' ধাতুর উত্তর কর্ত্তারবাচ্যে 'তাচ্ছীলিকশ্চানস্ বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে শপের স্থানে 'শ্লুঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। দ্বির্ভাব হইয়াছে ও হলের আদিবর্ণ অবশিষ্ট আছে। 'চ' ইৎ হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—৩ঋ)॥

তৃতীয় (৬০১) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ভাবপূর্ণ। মন্ত্রটী সাধারণতঃ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে; আর সেই চারি অংশে যেন চারি প্রকারের প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাই, প্রথম বলা হইয়াছে,—'হে ইন্দ্র! অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষি-দিগের জন্য তুমি মেঘকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলে;' দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে,—'অসুর কর্তৃক প্রাক্ষিপ্ত শতদ্বার যন্ত্র হইতে রক্ষা করিয়া অত্রি ঋষিকে তুমি পথ দেখাইয়া দিয়াছিলে;' তৃতীয়তঃ বলা হইয়াছে,—'বিমদ ঋষিকে তুমি অন্নের সহিত ধনযুক্ত করিয়াছিলে;' চতুর্থতঃ বলা হইয়াছে,—'এই স্তোতার অথবা বাবসান ঋষির জয়ের জন্য তুমি বজ্র-চালনে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলে।' ইহা হইতে এবম্প্রকার অর্থে যে কত প্রকার উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। পণিগণ কর্তৃক ঋষির গোধন অপহৃত ও পর্ব্বতের গুহামধ্যে লুক্কায়িত ছিল। সেই গুহাদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ইন্দ্র তাহা উদ্ধার করিয়া দেন। প্রথমাংশে এ প্রকার অর্থও আমনন করা হইয়া থাকে। এইরূপ, দ্বিতীয় অংশের 'শতদুরেষু' পদ হইতে নির্দ্দেশ করা হয়, শতদ্বার-বিশিষ্ট গোলক-ধাঁধায় ঋষিকে আবদ্ধ করা হইয়াছিল; কেহ বা আবার ঐ 'শতদুরেষু' পদ হইতে শতমুখে বা অশেষপ্রকারের অগ্নিস্রাবী মারক-যন্ত্রের (কামন-বন্দুকের) ভাব গ্রহণ করেন। কেহ বা ঐ পদে শতদ্বারবিশিষ্ট অট্টালিকার প্রসঙ্গ আনিয়া থাকেন। তদনুসারে অর্থ হইয়া থাকে, অস্ত্রের মুখ হইতে বা আবদ্ধ-স্থান হইতে ইন্দ্র পথ দেখাইয়া ঋষির পলায়নের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। * মন্ত্রের

---

* 'শতদুরেষু' পদের ইংরাজী অনুবাদে দেখিতে পাই, "Labyrinth of one hundred doors." লিখিত হইয়াছে। শতমুখে অগ্নিস্রাবী মারক-যন্ত্রের ভাব হইতে, প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণ প্রাচীন আর্য্যগণের আগ্নেয়াস্ত্রের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে, সেকালে শতদ্বারবিশিষ্ট অট্টালিকাসমূহ বিদ্যমান্ ছিল—ঐ পদে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

'বাবসানস্য' পদে কেহ বা ঐ নামের ঋষিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং কেহ বা স্তোতার প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। 'অদ্রিং' পদে কেহ বা পর্ব্বত অর্থ গ্রহণ করেন; কেহ বা 'বজ্র' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। ফলতঃ, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন নানাভাবে যে ঋক্ পরিপূর্ণ—ব্যাখ্যাদিতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

আমরা কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে ভগবন্মহিমাদ্যোতক এক নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রখ্যাত আছে দেখিতে পাই। যাহা কিছু মনুষ্যের শ্রেয়ঃসাধক, ভগবদনুকম্পাই সকলের মূলীভূত। সংক্ষেপতঃ এই তত্ত্বই এই মন্ত্রে প্রকটিত রহিয়াছে। এ পক্ষে, প্রথমতঃ 'অঙ্গিরোভ্যঃ' 'অত্রয়ে' 'বিমদায়' 'বাবসানস্য'—এই পদ-চতুষ্টয়ের অর্থের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। এই ঋগ্বেদেরই (প্রধানতঃ পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের তৃতীয় ঋকের ব্যাখ্যায় *) বিভিন্ন অংশে 'অত্রি' 'অঙ্গিরা' প্রভৃতি পদ কি প্রকার অর্থে পরিগৃহীত হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি। এখানেও পূর্ব্বোক্ত পদ-চতুষ্টয়ে সেই ভাবেরই অর্থ পরিগ্রহণ করিতে পারি। সে অর্থ, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রতীত হইবে। অপিচ, তৎপক্ষে একত্রিংশৎ সূক্তের সপ্তদশ সংখ্যক ঋকের এবং পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের তৃতীয় ঋকের ব্যাখ্যা আলোচনা করিয়া দেখুন। এখানে আর তদ্বিষয়ের পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র মনে করি।

ঐ কয়েকটী পদের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—ভগবান্ পরম করুণাময়। সাধক যে পরম জ্ঞান-সম্পন্ন হন—সে সেই তাঁহারই করুণায়। সাধকের হিতসাধনের জন্য সাধকের অজ্ঞানতা দূর করেন,—সে সেই তিনি ভিন্ন আর অন্য কে? মন্ত্রের "ত্বং গোত্রং অঙ্গিরোভ্যঃ অপাবৃণোঃ" অংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত। তারপর, "উত শতদ্রুরেষু অত্রয়ে গাতুবিৎ" অংশের ভাব উপলব্ধি করুন। সাধনার পথে শত বাধা—সহস্র প্রলোভন। ধর্ম্মমার্গানুসারী সাধককে সে বাধা হইতে কে অতিক্রান্ত করেন?—কে তাঁহাকে সৎপথ পরিদর্শন করাইতে সমর্থ হন? সেও সেই করুণাময় ভগবান নহেন

* মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এই 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' ২২৪০ — ৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

কি? মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত। তৃতীয়তঃ—"চিৎ বিমদায় সসেন বসু অবহ।" নিরহঙ্কার গর্ব্বহীন জনকেই তিনি পরমার্থ ধন প্রদান করেন। যাঁহার অহং-জ্ঞান দূর হইয়াছে, যে জন সর্ব্বতো-ভাবে তাঁহাতে ন্যস্তজীবন হইতে পারিয়াছেন, তাঁহার অভাবপূরণ—তাঁহাকে আবশ্যক-বস্তু দান, ভগবানই করিয়া থাকেন। এ অংশে এই ভাবই প্রাপ্ত হই। চতুর্থতঃ—"আজৌ বাবসানস্য অদ্রিং নর্ত্তয়ন।" এই অংশের প্রতি পদ নিগূঢ়ভাবদ্যোতক। 'আজৌ' পদে 'জয়ের জন্য' ভাব আসে। কিন্তু সে কি জয়? কোথাকার জয়? পূর্ব্বাপর সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, আপনিই উত্তর পাই,—সংসার-সমরে রিপুশত্রু প্রভৃতির সহিত দ্বন্দ্বে জয়-লাভের বিষয়ই এখানে কথিত হইয়াছে। তারপর 'বাবসানস্য' পদে কর্ম্মসামর্থ্যহীন স্থবিরের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'অদ্রিং' পদে সেই স্থবিরের অবস্থাকেই বিশেষভাবে বুঝাইতেছে। যে জন অটল অচল স্থির ধীর হইয়া কর্ম্মশূন্য অবস্থায় বসিয়া আছে, সেই দয়াল ভগবান্ তাহাকে সৎকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করেন। এখানকার তাৎপর্য্য এই যে, বরং নিষ্কর্ম্ম হও—সেও ভাল, কিন্তু অপকর্ম্ম করিও না। পর্ব্বতের ন্যায় অটল অচল নিষ্কর্ম্ম জনকে ভগবান করুণা করেন; কিন্তু পাপ-কর্ম্মকারীর প্রতি তাঁহার সহানুভূতি নাই। এখানে এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে বুঝিতে পারি,—এ মন্ত্রে ভগবানকেই সকল সৎকর্ম্মের নিয়ন্তা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তিনিই মূককে বাচাল করেন; তিনিই পঙ্গুর দ্বারা গিরিলঙ্ঘন করান; তিনিই এই জন্মজরা-মরণমধ্যগত জীবকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

'অঙ্গিরোভ্যঃ' প্রভৃতি পদকে সংজ্ঞাবাচক স্বীকার করিলে, অনন্তত্বের সম্বন্ধ মানিতে হইবে। * তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ভাব আসিবে—অঙ্গিরাদি ঋষিরূপে চিরকাল যাঁহারা সংসারচক্রে গতাগতি করিতেছেন, সেই ভগবান্ তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। (১ম—৫১সূ—৩ঋ)॥

* পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্র প্রভৃতির অনুসরণে সে ভাব গ্রহণ করিবেন। অলমতিবিস্তারেণ।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ত্বমপামপিধানাবৃণোরপাধারয়

পর্ব্বতে দানুমদ্বসু।

বৃত্রং যদিন্দ্র শবসাবধীরহিমাদিৎ সূর্য্যং

দিব্যারোহয়ো দৃশে ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। অপাং। অপিহধানা। অবৃণোঃ। অপ। অধারয়।

পর্ব্বতে। দানুহমৎ। বসু।

বৃত্রং। যৎ। ইন্দ্র। শবসা। অবধীঃ। অহিং। আৎ। ইৎ। সূর্য্যং।

দিবি। আ। আরোহয়ঃ। দৃশে ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্)! 'ত্বং' 'অপাং' (সত্ত্বভাবানাং) 'অপিধানা' (আবরকান্ অজ্ঞানান্ ইতি যাবৎ) 'অপাবৃণোঃ' (উদ্‌ঘাটিতবানসি, দূরীকরোষি); 'পর্ব্বতে' (পর্ব্বতসদৃশে দৃঢ়চিত্তে ভগবৎপরায়ণে..জনে) 'দানুমৎ' (দানোপযোগিনং প্রচুরং ইতি যাবৎ) 'বসু' (ধনং—জ্ঞানরূপং পরমার্থরূপং বা) 'অধারয়ঃ' (প্রক্ষিপ্তবানসি, দদাসি ইতি ভাবঃ); 'যৎ' (যদা) ত্বং 'শবসা' (বলেন) 'অহিং' (ক্রূরপ্রকৃতিং) 'বৃত্রং' (অজ্ঞানরূপং অসুরং,

অজ্ঞানতাং ইতি যাবৎ) 'অবধীঃ' (হতবান্, বিনাশয়তি ইতি ভাবঃ), 'আদিৎ' (তদানীং) 'দৃশে' (আত্মদর্শনায়) 'দিবি' (সাধকানাং হৃদাকাশে হৃৎস্বর্গে বা) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানাধারং, পরমজ্ঞানং) 'আরোহয়' (স্থাপিতবান, স্থাপয়তি ইতি ভাবঃ)। সাধবো ভগবৎকৃপয়া পরাজ্ঞানং লভন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—৫১সূ—৪ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি সত্ত্বভাবসমূহের আবরক অজ্ঞানকে দূর করেন; পর্ব্বতসদৃশ দৃঢ়চিত্ত ভগবৎপরায়ণ জনে, দানের উপযোগী প্রচুর ধন (জ্ঞানাদি-রূপ ধন) প্রদান করেন; যখন আপনি বলের দ্বারা ক্রূর-প্রকৃতি অজ্ঞানতাকে বধ করেন, তখন আত্মদর্শনের জন্য সাধকগণের হৃদাকাশে অথবা হৃদয়-রূপ স্বর্গে জ্ঞানাধার সূর্য্যদেবকে (পরম জ্ঞানকে) স্থাপিত করিয়া থাকেন। (ভাব এই,—সাধুগণ ভগবৎকৃপায় পরাজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।)॥ (১ম—৫১সূ—৪ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বমপামুদকানামপিধানাপিধানানাচ্ছাদকান্মেঘানপাবৃনোঃ। আপাবরীষ্ঠাঃ। তথা পর্ব্বতে পর্ব্ববতি পূরয়িতব্য-প্রদেশযুক্তে স্বকীয়নিবাসস্থানে দানুমৎ দানুমতো হিংসা-যুক্তস্য। যদ্বা দনুরসুরমাতা সৈব দানুঃ। তদ্বতঃ। তাদৃশস্য বৃত্রাদের্ব্বসু ধনমধারয়ঃ। শত্রুন্ হিত্বা তদীয়ং ধনমপহৃত্য স্বগৃহে ন্যচিক্ষিপ ইত্যর্থঃ। যদ্বা দানুমদিতি বসুবিশেষণং। শোভনদানযুক্তমিত্যর্থঃ। হে ইন্দ্র ত্বং যৎ যদা শবসা বলেন বৃত্রং ত্রয়াণাং লোকানামাবরী-তারং। তথা চ শাখান্তরে সমাম্নাতং। যদিমান্ লোকান্ বৃণোত্তদ্বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি। অহিং। আ সমন্তাদ্ধন্তারং। তথা চ বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি। সোঽগ্নিষোমাবভিসমভূব সর্ব্বাং বিদ্যাং সর্ব্বং যশঃ সর্ব্বমন্নাদ্যং সর্ব্বাং শ্রিয়ংস যৎ সর্ব্বমেতৎ সমভবত্তস্মাদহিরিতি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি উদকের আচ্ছাদক মেঘসমূহকে অপাবৃত করিয়াছেন। সেই প্রকার স্বকীয় নিবাস-স্থান পর্ব্বতে হিংসাকারী (অথবা দনু শব্দে 'অসুরমাতা' তিনিই 'দানুঃ' তদ্বিশিষ্ট, তাদৃশ) বৃত্র প্রভৃতির ধন আপনি ধারণ করিয়াছেন; অর্থাৎ, শত্রুজয় করিয়া তাহাদিগের ধন অপহরণ-পূর্ব্বক স্বগৃহে নিক্ষেপ করিয়াছেন। অথবা, দানুমৎ পদটী বসুর বিশেষণ; শোভনদানযুক্ত ইহাই অর্থ। হে ইন্দ্র! আপনি যখন ত্রিলোকের আবরীতা (শাখান্তরে কথিত হইয়াছে 'যেহেতু এই লোকসমূহকে বরীত বা আবৃত করেন, ইহাই বৃত্রের বৃত্রত্ব। সম্যক প্রকারে হননকারী—বাজসনেয়ীগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

এবম্ভূতমসুরমবধীঃ। বধং প্রাপিতঃ। আদিৎ অনন্তরমেব দিবি দ্যুলোকে দৃশে দ্রষ্টুং সূর্য্যমারোহয়ঃ। বৃত্রেণাবৃতং সূর্য্যং তস্মাদ্ বৃত্রাদমুমোচ ইত্যর্থঃ॥

অপাং। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অপিধানা। অপিধীয়ন্ত আচ্ছাদ্যন্ত এভিরিত্য-পিধানানি। করণে ল্যুট। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্য ধাত্বাকারস্যোদাত্তত্বং। তত একাদেশ-স্বরঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। অধারয়ঃ। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। পর্ব্বতে। পর্ব্ববান্ পর্ব্বতঃ। পর্ব্ব পুনঃ পৃণাতেঃ প্রীণাতের্ব্বেতি যাস্কঃ। দানুমৎ। দো অবখণ্ডন ইত্যস্মাদ্বা দাপ্ দান ইত্যস্মাদ্বা দাভাভ্যাং নুরিত্যৌনাদিকো নু প্রত্যয়ঃ। অসুরবিশেষণত্বে সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠ্যা লুক॥ (১ম—৫১সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (৬০২) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত কি অর্থের স্থলে আমাদিগের ব্যাখ্যায় কি অর্থ পরিগৃহীত হইল, ঋকের একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই তাহাই প্রতীত হইবে। সেই অনুবাদটী এই :—

"তুমি জলধারী মেঘ খুলিয়া দিয়াছ, তুমি পর্ব্বতে বৃত্রাদি দানবদিগের ধন (অপহরণ করিয়া) রাখিয়াছ। হে ইন্দ্র! তুমি হত্যাকারী বৃত্রকে বধ করিয়াছিলে, এবং তৎপর সূর্য্যকে লোকের দর্শনার্থ আকাশে আরোহণ করাইয়া দিয়াছিলে।"

এই প্রকার অর্থে কি ভাব পরিগ্রহ হয়, পাঠকগণই বুঝিয়া দেখুন। ইহাতে একবার মনে হয়,—অসুরের কথা বলা হইতেছে; আবার মনে হয়,—মেঘের ও বৃষ্টির বিষয় রূপকে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্রের অর্থ-প্রকাশে প্রতিক্ষেত্রেই ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ সমস্যা-

---

"সোঽগ্নিষেমাবভিসম্বভূব" ইত্যাদি) এবম্বিধ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। অনন্তর দ্যুলোকে দর্শনার্থ বৃত্রকর্ত্তৃক আবৃত সূর্য্যকে মোচন করিয়াছিলেন।

অপাং। 'উড়িদম্' ইত্যাদি নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। অপিধানা। অপিধীয়তে অর্থাৎ আচ্ছাদিত হয় ইহার দ্বারা—এই বাক্যে অপিধানানি পদ হয়। করণবাচ্যে 'ল্যুট্' প্রত্যয়। 'লিতি' এই নিয়মানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বের ধাতুর আকারের উদাত্তত্ব হইয়াছে। তৎপরে একাদেশ-স্বর হইয়াছে। কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘ হইয়াছে। অধারয়ঃ। পাদাদিত্ব হেতু নিঘাত হয় নাই। পর্ব্বতে। পর্ব্ববান্—এই বাক্যে পর্ব্বতঃ পদ হইয়াছে। যাস্ক বলেন—"পর্ব্ব পুন পৃণাতে প্রীণাতে" ইত্যাদি। দানুমৎ। অবখণ্ডনার্থক 'দো' ধাতুর উত্তর 'দাদাভাভ্যাং নুঃ' এই সূত্রানুসারে ঔণাদিক 'নুঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। অসুরের বিশেষণ বিষয়ে 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মানুসারে ষষ্ঠীর লুক্ হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—৪ঋ)॥

মর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। একবার ভাবিয়াছেন—'বৃত্র একজন অসুর, ভারতীয় আদিম অসভ্য জাতিগণের নায়ক। মধ্য এসিয়া হইতে দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।' কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে ভাব উল্টাইয়া যাইতেছে। তখন আবার অর্থ দাঁড়াইতেছে,—'ইন্দ্র ও বৃত্রের সংগ্রাম—এ এক রূপক। এখানে মেঘ বিদারণে বৃষ্টিপাতের বিষয়ই প্রখ্যাত আছে।' এ পর্য্যন্ত বেদের যত-প্রকার ব্যাখ্যা আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই এই সমস্যা-সঙ্কট দেখিতে পাই।

কিন্তু আমরা যে পথ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে সংশয়ের কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই। বহিঃসংগ্রামের বা প্রাকৃতিক বিপ্লবের বিষয় যে মন্ত্রার্থে অধ্যাহৃত হয় না, তাহা আমরা বলিতে চাহি না। তবে অন্তরের যে সংগ্রাম অহর্নিশ চলিয়াছে, তৎপক্ষেই এই সকল মন্ত্রার্থের অধিকতর সঙ্গতি দেখিতে পাই। মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে ইহাই আমাদিগের প্রধান বক্তব্য। 'অপাং' পদে যে-স্নেহভাব (সত্ত্বভাব) বুঝায়, 'বৃত্র' পদের প্রধান লক্ষ্য যে অজ্ঞানতা, 'সূর্য্যং' পদে যে জ্ঞানাধারকে (পরম জ্ঞানকে) নির্দ্দেশ করে; এ সকল বিষয় আমরা পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। সেই অর্থের অনুসরণ করিলেই এখানকার মন্ত্রার্থ সুগম হইয়া আসে, 'বৃত্রং' পদের সহিত 'অহিং' পদের সংযোগে, অজ্ঞানতাই যে ক্রূর-কর্ম্মের জনয়িতা—এই ভাব প্রাপ্ত হই। জ্ঞানোদয়ে কেহ কখনও অপকর্ম্ম (ক্রূর কর্ম্ম) অনুষ্ঠান করে না। 'বৃত্র' বা অজ্ঞানতা তাই 'অহি' নামে অভিহিত হয়। বৃত্রের তাই এক নাম দাঁড়াইয়াছে—'অহি'। এই মন্ত্রের 'দিবি' পদে হৃদাকাশ বা হৃৎস্বর্গ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্বের সঙ্গতিতে সেই অর্থই সিদ্ধ হয়। যে হৃদয়ের ক্রূরপ্রকৃতি অজ্ঞানতা নাশ হয়, সে হৃদয় স্বর্গ নহে তো আর কি? সেই হৃদয়েই পরমজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই—"আদিৎ দিবি সূর্য্যং আরোহয়" বাক্যাংশের সার্থকতা। মনস্তত্ত্ববিষয়ক এই মন্ত্র অনুধ্যানের ও অনু-ভাবনার সামগ্রী। সেই দৃষ্টিতেই এই মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণে আমরা বেদ-পাঠককে অনুরোধ করি। (১ম—৫১সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

ত্বং মায়াভিরপ মায়িনোঽধমঃ স্বধাভির্যে

অধি শুপ্তাবজুহ্বত।

ত্বং পিপ্রোর্নৃমণঃ প্রারুজঃ পুরঃ প্র

ঋজিশ্বানং দস্যুহত্যেষ্বাবিথ॥ ৫॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। মায়াভিঃ। অপ। মায়িনঃ। অধমঃ। স্বধাভিঃ। যে

অধি। সুপ্তৌ। অজুহ্বত।

ত্বং। পিপ্রোঃ। নৃঽমনঃ। প্র। অরুজঃ। পুরঃ। প্র।

ঋজিশ্বানং। দস্যুঽহত্যেষু। আবিথ॥ ৫

• •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' (অজ্ঞানরূপা যে অসুরাঃ, যদ্বা—অজ্ঞানাচ্ছুৎপন্না যে রিপুশত্রবঃ) 'স্বধাভিঃ' (সত্ত্বভাবাদিভিঃ, সত্ত্বভাবসমূহং ইতি যাবৎ) 'অধি' (হৃদয়াৎ বিচ্ছিন্নং কৃত্বা) 'শুপ্তৌ' (স্বকীয়ে মুখে) 'অজুহ্বত' (অভৌষুঃ, প্রক্ষিপ্তবন্তঃ, গ্রাসং কুর্ব্বন্তি ইতি ভাবঃ); সত্ত্বভাবনাশকা যে অজ্ঞানাঃ সন্তীতি শেষঃ; তান্ 'মায়িনঃ' (কপটিনঃ), হে ভগবন্, ত্বং 'মায়াভিঃ' (জয়োপায়জ্ঞানৈঃ, কৌশলৈঃ) 'অপাধমঃ' (অপাজীগমঃ, জয়ং করোষি); 'নৃমণঃ'

(হে লোকানুগ্রহপর, করুণাময়)! 'ত্বং' 'প্রিপ্রোঃ' (পালনপূরণসাধনক্ষেত্রে, সাধূনাং পরিপালনায়, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানস্য অসুরস্য) 'পুরঃ' (শত্রূণাং পুরাণি, আবাসস্থানানি) 'প্রারুজ' (প্রাভাঙ্ক্ষীঃ, ভগ্নং করোষি); এবং 'ঋজিশ্বানং' (ঋজুপথাবলম্বিনং, অকপটশুদ্ধহৃদয়সম্পন্নং, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানং ঋজিশ্বান্নামকং মহর্ষিং) 'দস্যুহত্যেষু' (রিপুশত্রুরূপ দস্যুহননার্থেষু সংগ্রামেষু) 'প্র আবিথ' (প্রকর্ষেণ ররক্ষিথ, সর্ব্বথা রক্ষয়সি)। হে ভগবন্! সাধূনাং পরিরক্ষণায় কপটানাং সংহারসাধনায় চ তব অশেষমাহাত্ম্যং পশ্যামঃ ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৫১সূ—৫ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানরূপ যে দস্যুগণ (অথবা অজ্ঞানোৎপন্ন যে রিপুশত্রুগণ), সত্ত্বভাবসমূহকে হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গ্রাস করে, সেই মায়াবী কপটিগণকে (অর্থাৎ সত্ত্বভাবনাশক অজ্ঞানতাসমূহকে), হে ভগবন্, আপনি মায়ার দ্বারা (কৌশলে) জয় করিয়া থাকেন; হে লোকানুগ্রহ-পর (করুণাময়)! আপনি সাধুগণের পরিপালনের জন্য শত্রুর আবাস-স্থানসমূহ (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ অসুরের পুরী) ভগ্ন করিয়া দেন; এবং অকপট শুদ্ধহৃদয়সম্পন্নজনকে (অথবা—কালচক্রে চির-বিদ্যমান্ ঋজিশ্বান্ নামক মহর্ষিকে) রিপুশত্রু-রূপ দস্যুর হননার্থক সংগ্রামসমূহে প্রকৃষ্টভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! সাধুদিগের পরিরক্ষণে এবং কপটিগণের সংহার-সাধনে আপনার অশেষ মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করি।)॥ (১ম—৫১সূ—৫ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং মায়াভির্জ্জয়োপায়জ্ঞানৈঃ। মায়েতি জ্ঞান নাম। শচী মায়েতি তন্নামসু পাঠাৎ। যদ্বা মায়াভির্লোকপ্রসিদ্ধৈঃ কপটৈর্মায়িন উক্তলক্ষণমায়োপেতান্ বৃত্রাদিনসুরান-পাধমঃ। অপাজীগমঃ। ধমতির্গতিকর্ম্মেতি যাস্ক। যেহসুরাঃ স্বধাভির্হবির্লক্ষণৈরন্নৈঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি জয়োপায়-রূপ জ্ঞান দ্বারা ('মায়া' ইহা জ্ঞানের নাম; তন্নাম-মধ্যে 'শচী মায়া' এইরূপ পাঠ আছে) অথবা লোকপ্রসিদ্ধ কপটতা দ্বারা, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণরূপ মায়া-বিশিষ্ট বৃত্র প্রভৃতি অসুরগণকে অপগত অর্থাৎ নাশ করেন। যাস্ক বলিয়াছেন—'ধমতি', পদটীর অর্থ গতি-কর্ম্ম। যে অসুরগণ হবীরূপ অন্ন শোভমান স্বকীয় মুখে হবন অর্থাৎ নিক্ষেপ

শুপ্তাবধি শোভমানে স্বকীয়ে মুখ এবাজুহ্বত। অহোষুঃ। নান্নৌ। তানসুরানিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তথা চ কৌশিতকীভিরাম্নাতে। অসুরা বা আত্মন্ জুহ্বুতশ্চেরুস্তেহগ্নী বে পরাভবন্নিতি। বাজসনেয়িভিরপ্যাম্নাতং। দেবাশ্চ হ বা অসুরশ্চ স্পর্দ্ধিরে। ততো হাসুরা অভিমানেন কস্মৈ চ ন জুহুম ইতি স্বেষ্বেবাস্যেষু জুহ্বতশ্চেরুস্তে পরাবভূবুরিতি। তথা বে নৃমণঃ। নৃষু যজমানেষু রক্ষিতব্যেষনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত ত্বং পিপ্রোঃ পূরয়িতুরেতন্নাম্নোঽসুরস্য পুরঃ পুরাণি নিবাসস্থানানি প্রারুজঃ। প্রাভাঙ্ক্ষীঃ। এবং কৃত্বা তেনাসুরেণোপদ্রুত-মৃজিশ্বানমৃজুগমনমেতৎসংজ্ঞকং স্তোতারং দস্যুহত্যেষু দস্যূনামুপক্ষপরিতৃপ্তার্থ হননেন যুক্তেষু সংগ্রামেষু। যদ্বা দস্যূনাং হননে নিমিত্তভূতেষু প্রাবিথ। প্রকর্ষেণ ররক্ষিথ॥

মায়িনঃ। মায়াশব্দস্য ব্রীহ্যাদিষু পাঠাৎ ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চেতি মত্বর্থীয় ইনিঃ। শুপ্তৌ। শুভ দীপ্তৌ। কর্ম্মণি ক্তিন্। তিতুত্রেত্যাদিনেট্ প্রতিষেধঃ। ছন্দস্যোরিতি ধত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। খরি চ। পা০ ৮।৪।৫৫। ইতি চর্ত্বং। অজুহ্বত। জুহোতের্ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। অদভ্যস্তাদিতি ঝস্যাদাদেশঃ। হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুক ইতি যণাদেশঃ। পিপ্রোঃ। পৄ পালনপূরণয়োঃ। পৃভিদিব্যধীত্যাদিনা কুপ্রত্যয়ঃ। উদোষ্ঠ্য-পূর্ব্বস্যেত্যত্র বহুলং ছন্দসীত্যুক্তত্বা-দুত্বাভাবঃ। ছান্দসং দ্বির্ব্বচনং। অভ্যাসস্যোরদত্বহলাদিশেষাঃ। অর্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ বহুলং ছন্দসী-

---

করিয়া থাকে; কিন্তু অগ্নিতে হবন অর্থাৎ নিক্ষেপ করে না। 'তাদৃশ অসুরগণকে' পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ। কৌশিতকীগণ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়াছে; যথা,—"অসুরা বা আত্মন্ জুহ্বুতশ্চেরুস্তেহগ্নী তে পরাভবন্নিতি।" বাজসনেয়িগণ কর্ত্তৃকও এইরূপ কথিত হইয়াছে; যথা,— "দেবাশ্চ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, 'দেবগণ অসুরগণকে পরাভব করিয়াছিলেন; অসুরগণ অভিমান করিয়া, 'আমরা কাহারও হবন (হোম) করিব না' বলিয়া, নিজ নিজ মুখে হবন করিয়াছিল; এইরূপ করায়, দেবগণ পরাভূত হইয়াছিলেন। আরও, হে রক্ষিতব্য অর্থাৎ যজমানবিষয়ে অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত। আপনি পিপ্রু-নামক অসুরের নিবাস-স্থানকে প্রকৃষ্টরূপে ভঙ্গ করিয়াছেন। এইরূপ করিয়া, আপনি সেই অসুর কর্ত্তৃক উপদ্রুত ঋজিশ্বান বা ঋজুগমন-সংজ্ঞক স্তাবককে, দস্যুগণের ক্ষয়কারিগণে হনন-হেতুভূত সংগ্রামে অথবা দস্যুদিগের হনন-বিষয়ক নিমিত্তভূত কর্ম্মে, প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছেন।

মায়িনঃ। ব্রীহ্যাদি মধ্যে মায়া শব্দের পাঠ থাকায় 'ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ' এই নিয়মানুসারে মত্বর্থে 'ইনিঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। শুপ্তৌ। দীপ্ত্যর্থক 'শুভ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কর্ম্মণিবাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'তিতুত্র' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ইট্' প্রতিষেধ হইয়াছে। 'ছন্দস্যোঃ' এই নিয়মানুসারে ছান্দস-হেতু ধত্বাভাব হইয়াছে। 'খরি চ' (পা০ ৮।৪।৫৫) এই সূত্রানুসারে 'চর্ত্বং' হইয়াছে। অজুহ্বত। জুহোতি 'হু' ধাতু ব্যতিক্রম-হেতু আত্মনেপদ হইয়াছে। 'অদভ্যস্তাৎ' এই নিয়মানুসারে 'ঝ' স্থানে 'অৎ' আদেশ হইয়াছে। পিপ্রোঃ। পালন ও পূরণার্থক 'পৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'পৃভিদিব্যধি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'কু' প্রত্যয় হইয়াছে। 'উদোষ্ঠ্য-পূর্ব্বস্য' এই স্থানে 'বহুলং ছন্দসি' এই উক্তি হেতু 'উ' হয় নাই। ছন্দোহেতু দ্বিরুক্ত হইয়াছে। অভ্যাসের উদাত্ত ও হলাদি শেষ হইয়াছে। 'অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে অভ্যাসের স্থানে 'ই' হইয়াছে।

তস্যাসিদ্ধত্বং। ষণাদেশঃ। নৃমণঃ। নৃষু মনো যস্য। ছন্দস্যদবগ্রহাৎ। পা০ ৮।৪।২৬। ইতি ণত্বং। অরুজঃ। রুজো ভঙ্গে। শস্য ঙিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। ঋজিশ্বানং। ঋজশ্নুতে প্রাপ্নোতীত্যৃজিশ্বা। পৃষোদরাদিঃ। দস্যুহত্যেষু। হন্‌ হিংসাগত্যোঃ। হনস্ত চেতি ভাবে ক্যপ্‌ প্রত্যয়স্তকারশ্চান্তাদেশঃ। দস্যূনাং হত্যা যেষু সংগ্রামেষু। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং॥ তৎপুরুষপক্ষেতু কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। আবিথ। অব রক্ষণে॥ (১ম—৫১সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে নবমো বর্গঃ॥ ৯॥ ১।৪।৯॥

পঞ্চম (৬০৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত নানাবিধ উপাখ্যানের সমাবেশ দেখিতে পাই। কৌশীতকী-শাখাধ্যায়ীরা বলেন,—'অসুরেরা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানে বিদ্রূপ প্রকাশ করিত; অগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ না করিয়া, তাহারা আহুতির জন্য সংগৃহীত ঘৃত আপনাপন মুখে প্রক্ষেপপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া ফেলিত।' এই আখ্যান অবলম্বন করিয়া মন্ত্রের অন্তর্গত "স্বধাভিঃ শুপ্তৌ অধি অজুহ্বত"—এই অংশের অর্থ করা হয়,—"অসুরগণ হবীরূপ অন্নের দ্বারা নিজমুখে হোম করিত।" সেই সকল অসুরগণকে ইন্দ্র জয়-কৌশল দ্বারা জয় করিয়াছিলেন। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রের প্রথম পাদের ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এইরূপ মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের সহিত একটী অসুরের এবং একজন ঋষির সম্বন্ধ সংশ্রব কল্পনা করা হইয়া থাকে। মূলে 'পিপ্রোঃ' ও 'পুরঃ' এই দুইটী পদ আছে।

'ষণ' আদেশ হইয়াছে। নৃমণঃ। নর-বিষয়ে মন যাহার—এই বাক্যে উক্ত পদটী হয়। 'ছন্দস্যদবগ্রহাৎ' (পা০ ৮।৪।২৬) এই সূত্রানুসারে 'ণত্ব হইয়াছে। অরুজঃ। ভঙ্গার্থক 'রুজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শ'র ঙিত্ব-হেতু গুণ হয় নাই। ঋজিশ্বানং। ঋজু অর্থাৎ সরল ভাবকে প্রাপ্ত হয়—এই বাক্যে 'ঋজিশ্বা' পদ হইয়াছে। 'পৃষোদরাদিঃ' এই নিয়মে হইয়াছে। দস্যুহত্যেষু হিংসা ও গত্যর্থক 'হন' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'হনস্ত চ' এই নিয়মানুসারে ভাবে 'ক্যপ্‌' প্রত্যয়, 'ত'-কার ও অন্ত আদেশ হইয়াছে। 'দস্যুদিগের হত্যা আছে যে সংগ্রামে'—এই বাক্যে পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। তৎপুরুষসমাস পক্ষে কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হয়। আবিথ। রক্ষণার্থক 'অব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ের নবম বর্গ সমাপ্ত॥ ৯॥ ১।৪।৯।

তাহা হইতে সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে,—'ইন্দ্র পিপ্রু নামক অসুরের নগর ভগ্ন করিয়াছিলেন।' অপিচ, "ঋজিশ্বানং দস্যুহত্যেষু আবিথ" অংশ হইতে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, ঐ অংশে বলা হইয়াছে,—'ইন্দ্র ঋজিশ্বান-ঋষিকে দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছিলেন।' এইরূপে পুরাবৃত্তের নানা ঘটনার সহিত এই ঋকের সম্বন্ধ-সংশ্রব সূত্রিত হইয়া থাকে। মন্ত্রে যে ঐ প্রকার অর্থ অধ্যাহৃত হইতে পারে না, তাহা আমরা বলি না। তবে যে অর্থে যে ভাবে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি থাকে এবং যাহা বেদবাক্যের অপৌরুষেয়ত্বে ও নিত্যত্বে বিঘ্ন আনয়ন না করে, আমরা সেই পথই অবলম্বন করিয়াছি।

অজ্ঞানতাই মানুষের প্রধান শত্রু। তদ্দ্বারাই মানুষ মায়ামোহে আচ্ছন্ন হয়। অজ্ঞানতা সত্ত্বভাবকে গ্রাস করে; অজ্ঞানতার দ্বারাই মানুষের সত্ত্বভাব ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "স্বধাভিঃ শুষ্ণো অধি অজুহ্বত"—এই মন্ত্রাংশ, আমরা মনে করি, ঐ ভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রতি পদের মর্ম্মার্থ-বিশ্লেষণেও ঐ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানের কৃপা হইলে, অজ্ঞানতা কর্ত্তৃক সত্ত্বভাব-গ্রাসের কোনই কারণ থাকে না। অজ্ঞানতা বা তৎসহচর শত্রুগণ যেমন মায়াজাল বিস্তার করিয়া মানুষকে অভিভূত করে, ভগবানও সেইরূপ সুকৌশলে সেই শত্রুগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া থাকেন। ভগবন্মহিমা-প্রকাশক এই নিত্যসত্যতত্ত্বই মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রকটিত আছে। দ্বিতীয়াংশের 'পিপ্রোঃ' ও 'ঋজিশ্বানং' পদ-দ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসিবে। পালন-পূরণার্থক 'পৃ' ধাতু হইতে 'পিপ্রোঃ' পদের উৎপত্তি। উহার দ্বারা পোষণ-পরিপালনের ভাবই প্রাপ্ত হই। সেই ভগবান শত্রুর পুর বা আবাসস্থান ভঙ্গ করেন কেন? সাধুগণের—ভগবদনুসারী জনের—পালন-পোষণের জন্য। "পিপ্রোঃ পুরঃ প্রারুজ" বাক্যাংশে এই ভাব আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি। অথবা, চিরবিদ্যমান্ যে 'পিপ্রু' বা অসুর, ভগবানের অনুকম্পায় তাহার মূলোচ্ছেদ হয়;—মন্ত্রার্থে এ ভাবও আসিতে পারে। 'ঋজিশ্বানং' পদেরও দ্বিবিধ অর্থে দ্বিবিধ ব্যাখ্যায় একই ভাব প্রাপ্ত হই। ধাত্বর্থানুসারে ঐ পদে সরলস্বভাব সাধুকে বুঝায়; অন্য অর্থে কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ ঋজিশ্বান্-রূপ ঋষিকে বুঝাইতে পারে। দস্যুর বা রিপুশত্রু

প্রভৃতির সহিত সরলস্বভাব সাধুগণের দ্বন্দ্ব অহরহ চলিয়াছে। ভগবান্ সহায় হইয়া সে দ্বন্দ্বে সাধুদিগকে জয়যুক্ত করিয়া থাকেন। "ঋজিশ্বানং দস্যুহত্যেষু প্র আবিথ" মন্ত্রাংশে এই ভাবই দেদীপ্যমান্।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলেই স্থির করা যায়,—এই মন্ত্রে ভগবানের মহিমার বিষয়ই প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি অজ্ঞানতাকে জয় করিয়া, তাহার আবাসস্থান উচ্ছিন্ন করিয়া, সাধুগণকে রক্ষা করেন। এই কথাই এখানে পরিব্যক্ত আছে। (১ম—৫১সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

ত্বং কুৎসং শুষ্ণহত্যেষ্বাবিথারন্ধয়োঽতিথিগ্বায় শম্বরং।
মহান্তং চিদর্ব্বুদং নি ক্রমীঃ পদা সনাদেব
দস্যুহত্যায় জজ্ঞিষে ॥ ৬

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। কুৎসং। শুষ্ণঽহত্যেষু। আবিথ। অরন্ধয়। অতিথিঽগ্বায়। শম্বরং।
মহান্তং। চিৎ। অর্ব্বুদং। নি। ক্রমীঃ। পদা। সনাৎ। এব।
দস্যুঽহত্যায়। জজ্ঞিষে ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'শুষ্ণন্তেষু' (কঠোরতানাশকেষু পাপাপহারকেষু বা সংগ্রামেষু) 'কুৎসং' (নিন্দাতীতং জনং, সাধকং ইতি ভাবঃ) আবিথ (ররক্ষিথ, রক্ষসি), 'অতিথি-গ্বায়' (অতিথিসৎকারপরায়ণায়, সেবাব্রতাবলম্বিনে) 'শম্বরং' (অশনিরূপং গতিশীলং পাপং) 'অরন্ধয়ঃ' (হিংসিতবান্, হিংসসি); 'মহান্তং' (অতিভয়ঙ্করং) 'অর্ব্বুদং' (হিংসকং, অসংখ্যং রিপুশত্রুং) 'চিৎ' (নিশ্চিতমেব) 'পদা' (পাদেন) 'নি ক্রমীঃ' (নিতরাং ধর্ষিতবান্, সদৈব পদদলিতং করোষি ইতি ভাবঃ); 'সনাৎ এব' (চিরকালাৎ এব) 'দস্যুহত্যায়' (শত্রুহননায়) 'জজ্ঞিষে' (ত্বং জাতোঽসি, সদৈব ত্বং দস্যুহননশীল ইতি ভাবঃ)। সাধকানাং রক্ষাকর্ত্তা দস্যূনাং দমনকারী স ভগবান্ সদাকালৈব অসতানাং দমনায় সতানাং রক্ষণায় চ ব্রতী অস্তি। ইতি ভাবঃ।* (১ম—৫১সূ—৬ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি কঠোরতানাশক (পাপহারক) সংগ্রামে নিন্দাতীত জনকে (সাধুকে) রক্ষা করেন; অতিথি-সৎকার-পরায়ণ জনের জন্য (সেবাব্রতাবলম্বনকারীর জন্য) আপনি অশনিবৎগতিশীল পাপকে হনন করেন; অতি-ভয়ঙ্কর হিংসককে (অথবা—অসংখ্য রিপু-শত্রুকে) নিশ্চয়ই আপনি পদদলিত করেন; চিরকাল হইতেই শত্রুসংহারার্থ আপনার উদ্ভব অর্থাৎ সদাকালই আপনি দস্যুহননশীল। (ভাব এই যে,—সাধুগণের রক্ষাকর্ত্তা দস্যুদিগের দমনকারী সেই ভগবান্ সদাকালই অসৎগণের দমনে এবং সজ্জনগণের রক্ষণে ব্রতী আছেন।)॥ † (১ম—৫১সূ—৬ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং কুৎসং কুৎসসংজ্ঞকমৃষিং শুষ্ণন্তেষু। শুষ্ণঃ শোষয়িতা এতন্নাম্নোঽসুরস্য হননযুক্তেষু সংগ্রামেষ্বাবিথ। ররক্ষিথ। তথাতিথিগ্বায়াতিথিভির্গন্তব্যায় দিবোদাসায়

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি কুৎস নাম ঋষিকে শুষ্ণ-নামক অসুরের হননযুক্ত সংগ্রামে রক্ষা করিয়াছিলেন। আরও আপনি অতিথিগণের গন্তব্য অর্থাৎ আশ্রয়প্রাপ্তব্য দিবোদাস নামক

* কুৎস-শুষ্ণ-শম্বর-অর্ব্বুদঃ প্রভৃতি পদৈঃ তত্তৎসংজ্ঞকঋষ্যাদিপরিকল্পনায়াং অনন্ত-কালচক্রে তেষাং বিদ্যমানতাং স্বীকার্য্যাং। বাহুল্যপরিহারায় তদর্থং ন লিখিতং।

† কুৎস, শুষ্ণ, শম্বর, অর্ব্বুদ প্রভৃতি পদের দ্বারা সেই সেই সংজ্ঞাধারী ঋষি প্রভৃতির কল্পনাতে অনন্ত কালচক্রে তাঁহাদিগের বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবে। বাহুল্য-পরিহারের জন্য সে অর্থ আর লিখিত হইল না।

শম্বরমেতন্নামানমসুরমরন্ধয়। হিংসাং প্রাপিতঃ। তথা মহান্তং চিৎ। অতিপ্রবৃদ্ধমপ্যর্ব্বুদমেতৎ সংজ্ঞকমসুরং পদা পাদেন নিক্রমীঃ। নিতরামাক্রমিতাভূঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ সনাদেব চিরকালাদেবারভ্য দস্যুহত্যায়োপক্ষপয়িতৄণাং হননায় জজ্ঞিষে। সর্ব্বদা ত্বং দস্যুহননশীলো ভবসীত্যর্থঃ ॥

অরন্ধয়ঃ। রন্ধ হিংসাসংরাদ্ধ্যোঃ। রধিজভোরচীতি ধাতো নুম্। অতিথিগ্বায়। গমেরৌণাদিকো ডু-প্রত্যয়ঃ। ক্রমীঃ। ক্রমু পাদবিক্ষেপে। হ্ম্যন্তক্ষণ। পা০ ৭।২।৫। ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। পদা। সাবেকাচ ইতি 'বোড়িদম্পদাদীতি বা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। জজ্ঞিষে। জনী প্রাদুর্ভাবে। লিটি গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ (৬০৪) ঋকের বিশদার্থ।

—§:০:§—

'কুৎসং', 'শুষ্ণ', 'শম্বরং', 'অর্ব্বুদং', 'অতিথিগ্বায়' প্রভৃতি পদে, ঋষি-বিশেষকে ও অসুর-বিশেষকে লক্ষ্য আছে ;—এই ভাব, কি ভাষ্য-কর্ত্তার, কি ব্যাখ্যাকারিগণের, সকলেরই হৃদয়ে বদ্ধমূল দেখিতে পাই। সুতরাং মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে আমরা যে পথে অগ্রসর হইয়াছি, অপরে তাহার বিপরীত পথই পরিগ্রহণ করিয়াছেন। ঋকের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে অন্যের পরিগৃহীত পথ উপলব্ধ হইবে,—ভাব-পরিগ্রহেও সহায়তা আসিবে। সে বঙ্গানুবাদ ; যথা,—

"হে ইন্দ্র আপনি শুষ্ণ অসুরের সংগ্রামে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অতিথিসৎকারক দিবোদাসের পুত্রের নিমিত্ত শম্বর অসুরকে হিংসা করিয়াছিলেন ; আর অতি প্রবৃদ্ধ অর্ব্বুদ অসুরকে পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলেন। অতএব আপনি চিরকালই দস্যুহত্যাতে নিপুণ।"

রাজার নিমিত্ত শম্বর নামক অসুরকে হনন করিয়াছিলেন। আরও অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ অর্ব্বুদ নামক অসুরকে পাদ দ্বারা নিকৃষ্টরূপে অক্রমণ করিয়াছেন। যে হেতু আপনি এইরূপ করিয়াছেন, সেই হেতু সর্ব্বদা দস্যুগণের হননশীল হইয়াছেন।

অরন্ধয়ঃ। হিংসা এবং সংরাধনার্থক 'রন্ধ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'রধিজভোরচি' এই নিয়মানুসারে ধাতুর 'নুম্' হইয়াছে। অতিথিগ্বায়। 'গম' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'ডু' প্রত্যয় হইয়াছে। ক্রমীঃ। পাদবিক্ষেপণার্থক 'ক্রমু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'হ্ম্যন্তক্ষণ' ইত্যাদি (পা০ ৭।২।৫) সূত্রানুসারে বৃদ্ধি হয় নাই। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' এই নিয়মানুসারে 'অড়ভাব' হইয়াছে। পদা। 'সাবেকা চ' এই নিয়মানুসারে অথবা 'বোড়িদম্পদাৎ' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। জজ্ঞিষে। প্রাদুর্ভাবার্থক 'জনী' ধাতু লিট বিভক্তিতে 'গমহন' ইত্যাদি সূত্রানুসারে উপধার লোপ হইয়াছে ॥ ৬ ॥

বিভিন্ন মনুষ্য সম্পর্কে (কেহ দস্যু বা অসুর, কেহ দেব বা ঋষি—তাঁহাদেরই প্রসঙ্গে) এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে, এই সকল ব্যাখ্যাদিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তদ্দ্বারা পুরাবৃত্তের নানা তত্ত্ব প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সন্ধান করিয়া পাইতে পারেন। এমন কি, এই ঋগ্বেদেরই বিভিন্ন অংশে ঐ সকল পদের ব্যবহার উপলক্ষে, নানা কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত করিয়া, উঁহাদিগকে ঋষি ও অসুর মধ্যে পরিগণিত করা যায়। বিভিন্ন-দেশীয় পণ্ডিতগণের গবেষণা যে তৎপথে অগ্রসর হয় নাই, তাহা নহে। এই উপলক্ষে আভাষে সে পরিচয়ও একটু প্রদান করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক নহে। সে পরিচয় এই :—

শুষ্ণাসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে শুষ্ণাসুরের নিধন লাভ—এ প্রকার আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। কুৎস ঋষিকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্র ঐ অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। তার পর শম্বর নামক অসুরের কাহিনীও প্রসিদ্ধ। শম্বরাসুরের পিতা কুলিতাসুর নামে প্রখ্যাত। শম্বরাসুরের রাজ্য জয় করিয়া, রাজা দিবোদাসের পুত্র অতিথিগ্বকে ইন্দ্র তাহা দান করেন। শম্বরাসুর ৯৯ সংখ্যক নগরের অধিপতি ছিলেন। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে পর্ব্বতোপরি তাঁহার প্রাণ-বিনাশ হয়। এই শম্বরাসুরের সহিত (কেবল শম্বরাসুর কেন—অসুর নাম মাত্র দেখিয়াই তাঁহাদিগের সহিত) আসীরীয় দেশের সম্বন্ধ খ্যাপন করা হইয়া থাকে। শম্বরাসুরের পিতা 'কুলিতাসুর' ও আসীরীয় দেশের অধিপতি 'কিলিতক' যে একই ব্যক্তি, ইহাই অনেকের সিদ্ধান্ত। * অর্ব্বুদও একজন প্রসিদ্ধ অসুর ছিলেন।

এখন, আমাদিগের বক্তব্য এই যে, আমরা পুরাণ-প্রসিদ্ধ বা ইতিহাস-প্রখ্যাত ঘটনাবলির অপলাপ করিতে চাহি না। তবে আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে,—বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর সম্বন্ধ পরবর্ত্তী কালে বেদ-মন্ত্রের সহিত আরোপিত হইয়াছে, অথবা অনন্ত-কালবক্ষে ঐ সকল ঘটনা যথা-পর্য্যায় সংঘটিত হইতেছে, আর তাহারই নিদর্শন উহারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। এই দুই ভাবের এক ভাব পরিগ্রহণ ভিন্ন, অন্য কোনপ্রকারেই অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। এই দুই দিক দিয়া দুই ভাবেই বেদমন্ত্রের অভিন্ন অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুঝা যায়—মন্ত্রার্থ এক—তাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বথা একই আছে।

* ডাক্তার রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ এখনও তাহাই মানিয়া থাকেন।

এই মন্ত্রের মুখ্যার্থ—ভগবানের মহিমা-প্রকাশ। পুণ্যের সহিত পাপের, স্নেহভাবের সহিত রৌদ্রভাবের, কোমলে কঠোরে, ইহসংসারে চিরসংগ্রাম চলিয়াছে। যাঁহারা 'কুৎস' অর্থাৎ নিন্দার অতীত অবস্থা-প্রাপ্ত সাধুজন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে সেই সংগ্রামে রক্ষা করেন। "শুষ্ণহত্যেষু কুৎসং আবিথ"—এই বাক্যের, আমরা মনে করি, ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। তার পর, "অতিথিগ্বায় শম্বরং অরন্ধয়" অংশের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। যাঁহারা ভগবৎসেবাপরায়ণ, যাঁহারা ভগবানের সেবায় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনে কত বিপদ, তাঁহাদিগের মস্তকের উপর কত শাণিত খড়্গ দোদুল্যমান্, কত অশনিসম্পাত-আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে যে সতত বিব্রত করিয়া তুলে, কে না তাহা অবগত আছেন? কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি অশনি-রূপ গতিশীল পাপকে ভগবানই প্রতিহত করেন। এখানে, ভগবদ্ভক্তগণের' পক্ষে ভীষণ পরীক্ষা-পারাবার উত্তীর্ণ হওনের আখ্যায়িকা-সমূহ অনুস্মরণ করা যাইতে পারে। পাপ-পুরুষ কত প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া পুণ্য-পথাবলম্বিগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করে। তৎসমস্তই অশনি-সম্পাত-আশঙ্কা। ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি মহাজনগণের জীবনে এবংবিধ অশনি-সম্পাতের আশঙ্কা কি প্রকার বিভীষণ মূর্ত্তি-পরম্পরা গ্রহণ করিয়াছিল, শাস্ত্রানুধ্যায়ী সকলেই তাহা অবগত আছেন। এখানে উপমায় সেই তত্ত্বই পরিব্যক্ত। ধাত্বর্থানুসরণেই 'শম্বরং' পদে 'অশনি-রূপং গতিশীলং পাপং' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার পর দেখুন—মন্ত্রের তৃতীয় অংশ—"মহান্তং অর্ব্বুদং চিৎ পদা নি ক্রমীঃ"। হিংসক অসংখ্য—রিপুশত্রু অতি-ভয়ঙ্কর। কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহ হইলে, তাহাদিগকে পদদলিত বিমর্দ্দিত করা যায়। কেন না, তিনি (মন্ত্রের চতুর্থ অংশ লক্ষ্য করুন)—"সনাৎ এব দস্যুহত্যায় জজ্ঞসে"—চিরকালই দস্যুদমনশীল। সেই তাঁহার কার্য্য। সেই জন্যই তাঁহার প্রসিদ্ধি। এইরূপ বুঝা যায়, মন্ত্রের উদ্বোধনা এই যে,—'হে জীব! তোমরা ভগবৎপরায়ণ হও। শত্রু সহস্রপরাক্রমশীল হইলেও তোমার নখাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না।' (১ম—৫১সু—৬ঋ)॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

ত্বে বিশ্বা তবিষী সধ্র্যগ্ঘিতা তব রাধঃ

সোমপীথায় হর্ষতে।

তব বজ্রশ্চিকিতে বাহ্বোর্হিতো বৃশ্চা

শত্রোরব বিশ্বানি বৃষ্ণ্যা ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বে ইতি। বিশ্বা। তবিষী। সধ্র্যক্। হিতা। তব। রাধঃ।

সোমঽপীথায়। হর্ষতে।

তব। বজ্রঃ। চিকিতে। বাহ্বোঃ। হিতঃ। বৃশ্চ।

শত্রোঃ। অব। বিশ্বানি। বৃষ্ণ্যা ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ত্বে' (ত্বয়ি) 'বিশ্বা' (সর্ব্বং) 'তবিষী' (বলং) 'সধ্র্যক্' (অপরাঙ্মুখং, সম্যক্) 'হিতা' (নিহিতং); ত্বং হি সর্ব্বতোভাবেন সকলশক্তীনাং অধিকারী ইতি ভাবঃ; 'তব রাধঃ' (ত্বদধিকৃতং পরমার্থরূপং ধনং) 'সোমপীথায়' (শুদ্ধসত্ত্বধারণশীলায় সাধকায়) 'হর্ষতে' (পরমানন্দং দদাতি); 'তব বাহ্বোঃ' (তব হস্তয়োঃ) 'হিতঃ' (স্থিতঃ) 'বজ্রঃ' (শত্রুনাশকঃ আয়ুধঃ) 'চিকিতে' (বিভাতি, শত্রূণাং পাপিনঃ বা জ্ঞাপয়তি); হে ভগবন্! 'শত্রোঃ' (রিপোঃ) 'বিশ্বা' (সর্ব্বাণি) 'বৃষ্ণ্যা' (বৃষ্ণ্যানি

বীর্য্যাণি) 'অব বৃশ্চা' (সর্ব্বতোভাবেন অবচ্ছিন্ধি, নাশয়)। মন্ত্রস্য ভাবঃ—'সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সজ্জনানাং আনন্দপদঃ অসতানাঞ্চ ভীতিসাধকঃ; স ভগবান্ অস্মাকং শত্রূন্ সর্ব্বতোভাবেন নাশয়তু—ইতি প্রার্থনা।' (১ম—৫১সূ—৭ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনাতে সকল বল সম্যক্‌ভাবে আছে, অর্থাৎ আপনিই সর্ব্বতোভাবে সকল শক্তির অধিকারী; আপনার অধিকৃত পরমার্থ-রূপ ধন, শুদ্ধসত্ত্বধারণশীল সাধকগণকে পরমানন্দ দান করে; আপনার হস্তস্থিত শত্রুনাশক আয়ুধ (বজ্র) শত্রুদিগকে অথবা পাপিগণকে ভীতিপ্রদর্শন করে; হে ভগবন্! শত্রুর সকল শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিনাশ করুন। (মন্ত্রের ভাব,—'সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সজ্জনগণের আনন্দপ্রদায়ক এবং অসৎগণের ভীতিসাধক। সেই ভগবান্ আমাদিগের শত্রুগণকে নাশ করুন—এই প্রার্থনা।')॥ (১ম—৫১সূ—৭ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বে ত্বয়ি বিশ্বা তবিষী সর্ব্বং বলং সধ্র্যক্ সধ্রীচীনং। অপরাঙ্মুখং যথা ভবতি তথা হিতা নিহিতং। তথা তব রাধো মনঃ সোমপীথায় সোমপানায় হর্ষতে হৃষ্যতি। কিঞ্চ। তব বাহ্বোর্হস্তয়োর্হিতে হস্তস্থিতা বজ্রশ্চিকিতে অস্মাভির্জ্ঞায়তে। অতঃ শত্রোঃ শাত্রবস্তুর্বৈরিণো বিশ্বানি সর্ব্বাণি বৃষ্ণ্যা বীর্য্যাণ্যববৃশ্চা। ছেদনং কুরু॥

সধ্র্যক্। সহাঞ্চতীতি সধ্র্যক্। ঋত্বিগিত্যাদিনা। ক্বিন্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। সমাসে সহস্য সধ্রিরিতি সহশব্দস্য সধ্র্যাদেশঃ। চোঃ কুরিতি কুত্বং কৃত্বস্বরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে সধ্রিস ধ্রাং সন্তে দাত্তনিপাতনং কৃৎস্বরনিবৃত্ত্যর্থঃ। পা০ ৬।৩।৯৫। ইতি বচনাৎ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র। তোমাতে সমস্ত বল অব্যাহতরূপে নিহিত আছে। সেইরূপ তোমার মন, সোমপানের নিমিত্ত হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আরও তোমার হস্তদ্বয়ে অবস্থিত বজ্র আমাদিগের জ্ঞাত আছে। এই হেতু তুমি বৈরিগণের সমস্ত বীর্য্য ছেদন কর, অর্থাৎ শত্রুর শক্তি নাশ কর।

সধ্র্যক। 'সহ অঞ্চতি' এই বাক্যে 'সধ্র্যক্' পদটী হইয়াছে। 'অঞ্চতি' এই 'অঞ্চ্' ধাতুর উত্তর 'ঋগ্' ইত্যাদি নিয়মানুসারে ক্বিন্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অনিদিতাম্' এই নিয়মানুসারে 'ন' লোপ হইয়াছে। 'সমাসে সহস্য সধ্রিঃ' এই নিয়মানুসারে সহ শব্দের স্থানে 'সধ্রি' আদেশ হইয়াছে। 'চোঃ কুঃ' এই নিয়মানুসারে 'কুত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে। কৃতের উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে 'সধ্রিসধ্র্যোরন্তোদাত্তনিপাতনং কৃৎস্বরনিবৃত্ত্যর্থ' (পা০ ৬.৩.৯৫)

সপ্তম্যাদেশোঽন্তোদাত্তঃ। তস্য বণাদেশ উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। রাধঃ। রাধ্নুবন্তি সমৃদ্ধো ভবত্যনেন। রাধোঽত্র মন উচ্যতে। অসুনো নিত্যাদিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সোমপীথায়। পা পানে। পাতৃতুদিবচীত্যাদিনা থক্প্রত্যয়ঃ। ঘুমাস্থেতীত্বং। হর্যতে। হৃষ তুষ্টৌ। শ্নুনি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শপ্। আত্মনেপদঞ্চ। চিকিতে। কিত জ্ঞানে। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানে কর্ম্মণি লিট্। বাহ্বোঃ। উদাত্ত যণ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বৃশ্চা। ওব্রশ্চূ ছেদনে। তৌদাদিকঃ। গ্রহিজ্যাদিনা সম্প্রসারণং। বিকরণস্বরঃ। সংহিতায়াং দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি দীর্ঘত্বং। বৃষ্ণ্যা। বৃষ সেচনে। ঔণাদিকো নক্প্রত্যয়ঃ। তত্র ভবানি বৃষ্ণ্যানি। ভবে ছন্দসীতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। শেশ্ছন্দসীতি শের্লোপঃ॥ (১ম ৫১সূ-৭ঋ)॥

সপ্তম (৬০৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত দুইটী অংশের অর্থ-বিষয়ে মতান্তর ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ—"তব রাধঃ সোমপীথায় হর্ষতে।" ঐ অংশের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'ইন্দ্রদেবের মন সোমরস রূপ মাদকদ্রব্য-পানে বড়ই হর্ষান্বিত হয়।' পূর্ব্বাপর 'রাধঃ' পদে 'ধন' অর্থই দেখিয়া আসিয়াছি। এখানে,

---

এই বচন হেতুক 'সপ্ত' আদেশ ও অন্তোদাত্ত হইয়াছে। 'ত' স্থানে 'যণ' আদেশ ও 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ' এই নিয়মানুসারে অনুদাত্ত পরভাগের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। রাধঃ। সমৃদ্ধ হয় ইহার দ্বারা—এই অর্থে 'অসুন্' প্রত্যয় করিয়া পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই স্থানে রাধঃ শব্দের অর্থ মন। অসুন্ প্রত্যয়ের নকার ইৎ-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সোমপীথয়ে। পানার্থক 'পা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'পাতৃতুদিবচি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'থক্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ঘুমাস্থা' এই নিয়মানুসারে 'ঈত্ব' হইয়াছে। হর্যতে। তুষ্ট্যর্থক 'হর্ষ' ধাতু শ্নুন্ প্রাপ্তিবিষয়ে ব্যত্যয় হেতু শপ্ এবং আত্মনেপদ প্রাপ্ত হইয়াছে। চিকিতে। জ্ঞানার্থক 'কিত' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট্' এই নিয়মানুসারে বর্ত্তমান কালে কর্ম্মণি বাচো লিট্ হইয়াছে। বাহ্বোঃ। 'উদাত্ত যণ' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। বৃশ্চা। 'ওব্রশ্চূ' ধাতু ছেদন অর্থ বুঝায়। তুদাদিগণীয়। 'গ্রহিজ্যা' ইত্যাদি নিয়মানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। বিকরণ-স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। সংহিতা-বিষয়ে 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙ' এই নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। বৃষ্ণ্যা। সেচনার্থক 'বৃষ' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'নক্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'তত্র ভবানি' এই অর্থে বৃষ্ণ্যানি পদ হয়। 'ভবেচ্ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে ভবার্থে যৎ প্রত্যয় হইয়াছে। 'যতোঽনাব' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শেশ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'শি'র লোপ হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—৭ঋ)।

'ধন' স্থলে 'মন' অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখিলাম। বোধ হয়, ইন্দ্রদেবের সহিত 'সোমপীথায়' পদের সম্বন্ধ পরিকল্পনার জন্যই ঐরূপ অর্থ গৃহীত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ পক্ষে ভগবানকে (ইন্দ্রদেবকে) হেয় করা হয় মাত্র; পরন্তু প্রকৃত ভাব প্রকাশ পায় না। মতান্তরঘটিত দ্বিতীয় অংশ—"তব বাহ্বোঃ হিতঃ বজ্রঃ চিকিতে।" এই অংশের অর্থ করা হয়,—'আমাদিগের অর্থাৎ প্রার্থনাকারীর প্রতি তাঁহার অর্থাৎ ইন্দ্রের হস্তের বজ্র বিভা প্রকাশ করে।' কিন্তু ইহাতে যে কি ভাব প্রকাশ পায় এবং কিরূপ অর্থ-সঙ্গতি থাকে, তাহা বোধগম্য হয় না। আশ্রয়াভিলাষী প্রার্থনাকারী আমরা;—আমাদিগের প্রতি ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার অস্ত্র কেন বিভা বিস্তার করিবে? পরন্তু আমাদিগকে অভয়-প্রদানে আমাদিগের শত্রুদিগকে ভীতিপ্রদর্শনে তাঁহার অস্ত্র সদা প্রকাশমান রহিয়াছে—এখানে এইরূপ ভাবার্থ হওয়াই সঙ্গত।

যাহা হউক, এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। 'রাধঃ' পদে পরমার্থ-রূপ ধন অর্থই যে সঙ্গত হয়, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থই সমীচীন। 'সোমপীথায়' পদে, আমরা মনে করি, এখানে শুদ্ধসত্ত্বধারণ-শীল সাধকগণকে বুঝাইতেছে। ভগবদ্ভক্তিতে বিভোর হইয়া (সোমপানে—সহস্রারে ক্ষরিত সোমসুধারসাস্বাদে) তাঁহারা যে পরমানন্দ লাভ করেন, এখানে সেই প্রসঙ্গ প্রখ্যাত আছে মাত্র। পরমানন্দলাভ-রূপ ধন যে ভগবানের সম্বন্ধ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে আর সংশয় কি আছে? তাই "তব রাধঃ" পদদ্বয় প্রযুক্ত দেখি। ফলতঃ, পরমানন্দ-রূপ ধন যে একমাত্র ভগবানেরই অধিগত, সাধকগণ সেই ধন প্রাপ্ত হইয়া যে পরম শান্তি লাভ করেন,—ইহাই ভাবার্থ। ভগবানের যে বজ্র, তাহা শত্রুদিগকে অর্থাৎ ভগবদ্বিরোধী জনকে অথবা পাপীকে ভীতিপ্রদর্শন করে। "তব বাহ্বোঃ হিতঃ বজ্রঃ চিকেতি"—অংশের ইহাই মর্ম্মার্থ। সাধুকে অভয়দান এবং অসাধুকে ভীতিপ্রদর্শন—ইহাই তো তাঁহার কার্য্য। মন্ত্রের পূর্ব্বকথিত অংশদ্বয় সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রটী চারি অংশে বিভক্ত (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা লক্ষ্য করুন)। প্রথমে তাঁহাকে (ভগবানকে) সকল শক্তির আধার

বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তার পর দুই অংশে বলা হইয়াছে,—তিনি সাধককে সম্মার্গাবলম্বীকে আনন্দ-দান করেন; এবং পাপীদিগকে অথবা সাধনা-ক্ষেত্রের অন্তরায়-মূলক শত্রুগণকে ভয় দেখান—বিধ্বস্ত করেন। শেষাংশ প্রার্থনামূলক। এখানে বলা হইতেছে,—'হে ভগবন! আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধনার পথে যে সকল অন্তরায় বিদ্যমান্, তাহাদিগকে দূর করিয়া দেন;—সে পথে যাহারা শত্রু, তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করুন।' এ পক্ষে মন্ত্রের প্রথম তিন অংশ ভগবন্মহিমা-খ্যাপক, শেষাংশ তাঁহার করুণ-প্রার্থনামূলক। (১ম—৫১সূ—৭ঋ)॥

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্)।

বি জানীহ্যার্য্যান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে

রন্ধয়া শাসদব্রতান্।

শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা

তে সধমাদেষু চাকন॥ ৮॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। জানীহি। আর্য্যান্। যে। চ। দস্যবঃ। বর্হিষ্মতে।

রন্ধয়। শাসৎ। অব্রতান্।

শাকী। ভব। যজমানস্য। চোদিতা। বিশ্বা। ইৎ। তা।

তে। সধহমাদেষু। চাকন॥ ৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'আর্য্যান্' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৄন্, সন্মার্গানুসারিণঃ) 'বি জানীহি' (বিশেষেণ বুধ্যস্ব, জ্ঞাতোঽসি ইতি ভাবঃ) 'যে দস্যবঃ' (যে পাপাচারসম্পন্নাঃ, যে পাপিনঃ) তান্ 'চ' (অপি) বি জানীহি ; 'বর্হিষ্মতে' (যজ্ঞেন যুক্তায়, সৎকর্ম্মপরায়ণায়) 'অব্রতান্' (সৎকর্ম্ম-বিরোধিনঃ শত্রূণ ইতি যাবৎ) 'শাসৎ' (অনুশাসনং কুর্ব্বন্) 'রন্ধয়া' (রন্ধয়, নাশয়) ; 'শাকী' (হে শক্তিমতে) ত্বং 'যজমানস্য' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপরস্য) 'চোদিতা' (নায়কঃ, পরিচালকঃ) 'ভব' (অসি) ; 'তে' (তব) 'তা' (তানি) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, বিশ্ববিদিতানি জ্যোতীংষি) 'সধমাদেষু' (যজ্ঞেষু, সৎকর্ম্মসু) 'ইৎ' (এব) 'চাকন' (প্রদীপ্তানি পশ্যামি)। ভাবো হিঃ— 'ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ। তস্য বিদ্যমানতা সৎকর্ম্মণি উদ্ভাসিতা। প্রার্থনা—স ভগবান্ অস্মাকং পরিচালকো ভবতু, শত্রূণ নাশযতু চ ॥ (১ম—৫১সূ—৮ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা সন্মার্গানুসারিগণকে আপনি বিশেষ-রূপে জানুন বা জ্ঞাত আছেন ; যাহারা পাপাচারসম্পন্ন (পাপী) তাহাদিগকেও আপনি বিশেষরূপে জানুন বা জ্ঞাত আছেন ; সৎকর্ম্ম-পরায়ণ জনের সৎকর্ম্মে বিঘ্নপ্রদানকারী শত্রুদিগকে শাসন করিয়া আপনি বিনাশ করুন ; হে শক্তিমন্! আপনি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপর জনের নায়ক (পরিচালক) হউন ; আপনার সেই বিশ্ববিদিত জ্যোতিঃসমূহ সৎকর্ম্মনিবহের মধ্যেই উজ্জ্বল দেখিতে পাই। (মন্ত্রের ভাব এই যে,— 'ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, সৎকর্ম্মের মধ্যে তাঁহার বিদ্যমানতা উদ্ভাসিত। প্রার্থনা—সেই ভগবান্ আমাদিগের পরিচালক হউন এবং আমাদিগের শত্রুগণকে নাশ করুন।') ॥ (১ম—৫১সূ—৮ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বমার্য্যান্ বিদুষোঽনুষ্ঠাতৄন্ বিজানীহি। বিশেষেণ বুধ্যস্ব। যে চ দস্যবস্তেষা-মনুষ্ঠাতৄণামুপক্ষপয়িতারঃ শত্রবস্তানপি বিজানীহীতি শেষঃ। জ্ঞাত্বা চ বর্হিষ্মতে বর্হিষা যজ্ঞেন যুক্তায় যজমানায়াব্রতান। ব্রতমিতি কর্ম্মনাম। কর্ম্মবিরোধিনস্তান্ দস্যূন্রন্ধয়া। হিংসাং প্রাপয়।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি বিদ্বান্ অনুষ্ঠাতৃগণকে বিশেষরূপে অবগত হউন, এবং সেই অনুষ্ঠাতৃগণের উপক্ষয়িতা শত্রুগণকেও বিশেষরূপে অবগত হউন। অবগত হইয়া যজ্ঞে নিযুক্ত যজমানের প্রতি কর্ম্মবিরোধী দস্যুগণকে হনন করুন। অথবা তাহাদিগকে যজমানের

যদ্বা যজমানস্য বশং গময়। রধ্যতির্বশগমনে। নি০ ৬৩২। ইতি যাস্কঃ। কিং কুর্ব্বন্। শাসৎ। দুষ্টানামনুশাসনং নিগ্রহং কুর্ব্বন্। অতঃ শাকী শক্তিযুক্তত্বং যজমানস্য চোদিতা প্রেরকো ভব। যজ্ঞবিঘাতকানসুরাংস্তিরস্কৃত্য যজ্ঞান্ যজমানৈঃ সম্যগনুষ্ঠাপয়েতি ভাবঃ। অহমপি স্তোতা তে তব তা তানি পূর্ব্বোক্তানি কর্ম্মাণি বিশ্বেৎ সর্ব্বাণ্যেব সধমাদেষু। সহমদনযুক্তেষু যজ্ঞেষু স্তোতুংচাকন। কাময়ে॥

জানীহি। জ্ঞা অববোধনে। ক্রৈয়াদিকঃ। জ্ঞাজনোর্জেতি জাদেশঃ। অত্র প্লী গতৌ বৃদিতি বৃৎকরণং ল্বাদি পরিসমাপ্ত্যর্থমেব ন প্বাদিপরিসমাপ্ত্যর্থমিতি যেষাং দর্শনং তেষাং প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বেন ভবিতব্যং। নৈবং। জ্ঞাজনোর্জেতি দীর্ঘোচ্চারণসামর্থ্যাৎ। জনী প্রাদুর্ভাব ইত্যস্য তু দীর্ঘোচ্চারণমন্তরেণাপ্যতো দীর্ঘো যঞ্ঙীত্যনেনৈব দীর্ঘঃ সিধ্যতি। তস্মাদ্দীর্ঘোচ্চারণবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাদত্র হ্রস্বো ন ভবতীতি সিদ্ধং॥ বর্হিষ্মতে। তসৌ মত্বর্থ ইতি ভত্বাৎ রুত্বজশ্ত্বয়োরভাবঃ। রন্ধয়। রন্ধ হিংসাসংরাদ্ধ্যোঃ। শাসৎ। শাসু অনুশিষ্টৌ। শতর্যদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। জক্ষিত্যাদয়ঃ ষড়িত্যভ্যস্তসংজ্ঞায়াং নাভ্যস্তাচ্ছতুরিতি নুম্প্রতিষেধঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। শাকী। শক্লৃ শক্তৌ। ভাবে ঘঞ্। ততো মত্বর্থীয় ইনিঃ। বাত্যায়নাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা বৃষাদিদ্রষ্টব্যঃ। বিশ্বা তা।

বশীভূত করুন। বশ গমনার্থে 'রধ' ধাতু প্রযোগ হয় (নি০ ৬।৩২) যাস্ক এই কথা বলিয়াছেন। কি করিবার নিমিত্ত? দুষ্টদিগকে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত। অনন্তর শক্তিযুক্ত হইয়া যজমানগণের আপনি প্রেরক হউন। যজ্ঞবিঘাতক অসুরগণকে তিরস্কার-পূর্ব্বক যজমান কর্ত্তৃক যজ্ঞসমূহের সম্যক্ অনুষ্ঠান করান—ইহাই ভাবার্থ। আমিও একজন স্তাবক, আপনার পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসমূহকে যজ্ঞে স্তব করিবার নিমিত্ত কামনা করিতেছি॥

জানীহি। অববোধনার্থক জ্ঞা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ক্র্যাদিগণীয়। 'জ্ঞাজনোর্জা' এই নিয়মানুসারে 'জা' আদেশ হইয়াছে। (এখানে স্বর-সম্বন্ধে বিতর্ক আছে) গত্যর্থক 'প্লী' বৃৎকরণার্থক 'বৃৎ' ইত্যাদি এবং 'লূ' প্রভৃতি পরিসমাপ্তি অর্থ-সূচকই হইয়া থাকে; কিন্তু 'পূ' প্রভৃতিতে পরিসমাপ্তি অর্থ আসে না। এ পক্ষে "যেষাং দর্শনং তেষাং প্বাদীনাং হ্রস্বঃ" এই নিয়মানুসারে হ্রস্বত্বেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কেন-না 'জ্ঞাজনোর্জ্জা' ইত্যাদি দীর্ঘোচ্চারণসামর্থ্য-হেতুই প্রযুক্ত হয়। 'জনী' ধাতুর অর্থ প্রাদুর্ভাব; ইহার অন্তরে দীর্ঘোচ্চারণই আছে; এই জন্য দীর্ঘ 'যঞ্ঙীয়' দীর্ঘত্বই সিদ্ধ। এই কারণে দীর্ঘোচ্চারণের বিপরীত প্রসঙ্গ খ্যাপিত হইলেও এখানে কদাপি হ্রস্বত্ব সিদ্ধ হইবে না। বর্হিষ্মতে। 'তসৌ মত্বর্থে' এই সূত্রানুসারে 'ভ' সংজ্ঞা হেতু রুত্ব ও জশত্বের অভাব হইয়াছে। রন্ধয়। হিংসা ও সংরাধনার্থ 'রন্ধ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। শাসৎ। অনুশাসনার্থ 'শাস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শতোর্যদাদিত্বাৎ' এই নিয়মানুসারে শপের লুক্ হইয়াছে। 'জক্ষিত্যাদয় ষড়্' এই নিয়মানুসারে অভ্যস্ত-সংজ্ঞা প্রাপ্ত-বিষয়ে 'নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ' এই সূত্র-ক্রমে নুমের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শাকী। শক্ত্যর্থক 'শক' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাববাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় এবং তদুত্তর মত্বর্থে 'ইন্' প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা 'বৃষাদি' দ্রষ্টব্য। বিশ্ব তা।

উভয়ত্র শেশ্ছন্দসীতি শের্লোপঃ। সধমাদেষু। সহ মাদস্থয়োরিতি সধমাদা যজ্ঞাঃ। অধিকরণ ঘঞ্ প্রত্যয়ঃ। নহু মদোঽনুপসর্গ ইত্যপ্ প্রত্যয়েন ভবিতব্যং। নৈবং। ব্যধজপোরনুপসর্গ। পা০ ৩।৩।৬১। ইত্যত্রৈব মদ ইতি বক্তব্যে যন্মদোঽনুপসর্গে ইতি পৃথগুপাদানং তদ্‌ঘঞোপি পক্ষে যথা স্যাদিতি ন্যাসকারেণ প্রত্যাপাদীতাম্বাভির্ধাতুবৃত্তাবুক্তং। সধ মাদস্থয়োশ্ছন্দসীতি সহশব্দস্য সধাদেশঃ। চাকন। কনী দীপ্তিকান্তিগতিষু। অত্র কান্ত্যর্থঃ। ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট্ ইতি বর্ত্তমানে লিট্। ণলুত্তমো বা। পা০ ৭।১।৯১। ইতি ণিত্বস্য বিকল্পনাদ্‌বৃদ্ধ্যভাবঃ। তুজাদিত্বাদভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং॥ (১ম—৫১সূ—৮ঋ)॥

অষ্টম (৬০৬) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

এই মন্ত্রে প্রত্নতত্ত্বের সম্বন্ধ খ্যাপন করা হইয়া থাকে। এতদন্তর্গত 'আর্য্যান্' এবং 'দস্যবঃ' পদদ্বয় হইতে আর্য্যগণের ও অনার্য্যদিগের দ্বন্দ্বের সম্বন্ধ সূত্রিত হয়। তবে আর্য্যগণকে যাঁহারা ভারতের বহির্দ্দেশের অধিবাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, এই মন্ত্রে আবার তাঁহাদিগের মত খণ্ডিত হইয়া যায়। পরন্তু আমরা যে বলি—আর্য্যগণ এই ভারতেরই অধিবাসী, এই ভারতবর্ষ (আর্য্যাবর্ত্ত) হইতেই সভ্যতাস্রোত দেশান্তরে প্রবাহিত হইয়াছে,—এ মন্ত্রে তদুক্তিরই পোষকতা দেখা যায়। মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতেও সেই ভাব প্রাপ্ত হই;

উভয় স্থানেই 'শেশ্ছন্দসি' এই নিয়মে 'শি' লোপ হইয়াছে। সধমাদেষু। 'সহমাদস্থয়োঃ' এই বাক্যে 'সধমাদা' শব্দে যজ্ঞকে বুঝায়। অধিকরণ-বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। এই স্থানে জিজ্ঞাস্য যে, 'মদোঽনুপসর্গে' এই নিয়মে 'অপ্' প্রত্যয় হয় না কেন? এ কথা বলিতে পার না; কেন-না, 'ব্যধজপোরনুপসর্গ' (পা০ ৩।৩.৬১) এই সূত্রে 'মদ' ইহার বক্তব্য হইলেও 'মদোঽনুপসর্গে' ইহার পৃথক উপদান। সেই ঘঞেরও সম্বন্ধে সেইরূপ হয় না। এ বিষয়ে 'প্রত্যাপদীতাম্বাভির্ধাতুবৃত্তৌ' ন্যাসকার কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে। 'সধ মাদস্থয়োশ্ছন্দসি' এই নিয়মে 'সহ' স্থানে 'সধ' আদেশ হইয়াছে। চাকন। দীপ্তি, কান্তি ও গত্যর্থক 'কণ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই স্থলে ইহা কান্ত্যর্থক। 'ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট্' এই নিয়মানুসারে বর্ত্তমানে লিট্ হইয়াছে। 'ণলুত্তমো বা' (পা০ ৭।১।৯১) এই সূত্রানুসারে ণিত্বের বিকল্প-বিধান-হেতু বৃদ্ধির অভাব হইয়াছে। 'তুজাদিত্ব' হেতু অভ্যাসের দীর্ঘত্ব হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—৮ঋ)॥

এবং আমাদিগের ব্যাখ্যাতে যে অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতেও প্রকারান্তরে সেই ভাবই ব্যক্ত হয়।

মন্ত্রটিকে আমরা পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের—"বি জানীহ্যার্য্যান্ যে চ দস্যবঃ" অংশের—প্রচলিত অর্থ এই যে,—"হে ইন্দ্র! কাহারা আর্য্য ও কাহারা দস্যু তাহা অবগত হও।" এই উক্তিতে দুইটী দলের মাত্র পরিচয় পাওয়া গেল। বুঝা গেল—একদল সৎ, অপর দল অসৎ। আমরা সেই মর্ম্মেরই অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। তবে বলা বাহুল্য, এ অংশে আর্য্যগণ যে কোন্ দেশের অধিবাসী, এবং দস্যুগণ (অনার্য্যগণ) যে কোন্ দেশের অধিবাসী, তাহা বিশেষ কিছু বুঝা গেল না। কিন্তু ইহার পরের অংশেই তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। পরের অংশের—"বর্হিষ্মতে অব্রতান্ শাসৎ রন্ধয়া" পদ-চতুষ্টয়ে, বুঝিয়া দেখুন দেখি, কি ভাব প্রকাশ পাইতেছে? উহার প্রচলিত অর্থ,—"কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদিগকে শাসন করিয়া যজমান-দিগের বশীভূত কর।" এখানে 'রন্ধয়া' পদে 'বশীভূত কর' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু 'তাহাদিগকে হিংসা কর বা নাশ কর' অর্থও এ পক্ষে সঙ্গত হয়। যাহা হউক, ঐ দুই প্রকার অর্থেই, ঐ অংশের ব্যাখ্যাদিতে বুঝা যাইতেছে যে,—'আর্য্যগণ কুশাদি লইয়া যজ্ঞ করেন, অনার্য্যগণ সেরূপ যজ্ঞের বিরোধী।' ইহাতে কি মনে হয়? বুঝা যায় না কি,—আর্য্যগণ কোন্ দেশের অধিবাসী? ভারতেতর অন্য কোন্ দেশে যাগযজ্ঞ প্রচলিত আছে? যদি পূর্ব্বে কোনকালে কোথাও প্রচলিত থাকিত, এখন তাহার লোপাবশিষ্ট চিহ্নও দেখিতে পাইতাম তো। কিন্তু সে নিদর্শন এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র কোথাও নাই। অতএব, মন্ত্রের এই অংশেই, আর্য্যগণ যে ভারতেরই আদিভূত—তাহা সপ্রমাণ হয়। এতদ্দ্বারা আরও বুঝা যায়,—সৎকর্ম্মপরায়ণ জনই আর্য্য, আর সৎকর্ম্মের পরিপন্থী অসজ্জনই দস্যু বা অনার্য্য। 'শাসৎ রন্ধয়া' পদদ্বয় এ পক্ষে সু-প্রযুক্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। ঐ দুই পদে দুই প্রকার অর্থ প্রচলিত দেখি। এক প্রকার অর্থে—'সেই দস্যুগণকে বা অনার্য্যদিগকে শাসন করিয়া সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের অনুগামী করিয়া দিউন' এই ভাব আসে; অন্য প্রকার অর্থ—'তাহাদিগকে দমন ও হিংসা

(নাশ) করুন।' ভাব এই যে,—'অনার্য্যদিগকে (অসৎপথাবলম্বী জনগণকে) শাসন করিয়া যদি সৎ-পথানুবর্ত্তী করিতে পারেন, তাহাই করুন। নচেৎ, তাহাদিগের মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হউন।'

এ পক্ষে মনুষ্য-সম্বন্ধেও মন্ত্রাংশ যেরূপ প্রযুক্ত হইতে পারে, মনোবৃত্তি-সম্বন্ধেও উহার সেইরূপ প্রয়োগ করা যায়। সদসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্বে অসদ্বৃত্তিকে দমন করিয়া যদি সৎপথানুসারী করিতে পার, তাহাই কর; অথবা, একেবারে অসদ্বৃত্তির উচ্ছেদ-সাধনে প্রবৃত্ত হও। অসদ্বৃত্তিকে কি প্রকারে সদ্বৃত্তির অনুসারী অর্থাৎ সন্মার্গাবলম্বী করা যায়, তৎপক্ষে দৃষ্টান্তের অসম্ভাব নাই। মনে করুন—'ক্রোধ রিপুর প্রয়োগে কত অনিষ্ট ও কত অপকর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে।' কিন্তু সেই ক্রোধই আবার, দস্যুর কবল হইতে সাধুকে রক্ষা করা প্রভৃতি কার্য্যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা হইয়া থাকে। এ পক্ষে, অনার্য্য বা দস্যুকেই বলুন বা হৃদয়ের সদসদ্বৃত্তিসমূহকেই বলুন, উহাদিগকে সৎপথাবলম্বী করিবার জন্যই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে—মনে করিতে পারি।

মন্ত্রের চতুর্থ অংশ—"শাকী যজমানস্য চোদিতা ভব।" ইহাতে ভগবানকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতার পরিচালক হইবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভগবৎ-পরিচালনে, মস্তকের উপরে ভগবান আছেন—তিনি আমার কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন—এই বিশ্বাসে, কার্য্য করিয়া যাইতে পারিলে, তাহার শুভফল অবশ্যম্ভাবী; তাই এখানে সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মন্ত্রের এ অংশকে, ভগবানের নায়কত্বে ভগবৎ-কর্ম্মে জীবনকে পরিচালন করিবার প্রতিজ্ঞামূলক প্রার্থনা বলিয়া মনে করিতে পারি।

মন্ত্রের পঞ্চমাংশ—"বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন।" এই অংশের যে অর্থ প্রচলিত আছে, সে অর্থ হইতে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক্ পথ গ্রহণ করিয়াছে। ঐ অংশের প্রচলিত অর্থ এই যে,—"আমি তোমার হর্ষজনক যজ্ঞে তোমার সেই সমস্ত (কর্ম্ম) প্রশংসা করিতে চাহি।" এখানে 'চাকন' পদে 'কাময়ে' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যে 'কন' ধাতু হইতে ঐ পদের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার প্রধান অর্থ—'দীপ্তি'; দীপ্তি, কান্তি ও গতি

বুঝাইতে ঐ ধাতু প্রযুক্ত হয়। মন্ত্রস্থ 'তা' পদে 'কর্ম্মকে' বুঝাইতেছে ধরিয়া লইয়া, 'চাকন' পদে 'প্রশংসা করিতে বাসনা করি' অর্থ অধ্যাহার করা হইয়া থাকে। কিন্তু 'তা' পদে যদি 'কর্ম্ম' অর্থই গ্রহণ করি, দেখুন দেখি, তাহাতেই বা অন্য কি ভাব প্রাপ্ত হই? ভগবানের কর্ম্ম আর কি? তাঁহার কোন্ প্রধান কর্ম্মের দ্বারা আমরা কোন্ প্রধান ধন প্রাপ্ত হই? তিনি জ্ঞানময় ,জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার প্রধান কর্ম্ম—জ্ঞানালোক বিতরণ। তাঁহার করুণায় প্রধানতঃ আমরা জ্ঞান-জ্যোতিঃই প্রাপ্ত হই। তিনি সত্ত্ব-রূপে, জ্ঞান জ্যোতীরূপে, সংসারে চির-উজ্জ্বল হইয়া আছেন। সাধক যিনি তাঁহাকে দেখিতে পান, যিনি তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তিনি সেই ভাবেই তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন। এখানে এক পক্ষে সাধক ভক্তের সেই অন্তর্দ্দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে; অন্য পক্ষে প্রার্থী যেন প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন! আপনার সেই দিব্য দ্যুতি আমার সকল সৎকর্ম্মমধ্যে সর্ব্বদা যেন দেখিতে পাই।'

মন্ত্র এইরূপ সদ্ভাবসমষ্টি লইয়াই প্রকটিত। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ইহাই বুঝিতে ও দেখিতে পাওয়া যায়। (১ম—৫১সূ—৮ঋ)॥

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ সূক্তং। নবমী ঋক্)।

অনুব্রতায় রন্ধয়ন্নপব্রতানাভুভিরিন্দ্রঃ

শ্নথয়ন্ননাভুবঃ।

বৃদ্ধস্য চিদ্বর্দ্ধতো দ্যামিনক্ষতঃ স্তবানো বম্রো

বি জঘান সন্দিহঃ॥ ৯॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অনু২ব্রতায় রন্ধয়ন্। অপ২ব্রতান্। আ২ভূভিঃ। ইন্দ্রঃ।

শ্নথয়ন্। অনাভুবঃ।

বৃদ্ধস্য চিৎ। বর্দ্ধতঃ। দ্যাং। ইনক্ষত। স্তবানঃ। বম্রঃ।

বি। জঘান সং২দিহঃ॥ ৯॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'অনুব্রতায়' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারিণে—তস্য রক্ষার্থং ইতি যাবৎ) 'অপব্রতান্' (অপকর্ম্মপরায়ণান্) 'রন্ধয়ন' (হিংসয়ন), তথা চ 'আভূভিঃ' (ভগবদভিমুখিভিঃ সাধুভিঃ) 'অনাভুবঃ' (ভগবদ্বিমুখান অধার্ম্মিকান) 'শ্নথয়ন' (বশীকুর্ব্বন্ হিংসয়ন বা) বর্ত্ততে ইতি শেষঃ, 'বৃদ্ধস্য' (মহতঃ) 'চিৎ' (অতীতস্য) 'বর্দ্ধতঃ' (অতিমহত্ত্বসম্পন্নস্য) 'দ্যাং' (দ্যুলোকং, সত্ত্বভাবনিলয়ং) 'ইনক্ষতঃ' (ব্যাপ্নুবতঃ, ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিতস্য) তস্য ভগবতঃ 'স্তবানঃ' (স্তুতিপরায়ণঃ) 'বম্রঃ' (বল্মীকবৎ-সত্ত্বসঞ্চয়শীলঃ সাধকঃ, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান বম্র ঋষিঃ) 'সন্দিহঃ' (লোকানাং সংশয়ং-ভগবদ্বিষয়কং ইতি যাবৎ) 'বি জঘান' (বিশেষেণ হতবান্, দূরী করোতি ইতি ভাবঃ) তাৎপর্য্যার্থঃ—সাধূনাং সংরক্ষণায় ভগবান্ অসাধূন হিংসয়তি; পরন্তু সাধবঃ তৎ সদুপদেশদানাদিনা পরিরক্ষন্তু। (১ম—৫১সূ—৯ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারীর রক্ষার জন্য, অসৎকর্ম্ম-পরায়ণকে হিংসা করিতে এবং ভগবদভিমুখী সাধুগণের দ্বারা তদ্বিরোধী অধার্ম্মিকগণকে বশীভূত করিতে (অথবা—হিংসা করিতে) বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। মহতের অতীত অতিমহত্ত্বসম্পন্ন, দ্যুলোকে (সত্ত্বভাব-নিবাসস্থানে) ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান্, সেই ভগবানের স্তুতিপরায়ণ বল্মীকবৎ-সত্ত্বভাবসঞ্চয়শীল সাধক (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান বম্র ঋষি)

জনগণের সংশয় (ভগবদ্বিষয়ক) বিশেষ প্রকারে দূর করিয়া থাকেন। (মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—সাধুগণের সংরক্ষণ জন্য অসাধুদিগকে ভগবান্ নির্য্যাতিত করেন; কিন্তু সাধুগণ সদুপদেশাদি-দানে তাঁহাদিগকে পরিরক্ষণ করিয়া থাকেন)॥ (১ম—৫১সূ—৯ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং

য ইন্দ্রোঽনুব্রতায়ানুকূলকর্ম্মণে যজমানায়াপব্রতানপগতকর্ম্মণো যজমানান্ রন্ধয়ন্ হিংসয়ন্ বশীকুর্ব্বন্ বা। তথাভূর্ভিঃ। আভিমুখ্যেন ভবদ্ভীত্যাভুবঃ স্তোতারঃ। তৈরনাভুবস্তদ্বিপরীতান্ শ্নথয়ন্ হিংসয়ন্ বর্ত্ততে। বৃদ্ধস্য চিদ্বর্দ্ধিতঃ পূর্ব্বং বৃদ্ধস্যাপি পুনর্ব্বর্দ্ধমানস্য দ্যামিনক্ষতঃ স্বর্গং ব্যাপ্নুবতস্তস্যেন্দ্রস্য স্তবানঃ স্তুতিং কুর্ব্বাণো বম্রঃ স্তুত্যাদিগিরণশীল এতৎসংজ্ঞক ঋষিঃ সন্দিহঃ সম্যগুপচিতা বল্মীকবপা নিজঘান। ইন্দ্রেণ পরিগ্রহাভাস্তবারঃ সন্ পৃথিব্যাঃ সারভূতং বল্মীক-বপালক্ষণং যজ্ঞসম্ভারমাহার্ষীদিত্যর্থঃ। তথা চ শাখান্তরে সমাম্নাতং। যদ্বল্মীকবপাসম্ভারো ভবতি ঊর্জ্জমেব পৃথিব্যা অবরুন্ধ ইতি॥

অনুব্রতায়। অনুকূলং ব্রতং যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শ্নথয়ন্। শ্নথ হিংসায়াং। ণিচ ঘটাদিত্বান্মিত্বে মিতাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। বর্দ্ধতঃ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। ইনক্ষতঃ। নক্ষ গতৌ। ইকারোপজনশ্ছান্দসঃ। যদ্বা। ইনক্ষতির্গত্যর্থঃ। প্রকৃত্যান্তরমন্বেষ্টব্যং। স্তবানঃ। সমানচ্ স্তুব ইতি স্তৌতের্ব্বহুলবচনাৎ্নিরূপ-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে ইন্দ্রদেব অনুকূলকর্ম্মা যজমানের নিমিত্ত অপগতকর্ম্মা যজমানগণকে হিংসা করিয়া অথবা বশীভূত করিয়া এবং স্তোতৃগণ দ্বারা অস্তোতৃগণকে হিংসা করাইয়া থাকেন, সেই পূর্ব্বের বর্দ্ধমান্ এবং পুনরায় বর্দ্ধনশীল স্বর্গে ব্যাপক ইন্দ্রদেবের স্তবকারী বম্র অর্থাৎ স্তুতির স্বার-ণশীল বম্র সংজ্ঞক ঋষি, সম্যগুপচিতা বল্মীকবপা অপসারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ইন্দ্রের পরিগ্রহণাস্তবায় হইয়া অবস্থিত পৃথিবীর সারভূত বল্মীকবপালক্ষণ যজ্ঞসম্ভারকে আহরণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শাখান্তরে এইরূপ উক্ত আছে: যথা,—'যদ্বল্মীকবপাসম্ভারো ভবতি ঊর্জ্জমেব পৃথিব্যা অবরুন্ধ ইতি।'

অনুব্রতায়। অনুকূল ব্রত যাহার—এই বাক্যে, বহুব্রীহিসমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। শ্নথয়ন। হিংসার্থক শ্নথ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নিচ' প্রত্যয় পরে 'ঘটাদিত্ব'-প্রযুক্ত 'মিত্ব' হইলে 'মিতাং হ্রস্ব' এই নিয়মানুসারে হ্রস্বত্ব হইয়াছে। বর্দ্ধতঃ। ব্যতিক্রমতা-প্রযুক্ত আত্মনেপদ হইয়াছে। ইনক্ষতঃ। গত্যর্থক 'নক্ষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ছান্দস-হেতু ই-কার আগম হইয়াছে অথবা 'ইনক্ষতি' ইহা গত্যর্থক। প্রকৃত্যান্তর অন্বেষণ কর্ত্তব্য। স্তবানঃ। 'সমানিচ্ স্তুবঃ' এই নিয়মানুসারে স্তৌতি এই ধাতুর বহুলবচন হেতুক

পদাদপ্যানচ্ প্রত্যয়ঃ। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। জঘান। অভ্যাসাচ্চেত্যভ্যাসাদুত্তরস্য কুত্বং। সন্দিহঃ। দিহ উপচয়ে। কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি বহুলবচনাৎ কর্ম্মণি ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৫১সূ—৯ঋ)॥

• • •

নবম (৬০৭) ঋকের বিশদার্থ।

—§ঃ•○•ঃ§—

মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটীকে আমরা দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশের যে অর্থ প্রচলিত আছে, এক রকমে তাহার সঙ্গতি রক্ষা করা যায় বটে; কিন্তু মন্ত্রের দ্বিতীয় বা শেষ অংশটী বড় কঠিন সমস্যায় পরিপূর্ণ।

প্রথম অংশের প্রচলিত অর্থে (ভাষ্যাভাষেও) প্রকাশ,—"ইন্দ্র অনুকূলকর্ম্মকারী যজমানের নিমিত্ত প্রতিকূলকর্ম্মকারী দস্যুসকলকে হিংসা করত এবং স্তোতৃগণ দ্বারা তাঁহাদিগের বিরোধিদিগকে হিংসা করত স্থিতি করিতেছেন।" এ পক্ষে, ইন্দ্রদেবকে একজন সাধারণ শক্তিশালী মানুষমাত্র মনে করা যায়। তাঁহার যাহারা সম্মান বা পূজা করে না, তাহাদিগকে তিনি হিংসা করেন এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী জনের দ্বারা তাহাদিগের বিরুদ্ধ জনগণকে নির্য্যাতিত করেন। এ অতি সাধারণ মানুষের সাধারণ প্রকৃতিগত কর্ম্ম নহে কি? কিন্তু পূর্ব্বাপর ইন্দ্রদেব-সম্বন্ধে যে সকল উক্তি দেখিয়া আসিতেছি; বিশেষতঃ এই মন্ত্রেরই দ্বিতীয় অংশে তাঁহার স্তবকারীর যে বিশেষণ ('বৃদ্ধস্য চিদ্বর্দ্ধতঃ' প্রভৃতি পদ) দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহাকে কখনই সাধারণ মনুষ্যপর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। পরন্তু এখানে ইন্দ্র নামে ভগবানকে বা শ্রেষ্ঠ ভগবদ্বিভূতিকেই বুঝাইতেছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আবার, সেই দৃষ্টিতে দেখিলে, মন্ত্রের অর্থও সুগম হইয়া আসে। মন্ত্রান্তর্গত 'রন্ধয়ন্' ও 'শ্নথয়ন' পদ-দ্বয় তুল্যার্থ-বোধক। অতএব, 'রন্ধয়ন' পদে যদ্বা-

উপপদ না থাকিলেও 'আনচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। ব্যতিক্রমষষ্ঠী-প্রযুক্ত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সন্দিহঃ। উপচয়ার্থক 'দিহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'কৃত্যল্যুটোবহুলং' এই নিয়মমধ্যে 'বহুল' এই প্রয়োগ-হেতু কর্ম্মণি বাচ্যে ক্বিপ প্রত্যয় হইয়াছে। কৃতের উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—৯ঋ)॥

অভিধায়ে যে 'বশীকুর্ব্বন্' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইতে দেখি, 'শ্নথয়ন' পদের পক্ষেও ঐ প্রতিবাক্য পরিগ্রহণ করা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা মন্ত্রের যে ভাব প্রাপ্ত হই, তাহাই সঙ্গত এবং দেব-সম্বন্ধে যথাপ্রযুক্ত বলিয়া মনে করি। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারীর রক্ষার জন্য এবং অপকর্ম্মকারীর বিনাশের জন্য ভগবান যে সদাই উদ্যুক্ত, ইহা স্বতঃসিদ্ধ বাণী। গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ংই তো বলিয়া গিয়াছেন,—

> "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

এখানে, মন্ত্রের প্রথমাংশে—"ইন্দ্রঃ অনুব্রতায় অপব্রতান রন্ধয়ন্" এই পদচতুষ্টয়ে, সেই ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে'। উহার পরবর্ত্তী "আভূভিঃ অনাভবঃ শ্নথয়ন" পদ-ত্রয়ে, সেই ভগবানের অশেষ মহিমার ও করুণার বিষয় প্রখ্যাত দেখি। একদিকে সাধুদিগের রক্ষার জন্য তিনি যেমন দুষ্কৃতদিগকে দমন করিতেছেন; অন্যদিকে তেমনই আবার সাধুদিগের দ্বারা অসাধুদিগকে সৎপথাবলম্বী করাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এ সংসারে সাধুগণ যদি না থাকিতেন, সাধুগণের হৃদয়ে শ্রীভগবানের বিদ্যমানতা যদি না থাকিত, তাহা হইলে কি আর এই পতিত জীবের উদ্ধারের উপায় ছিল? করুণাময ভগবান্ স্বয়ং সে উপায় স্বতঃই নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। জীব! যদি বুঝিয়া থাক, অনুবর্ত্তী হও। মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবন্মহিমা-কীর্ত্তন-ব্যপদেশে, এইরূপ উদ্বোধনার ভাবই লক্ষ্য করি।

এক্ষণে গভীরসমস্যামূলক মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের বিষয় আলোচনা করিতেছি। প্রথমে এই অংশের প্রচলিত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করুন। সে অর্থ,—"সর্ব্বকালে বর্দ্ধমান, স্বর্গব্যাপী সেই ইন্দ্রের স্তুতিপাঠক বম্র ঋষি ইন্দ্রপ্রসাদে নির্ব্বিঘ্ন হইয়া বল্মীকবপাসম্বন্ধীয় যজ্ঞসম্ভার বহন করিয়াছিলেন।" এই অর্থ উপলক্ষে একটা উপাখ্যানেরও প্রচার আছে। একটী যজ্ঞে ইন্দ্রদেব উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সেখানে বল্মীকস্তূপের ন্যায় যজ্ঞসম্ভার (নৈবেদ্যাদি) প্রস্তুত ছিল। বম্র ঋষি ইন্দ্রের জন্য তাহা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি মনে করেন, সেই প্রসঙ্গই এখানে প্রখ্যাত আছে। বলা বাহুল্য, এই

অর্থসঙ্গত হইলে, বেদের বেদত্ব এইখানেই লোপ পায়। কোন্ কালের কোন্ উপাখ্যান বেদার্থে এই ভাবে সংযোজিত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের অনুসরণ করিয়া দেখুন— সে অর্থ সঙ্গত কি না, স্বতঃই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রথমে যথাপর্য্যায় পদ-কয়েকটীর পরিচয় দিতেছি। প্রথম— "বৃদ্ধস্য চিদ্বর্দ্ধতঃ।" এতদ্দ্বারা ভগবানের স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত। তিনি যে মহতেরও মহৎ—'মহতো মহীয়ান্'—এই শ্রুতিবাক্যই এখানে বিঘোষিত। তার পর দেখুন—"দ্যামিনক্ষতঃ।" তিনি স্বর্গে পরিব্যাপ্ত —তিনি সত্ত্বভাবের মধ্যে ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত,—এই ভাবই উহাতে প্রাপ্ত হই। তেমন যে ভগবান, "স্তবানঃ" পদে তাঁহারই স্তবকারী বা পূজাপরায়ণ জনকে লক্ষ্য করিতেছে। তিনি কে? না—"বম্রঃ"। এখন বম্র-পদের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করুন। উদ্গিরণার্থক 'বম' ধাতু ঐ পদ নিষ্পন্ন। তদনুসারে ঐ পদে পিপীলিকা-বিশেষকে (উইকে) অথবা উইয়ের ঢিপিকে (বল্মীককে) বুঝায়। আহরিত খাদ্য উদ্গিরণের দ্বারা তাহারা ধীরে ধীরে যেমন আপনাদিগের বাসগৃহ রচনা করিয়া থাকে— স্তূপ-সংগঠন করে; সাধুগণ সেইরূপ আপন-আপন কর্ম্ম দ্বারা ধীরে ধীরে আপনাদিগের মোক্ষ-রূপ আবাস-স্থান প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। তাই 'বম্রঃ' পদে 'বল্মীকবৎ-সত্ত্বসঞ্চয়শীলঃ সাধকঃ' প্রতিবাক্য আমরা গ্রহণ করিয়াছি। ঐ পদে যদি সাধক-বিশেষকে (ঋষি বম্রকে) বুঝায়—মনে করেন, তাহাতেও কোনও ক্ষতি নাই। কেন-না, তাহাতে কালচক্রে চিরবিদ্যমান ঐরূপ ঋষির প্রতিই লক্ষ্য পতিত হয় মাত্র। এখন অবশিষ্ট রহিল, আর একটী কঠিন সমস্যামূলক পদ—'সন্দিহঃ।' ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থে লিখিলেন—"সম্যগুপচিতা বল্মীকবপাঃ।" কারণ নির্দ্দেশ করিলেন—'দিহ' ধাতুর অর্থ 'উপচয়' (বৃদ্ধি)। বৃদ্ধি পায় বা উপচিত হয়—এই হইতে দাঁড়াইল—বল্মীকস্তূপ। কত দূর টানিয়া যে এই অর্থ আনয়ন করা হইল, ভাবিয়াও স্থির করা যায় না। যাহা হউক, আমরা বলি, 'দিহ' ধাতু এখানে লেপনার্থক (দিহ—লেপনং)। তাহা হইতেই সন্দেহ (সন্দিহ) পদের ব্যুৎপত্তি হইয়া থাকে। অর্থ,— 'সংশয়, দ্বিধাজ্ঞান।' ইহাতে বুঝিতে পারি, জনসাধারণের মনে সহসা

ভগবদ্বিষয়ে যে সংশয়-সন্দেহ আসে, ঐ পদে তাহাই অভিব্যক্ত হইতেছে। ভগবৎপরায়ণ সাধুগণ লোকের সংশয় দূর করিয়া থাকেন;—সাধুগণের কৃপায় অবিশ্বাসীর প্রাণে সদ্বিশ্বাসের দিব্যজ্যোতিঃ বিকাশ পায়। "শুবানঃ সন্দিহঃ যি জঘান"—এই বাক্যাংশে সেই ভাবই প্রকাশমান্। *

এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রাংশে বলা হইয়াছে,—'সেই মহত্তেরও মহৎ সত্ত্বভাবাশ্রয়ভুত ভগবানের সেবকগণের দ্বারাই সংসারের সংশয়-কুলেহিকা অজ্ঞান-আঁধার দূরীভূত হয়।' (১ম—৫১সূ—৯ঋ) ॥

—•—

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

তক্ষদ্যত্ত উশনা সহসা সহো বি রোদসী

মজ্মনা বাধতে শবঃ।

আ ত্বা বাতস্য নৃমণো মনোযুজ আ

পূর্যমাণমবহন্নভি শ্রবঃ ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তক্ষৎ। যৎ। তে। উশনা। সহসা। সহঃ। বি। রোদসী ইতি

মজ্মনা। বাধতে। শবঃ।

আ। ত্বা। বাতস্য। নৃঽমনঃ। মনঃঽযুজঃ। আ।

পূর্যমাণং। অবহন্। অভি। শ্রবঃ ॥ ১০ ॥

---

* এখানে "সন্দিহঃ" পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় (প্রথমা স্থলে দ্বিতীয়া) স্বীকার করিতে হয়। ভাষ্যকারকেও তাহাই করিতে হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'যৎ' (যদা) 'উশনা' (পরীক্ষানলোত্তীর্ণো ভগবৎকামনাপরো বা সাধকঃ, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান ঋষি উশনা) 'তে' (তব) 'সহসা' (বলেন) 'সহঃ' (আত্মবলং) 'ততক্ষৎ' (সম্যক্ তীক্ষ্ণমকার্ষীৎ, প্রবর্দ্ধয়তি ইতি ভাবঃ), তদা 'শবঃ' (মৃতকল্পং শবোপমং ভদীয়ং বলং) 'মজ্মনা' (স্বমহত্ত্বেন) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'বি-বাধতে' (বিশেষেণ আবৃণুতে); 'নৃমণঃ' (হে লোকানুগ্রহপর, করুণাময়) 'মনোযুজঃ' (মনঃসম্বন্ধযুতঃ—অস্মাকমিতি যাবৎ) 'শ্রবঃ' (অন্নং, সত্ত্বভাবঃ) 'বাতস্য' (বায়ুগতিবিশিষ্টস্য, বায়ুবদ্বেগেন ইতি যাবৎ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'পূর্য্যমাণং' (পূর্ণশক্তিসম্পন্নং, সর্ব্বশক্তি-মানং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভি' (অস্মাকং আভিমুখ্যেন) 'আ-অবহন' (প্রাপয়ন্তু, আবহন্তু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'ভগবচ্ছক্ত্যা সহ সম্মিলিতা মানুষী শক্তিঃ অসাধ্যসাধনসমর্থা ভবতি। অতঃ প্রার্থনা—অস্মাকং মানসক্ষেত্রে ভগবচ্ছক্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতু।' (১ম—৫১সূ—১০ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! যখন পরীক্ষানল-উত্তীর্ণ (ভগবৎকামনাপর) সাধক (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ ঋষি উশনা) ভবদীয় বলের দ্বারা আত্মবলকে তীক্ষ্ণতা-সম্পন্ন (প্রবর্দ্ধিত) করে, তখন মৃতকল্প (শবপ্রায়) তাঁহার শক্তি স্বমহত্ত্বে দ্যুলোককে ও ভূলোককে বিশেষভাবে আবৃত করিয়া ফেলে। হে লোকানুগ্রহপর করুণাময়! আমাদিগের মনঃসম্বন্ধযুত সত্ত্বভাব সর্ব্বতোভাবে বায়ুবেগে সর্ব্বশক্তিমান্ সেই আপনাকে আমাদিগের নিকটে বহন করিয়া আনুক। (মন্ত্রের ভাব এই যে,—ভগবচ্ছক্তির সহিত সম্মিলিত হইলেই মানুষের শক্তি অসাধ্যসাধনে সমর্থ হয়। প্রার্থনা—আমাদিগের মানসক্ষেত্রে সেই ভগবচ্ছক্তির প্রতিষ্ঠা হউক।)॥ (১ম—৫১সূ—১০ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র যদ্যদোশনা কাব্যঃ সহসাত্মীয়েন বলেন তে সহস্ত্বদীয়ং বলং ততক্ষৎ। তনূকৃতবান্। সম্যক্ তীক্ষ্ণমকার্ষীদিত্যর্থঃ। তদা শবস্ত্বদীয়ং বলং মজ্মনা সর্ব্বস্য শোধকেন স্বতৈক্ষ্ণ্যেন রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিবাধতে। তে বিভীত ইত্যর্থঃ। তথা চাম্নাতারাঃ। যস্য শুষ্মাদ্রো-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! যখন উশনা আত্মীয়ের বলের দ্বারা আপনার শক্তিকে তীক্ষ্ণভাবে সম্যক্রূপ আকর্ষণ করিয়াছিলেন; তখন আপনার বল বা শক্তি সর্ব্বশোধকত্ব-হেতু অথবা তীক্ষ্ণত্ব-হেতু পৃথিবীতে এবং অন্তরিক্ষ-লোকে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। এতদ্বিষয় অন্যত্র কথিত

দসী অত্যাসেতামিতি। যথা রোদসী বস্মাদ্বৃত্রাদের্বিভীতবৎ বাধত ইত্যর্থঃ। হে নৃমণঃ। নৃন্ রক্ষিতব্যেষু যজমানেষম্নুগ্রহবুদ্ধিযুক্তেন্দ্র। আপূর্ব্যমাণং পূর্ব্বোক্তেন বলেন সম্যক্ পূর্য্যমাণং ত্বাং ত্বাং মনোযুজো মনোব্যাপারমাত্রেণ যুক্তা বাতস্য বায়োঃ সবন্ধিনঃ। তদ্বেগেন গচ্ছন্তু ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতা অশ্বাঃ প্রবোহন্তি হবির্লক্ষণমন্নমভিলক্ষ্যাবহন্। আভিমুখ্যেন প্রাপয়ন্তু॥

তস্থৎ। তস্থ্ ত্বক্ষ্ তনূকরণে। লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। উশনা। বশ কান্তৌ। বশেঃ-কনসিঃ। উ০ ৪।২৩৮। ইতি কনস্। গ্রহিজ্যেত্যাদিনা সম্প্রসারণং। ঋদুশনস্পুরুদংশোঽনেহসাঞ্চ। পা০ ৭।১।৯৪। ইত্যনঙাদেশঃ। সর্ব্বনামস্থানে চ। পা০ ৬।৪।৮। ইত্যুপধা-দীর্ঘত্বং। নলোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্যেতি লোপঃ। মজ্মনা। টুমস্জো শুদ্ধৌ। ঔণাদিকো মনিপ্রত্যয়ঃ। নৃমণঃ। ছন্দস্যৃদবগ্রহাদিতি ণত্বং। অবহন্। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি প্রার্থনায়াং লুঙ্॥ (১ম—৫১সূ -১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে দশমো বর্গঃ॥ ১০॥ ১।৪।১০॥

দশম (৬০৮) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে এবং আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, দুই অর্থে সম্পূর্ণ প্রভেদ লক্ষিত হইবে। অতএব, প্রথমে মন্ত্রের দুইটী বঙ্গানুবাদ (যাহা প্রচলিত আছে) উদ্ধৃত করিতেছি; তার পর আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সঙ্গতি-বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।

হইয়াছে, যথা,—"যস্য শুষ্মাদ্রোদসী" ইত্যাদি, অথবা—"যথা রোদসী" ইত্যাদি। যে দ্যাবাপৃথিবীকে আপনি শুষ্ণ নামক অসুর হইতে রক্ষা করেন; অথবা যেহেতু বৃত্রাদি অসুরগণের ভীতি-উৎপাদন-কারী আপনাকেও ভয়যুক্ত করিয়াছিল। হে নরগণের রক্ষক, অথবা যজমানগণের প্রতি অনুগ্রহ-বুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্র! পূর্ব্বোক্ত শক্তির দ্বারা সম্যকরূপে বলশালী আপনি মনোব্যাপারমাত্রে যুক্ত হইয়া বায়ুবৎ গমন করেন। এবম্ভূত হবির্লক্ষণ অন্নকে আমাদিগের অভিমুখে প্রাপ্ত করান।

তক্ষাৎ। তক্ষ্ ও ত্বক্ষ্ শব্দ তনূকরণ অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' এই নিয়মে অটের অভাব হইয়াছে। শপের পিত্ব (প-ইৎ) হেতু অনুদাত্ত হইলেও ধাতুস্বরই হইয়াছে। উশনা। কান্ত্যর্থবোধক বশ্ ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। 'বশে কনসিঃ' (উ০ ৪।২৩৮) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে কনস্-প্রত্যয়। 'গ্রহিজ্যা' ইত্যাদি নিয়মে সম্প্রসারণ। 'ঋদুশনস্পুরুদংশোঽনেহসাঞ্চ' (পা০ ৭।১।৯৪) সূত্রানুসারে অনঙ্ আদেশ হইয়াছে। 'সর্ব্বনামস্থানে চ' (৬।৪।৮) এই সূত্রানুসারে উপধার দীর্ঘ এবং নলোপাদি নিয়মে ন-এর লোপ হইয়াছে। মজ্মনা। শুদ্ধার্থক টুমস্জো হইতে নিষ্পন্ন। তদুত্তর ঔণাদিক মনি প্রত্যয়। নৃমণঃ। 'ছন্দস্যৃদবগ্রহাৎ' ইত্যাদি নিয়মে ণত্ব বিহিত। অবহন্। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট' ইত্যাদি নিয়মে প্রার্থনা-পক্ষে লুঙ্ বিভক্তি হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ে দশম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।১০॥

মন্ত্রের সেই প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ এইরূপ; যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র! যখন উশনার বল দ্বারা তোমার বল তীক্ষ্ণ হইয়াছিল, তখন তোমার বল বিশুদ্ধ তীক্ষ্ণতা দ্বারা দ্যু ও পৃথিবীকে ভীত করিয়াছিল। হে ইন্দ্র! তোমার মন মনুষ্যের প্রতি প্রসন্ন, তুমি এইরূপ বলপূর্ণ হইলে তোমার ইচ্ছামাত্রে সংযোজিত ও বায়ুর ন্যায় বেগবিশিষ্ট অশ্বগণ তোমাকে আমাদিগের যজ্ঞের অন্নের অভিমুখে লইয়া আইসুক।"

(২) "হে ইন্দ্র যে সময়ে ভার্গব ঋষি স্বীয় বলের দ্বারা আপনার বলকে অতিশয় বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, সেই সময় আপনার বল স্বকীয় মহত্ত্ব দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে ভয় প্রদান করিয়াছিল। হে যজমানের অনুগ্রহকারি ইন্দ্র আপনার ইচ্ছাতে রথেতে যুক্ত, বায়ুসদৃশ বেগবিশিষ্ট অশ্বসকল সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন আপনাকে হবিঃস্বরূপ অন্নের উদ্দেশ্যে লইয়া চলুক।"

প্রোক্ত দুই ব্যাখ্যাতেই উশনাকে ঋষির নাম (শুক্রাচার্য্য বা ভার্গব) বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সায়ণও "উশনা কাব্যঃ" বাক্যে কবি উশনার প্রতি লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তার পর, সকলের অর্থেই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে,—উশনার শক্তিতে ইন্দ্রদেব শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন;—উশনার বল পাওয়াতেই তাঁহার ক্ষমতার বিষয় সর্ব্বত্র প্রখ্যাত হইয়াছিল। ইহাতে, ইন্দ্রদেবের আত্মশক্তি যেন কম ছিল, উশনার শক্তি পাইয়াই তিনি যেন শক্তিমন্ত হন,—এই ভাব মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বাপর ভগবান্ ইন্দ্রদেবের যে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছি, তাহাতে অপরের শক্তি পাইয়া যে তিনি শক্তিমান্ হইয়াছিলেন—তাহা স্বীকার করা যায় না। তাঁহার (ভগবানের) শক্তিতেই অপরে শক্তিমান্ হয়েন, ইহাই প্রসিদ্ধ ও স্বতঃসিদ্ধ। তার পর, 'উশনা' পদে কাময়মান্ (ভগবৎপ্রাপ্তীচ্ছু) অথবা পরীক্ষানলোত্তীর্ণ অর্থ স্বতঃই প্রাপ্ত হওয়া যায়। * সায়ণও পরবর্ত্তী মন্ত্রের (একাদশ ঋকের) ভাষ্যে 'উশনে' পদে 'কাময়মানে' প্রতিবাক্য লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেও ঐ পদের মর্ম্ম-পরিগ্রহণ-পক্ষে আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার পর, মন্ত্রান্তর্গত কর্ত্তা কর্ম্ম ও ক্রিয়াপদ অনুসন্ধান করুন। তাহা হইলেই প্রকৃত অর্থ নিষ্কাশিত হইবে। "উশনা সহঃ তক্ষৎ"—এবংবিধ কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়ায় উশনাই শক্তি আকর্ষণ (আত্মশক্তিকে তীক্ষ্ণ) করিয়াছিলেন,—

* এই 'বশ' ধাতু হইতে উৎপন্ন 'উশিক' (উশিজ) ও 'ঔশিজ' পদের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে যে অর্থ (১ম—১৮সূ—১ঋকে) গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই ভাব পরিগ্রহণীয়।

এই অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'তে' সর্ব্বনাম-পদ 'সহঃ' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট মনে না করিয়া, 'সহসা' পদের সহিত উহার সম্বন্ধের বিষয় অনুসরণ করিলেই, প্রকৃত ভাব নিষ্কর্ষ হয়। তাহাতেই, প্রচলিত অর্থ সম্পূর্ণ উল্টাইয়া গিয়া, মন্ত্রার্থে আমাদিগের অর্থেরই সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। সাধুগণ—ভগবানের প্রাপ্তিকাম্মী জন—ভগবানের বলেই বলসম্পন্ন হন। "তক্ষত্তত্ত উশনা সহসা সহঃ"—অংশ, সেই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। তাহাতে, পরবর্ত্তী অংশে—"বি রোদসী মজ্মনা বাধতে শবঃ" প্রভৃতি পদে—কি ভাব প্রকাশ করে, আপনিই উপলব্ধ হয়। 'শবঃ' পদে এখানে আমরা 'মৃতপ্রায় বল বা শবতুল্য শক্তি' অর্থ গ্রহণ করি। পূর্ব্বেও (১ম—২৭সূ—৯ঋ) 'শবঃ' পদ এই প্রকার অর্থেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। যাঁহারা শবতুল্য অর্থাৎ যাঁহাদিগের কোনও কর্ম্মশক্তি নাই, ভগবানের অনুকম্পা পাইলে, ভগবচ্ছক্তির প্রভাবে তাঁহারা অসাধ্য-সাধনে সমর্থ হন, তাঁহাদিগের মহত্ত্বে যখন পৃথিবী ও স্বর্গ পরিপূর্ণ হয়। ইহাই ঐ অংশের অর্থ। এই অর্থেই ভাবসঙ্গতি লক্ষিত হইয়া থাকে।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। অশ্বজ্ঞাপক কোনও পদই উহার মধ্যে নাই। অথচ, ঘোটকের প্রসঙ্গ যে উত্থাপিত হয়, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! আছে মাত্রে—"মনোযুজঃ" পদ। * 'যুজঃ' আছে বলিয়াই রথ আনিতে হইবে, আর ঘোড়া আনিয়া তাহাতে যুড়িতে হইবে! মনে ঘোড়া যোতা থাকে না—যে ঘোড়া ভগবানকে বায়ুগতিতে বহন করিয়া আনে! মনে যদি সত্ত্বভাবের বিকাশ হয়, চিত্ত যদি শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ থাকে; তাহা হইলে তদ্দ্বারাই ভগবানকে আকর্ষণ করিয়া আনে। 'মনের ঘোড়া' বলিয়া মনে করিলে, শুদ্ধসত্ত্বভাবকেই ঘোড়া বলিয়া মনে করিতে হইবে। "শ্রবঃ" পদে

---

* এইরূপ "মনোযুজঃ" পদ পূর্ব্বেও আমরা পাইয়াছি (১ম—১৪সূ—৬ঋ)। সেখানে 'বহ্নয়ঃ' পদের বিশেষণ-রূপে 'মনোযুজঃ' পদ ব্যবহৃত আছে। তাহাতে 'বহ্নয়ঃ' পদে ঘোটক দাঁড়াইয়া গিয়াছে; এবং 'মনোযুজঃ' পদে 'ইঙ্গিত মাত্র রথে যুক্ত হয়—এমন ঘোড়ার' প্রসঙ্গ আসিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত যে কি মর্ম্মে কি পদ ব্যবহৃত, সেখানেই তাহা লক্ষ্য করুন। (মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত এই ঋগ্বেদ-সংহিতার ১৭০—১৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এখানে শ্রেয়ঃ-সাধক সেই সত্ত্বভাবকেই বুঝাইতেছে। "পূর্য্যমাণং ত্বা অভি আবহন্"—অংশের ভাব এই যে,—'সেই সত্ত্বভাব, পূর্ণস্বরূপ সর্ব্ব-শক্তিমান্ আপনাকে (ভগবানকে) আমাদিগের নিকটে আনয়ন করে।' মন্ত্রের এই 'অভি' পদে 'অস্মাকং আভিমুখ্যেন' অর্থই সঙ্গত হয়। অশ্বের (শ্রবঃ পদে অন্ন অর্থ ধরিয়া) অভিমুখে, ঘোটকের বাহিত রথে, তাঁহাকে টানিয়া লওয়ার কল্পনা—রূপক মাত্র। রথেও রূপকতা—অশ্বেও রূপকতা। বর্ণনা মনস্তত্ত্ব-মূলক। মন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে পূর্ণ হইলে, ভগবানকে বায়ুগতিতে তথায় আকর্ষণ করিয়া আনে। সেই তত্ত্বই এখানে পরিব্যক্ত আছে। এ পক্ষে মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনা এই যে,—'হে করুণাময়! আমার হৃদয়কে সত্ত্বভাবের আশ্রয়-স্থান করিয়া দেন; আর সেই হৃদয়ে ত্বরিতগতিতে আপনি আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন। মন্ত্রটীর প্রথম পাদে ভগবন্মহিমা এবং দ্বিতীয় পাদে তাঁহাকে প্রাপ্তির আকুল প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—৫১সূ—১০ঋ)॥

—— • ——

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। একাদশী ঋক্)।

মন্দিষ্ট যদুশনে কাব্যে সচাঁ ইন্দ্রো বঙ্কূ

বঙ্কুতরাধি তিষ্ঠতি।

উগ্রো যযিং নিরপঃ স্রোতসাসৃজদ্বি শুষ্ণস্য

দৃংহিতা ঐরয়ৎ পুরঃ॥ ১১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মন্দিষ্ট। যৎ। উশনে। কাব্যে। সচাঁ। ইন্দ্রঃ। বঙ্কূ ইতি।

বঙ্কুঽতরা। অধি। তিষ্ঠতি।

উগ্রঃ। যযিং। নিঃ। অপঃ। স্রোতসা। অসৃজৎ। বি। শুষ্ণস্য।

দৃংহিতাঃ। ঐরয়ৎ। পুরঃ॥ ১১

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'কাব্যে' (কাব্যেন, স্তোত্রমন্ত্রেণ) 'মন্দিষ্ট' (স্তুতোঽভূৎ), তদা 'উশনে' (ভগবদ্‌কামনাপরায়ণায় স্তোত্রমন্ত্রোচ্চারণকারিণে সাধকায়, সমাশ্রিতেন সাধকেন ইতি যাবৎ) 'সচাঁ' (সহ, সম্মিলিতো ভূত্বা) 'অধি তিষ্ঠতি' (অবস্থিতো ভবতি); 'বঙ্কূ' (কুটিলমার্গাবলম্বিনৌ, রজস্তমাশ্রয়ভূতৌ) 'বঙ্কুতরা' (বক্রতরৌ গতিশীলৌ, রজস্তমোপাসকৌ) ভবতঃ—স্বভাবতঃ ইতি শেষঃ; কিন্তু 'উগ্রঃ' (তয়োঃ বিমর্দ্দকঃ অতঃ উগ্রঃ স ভগবান্) 'যযিং' (অসন্মার্গগমনশীলং, রজস্তমসাভিভূতং জনং—অভিলক্ষ্য ইতি যাবৎ) 'স্রোতসা' (প্রবাহরূপেণ, করুণয়া ইতি ভাবঃ) 'অপঃ' (স্নেহার্দ্রভাবানি, শুদ্ধসত্ত্বানি) 'নিঃ অসৃজৎ' (নিরন্তরং প্রবাহয়তি); তথা 'শুষ্ণস্য' (সদ্ভাবশোষকস্য অসদ্ভাবপোষকস্য শত্রোঃ) 'দৃংহিতাঃ' (সুদৃঢ়াণি) 'পুরঃ' (আবাসস্থানানি, কুকর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) বি ঐরয়ৎ' (বিশেষেণ বিদারিতবান্, বিচ্ছিন্নং করোতি)। 'ভগবান্ যদ্যপি সদা সত্ত্বসহযুতো ভবতি, তথাপি রজস্তমসাভিভূতস্য জনস্য উদ্ধারায় নিরন্তরং করুণাধারাং বর্ষয়তি'—ইতি ভাবঃ। (১ম—৫১সূ—১১ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

যখন ভগবান্ ইন্দ্রদেব স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা সম্পূজিত হয়েন, তখন তিনি স্তোত্রমন্ত্রোচ্চারণকারী ভগবৎকামনাপরায়ণ সাধকের সহিত সম্মিলিত হইয়া অবস্থিত থাকেন; রজস্তমসাশ্রয়ভূত কুটিলমার্গাবলম্বিগণ স্বভাবতঃ রজস্তমের উপাসক সুতরাং বক্রতর-গতিশীল থাকে; কিন্তু তাহাদিগের বিমর্দ্দক (সুতরাং উগ্র) সেই ভগবান্, অসন্মার্গগমনশীল

(রজস্তমে অভিভূত) জনকে লক্ষ্য করিয়া, প্রবাহরূপে (করুণায়) শুদ্ধ-সত্ত্বাদি স্নেহার্দ্র ভাবসমূহকে নিরন্তর প্রবাহিত করেন, আর সদ্ভাবশোষক অসদ্ভাবপোষক শত্রুর সুদৃঢ় আবাসস্থানকে (কুকর্ম্মাদিকে) বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। (ভাব এই যে,—'ভগবান্ যদিও সদা সত্ত্বসহযুত হয়েন, তথাপি রজস্তমাভিভূত জনের উদ্ধারার্থ নিরন্তর তিনি করুণাধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন)॥ (১ম—৫১সূ—১১ঋ)॥

* . *

সায়ণ ভাষ্যং।

যং যদেন্দ্র উশনে কাময়মানে কাব্যে সচা সহ মন্দিষ্ট। স্তুতোঽভূৎ। তদানীং বঙ্কূ বঙ্কুতরাতিশয়েন কুটিলং গচ্ছন্তাবশ্বাবধিতিষ্ঠতি। রথে সংযোজ্য তমারোহতীত্যর্থঃ। যদ্বা বঙ্কুতরাতিশয়েন বক্রং গচ্ছতি রথে বঙ্কু বক্রগমনশীলাবশ্বৌ সংযোজয়তি যোজনীয়ং। উগ্র উদ্গূর্ণস্তাদৃশ ইন্দ্রো যযিং গমনযুক্তান্মেঘাৎ স্রোতসা প্রবাহরূপেণাপো নিরসৃজৎ। জলানি নিরগময়ৎ। তথা শুষ্ণস্য সর্ব্বস্য শোষয়িতুরসুরস্য দৃংহিতাঃ প্রবৃদ্ধাঃ পুরো নগরাণি নিবাসস্থানানি ব্যৈরয়ৎ। বিবিধং প্রেরিতবান॥

মন্দিষ্ট। মদি স্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু। লুঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। উশনে। বশেঃ পরে ঔণাদিকঃ কুপ্রত্যয়ঃ। গ্রহিজ্যাদিনা সম্প্রসারণং। যোরনাদেশঃ। সচা। ষচ সমবায়ে। সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। আঙ্যাজয়ারাং চোপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরাঙাদেশঃ। সংহিতায়াং আঙোঽনুনাসিকশ্ছন্দসীতি তস্য সানুনাসিকত্বং। বঙ্কূ। বঙ্কু গতৌ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যখন ইন্দ্র উশনার অর্থাৎ কাময়মান সেই কবির সহিত (দ্বারা) স্তুতিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি অতিশয় কুটিলগতি অশ্বদ্বয়ে অবস্থিত ছিলেন, অর্থাৎ রথে সংযোজন করিয়া তদুপরি আরোহণ করিয়াছিলেন। অথবা, অতিশয় বক্রগামী রথে বক্রগমনশীল অশ্বদ্বয়কে সংযোজিত করিয়াছিলেন। উগ্র ইন্দ্র গমনশীল মেঘ হইতে প্রবাহরূপে বারি-নিঃসারণ করিয়াছিলেন। অপিচ, শুষ্ণের অর্থাৎ শোষক অসুরের নিবাসস্থানসমূহকে বিবিধরূপে উত্তম করিয়াছিলেন; অথবা, অসুরদিগকে তাহাদের আবাসস্থান হইতে বিভিন্ন দিকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

মন্দিষ্ট। স্তুতি মোদ মদ স্বপ্ন কান্তি ও গতি অর্থ-বোধক মদি (মদ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লুঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙযোগেঽপি' নিয়মে অটের অভাব হইয়াছে। উশনে। ঔণাদিক বশ ধাতুর উত্তর কু-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। গ্রহিজ্যাদি নিয়মে সম্প্রসারণ। 'যোরনাদেশ' নিয়মে অন্ আদেশ হইয়াছে। সচা। সমবায়ার্থক ষচ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সম্পদাদি-লক্ষণ-হেতু ভাবে ক্বিপ্ প্রত্যয়। 'আঙ্যাজয়ারাং চোপসংখ্যানং' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির উত্তর আঙ আদেশ হইয়াছে। সংহিতাতে ছান্দস-হেতু আঙের অনুনাসিকত্ব হয়। সেই হেতু নিয়মে আনুনাসিক প্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্কূ। গত্যর্থ বঙ্কু হইতে ঐ পদ হইতে নিষ্পন্ন। ঔণাদিক

ঔণাদিক উপ্রত্যয়ঃ। বহুলবচনাৎ কুত্বং। বঙ্কুতরা। অতিশয়েন বঙ্কু বঙ্কুতরা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। অত্র গতিসামান্যবাচিনা গতিবিশেষো লক্ষ্যতে। যযিং। যা প্রাপণে। আদৃগমহনজন ইতি কিপ্রত্যয়ঃ॥ লিড্‌বদ্ভাবাৎ দ্বির্বচনত্বুগভাবে। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। সুপাং সুপো ভবন্তীতি পঞ্চম্যা অমাদেশঃ। দৃংহিতা। দৃহি বৃদ্ধৌ। ইদিতোনুম্। ঐরয়ৎ। ঈর প্রেরণে। চৌরাদিকঃ। লঙ্যাডাগমঃ। আটশ্চেতি বৃদ্ধি॥ ১১॥

একাদশ (৬০৯) ঋকের বিশদার্থ।

——§:•○•:§——

বড়ই সমস্যামূলক এই মন্ত্র। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সে সমস্যা যেন অধিকতর বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়াছে। প্রথমে প্রচলিত অর্থের আভাষ লউন; তার পর, আমরা কি সূত্রে কি অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন।

ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, একের সহিত অন্যের সংশ্রবশূন্য, চারিটি বিষয় প্রখ্যাত দেখি। আমরা যেমন (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন) মন্ত্রটীকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি; অপরাপর ব্যাখ্যাতেও সেই তিন ভাগেই মন্ত্রটি বিভক্ত বটে, কিন্তু চতুর্ব্বিধ বিপরীত ভাব তাহাতে পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে, মন্ত্রের প্রথম অংশের—"মন্দিষ্ট যদুশনে কাব্যে সচাঁ ইন্দ্রঃ" পর্য্যন্ত অংশের—অর্থ লিখিত হইয়াছে,—"যে কালে ইন্দ্র ভার্গব ঋষির দ্বারা স্তুত হইয়াছিলেন।" তার পর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের—"বঙ্কু বঙ্কুতরাধি তিষ্ঠতি" অংশের—অর্থ নিষ্কাশন করা হইয়াছে,—"সেই

উ প্রত্যয় হইয়াছে। বহুলবচন-হেতু কুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্কুতরা। অতিশয় বঙ্কু বা বক্র—এতদর্থে বঙ্কুতরা পদ নিষ্পন্ন। 'সুপাং সুলুক' এই নিয়মে বিভক্তি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এস্থলে সামান্য গতিবাচক পদে বিশেষ গতি লক্ষিত হইয়াছে। যযিং। প্রাপণার্থক যা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'আদৃগমহনজন' ইত্যাদি নিয়মে কি-প্রত্যয় হইয়াছে। 'লিড্‌বদ্ভাবাৎ' নিয়মে ক্রমতাপ্রাপ্ত হওয়ায় দ্বিবচন হইয়াছে। 'আতো লোপ ইটি চেৎ' ;নিয়মে আকারের লোপ হইয়া প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'সুপাং সুপো ভবন্তি'—এই নিয়মে পঞ্চমী বিভক্তিতে অমাদেশ লক্ষিত হয়। 'দৃংহিতা'। বৃদ্ধার্থক 'দৃহি' হইতে নিষ্পন্ন। 'ইদিতোনুম্'—এই নিয়মে 'নুম্' হইয়াছে। ঐরয়ৎ। ঈর ধাতু প্রেরণার্থক। চুরাদিগণীয়-হেতু কঃ প্রত্যয়; এবং লঙ-হেতু আটের আগম হইয়াছে। 'আটশ্চ' নিয়মে তাহার বৃদ্ধি হইয়াছে। (১ম—৫১স্—১১ঋ)॥

কালে অতিশয় কুটিলগামী অশ্বদ্বয়কে যোজিত করিয়া তিনি রথে আরোহণ করিয়াছিলেন।" মন্ত্রের তৃতীয় অংশ—"উগ্রো যযিং নিরপঃ স্রোতসাসৃজৎ"। ইহার অর্থে প্রকাশ,—"উগ্রস্বভাব ইন্দ্র গমনশীল মেঘ হইতে প্রবাহ-রূপে জল নিঃসারণ করিয়াছিলেন।" মন্ত্রের শেষ অংশ,—"বি শুষ্ণস্য দৃংহিতা ঐরয়ৎ পুরঃ।" উহার অর্থ,—"এবং শুষ্ণ অসুরের বৃহৎ নগরসকল বিদারিত করিয়াছিলেন।"

এই তো মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ! বেশ লক্ষ্য করিবেন,—কোনও কথার সহিত কোনও কথার সংশ্রব নাই। একবার ঋষি, একবার কুটিলগতি অশ্বদ্বয়, একবার মেঘ হইতে জল-নিঃসারণ, একবার শুষ্ণ অসুরের নগর ধ্বংসীকরণ। তার পর, আরও লক্ষ্য করিবেন,—পূর্ব্ব ঋকে (প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেই) বলা হইয়াছিল,—উশনার বলে ইন্দ্র বলসম্পন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু এখানে আবার বলা হইল,—উশনা (ভার্গব) ইন্দ্রের স্তুতি করেন। পূর্ব্বাপর কোনটীর সহিত কোনটীর ঐক্য নাই। এই কি বেদের অর্থ? এ প্রকার অসঙ্গত বিচ্ছিন্ন অর্থ আমরা কদাচ গ্রহণ করিতে পারি না।

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, যথাপর্য্যায় তাহার সঙ্গতি-রক্ষা-বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। স্তোত্রমন্ত্রের সহিত যে ভগবানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তিনি যে মন্ত্রের মধ্যে ওতঃপ্রোত বিদ্যমান্ আছেন, শাস্ত্রানুসারী সাধুগণ তাহা বুঝিয়া থাকেন। সাধু মহাজনগণের উপদেশে এবং শ্রুতিবাক্যে তাহা সপ্রমাণ হয়। "যৎ" হইতে "অধি তিষ্ঠতি" পর্য্যন্ত অংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দেখুন) ঐ নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকটিত। ব্যাখ্যার অনুসরণেই ভাবসঙ্গতি উপলব্ধ হইবে।

মন্ত্রের মধ্যে কঠিন সমস্যামূলক পদদ্বয়—"বঙ্কূ বঙ্কুতরা।" সহসা ঐ দুই পদের কোনও অর্থ পরিগ্রহণ করা যায় না। পদদ্বয় দ্বিবচনান্ত স্বীকার করিয়া, ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ দুইটী ঘোটকের সংশ্রব টানিয়া আনিয়াছেন। পূর্ব্বাপর মনোমধ্যে একটা রথের কল্পনা আছে। সুতরাং রথকে টানিবার জন্য দুইটী ঘোটকেরও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে (পূর্ব্ব ঋকেই) সে ঘোড়া ছিল—"মনোযুজঃ"। এখন হইয়া পড়িল—'বঙ্কূ বঙ্কুতরা।' ঘোটক অর্থ আনিতে হইবে

বলিয়াই যেন ঘোটকেরও প্রকৃতি বদল হইয়া গেল। যাউক—রহস্যের কথা। এখন, আমরা ঐ দুই পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই কথা কহিতেছি। আমরা বলি, সত্ত্বরজস্তমঃ তিন ভাবের কার্য্যাকার্য্য বা ফলাফল-প্রাপ্তির বিষয় এই মন্ত্রে নিগূঢ় ভাবে নিবিষ্ট আছে। মন্ত্রে প্রথমে সত্ত্বভাবের—সত্ত্বভাবাপন্ন সাধকের বিষয় বলা হইল। তার পর এখন, রজঃ ও তমঃ এই দুই ভাবের বা অবস্থার বিষয় বলা হইতেছে। যত কিছু বক্রভাব—অপকর্ম্ম বা কৌটিল্য, ঐ দুইয়ের (রজস্তমের) মধ্যেই বিদ্যমান্ আছে। বক্র ঐ দুই ভাব, বক্রতর পন্থাই অবলম্বন করিয়া থাকে। এখানে সেই তত্ত্বই প্রখ্যাত। পদ দুইটীকে দ্বিবচনান্ত ধরিয়া ব্যাখ্যা করার তাৎপর্য্যও এই যে, ঐ দুই ভাবের (রজস্তমের) বিষয়ই মন্ত্রের অংশে বিবৃত হইয়াছে।

এক্ষণে মন্ত্রের শেষাংশের (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় "উগ্রঃ" হইতে "নিঃ অসৃজৎ" এবং "শুষ্ণস্য" হইতে "বি ঐরয়ৎ" অংশের) প্রতি লক্ষ্য করুন। তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, মন্ত্রের পূর্ব্বাপর সকল অংশই কিরূপ এক সূত্রে সংগ্রথিত—কিরূপ এক স্বরে বিগঠিত—কিরূপ অভিন্ন সুরতানলয়ে বিধ্বনিত। ঐ অংশের ভাব এই যে,—'ভগবান এমনই করুণাময় যে. সেই রজস্তমসাভিভূত কুটিলমার্গগামী জনের প্রতিও তাঁহার করুণার বিরাম নাই। শুদ্ধসত্ত্বভাবের ধারা, তাঁহার করুণা-প্রভাবে সকলেরই প্রতি প্রবাহিত হইয়াছে। অতি-বড় পাপীর হৃদয়েও অনুতাপের যে তপ্তশ্বাস উত্থিত হয়, সে হৃদয়ও যে সময় সময় অনুশোচনার আবেগে আর্দ্র হইয়া পড়ে, সকলই তাঁহার করুণা। অতি পাপকর্ম্মকারীর কঠোর হৃদয়েও তিনি স্নেহসত্ত্বভাবের সঞ্চার করিয়া দেন। তাহাতে, কত পাপী যে উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে, কে নির্দ্ধারণ করিতে পারে? ফলতঃ, সকলই সেই ভগবানেরই করুণা। তিনি সাধুর হৃদয়েই সতত বিরাজমান্ বটেন; কুটিল-পন্থীরা কুটিল পথের সন্ধানেই ফিরিতেছে সত্য; কিন্তু করুণাময় তিনি, সকলকেই সুপথে আকর্ষণ করিতেছেন। ইহাই এই মন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বকথা। (১ম—৫১সূ—১১ঋ)॥

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্)।

আ স্মা রথং বৃষপাণেষু তিষ্ঠসি শার্যাতস্য

প্রভৃতা যেষু মন্দসে।

ইন্দ্র যথা সুতসোমেষু চাকনোঽনর্ব্বাণং

শ্লোকমা রোহসে দিবি॥ ১২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। স্ম। রথং। বৃষঽপানেষু। তিষ্ঠসি। শার্যাতস্য।

প্রঽভৃতাঃ। যেষু। মন্দসে।

ইন্দ্র। যথা। সুতঽসোমেষু। চাকনঃ। অনর্ব্বাণং।

শ্লোকং। আ রোহসে। দিবি॥ ১২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব)! 'যেষু' (অলৌকিকেষু পবিত্রকর্ম্মসু, শুদ্ধসত্ত্বেষু) স্বং 'প্রভৃতা' (মহত্তা, অতিশয়েন) 'মন্দসে' (হর্ষং প্রাপ্নোষি), 'শার্যাতস্য' (অহিংসাপরায়ণস্য, সর্ব্বেষাং মঙ্গলাভিলাষিণঃ, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানস্য শার্যাতনাম্নো রাজর্ষেঃ) 'বৃষ-পাণেষু' (শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রহণেষু, তদীয়যজ্ঞাদিকর্ম্মনিমিত্তেষু) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'রথং' (হৃদয়রূপং, হৃদি ইতি যাবৎ) 'স্মা' (আমন্ত্রণ লক্ষ, যদ্বা—পাদপূরণে) 'তিষ্ঠসি' (বর্ত্তসে) স্বং 'যথা' (যাদৃশেন) 'সুতসোমেষু' (শুদ্ধসত্ত্বেষু) 'চাকন' (কাময়সে, প্রকাশমানো ভবসি)

'দিবি' (দ্যুলোকে, সত্ত্বভাবনিলয়ে হৃদয়ে—অবস্থিতিপূর্ব্বকমিতি যাবৎ) 'অনর্বাণং' (অচঞ্চলং, নিত্যং) 'শ্লোকং' (স্তোত্রমন্ত্রং) তথা 'আ রোহসে' (প্রাপ্নোষি, হৃদি বিরাজিতঃ সন্ নিত্য-স্বরূপং স্তোত্রমন্ত্রং লভসি ইতি ভাবঃ)॥ 'যত্র সত্ত্বভাবো বিদ্যতে, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ ভবতি, তত্রৈব ভগবান্ তিষ্ঠতি'—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৫১সূ—১২ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে অলৌকিক পবিত্র-কর্ম্মে (শুদ্ধসত্ত্বভাবে) আপনি অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন; অহিংসাপরায়ণ সংসারের মঙ্গল-কামী জনের (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ শার্য্যাত মহর্ষির) তাদৃশ শুদ্ধসত্ত্বভাব গ্রহণে, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার হৃদয়-রূপ রথে আপনি আনন্দ-সহ অবস্থিতি করেন; আপনি যে প্রকারে শুদ্ধসত্ত্বভাবের কামনা করিয়া থাকেন (অথবা সত্ত্বভাবের মধ্যে প্রকাশমান হয়েন) স্বর্গে বা সত্ত্বভাব-নিলয় সাধকের হৃদয়ে (অবস্থিতি-পূর্ব্বক) অচঞ্চল নিত্য স্তোত্রমন্ত্রকে সেই প্রকারেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—'যেখানেই সত্ত্বভাব, যেখানেই সৎকর্ম্মানুষ্ঠান, ভগবান্ সেখানেই বিদ্যমান্ আছেন।')॥ (১ম—৫১সূ—১২ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্র কৌশিতকিন ইতিহাসমাচক্ষতে। শার্যাতনাম্নো রাজর্ষের্যজ্ঞে ভৃগুগোত্রোৎপন্নশ্চ্যবনো মহর্ষিরাশ্বিনং গ্রহমগৃহ্ণাৎ। ইন্দ্রস্তং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধোঽভূৎ। তমিন্দ্রমনুনীয় পুনঃ সোমং তস্মৈ প্রাদাদিতি। অয়মর্থোঽস্যাং প্রতিপাদ্যতে॥ হে ইন্দ্র ত্বং বৃষপানেষু। বৃষ্ণঃ সেচনসমর্থস্য সোমস্যপানানি বৃষপাণানি। তেষু নিমিত্তভূতেষু রথমাতিষ্ঠসি স্ম। ত্বমেব রথমারুহ্য গচ্ছসি। ন ত্বন্যঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তয়িতেতি ভাবঃ। এবঞ্চ সতি যেষু সোমেষু ত্বং মন্দসে। হর্ষং প্রাপ্নোসি। তাদৃশাঃ সোমাঃ শার্য্যাতস্যৈতন্নাম্নো রাজর্ষেঃ সম্বন্ধিনঃ প্রভৃতাঃ। প্রকর্ষেণ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

কৌশিতকি-শাখ্যধ্যায়িগণ বলেন,—এ মন্ত্রের সহিত একটী ইতিহাস বা উপাখ্যান বিজড়িত আছে। সে উপাখ্যান; যথা,—শর্য্যাত নামক রাজর্ষির যজ্ঞে ভৃগু-গোত্রোৎপন্ন মহর্ষি চ্যবন আশ্বিন-গ্রহ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হন। তখন ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে পুনরায় সোম প্রদান করা হয়। ইহাতে এই মন্ত্রের অর্থ প্রতিপাদিত হয়,—হে ইন্দ্র! আপনি সেচন-সমর্থ সোমপানের নিমিত্ত তন্নিমিত্তভূত তিন রথে আরোহণ করিয়া গমন করেন। এইরূপ হওয়ায়, যে সকল সোমে আপনি হর্ষ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ সোম শার্য্যাত নামক রাজর্ষি কর্ত্তৃক প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদিত অর্থাৎ

বিভাঃ। অভিষবাদি সংস্কারৈঃ সংস্কৃতা ইত্যর্থঃ। অতঃ সুতসোমেষ্বভিযুতসোমযুক্তেষু যজ্ঞীয়েষু যজ্ঞেষু যথা চাকন। যথা কাময়সে। এবমস্যাপি শার্য্যাতস্য সোমান্ কাময়স্ব। তথা সতি দিবি দ্যুলোকেঽনর্ব্বাণং গমনরহিতং স্থিরং শ্লোকং স্তোত্রলক্ষণং বচো যশো বারোহসে। প্রাপ্নোষি। যদ্বা। ইমং যজমানং দিবি দ্যুলোক উক্তলক্ষণং যশঃ প্রাপয়সি ॥

স্ব। নিপাতস্য চেতি দীর্ঘত্বং। বৃষপাণেষু। পা পানে। ভাবে ল্যুট্। বা ভাবকরণয়োঃ। পাং ৮।৪।১০। ইতি পূর্ব্বপদস্থান্নিমিত্তাদুত্তরস্য পানশব্দনকরস্য ণত্বং। প্রভৃতাঃ। ভৃঞ্ ভরণে। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। গতিরনন্তরং ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। মন্দসে। মদি স্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। চাকনঃ। কনী দীপ্তিকান্তিগতিষু। অত্র কান্ত্যর্থঃ। কান্তিশ্চাভিলাষঃ। লেটি সিপ্যডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। তুজাদিত্বাদভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তইত্যভ্যস্তস্যাদ্যুদাত্তত্বাভাবে ধাতোরিতি ধাত্বন্তস্যোদাত্তত্বং। অনর্ব্বাণং। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি দৃশিগ্রহণাদ্ভাবে বনিপ্। নঞো বহুব্রীহাবন্মার্ব্বণস্ত্রসাবনঞ ইতি পর্য্যুদাসাত্তৃ আদেশাভাবে সর্ব্বনামস্থানে চেত্যুপধাদীর্ঘত্বং। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। শ্লোকং। শ্লোকৃ সংঘাতে। শ্লোক্যত ইতি শ্লোকঃ। কর্ম্মণি ঘঞ্। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। রোহসে। রুহের্ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং ॥ ১২ ॥

অভিষবাদি সংস্কার দ্বারা সুসংস্কৃত হইয়াছিল। অতএব, অভিযুত সোমযুক্ত অস্মদীয় যজ্ঞে আপনি যেমন সোম কামনা করিয়া থাকেন, শার্য্যাত রাজর্ষির সোমও আপনি সেইরূপে কামনা করুন। তাহা হইলে, দ্যুলোকে গমনরহিত স্থির স্তোত্রলক্ষণযুক্ত যশঃ প্রাপ্ত হয়েন; অথবা এই যজমানকে দ্যুলোকের উক্ত লক্ষণযুক্ত যশঃ আপনি প্রাপ্ত করান।

স্ব। নিপাত-হেতু দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃষপাণেষু। পা-ধাতু পানার্থজ্ঞাপক। ভাবে ল্যুট। 'বা ভাব করণয়ো' (৮।৪।১০) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদ-হেতু নিমিত্ত জন্য উত্তর পদের পান-শব্দের ন-কার ণত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রভৃতাঃ। ভরণার্থক ভৃঞ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কর্ম্মণিবাচ্যে তদুত্তর নিষ্ঠা-প্রত্যয়। 'গতিরনন্তরঃ'—এই নিয়মে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। মন্দসে। স্তুতি মোদ মদ স্বপ্ন কান্তি-গতি প্রভৃতি অর্থও জ্ঞাপক মদি (মদ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অদুপদেশ-হেতু লসার্ব্বধাতুক অনুদাত্তত্ব-প্রাপ্তিতে ধাতুস্বর হইয়াছে। চাকনঃ। দীপ্তি কান্তি ও গতি অর্থমূলক কনী (কন্) হইতে নিষ্পন্ন। এখানে উহা কান্তি অর্থে প্রযুক্ত। কান্তি শব্দে অভিলাষও বুঝায়। লেট বিভক্তি-হেতু সিপের অট আগম হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়ম-প্রযুক্ত শপ স্থানে শ্লু আদেশ। তুজাদিত্ব-হেতু বলিয়া অভ্যাসের দীর্ঘ হইয়াছে। 'সর্ব্বেবিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' এই নিয়মে অভ্যস্তের উদাত্তত্বের অভাব-হেতু 'ধাতোঃ' ইত্যাদি বিধানানুসারে ধাতুর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অনর্ব্বাণং। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' সূত্রানুসারে 'দৃশিগ্রহণাৎ' নিয়মে অর্তি পদের উত্তর ভাবে বণিপ্ প্রত্যয় হয়। 'নঞো বহুব্রীহাবন্মার্ব্বণস্ত্রসাবনঞ' ইত্যাদি নিয়মে পর্য্যুদাসের উত্তর তৃ আদেশ হয় নাই; সেই হেতু 'সর্ব্বনামস্থানে চ' নিয়মে উপধার দীর্ঘ হইয়াছে। 'নঞ্সুভ্যাং' নিয়মে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শ্লোকং। সংঘাতার্থক শ্লোকৃ হইতে নিষ্পন্ন। 'শ্লোক্যতে' এই অর্থে শ্লোক পদ নিষ্পন্ন। কর্ম্মণিবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় এবং ঞিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্ত। রোহসে। রুহ্ ধাতু ব্যত্যয়ে আত্মনেপদ হইয়াছে ॥ ১২ ॥

দ্বাদশ (৬১০) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকের অন্তর্গত 'শার্য্যাতস্য' পদ উপলক্ষে, নানা উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়া থাকে,—নানা গবেষণা প্রকাশ পায়। বহু পৌরাণিক বিবরণের সহিত উহার সম্বন্ধ সূত্রিত দেখি।

ঋকে 'শার্য্যাতস্য' পদ আছে। পুরাণে দেখিতে পাই, বৈবস্বত মনুর চতুর্থ পুত্র 'শর্য্যাতি' নামে প্রখ্যাত। ব্রাহ্মণে মনুবংশীয় রাজাবিশেষ বলিয়া 'শার্য্যাত' নামের উল্লেখ আছে। সায়ণ-ভাষ্যে শার্য্যাতকে ভৃগুবংশীয় ঋষি বলা হইয়াছে। প্রকাশ এই যে,—মহর্ষি চ্যবন ঐই শার্য্যাত রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই বিবাহের যজ্ঞে, ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যজ্ঞে দেবগণকে যে হবিঃ (সোমরস) প্রদান করা হয়, তাহা হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশ চ্যবন ঋষি স্বয়ং গ্রহণ (গলাধঃ) করেন। তাহাতে, অশ্বিদ্বয় হবিঃ (সোমরস) প্রাপ্ত না হওয়ায়, ইন্দ্র বড়ই ক্রুদ্ধ হন; যজ্ঞ পণ্ড হইবার উপক্রম হয়। তখন চ্যবন ঋষি পুনরায় হবিঃ (সোমরস) প্রস্তুত করেন; এবং অনেক মিনতি করিয়া ইন্দ্রের কোপ নিবারণে সমর্থ হন। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে সংক্ষেপে এবং পদ্মপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে একটু বিস্তৃতভাবে এই উপাখ্যান পরিবর্ণিত আছে।

এখানে এই মন্ত্রের সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে,—এই মন্ত্রটী যেন সেই সময়ের প্রার্থনামূলক, ঋষি যেন সেই সময়ে এই মন্ত্রটি গ্রথিত করিয়া ইন্দ্রের তুষ্টি সম্পাদন করেন। এতদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার দুইটী অর্থ (মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র! তুমি সোমপানার্থ রথে আরোহণ করিয়া গমন কর। যে সোমে তুমি হৃষ্ট হও, শার্য্যাত সেই সোম প্রস্তুত করিয়াছেন; অতএব অন্য যজ্ঞে তুমি যেরূপ অভিযুত সোম কামনা কর, (সেইরূপ শার্য্যাতের সোমও কামনা কর), তাহা হইলে দিব্য লোকে অবিচল যশ প্রাপ্ত হইবে।"

(২) "হে ইন্দ্র আপনি সোমপানের নিমিত্ত রথে আরোহণ করিয়া থাকেন; শার্য্যাত রাজর্ষির সংস্কৃত সোমপান করিয়া আপনি হর্ষযুক্ত হউন। যদ্রূপ আপনি সুতসোম যজ্ঞকে কামনা করেন, তদ্রূপ আপনি আমাদিগের দ্যুলোকের উত্থিত স্থির স্তুতিসকল চিরকাল প্রাপ্ত হয়েন।"

কেবল এই অর্থ কেন, এক শ্রেণীর বিধর্ম্মী প্রত্নতাত্ত্বিক যে প্রমাণ করিবার প্রয়াস পান—আর্য্যগণ গো-খাদক ছিলেন, এই মন্ত্রের 'বৃষপাণেষু' পদ হইতে তাঁহারা সে প্রমাণও 'কুরিয়া' বাহির করিতে পারেন। যাউক; সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। এখন মন্ত্রার্থ আমরা যেভাবে গ্রহণ করিলাম, এক একটী পদের তাৎপর্য্যানুধাবনে তাহার উপযোগিতার বিষয় বিচার করিয়া দেখুন।

প্রথম—'যেষু' পদ। ঐ পদে শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিতেছে এবং তাহাকে নির্দ্দিষ্টরূপে নির্দ্দেশের ভাব আসিতেছে। অর্থাৎ, লোকাতীত পরম পবিত্র যে সত্ত্বভাব, 'যেষু' পদের তাহাই লক্ষ্য। দেবতার বা ভগবানের হর্ষ কি প্রকারে সঞ্জাত হয়? আনন্দময়ের আনন্দ-নিলয়—সে কোথায়? সে সেই পরম পবিত্র শুদ্ধসত্ত্বভাব নহে কি? "ইন্দ্র যেষু প্রভৃতা মন্দসে"—এই পদ-চতুষ্টয় ঐ অর্থই প্রকাশ করিতেছে। তার পর লক্ষ্য করুন—"শার্য্যাতস্য বৃষপাণেষু আ রথং স্মা তিষ্ঠসি" অংশের সহিত উহার কেমন সম্বন্ধ-সূত্র রহিয়াছে। যাঁহারা অহিংসা-পরায়ণ, যাঁহারা সংসারের সকলের মঙ্গলকামী, যাঁহারা 'বসুধৈব'কুটুম্বকং' জ্ঞানে সর্ব্বজীবে সমভাবে সেবা-নিরত, সংক্ষেপতঃ যাঁহারা সর্ব্বত্র ভগবানের বিদ্যমানতা প্রত্যক্ষ করিয়া সমদর্শিতা-সম্পন্ন; তাঁহাদিগের যে হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বভাব, তাহার মধ্যে ভগবান্ নিত্য বিরাজমান্ আছেন;—সে আনন্দের সাগরে আনন্দময় চিরকাল মিশিয়া রহিয়াছেন। যে অলৌকিক চিরপবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহার আশ্রয়স্থান, সমদর্শী সাধকের হৃদয়ও তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবেই পরিপূর্ণ; সুতরাং সেখানে ভগবানের নিত্য বিদ্যমানতা স্বতঃসিদ্ধ। "শার্য্যাতস্য" হইতে "তিষ্ঠসি" পর্য্যন্ত অংশে এই স্বতঃসিদ্ধ নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রকটিত দেখি। 'শার্য্যাতস্য' পদে মহর্ষি অর্থ পরিগ্রহণ করিলেও, সে পক্ষেও এইরূপ ভাবই অধিগত হয়। কেন-না, আত্মদর্শী জনই ঋষিপদবাচ্য। আত্মদর্শী শার্য্যাত কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ রহিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য অফুরন্ত।

অতঃপর মন্ত্রের প্রথম অংশের সহিত শেষাংশের ("যথা" হইতে "আ রোহসে" পর্য্যন্ত অংশের) সঙ্গতির বিষয় লক্ষ্য করুন। প্রথমাংশের অর্থ হৃদ্গম্য হইলে, এ অংশের মর্ম্ম স্বতঃই উপলব্ধ হইতে পারে।

এ অংশের "দিবি" পদটীর মর্ম্ম অনুভূত হইলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসে। 'দিবি' পদে স্বর্গ বুঝায়। তাহা হইতে স্বর্গোপম হৃদয় অর্থ আসে। বহুত্র আমরা এই অর্থের সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। ফলতঃ, ঐ পদে সত্ত্বভাবের আধার হৃদয়কেই বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইলেই, অর্থ যে কেমন সুগম হইয়া আসে, সহজেই বুঝা যাইবে। যে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত ভগবানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, যাহার মধ্যে তিনি ওতঃ-প্রোতঃ বিদ্যমান্ থাকেন; সাধুজনের যে বিমল অন্তর—স্বর্গতুল্য যে সত্ত্বভাবের আশ্রয়-স্থল, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই চিরবিরাজমান্ থাকিবেন। এই স্বতঃসিদ্ধ বাণীই এখানে বিঘোষিত রহিয়াছে। এইরূপে সমগ্র মন্ত্রের ভাব হয়,—'সত্ত্বের মধ্যে ভগবান্ নিত্য বিরাজমান্ আছেন। মানুষ। তোমরা সত্ত্বভাবাপন্ন হও। ভগবান তোমাদিগের হৃদয় আলো করিয়া উদ্ভাসিত হইবেন।' (১ম—৫১সূ—১২ঋ)।

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

অদদা অর্ভাং মহতে বচস্যবে কক্ষীবতে

বৃচয়ামিন্দ্র সুন্বতে।

মেনাভবো বৃষণশ্বস্য সুক্রতো বিশ্বেত্তা

তে সবনেষু প্রবাচ্যা॥ ১৩॥

• •

পদ-বিশ্লেষণং।

অদদাঃ। অর্ভাং। মহতে। বচস্যবে। কক্ষীবতে।

বৃচয়াং। ইন্দ্র। সুন্বতে॥

মেনা। অভবঃ। বৃষণশ্বস্য। সুক্রতো ইতি সুহক্রতো। বিশ্বা। ইৎ। তা।

তে। সবনেষু। প্রহবাচ্যা॥ ১৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব)! 'মহতে' (প্রকৃষ্টায়) 'বচস্যবে' (স্তুতিপরায়ণায়) 'সুন্বতে' (সুকর্ম্মকারিণে) 'কক্ষীবতে' (পাপাত্মনে) 'অর্ভাং' (ক্রমোন্নতিসাধিকাং) 'বৃচয়াং' (প্রার্থনাং, স্তোত্রমন্ত্রং ইতি যাবৎ) 'অদদাঃ' (দদাসি) ত্বমিতি শেষঃ; পাপাত্মা যদি সুকর্ম্মকারী প্রার্থনাপরায়ণশ্চ ভবতি, তদা সোঽপি সুফলং লভত ইতি ভাবঃ; 'সুক্রতোঃ' (শোভনকর্ম্মপরস্য, সৎকর্ম্মকারিণঃ) 'বৃষণশ্বস্য' (পরমদানশীলস্য জনস্য ইতি যাবৎ) 'মেনা' (একান্তানুরাগিণী সহধর্ম্মিণী ইব) 'অভবঃ' (অভূঃ, সহায়কো ভবসীতি ভাবঃ); সাধ্বী সহধর্ম্মিণী যথা একান্তেন পতিসেবাপরায়ণা ভবতি, ভগবান্ তথা সর্ব্বথা সৎকর্ম্মকারিণঃ শ্রেয়ো বিধায়তি ইতি ভাবঃ; 'তে' (তদীয়ানি, ভগবৎসম্বন্ধযুতানি এবম্ভূতানি) 'তা' (তানি) 'বিশ্বা' (সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি) 'ইৎ' (নিশ্চিতং) সবনেষু' (যজ্ঞেষু, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানমাত্রেষু) 'প্রবাচ্যা' (প্রকর্ষেণ বক্তব্যানি, সদৈব স্মর্তব্যানি ইতি ভাবঃ); ভগবৎকর্ম্মানুধ্যানেন হৃদি সদ্ভাবাবেশো ভবতি ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৫১সূ—১৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! প্রকৃষ্ট-স্তুতিপরায়ণ সুকর্ম্মকারী পাপাত্মাকে আপনি তাহার ক্রমোন্নতিসাধক স্তোত্রমন্ত্র দান করেন; (ভাব এই যে,—পাপাত্মা যদি সুকর্ম্মকারী ও প্রার্থনাপরায়ণ হয়, তাহা হইলে সেও সুফল লাভ করে); আপনি, সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, সৎকর্ম্মকারী পরমদানশীল জনের সহায় হয়েন; (ভাব এই যে,—সাধ্বী সহধর্ম্মিণী যেমন একান্তে পতিসেবা-পরায়ণা হয়েন, ভগবান্ সেইরূপ সর্ব্বথা সৎকর্ম্মকারীর শ্রেয়ঃসাধন করিয়া থাকেন); ভগবানের সম্বন্ধবিশিষ্ট এবম্ভূত কর্ম্মসকলকে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান-

মাত্রেই নিশ্চয়ই সদা স্মরণীয়; (ভাব এই যে,—ভগবৎকর্ম্ম অনুধ্যানের দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বভাবাবেশ হইয়া থাকে।) ॥ (১ম—৫১সূ—১৩ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্রেয়মাখ্যায়িকা। অঙ্গরাজঃ কস্মিংশ্চিদ্দিবসে স্বকীয়াভির্যোষিদ্ভিঃ সহ গঙ্গায়াং জলক্রীড়াং চক্রে। তস্মিন্ সময়ে দীর্ঘতমা নাম ঋষিঃ স্বভার্য্যয়া পুত্রভৃত্যাদিভিশ্চ দুর্ব্বলত্বাৎ কিমপি কুর্ব্বন্ন শক্নোতীতি দ্বেষেণ গঙ্গামধ্যে প্রচিক্ষিপে। স চ ঋষিঃ কেনচিৎ প্লবেনাঙ্গরাজস্য ক্রীড়াদেশং প্রতি সমাজগাম। স চ রাজা সর্ব্বজ্ঞং তমৃষিমবগত্য প্লবাদবতার্য্যৈবমবোচৎ। হে ভগবন্ মম পুত্রো নাস্তি। এষা মহিষী। অস্যাং কঞ্চিৎ পুত্রমুৎপাদয়েতি। স চ তথেত্যব্রবীৎ। সা মহিষী তু রাজানং প্রতি তথেত্যুক্ত্বায়ং বৃদ্ধতরো জুগুপ্সিতো মম যোগ্যো ন ভবতীতি বুদ্ধ্যা স্বকীয়ামুশিকসংজ্ঞাং দাসীং প্রাহৈষীৎ। তেন চ সর্ব্বজ্ঞেন ঋষিণা মন্ত্রপূতেন বারিণাভ্যুক্ষিতা সতী সৈব ঋষিপত্নী বভুব। তস্যামুৎপন্নঃ কক্ষীবান্নাম ঋষিঃ। স এব রাজ্ঞঃ পুত্রোঽভূৎ। স চ বহুবিধেন রাজসূয়াদিনেজে। তস্মৈ রাজ্ঞে তৎকৃতৈর্যজ্ঞৈঃ পরিতুষ্ট ইন্দ্রো বৃচয়াখ্যাং তরুণীং যোষিতং প্রাদাৎ। অয়মর্থঃ পূর্ব্বার্দ্ধে প্রতিপাদ্যতে। হে ইন্দ্র ত্বং মহতে প্রবৃদ্ধায় বচস্যবে তদীয় স্তোত্রলক্ষণং বচ আত্মন ইচ্ছতে সুন্বতে ত্বদ্দেবতাকেষু যজ্ঞেষু সোমাভিষবং কুর্ব্বতে কক্ষীবত এতন্নাম্নে রাজ্ঞে বৃচয়াং বৃচয়াখ্যামর্ভাময়াং। যুবতিমিত্যর্থঃ। এবম্ভূতাং স্ত্রিয়মদদাঃ। তথা সুক্রতো শোভনকর্ম্মন্ শোভনপ্রজ্ঞ বা হে ইন্দ্র

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই মন্ত্র-সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে। তাহা এই;—একদিন অঙ্গরাজ আপনার পত্নীগণ সহ গঙ্গায় জলক্রীড়া করিতেছিলেন। সেই সময়, দীর্ঘতমা নামক ঋষি, দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন কর্ম্মাদি করিতে সমর্থ না হওয়ায়, আপন ভার্য্যা ও পুত্র-ভৃত্যাদি কর্ত্তৃক হিংসায় গঙ্গামধ্যে নিক্ষিপ্ত হন। অঙ্গরাজ যেখানে জলক্রীড়া করিতেছিলেন, একখানি ভেলার সাহায্যে ঋষি সেইদিকে আগমন করিয়াছিলেন। রাজা তখন, সেই ঋষিকে সর্ব্বজ্ঞ জানিয়া, তাঁহাকে ভেলা হইতে অবতরণ করান, এবং বলেন,—'হে ভগবন্! আমি পুত্রহীন। ইনি আমার মহিষী। ইঁহাতে আপনি পুত্র উৎপাদন করুন।' মহর্ষি দীর্ঘতমা 'তথাস্তু' বলিয়া রাজাকে আশ্বাস দিলেন। রাজমহিষীও রাজাকে 'তাহাই হউক' বলিয়া, মনে মনে কিন্তু ভাবিলেন,—'এই বৃদ্ধ ঋষি আমার যোগ্য হইবে না।' এই মনে করিয়া, তিনি তাঁহার ঊশিক নাম্নী দাসীকে ঋষির নিকট প্রেরণ করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ ঋষি মন্ত্রপূত বারি দ্বারা তাহাকে অভ্যুক্ষিত করায়, সেই দাসী ঋষিপত্নী মধ্যে গণ্য হইল। তাহার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহার নাম কক্ষীবান্ ঋষি। তিনিই আবার রাজার পুত্র বলিয়া গণ্য হইলেন। তিনি বহুবিধ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বৃচয়া নাম্নী তরুণী ভার্য্যা প্রদান করেন। এতদনুসারে মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধে নিম্নরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইতেছে। হে ইন্দ্র! সেই প্রবৃদ্ধ, আপনার স্তোত্রমন্ত্র আপনাতে কামনা করে—এমন, এবং দেবতাত্মক যজ্ঞে সোমাভিষবকারী, কক্ষীবান্ রাজাকে আপনি বৃচয়া নাম্নী যুবতী স্ত্রী প্রদান করিয়াছিলেন। হে শোভনকর্ম্ম বা শোভনপ্রজ্ঞ ইন্দ্র! আপনি বৃষণশ্ব নামক রাজার

স্বং বৃষণশ্বস্যৈতন্নাম্নঃ রাজ্ঞো মেনাভবঃ। মেনা নাম কন্যকাভূঃ। তথা চ শাট্যায়নিভিঃ সুব্রহ্মণ্যামন্ত্রৈকদেশব্যাখ্যানরূপং ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে। বৃষণশ্বস্য মেন ইতি বৃষণশ্বস্য মেনা ভূত্বা মঘবা কুল উবাসেতি। তাঞ্চ প্রাপ্তযৌবনাং স্বয়মেবেন্দ্রশ্চকমে। তথা চ তাণ্ডিভিরাম্নাতং। বৃষণশ্বস্য মেনা নাম দুহিতাস। তামিন্দ্রশ্চকম ইতি। অত উক্তরূপাণি যানি কর্ম্মাণি ত্বয়া কৃতানি তে ত্বদীয়ানি তা তানি বিশ্বেং সর্ব্বাণ্যেব সবনেষু যজ্ঞেষু প্রবাচ্যা। প্রকর্ষেণ বক্তব্যানি। স্তুতিভিঃ স্তোতব্যানীত্যর্থঃ॥

মহতে। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বচস্যবে। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। কক্ষীবতে। অশ্ববন্ধনহেতবো রজ্জবঃ কক্ষ্যাঃ। কক্ষীবান্ কক্ষ্যাবানিতি যাস্কঃ। আসন্দীবদষ্ঠীবচ্চক্রীবৎ কক্ষীবদিতি সম্প্রসারণং মতুপো বত্বং সংজ্ঞায়াং নিপাত্যতে। মেনেতি স্ত্রীনাম। মেনা গ্না ইতি পাঠাৎ। মন জ্ঞানে। মন্যতে গৃহকৃত্যং জানাতীতি মেনা। পচাদ্যচ্। নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ বক্তব্যং। পা০ ৩।১।১৩৪। ইত্যেবং। বৃষাদির্দ্রষ্টব্যঃ। মেনা মানয়ন্ত্যেনা ইতি যাস্কঃ। নি০ ৩।২১। সবনেষু। সবনমিতি যজ্ঞনাম। সুয়তেঽভিষূয়ত এষ্বিত্যধিকরণে ল্যুট। প্রবাচ্যা। বচ পরিভাষণে। ণ্যতি যজযাচরুচ-প্রবচর্চশ্চ। পা০ ৭।৩।৬৬। ইতি কুত্বাভাবঃ। তিৎস্বরিতে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৫১সূ—১৩ঋ)॥

মেনা নাম্নী কন্যা হইয়াছিলেন। শাট্যায়ন-গণের সুব্রহ্মণ্য মন্ত্রের একাংশের ব্যাখ্যান-রূপ ব্রাহ্মণে এইরূপ কথিত আছে। 'বৃষণশ্বস্য মেন' ইত্যাদি; বৃষণশ্বের মেনা হইয়া মঘবন্ ইন্দ্র সেই কুল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাপ্তযৌবনা মেনাকে ইন্দ্র প্রাপ্ত হয়েন;—তাণ্ড্যগণও এইরূপই বলিয়া থাকেন। বৃষণশ্বের মেনা নামক কন্যা হয়; ইন্দ্র তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব উক্তবিধ যে সকল কার্য্য আপনি সম্পন্ন করিয়াছিলেন, হে ইন্দ্র! সেই সকল কার্য্য আপনার উদ্দেশ্যে বিহিত যজ্ঞকার্য্যে প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য এবং স্তুতিমন্ত্রে স্তব করাও বিধেয়।

মহতে। 'বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং' এই নিয়মে বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। বচস্যবে। 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' নিয়মে অচ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন 'ক্যাচ্ছন্দসি' বিধানানুসারে উ-প্রত্যয়। কক্ষীবতে। অশ্ববন্ধনহেতু রজ্জুসমূহকে 'কক্ষ্যাঃ' কহে। যাস্কের মতে কক্ষীবান্ কক্ষ্যাবান্—এই দ্বিবিধ পর্য্যায়। 'আসন্দীবদষ্ঠীবচ্চক্রীবৎ'—এই নিয়মে সম্প্রসারণ, এবং 'মতুপো বত্বং'—এই সংজ্ঞানুসারে নিপাতনে সিদ্ধ। মেনা গ্না—এইরূপ পাঠ-হেতু মেনা-শব্দ স্ত্রীবাচক। জ্ঞানার্থক 'মন্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। মন্যতে অর্থাৎ গৃহকৃত্য জানে—এই অর্থে মেনা পদ সিদ্ধ। পচাদিগণীয় মধ্যে পঠিত হওয়ায় 'নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ বক্তব্যং' (পা০ ৩।১।১৩৪) এই সূত্রানুসারে 'মন্' ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয়। বৃষাদি দ্রষ্টব্য। যাস্ক বলেন,—'মেনা মানয়ন্ত্যেনা' (নি০ ৩।২১)। সবনেষু। যজ্ঞনামের মধ্যে সবন শব্দ পঠিত হয়। অভিষুত করে ইহাদিগকে—এই বাক্যে অধিকরণে ল্যুট। প্রবাচ্যা। বচ্ ধাতু পরিভাষণার্থজ্ঞাপক। 'ণ্যতি যজযাচরুচপ্রবচর্চশ্চ' (পা০ ৭।৩।৬৬) এই সূত্রানুসারে কুত্বের অভাব। তিৎস্বরিতত্ব প্রাপ্তি হেতু ব্যত্যয়ে আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়-হেতু উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। (১ম—৫১সূ—১৩ঋ)॥

ত্রয়োদশ (৬৯১) ঋকের বিশদার্থ।

সমুদ্র-মন্থনে হলাহল উত্থিত হইয়াছিল; আবার সমুদ্র-মন্থনে অমৃতও উঠিয়াছিল। বেদমন্ত্র-রূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া, কেহ বা হলাহল প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহ বা অমৃত লাভ করিয়াছেন। অদৃষ্টক্রমে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। ইহাতে কেহ যেন মনে করিবেন না যে,—আমরাই অমৃত লাভ করিতেছি—বেদের প্রকৃত অর্থ নিষ্কাশন করিতে সমর্থ হইতেছি; আর অপরে, বিভ্রান্ত হইয়া, হলাহলের অধিকারী হইয়াছেন। ভ্রম-প্রমাদ মানুষে অপরিহার্য্য। সুতরাং পদে পদেই ত্রুটির আশঙ্কা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে। তবে জ্ঞানবিশ্বাস-মতে একটা নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিয়া আমরা যে অর্থ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছি; এবং আনন্দের বিষয়, তাহারই মধ্যে সর্ব্বত্র এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি।

এই যে একপঞ্চাশৎ সূক্তের ত্রয়োদশ ঋক্, এতৎসম্বন্ধে কতই উপাখ্যানের প্রচার দেখিতে পাই। সায়ণের ভাষ্য উপাখ্যানে মণ্ডিত হইয়া আছে। সে সকল উপাখ্যানের আবার রকমই বা কি? 'জৌলুষই' বা কত! ঋকের প্রথম পাদে 'অর্ভাং' 'কক্ষীবতে' আর 'বৃচয়াং' এই তিনটী সমস্যামূলক পদ আছে। ঐ তিন পদ হইতেই স্থির হইয়া গিয়াছে—ইন্দ্র কক্ষীবানকে বৃচয়া নাম্নী যুবতী একটী স্ত্রী দান করিয়াছিলেন। কক্ষীবানের কাহিনী পূর্ব্বে আমরা একবার বিবৃত করিয়াছি। * এখানে আবার তাঁহার সহিত 'বৃচয়া' আসিয়া যোগ দিলেন। অধিকন্তু সেই 'বৃচয়া' আবার 'অর্ভাং' বলিয়া পরিচিত হইলেন। কিন্তু 'বৃচয়া' নাম্নী কোনও যুবতীর সহিত কক্ষীবানের যে পরিণয় হইয়াছিল, সে পরিচয় পুরাণে কোথাও পাওয়া যায় নাই,—অন্ততঃ আমাদিগের দৃষ্টিতে তাহা পড়ে নাই। সায়ণও ঐ বৃচয়ায় আখ্যায়িকা যে কোথায় পাইয়াছেন, তাহাও

---

* এই মণ্ডলেরই অষ্টাদশ সূক্তের প্রথম ঋকের "কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ" বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় কক্ষীবান্ পদের অর্থ লক্ষ্য করুন। (মৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত এই ঋগ্বেদ-সংহিতার ৯০৬ হইতে ৯১১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

কিছু নির্দ্দেশ করেন নাই। মহাভারতে, বায়ুপুরাণে এবং মৎস্যপুরাণে কক্ষীবানের যে গল্প আছে, তাহাতে কলিঙ্গদেশের রাজার দাসী উশিকের গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে কক্ষীবানের জন্ম হওয়ার বিষয় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু এখানে সায়ণ-ভাষ্যে প্রকাশ,—'অঙ্গরাজ (কলিঙ্গ-রাজ নহেন) দীর্ঘতমা ঋষিকে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তাঁহার নিকট আপন মহিষীকে পাঠাইতে চাহেন।' যাহা হউক, এ সকল বিসদৃশ ব্যাপার বেদের অঙ্গে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে এবং বেদার্থেও এ ভাব অধ্যাহৃত হয় না। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

কেন যে আমাদিগের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ হইল, তাহার কারণ-পরম্পরা উল্লেখ করিতেছি। প্রথম 'অর্ভাং' পদ। ঐ পদে যুবতী স্ত্রী দানের প্রসঙ্গ কষ্টকল্পনা মাত্র। ধাত্বর্থানুসারে ঐ পদে ক্ষুদ্র হইতে ক্রমবৃদ্ধির ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রমোন্নতি-সাধনের দ্বারা, পরিতাপী পাপী যে ক্রমে ক্রমে ভগবৎপদাঙ্কে উপনীত হইতে পারে, ঐ পদে সেই লক্ষ্য দেখিতে পাই। তাই উহার প্রতিবাক্যে 'ক্রমোন্নতিসাধিকাং' পদ গ্রহণ করিয়াছি। তার পর, 'বৃচয়াং' পদ। 'বৃচ' ধাতুর অর্থ প্রার্থনা। ঐ ধাতু হইতে উৎপন্ন 'বৃচয়াং' পদে প্রার্থনা বা স্তুতি বুঝায়। শ্রেয়সাধিকা প্রার্থনা-পদ্ধতি (স্তোত্রমন্ত্র) ভগবান হইতে পাওয়া যায়, "অর্ভাং বৃচয়াং" পদ-দ্বয়ে এই ভাব পরিব্যক্ত। 'কক্ষীবান্' পদে যে পাপত্মাকে বুঝায়, তাহা পুর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। 'কক্ষীবৎ' শব্দের চতুর্থীতে 'কক্ষীবতে' পদ নিষ্পন্ন। এক্ষণে, 'অর্ভাং' 'বৃচয়াং' ও 'কক্ষীবতে' এই পদত্রয়ের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই মন্ত্রার্থ বিশদ ইহয়া আসে। কক্ষীবান্‌কে বা পাপাত্মাকে ভগবান্ কি প্রদান করেন? প্রদান করেন—'অর্ভাং বৃচয়াং' অর্থাৎ ক্রমোন্নতি-সাধিকা প্রার্থনা-পদ্ধতি। কখন?—সে যখন ভগবানের দ্বারে করুণার প্রার্থী হইয়া দাঁড়ায়। প্রার্থীকে তিনি বিমুখ করেন না; কেন-না, তিনি 'অপ্রতিস্কুতঃ' অর্থাৎ না-প্রতিশব্দ রহিত। এই মণ্ডলেরই সপ্তম সূক্তের অষ্টম ঋকে তাঁহার এই বিশেষণ দেখিয়াছি। প্রার্থী হইলে, তিনি সে প্রার্থনা অবশ্যই পূরণ করেন। "অর্ভাং বৃচয়াং অদদাঃ" পদত্রয়ে ভগবানের সেই মহত্ত্বের বিষয়ই প্রখ্যাত রহিয়াছে। তার পর দেখুন—সেই কক্ষীবান্ কেমন? "কক্ষীবতে মহতে বচস্যবে

সুষতে।” সেই কক্ষীবান্ (পাপাত্মা) এখন প্রকৃষ্টস্তুতিপরায়ণ ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারী হইয়াছে। সুতরাং পাপাত্মা হইয়াও সে যে এখন ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? ফলতঃ, ভগবদারাধনার ফলে, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা, পাপীও যে পরাগতি লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে, মন্ত্রাংশে (এই ঋকের প্রথম পাদে) তাহাই প্রখ্যাত দেখিতেছি।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ('সুক্রতোঃ বৃষণশ্বস্য মেনা অভবঃ' পদ-চতুষ্টয়ের) ভাব পরিগ্রহ করুন। 'সুক্রতো' পদকে দুই ভাবে গ্রহণ করা যায়। উহাকে ইন্দ্রদেবের সম্বোধন বলিয়াও মনে করিতে পারি; আবার সন্ধিসূত্রে উহার বিসর্গ লোপ পাইয়াছে অর্থাৎ উহার আদি-রূপ 'সুক্রতোঃ' ধরিয়া উহাকে 'বৃষণশ্বস্য' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টও বলা যাইতে পারে। আমরা সেই পথই পরিগ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ভাবার্থ পরিস্ফুটই হইয়াছে। যাঁহারা সৎকর্ম্মকারী, যাঁহারা পরমদান-শীল, যাঁহাদিগের সকল কর্ম্মই পরার্থে ভগবৎ-প্রয়োজন-সিদ্ধিকল্পে নিয়োজিত হয়; ভগবান তাঁহাদিগের প্রধান সহায় হইয়া থাকেন। এখানে 'মেনা' পদে উপমায় ভাব পরিব্যক্ত। সাধ্বী পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী যেমন একান্তে পতির সহায়তা করেন, উপমায় যাহার অধিক সহায়তার বিষয় আর ব্যক্ত হইবার নহে; ভগবান্ তেমনই ভাবে সৎকর্ম্মকারী পরার্থে-উৎসৃষ্টপ্রাণ জনের সহায় হইয়া থাকেন। 'মানুষ! তুমি সৎ-কর্ম্মপর পরসেবাব্রত হও; ভগবান্ তোমাকে অশেষ প্রকারে সহায়তা করিবেন।' গূঢ়ভাবে এবম্প্রকার উদ্বোধনার ভাব-সহ মন্ত্রে ভগবন্মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাই এই মন্ত্রাংশ হইতে অধ্যাহৃত হয়।

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশ ('তে তা বিশ্বা ইৎ সবনেষু প্রবাচ্যা' পদ কয়েকটী) সর্ব্বথা অনুস্মরণীয়। কীর্ত্তনে অনুধ্যানে যে তদ্ভাবে ভাবান্বিত হওয়া যায়, ইহাই এখানকার মুখ্য লক্ষ্য। তোমার প্রতি সবনে—প্রত্যেক সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে, ভগবানের করুণার বিষয় স্মরণ কর। তাহাতে প্রাণে শক্তি ও সাহস প্রাপ্ত হইবে। ফলে, সুকর্ম্মও সুসম্পাদিত হইয়া আসিবে। সেই অনুস্মরণেই হৃদয়ে সত্ত্বভাব জাগিয়া উঠে। সত্ত্বভাবা-বেশেই পরাগতি প্রাপ্তি ঘটে। এ পক্ষে এ অংশের উপদেশ এই যে,—

'মানুষ। তুমি সদাকাল তোমার সকল কর্ম্মে ভগবন্মহিমা অনুধ্যান কর; আশাতীত শুভফল প্রাপ্ত হইবে।'

এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের তিনটী অংশে উপদেশ আছে,—'জীব। পাপী বলিয়া তুমি হতাশ হইও না। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর হও। ভগবান্ তোমার সদিচ্ছা পূর্ণ করিবেন। তাঁহার অনুধ্যান অনুস্মরণই তোমার শ্রেয়ঃসাধক।' (১ম—৫১সূ—১৩ঋ) ॥

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমঃ মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

ইন্দ্রো অশ্রায়ি সুধ্যো নিরেকে পজ্রেষু

স্তোমো দুর্যো ন যূপঃ।

অশ্বযুর্গব্যু রথযুর্ব্বসূযুরিন্দ্র ইদ্রায়ঃ

ক্ষয়তি প্রযন্তা ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রঃ। অশ্রায়ি। সুহধ্যঃ। নিরেকে। পজ্রেষু।

স্তোমঃ। দুর্যঃ। ন। যূপঃ।

অশ্বহযুঃ। গব্যুঃ। রথহযুঃ। বসুহযুঃ। ইন্দ্রঃ। ইৎ। রায়ঃ।

ক্ষয়তি। প্রহযন্তা ॥ ১৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'সুধ্যঃ' (সুধিয়ঃ, সৎকর্ম্মকারিণঃ) 'নিরেকে' (নৈর্দ্ধক্যে, আশ্রয়শূন্যে, নিরাশ্রয়াবস্থায়াং) 'অশ্রায়ি' (সেবতে, আশ্রয়ং দদাতি) ; পজ্রেষু' (ভগবৎপাদাম্বুগতেষু জনেষু, সাধকেষু, তেষাং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'দুর্যো ন যূপঃ' (দ্বারস্থিতঃ স্থূণা ইব, সুরক্ষিতো জয়স্তম্ভ ইব, যদ্বা—যজ্ঞদ্বারে যূপকাষ্ঠ ইব) 'স্তোমঃ' (স্তুতিমন্ত্রঃ) নিশ্চলং তিষ্ঠতি ইতি শেষঃ ; 'রায় প্রযন্তা' (পরমধনস্য প্রকৃষ্টদাতা) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) প্রার্থনাপরায়ণেভ্যো জনেভ্যঃ 'অশ্বযুঃ' (ব্যাপ্তীরিচ্ছন্) 'গব্যুঃ' (জ্ঞানানীচ্ছন্) 'রথযুঃ' (পরিত্রাণোপায়ানিচ্ছন্) 'বসূয়ুঃ' (বসূনীচ্ছন্, সর্ব্বাণি ধনানি প্রদাতুং ইচ্ছন্) 'ইৎ' (নিরন্তরং, অবিচলিতং) 'ক্ষয়তি' (বর্ত্ততে, চিরবিদ্যমানো ভবতি)। 'নিরাশ্রয়স্য আশ্রয়ভূতঃ সাধকস্য পরমধনপ্রদাতা স ভগবান্ প্রার্থিনঃ সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি বিধায়তি'—ইতি ভাবঃ। (১ম—৫১সূ—১৪ঋ) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সৎকর্ম্মকারী সুধিগণকে নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় দান করেন। ভগবৎপদাঙ্কানুসারী সাধকগণের হৃদয়ে তাঁহার স্তুতি-মন্ত্র, দ্বারস্থিত স্থূণার ন্যায় (সিংহদ্বারে বিজয়-স্তম্ভের ন্যায়, অথবা যজ্ঞদ্বারে যূপকাষ্ঠের ন্যায়) অবিচলিত-ভাবে অবস্থিতি করে। পরমধন-প্রদাতা ভগবান্ ইন্দ্রদেব, প্রার্থনাপরায়ণ জনগণকে ব্যাপ্তিদানে (অনিমাদি ঐশ্বর্য্যদানে) ইচ্ছুক হইয়া, জ্ঞানদানে ইচ্ছুক হইয়া, পরিত্রাণোপায়-দানে ইচ্ছুক হইয়া, এবং সকল প্রকার ধন-প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া, অবিচলিত ভাবে চিরবিদ্যমান আছেন। (ভাব এই যে, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-স্থান, সাধকের পরমধনপ্রদাতা সেই ভগবান্, প্রার্থিগণের সকল প্রকার শ্রেয়োবিধান করিয়া থাকেন।) ॥ (১ম—৫১সূ—১৪ঋ) ॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রো দেবঃ সুধ্যঃ শোভনকর্ম্মণো যজমানান্ শোভনপ্রজ্ঞান্ বা নিরেকে নৈর্ধক্যে নিমিত্তভূতে সতি তান্ রক্ষিতুমশ্রায়ি। আসেবিষ্ট। পজ্রেষু। পজ্রা ইত্যাঙ্গিরসামাখ্যা। তথা চ শাট্যায়নিভিরাম্নাতং। পজ্রা বা অঙ্গিরসঃ পশুকামাস্তপোঽতপ্যন্তেতি। যেষু যজমানেষ্বাঙ্গিরঃসু

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেব শোভনকর্ম্ম বা শোভনপ্রাজ্ঞবিশিষ্ট যজমানগণের ধননিমিত্তভূত হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অঙ্গিরস—পজ্রা- অভিধানে আখ্যাত হন। শাট্যায়ন-গণও তাহাই বলিয়া থাকেন। পজ্রা অথবা অঙ্গিরস পশুকামী হইয়া তপ করিয়াছিলেন। যে অঙ্গিরসের

স্তোমঃ স্তোত্রং নিশ্চলং তিষ্ঠতি। দুর্য্যো ন যূপঃ। দ্বারি নিখাতো স্থূণেব। তান্ সুধ্য ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। তস্মাদিদানীমপি রায়ঃ প্রযন্তা ধনস্য দাতেন্দ্র ইৎ। ইন্দ্র এব যজমানানাং দাতুমশ্বযুরশ্বানিচ্ছন্ তথা গব্যুর্গোইচ্ছন্ রথযুরথানিচ্ছন্ বসূযুরেবমন্যদপি বহুধনমপি তদপীচ্ছন্ অধ্যতি। বর্ত্ততে।

অস্রাম্নি। শ্রিঞ্ সেবায়াং। কর্ত্তরি লুঙি বাতায়েন চ্লেশ্চিণাদেশঃ। সুধ্য। ধীরিতি কর্ম্মনাম। শোভনা ধীর্যেষাং। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। শসি ছন্দস্যুভয়থা। পা ৬৪৮৬। ইতি যণাদেশঃ। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি স্বরিতত্বং। নিরেকে। নিতরাং রেচনং নিরেকঃ। রিচিব্ বিরেচনে। ভাবে ঘঞ্। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। দুর্যঃ। দুরে ভব দুর্য্যঃ। ভবে ছন্দসীতি যৎ। যতোহনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। যূপঃ। যু মিশ্রণে। যূযতে যুজ্যতেহস্মিন্নিতি যূপঃ। কুযুভ্যাঞ্চ। উ° ৩।২৭। ইতি পপ্রত্যয়ঃ। দীর্ঘ ইত্যনুবৃত্তে দীর্ঘত্বং। খুশুভ্যাং নিচ্চেত্যনুবৃত্তাবাদ্যুদাত্তত্বং। অশ্বযুঃ। যজমানেভ্যোহশ্বানিচ্ছন্। ছন্দসি পরেচ্ছায়ামিতি ক্যচ্। ন ছন্দস্যপুত্রস্যেতীত্বদীর্ঘয়োর্নিষেধঃ। অশ্বাঘস্যাদিত্যাত্বং তু ছান্দসত্বান্ন ভবতি। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। এবমুত্তরত্রাপি। এতাবাংস্তু বিশেষঃ। গব্যুরিত্যত্র বান্তো যি প্রত্যয়ে

উচ্চারিত স্তোত্র যজমানগণের সম্বন্ধে নিশ্চল থাকে (অব্যর্থ হয়)। 'দুর্য্যো ন যূপঃ' অর্থাৎ, দ্বারে প্রতিষ্ঠিত স্থূণার ন্যায়। তাহাদিগকে 'সুধ্যঃ' প্রভৃতি পূর্ব্বের সহিত অন্বিত। অতএব, ইদানীং ধনপ্রদাতা ইন্দ্রদেব অশ্বলাভেচ্ছু যজমানকে অশ্ব, গো-লাভেচ্ছু যজমানকে গো, এবং রথলাভেচ্ছু যজমানকে রথ এবং অন্যান্য ধনাকাঙ্ক্ষীদিগকে অন্যবিধ ধনসমূহ প্রদানের অভিলাষী হইয়া বিদ্যমান আছেন।

অস্রাম্নি। শ্রিঞ্-ধাতু সেবার্থবোধক। কর্ত্তৃবাচ্য লুঙ্ বিভক্তির বাতায়ে চ্লে স্থানে চিণ আদেশ হইয়াছে। সুধ্য। ধী প্রভৃতি কর্ম্মনামের অন্তর্গত। শোভনা ধী যাহাদের—এই ব্যাসবাক্যে 'নঞ্সুভ্যাং' নিয়মানুসারে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শসি ছন্দস্যুভয়থা' (পা° ৬।৪।৮৬) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে যণাদেশ এবং 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ' নিয়মানুসারে স্বরিতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। নিরেকে। সর্ব্বদা রেচন হয়—এই অর্থে নিরেক পদ সিদ্ধ। বিরেচনার্থে 'রিচিব্' শব্দের উত্তর ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়। থাথাদিত্ব-হেতু উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। দুর্যঃ। দুরে ভব—এই অর্থে প্রযুক্ত। 'ভবে ছন্দসি' নিয়মে যৎ এবং যতোহনাব' নিয়মে আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। যূপঃ। মিশ্রণার্থক যু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহাতে যোজনা করে—এই অর্থে যূপঃ পদ সিদ্ধ। 'কুযুভ্যাঞ্চ' (উ° ৩।২৭) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে প-প্রত্যয়। 'দীর্ঘ ইতি' অনুবৃত্ত-হেতু দীর্ঘত্ব এবং খুশুভ্যাং নিচ্চ' —এই অনুবৃত্তিবশতঃ আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। অশ্বযুঃ। যজমান হইতে অশ্ব ইচ্ছা করেন, এই অর্থে অশ্বযুঃ পদ প্রযুক্ত। 'ছন্দসি পরেচ্ছায়াং'—এই নিয়মে ক্যচ্। 'ন ছন্দস্য পুত্রস্য'—এই নিয়মে ইত্বের দীর্ঘ প্রতিষেধ অশ্বাঘস্যাদিত্য-হেতু আত্ব হইলেও ছান্দস-প্রযুক্ত তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'ক্যাচ্ছন্দসি' নিয়মে উ প্রত্যয় হইয়াছে। পরবর্ত্তী পদসমূহেও ঐ নিয়ম অব্যাহত। এই সকল স্থলে বিশেষ বিধি। গব্যুঃ। এস্থলে 'বান্তো যি প্রত্যয়ঃ' এই

ইত্যাদ্যাদেশঃ। যাস্কস্ত্বেবং ব্যাচষ্টে। ইদং সুরিদং কাময়মানোঽথাপি তদ্বদর্থে ভাষ্যতে। বস্যুরিন্দ্রো বসুমানিত্যর্থঃ। অশ্বযুর্গব্যূ রথযুর্বসূযুরিত্যাপি নিগমো ভবতি। নি০ ৬৩১। ইতি। ক্ষয়তি। ক্ষি ক্ষয়ে। ভৌবাদিকঃ। প্রযন্তা। যম উপরমে। তৃ'চ্যাকাচ ইতীট্প্রতিষেধঃ। চিতঃ ইত্যন্তোদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৫১সূ—১৪ঋ)॥

• • •

চতুর্দ্দশ (৬১২) ঋকের বিশদার্থ।

——§ঃ•০•ঃ§——

মন্ত্রটিকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণও সেই ভাবেই বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য বিভিন্ন-রূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

মন্ত্রের প্রথম অংশে—'ইন্দ্রো অশ্রায়ি সুধ্যো নিরেকে' পদচতুষ্টয়ে, যে ভাব ব্যক্ত হয়, তৎসম্বন্ধে প্রায়ই মতবিরোধ দেখিতে পাই না। 'নিরাশ্রয় সুধিগণকে ইন্দ্রদেব আশ্রয় দান করেন'—সকল ব্যাখ্যাতেই প্রায় এই ভাব পরিব্যক্ত। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইয়াছে—"পজ্রেষু দুর্ধ্যো ন যূপঃ" বাক্যাংশ লইয়া। 'পজ্রেষু' পদে, অবশ্য সায়ণেরই অনুসরণে, সকলেই 'অঙ্গিরঃসু' অর্থাৎ অঙ্গিরা ঋষি প্রভৃতিতে প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইযাছে,—"অঙ্গিরা প্রভৃতি যজমান সকলের ইন্দ্রস্তব, দ্বারস্থিত যূপের ন্যায় স্থির।" কেহ বা 'পজ্রেষু' পদে 'পজ্রদিগের' প্রতিবাক্য গ্রহণ করেন; তাঁহারা অঙ্গিরাদির সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। তার পর, মন্ত্রের তৃতীয় অংশে ("অশ্বযুর্গব্যু" হইতে "প্রযন্তা" পর্য্যন্ত অংশে) প্রায় সকলেই নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন যে,—"ধনদাতা ইন্দ্র (যজমানদিগের জন্য (অশ্ব ইচ্ছা করেন, গো ইচ্ছা করেন, রথ ইচ্ছা করেন, এবং অন্য ধন ইচ্ছা করিয় অবস্থিতি করেন।" এই প্রকার

নিয়মে অব্ আদেশ। যাস্কও এতদ্বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইন্দ্র কাময়মান, অতএব তদ্বৎ অর্থে প্রযুক্ত। 'বস্যু' পদে বসুমান ইন্দ্র অর্থ প্রতিপাদিত হয়। এতদ্বিষয়ে নিরুক্ত সূত্র; যথা—'অশ্বযুর্গব্যূ রথযুর্বসূযুরিত্যাপি নিগমো ভবতি' (নি০ ৬।৩১)। ক্ষয়তি। ক্ষি ধাতু ক্ষয়ার্থ-বোধক। ভৌবাদিক হেতু কঃ-প্রত্যয়। প্রযন্তা। উপরমার্থক যম্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'তৃচ্যেকাচ'—এই নিয়মে ইট প্রতিষেধ। 'চিতঃ' এই বিধানানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত। কৃৎ-প্রত্যয় হেতু উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (১ম—৫১সূ—১৪ঋ)॥

অর্থ যে অধ্যাহৃত হয় না, তাহা আমরা বলি না। যাঁহারা ঘোড়া, গোরু, গাড়ী ও অর্থাদিকেই সার সামগ্রী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রার্থনা তো সেই ভাবই দ্যোতনা করিবে। বেদবাণী সকলের সকল প্রকার কামনাই পূরণ করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, এখন আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তৎসম্পর্কে দুই এক কথা আলোচনা করিতেছি। যাঁহারা সৎকর্ম্মকারী সুবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা কখনই নিরাশ্রয় নহেন। সাধারণ সংসারীর দৃষ্টিতে তাঁহারা যদি কখনও নিরাশ্রয় বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তাহা নিরর্থক। কেন-না, ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদিগের আশ্রয়-স্থানীয় হইয়া আছেন। ভগবান্ যাঁহাদিগের আশ্রয়, তাঁহারা কি কখনও নিরাশ্রয় হন? মন্ত্রের প্রথমাংশ এই ভাব প্রকাশ করিতেছে; উপদেশ দিতেছে,—'মানুষ! সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; সুবুদ্ধিসম্পন্ন হও; নিরাশ্রয় হইলেও, ভগবান্ তোমার আশ্রয় হইবেন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ, আমরা মনে করি, পূর্ব্ব-মন্ত্রের (ত্রয়োদশ ঋকের) অনুবৃত্তি বা বিশ্লেষণ। পূর্ব্ব-মন্ত্রে ভগবৎপরায়ণ সাধুজনের স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সুকর্ম্মকারী প্রার্থনাপরায়ণ জনের প্রতি ভগবান্ কেমন-ভাবে অনুগ্রহ-প্রকাশ করেন, সেখানে তাহা পরিব্যক্ত আছে। ভগবানের স্তুতি-মন্ত্র উচ্চারণ বা ভগবানের প্রার্থনা, তাঁহাদিগের সকল বিপদ পরিত্রাণের অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ। এখানে বলা হইতেছে,—সেই অস্ত্রের বা সেই মহামন্ত্রের অধিকারী হন কাহারা? যাঁহারা 'পজ্র' অর্থাৎ ভগবৎ-পাদানুগত, তাঁহারই প্রকৃষ্ট স্তোত্রমন্ত্রের অধিকারী হইয়া থাকেন। 'পজ্রেষু' পদে আমরা পজ্রগণ বা অঙ্গিরস প্রভৃতি ঋষিগণ অর্থ গ্রহণ করিলাম না। সে অর্থ স্বীকার করিলেও, ভগবৎপদাঙ্কানুসারী এবং কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ সেই ঋষিগণকে মনে করার আবশ্যক হইত। আমরা 'পজ্জ' এই প্রাকৃত শব্দের মূল বলিয়া 'পজ্র' পদকে নির্দ্দেশ করি। তদনুসারে ঐ পদে পাদোৎপন্ন বা পাদানুগত বা সেবাপরায়ণ ভাব প্রাপ্ত হই। মন্ত্রের প্রথমাংশে যে নিরাশ্রয়কে ভগবান্ আশ্রয় দেন বলা হইয়াছে, এখানে 'পজ্রেষু' পদে সেইরূপ আশ্রয়-প্রাপ্ত জনেরই প্রতি লক্ষ্য আসে। ভগবৎপদাশ্রিত ভগবৎ-সেবাপরায়ণ তদ্রূপ জনের

(পজ্রেষু) নিকটই প্রকৃত-স্তোত্রমন্ত্র দৃঢ় অবিচলিত-ভাবে বিদ্যমান্ থাকে। ভগবৎপরায়ণ সাধুগণই ভগবানের উপাসনায় উপযোগী স্তোত্রাদি প্রাপ্ত হন এবং তদ্দ্বারা ইষ্টফল লাভ করিয়া থাকেন। আমরা মনে করি, এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই এখানে পরিব্যক্ত।

মন্ত্রের শেষাংশ-সম্বন্ধে আমরা যে ভাব পরিগ্রহণ করি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই সে ভাব পরিব্যক্ত। মানুষের চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষা কি? সে চায়—অবিনশ্বর অফুরন্ত পরম ধন। সে চায়—অজ্ঞানান্ধকারনাশক জ্ঞানরূপ ধন। সে চায়—ব্যাপ্তিরূপে সর্ব্বময়ে মিশিয়া থাকে। সে চায়—পরিত্রাণোপযোগী রথ। সে চায়—সকল ধনের সারধন সর্ব্বেশ্বরের সংহতি-লাভ। সে চায়—'অশ্বযুঃ,' 'গব্যুঃ', 'রথযুঃ', 'বসূযুঃ'। এ ধন (বসু)—টাকাকড়ি নয়; এ রথ—গোরু-ঘোড়ার গাড়ী নয়; এ গো—গোরু নয়; এ অশ্ব—ঘোড়া নয়। ধন—এখানে সৎকর্ম্ম; রথ—এখানে নির্ম্মল অন্তঃকরণ; গো—এখানে জ্ঞানকিরণ; অশ্ব—এখানে ব্যাপ্তিরূপে সম্মিলন। শেষের দিক হইতে ঐ পদচতুষ্টয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে,—কি ধন পাইয়া, কি উপায়ে, জ্ঞানকিরণলাভে, ব্যাপ্তিময়ের সহিত মিশিতে পারিবে, তাহাই উপলব্ধ হয়। পরমজ্ঞানী সাধকের ইহাই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যই এখানে প্রখ্যাত দেখি। (১ম—৫১সূ—১৪ঋ)॥

—— • ——

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

ইদং নমো বৃষভায় স্বরাজে সত্যশুষ্মায় তবসেঽবাচি।

অস্মিন্নিন্দ্র বৃজনে সর্ব্ববীরাঃ স্মৎ সূরিভিস্তব

শর্ম্মন্‌ৎস্যাম ॥ ১৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ইদং। নমঃ। বৃষভায়। স্বঽরাজে। সত্যঽশুষ্মায়। তবসে। অবাচি।

অস্মিন্। ইন্দ্র। বৃজনে। সর্ব্বঽবীরাঃ। স্মৎ। সূরিঽভিঃ। তব।

শর্ম্মন্। স্যাম॥ ১৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইদং' (অস্মদুচ্চারিতং) 'নমঃ' (স্তোত্রং) 'বৃষভায়' (অভীষ্টসাধকায়) 'স্বরাজে' (স্বতেজসা দীপ্যমানায়, স্বপ্রকাশশীলায়) 'সত্যশুষ্মায়' (অবিতথবলযুক্তায়, অমিতশক্তিসম্পন্নায়) 'তবসে' (প্রবৃদ্ধায়, শ্রেষ্ঠায়—দেবায় ভগবতে ইতি যাবৎ) 'অবাচি' (অস্মাভিঃ প্রাযোজি, প্রযুক্তং মিলিতং বা ভবতু ইতি ভাবঃ); 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব)! 'অস্মিন্' (নিত্যসঙ্ঘটিতে) 'বৃজনে' (সংসার-সংগ্রামে, রিপুশত্রুণা সহ দ্বন্দ্বে) বয়ং 'সর্ব্ববীরাঃ' (সকলশত্রুদমনসমর্থাঃ—ভূত্বা ইতি যাবৎ) 'তব' (ত্বয়া নির্দ্দিষ্টে) 'শর্ম্মন্' (শর্ম্মণি, শরণে, আশ্রয়ে) 'সূরিভিঃ' (জ্ঞানিভিঃ সহ) 'স্মৎ' (সুষ্ঠু, সুখেন) 'স্যাম' (নিবসেম)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্! অস্মাকং স্তুতিমন্ত্রঃ ত্বাং প্রাপ্নোতু, অপিচ বয়ং সকলশত্রুনাশসমর্থাঃ জ্ঞানিভিঃ সহ বাসযোগ্যা ভবেম॥' (১ম—৫১সূ—১৫ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের উচ্চারিত এই স্তোত্র, সেই অভীষ্টপূরক, স্বপ্রকাশশীল, অমিতশক্তিসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ ভগবানে মিলিত হউক; হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! নিত্যসঙ্ঘটিত এই সংসার-সমরে (রিপুশত্রুগণের সহিত দ্বন্দ্বে) আমরা সকল প্রকার শত্রুদমনে সমর্থ হইয়া, আপনার নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়ে জ্ঞানিগণের সহিত যেন সুখে বাস করিতে পারি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের স্তুতিমন্ত্র আপনাকে প্রাপ্ত হউক, আর আমরা যেন সকল শত্রুনাশে সমর্থ হইয়া জ্ঞানিগণের সহিত বাসের যোগ্য হইতে পারি।')॥ (১ম—৫১সূ—১৫ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইদং পুরোবর্ত্তি নমঃ স্তুতিলক্ষণং বচো হে ইন্দ্র তুভ্যমবাচি। অস্মাভিঃ প্রোক্তমিত্যর্থঃ। কীদৃশায়। বৃষভায়। বর্ষণশীলায়। স্বরাজে। স্বকীয়েন তেজসা রাজমানায়। সত্যশুষ্মায়। শুষ্মমিতি বলনাম। শত্রূণাং শোষকত্বাৎ। অবিতথবলযুক্তায়। তবসে। অত্যন্তং প্রবৃদ্ধায়। যস্মাদেবং তস্মাদস্মিন্ বৃজনে বর্জনবতি সংগ্রামে সর্ব্ববীরাঃ। বিশেষেণেরয়ন্ত্যমিত্রানিতি বীরা ভটাঃ। তাদৃশৈঃ সর্ব্বৈর্ভটৈরুপেতা বয়ং। স্মদিতি নিপাতঃ সুশব্দার্থঃ। তব স্মৎ শর্ম্মন্ স্বয়া দত্তে শোভনে গৃহে সূরিভির্ব্বিদ্বদ্ভিঃ পুত্রাদিভিঃ সহ স্যাম। ভবেম। নিবসেমেত্যর্থঃ। যদ্বা ত্বৎসম্বন্ধিনি শোভনে যজ্ঞগৃহে সূরিভির্ব্বিদ্বদ্ভির্ঋত্বিগ্ভিঃ সহ স্যাম। শর্ম্মেতি গৃহনাম। শর্ম্মবর্শ্মেতি পঠিতত্বাৎ॥

স্বরাজে। রাজৃ দীপ্তৌ। সৎসূদ্বিষেতি কিপ্। সত্যশুষ্মায়। সত্যং শুষ্মং বলং যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তবসে। তবতিঃ সৌত্রো ধাতুঃ অস্মাদৌণাদিকোঽসিপ্রত্যয়ঃ। বৃজনে। বৃজী বর্জনে। কৃপৃবৃজিমন্দিনিধাঞ্ভ্যঃ ক্যুঃ। উ° ২৭৯। ইতি ক্যুঃ প্রত্যয়ঃ। শর্ম্মন্। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। ন ঙিসম্বুদ্ধ্যোরিতি নলোপপ্রতিষেধঃ। স্যাম। নশ্ছেতি সংহিতায়াং সকারস্য ধুডাগমঃ। খরি চেতি চর্ত্বং। চয়ো দ্বিতীয়াঃ শরি পৌষ্করসাদেরিতি তকারস্য থকারঃ॥ (১ম—৫১সূ—১৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে একাদশো বর্গঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পুরোবর্ত্তী স্তুতিলক্ষণযুক্ত বাক্য, হে ইন্দ্র আমরা আপনার উদ্দেশে প্রয়োগ করিতেছি। কিরূপ ইন্দ্র? বর্ষণশীল, স্বকীয় তেজ দ্বারা দীপ্তিমান্, সত্যশুষ্ম। শুষ্মপদ বল নামের মধ্যে পঠিত হয়। শত্রুগণের শোষকত্ব-হেতু অপ্রতিহত বলযুক্ত। অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ। যেহেতু ইন্দ্রদেব এবম্বিধ গুণসম্পন্ন, সেই হেতু এই সংগ্রামে বিশেষরূপে অমিত্রস্থানীয় শত্রু কর্তৃক ভীতিযুক্ত আমরা আপনার শোভন গৃহে পুত্রাদি সহ বাস করিব, অথবা আপনার সম্বন্ধি শোভন যজ্ঞগৃহে বিদ্বান্ ঋত্বিক্-গণের সহিত অবস্থান করিব। শর্ম্ম বর্ম্ম প্রভৃতি রূপ পঠিত হয় বলিয়া শর্ম্মন্ পদ গৃহনাম-বাচক।

স্বরাজে। দীপ্ত্যর্থক রাজ্-ধাতুর উত্তর 'সৎসূ দ্বিষ' ইত্যাদি বাক্যে কিপ্ প্রত্যয়। সত্যশুষ্মায়। সত্য শুষ্ম বল যাহার—এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। তবসে। 'তবতিঃ সৌত্রো ধাতুঃ' এই হেতু ঔণাদিক অসি (অস্) প্রত্যয়। বৃজনে। বর্জনার্থক বৃজী হইতে নিষ্পন্ন। 'কৃপৃবৃজিমন্দিনিধাঞ্ভ্যঃ ক্যুঃ' (উ° ২।৭৯)—ইত্যাদি ঔণাদিক সূত্রানুসারে ক্যু-প্রত্যয়। শর্ম্মন্। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়ম সপ্তমী বিভক্তি লুক্ বা লোপ। 'ন ঙিসম্বুদ্ধ্যোঃ' এই নিয়ম ন-এর লোপ হয় নাই। স্যাম। 'নশ্ছ' ইত্যাদি নিয়মে সংহিতা-বিষয়ে সকারের স্থানে ধুড্ আগম হইয়াছে। 'খরি চ' নিয়মে চত্ব। 'চয়ো দ্বিতীয়াঃ' ইত্যাদি নিয়মে ত-কারের স্থলে থ-কার আদেশ হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—১৫)॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ অধ্যায়ে একাদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।১১॥

পঞ্চদশ (৬।১৩) ঋকের বিশদার্থ।

সূক্তের এই শেষ মন্ত্রটীতে সকল প্রার্থনার উপসংহার করা হইয়াছে। এখানে প্রার্থীর সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষ কি চায়? কি তার প্রথম প্রার্থনা? মানুষের আকাঙ্ক্ষা যাহাই থাকুক, প্রথমে সেই এই চায়,—যেন তাহার প্রার্থনাটা, যাঁহার উদ্দেশে প্রার্থনা, তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে। এই মন্ত্রের প্রথম পাদে—সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইতেছে। ভক্ত সাধক যিনি যখনই ভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার প্রথম প্রার্থনাই এই হইবে—'হে ভগবন্! আমার এই প্রার্থনা যেন আপনার চরণে উপস্থিত হয়।'

আমরাও যেন পূজায় বসিয়া প্রথমেই বলিতে পারি,—

"ইদং নমো বৃষভায় স্বরাজে সত্যশুষ্মায় তবসেঽবাচি।" *

এই প্রার্থনায়, যাঁহার উদ্দেশে প্রার্থনা, তাঁহার স্বরূপ একটু পরিবর্ণিত দেখি। আমাদিগের নমস্কার কাহার নিকট পৌঁছাইবার কামনা করিতেছি? 'বৃষভায়'!—তিনি অভীষ্টবর্ষণশীল; যে কামনায় যে প্রার্থনা করিব, সে কামনা তিনি পূরণ করিয়া থাকেন। আর তিনি কেমন?

* কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, মন্ত্রাংশের কি বিসদৃশ অর্থই অধুনা প্রচলিত রহিয়াছে! প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। দেখুন—কি ভাবে কি অর্থ পরিগৃহীত!

(১) "হে ইন্দ্র। তুমি বৃষ্টিদান কর, তুমি নিজ তেজে বিরাজ করিতেছ, তুমি প্রকৃত বলসম্পন্ন ও অতিশয় মহৎ, আমরা তোমাকে এই স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি।"

(২) "হে ইন্দ্র, বর্ষণশীল, স্বীয় তেজ দ্বারা দীপ্ত, সত্যবলসম্পন্ন, অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ আপনার প্রতি আমাদিগের এই স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হইয়াছে।"

অতীত-কাল জ্ঞাপক ('লুঙ্' বিভক্তি-বিশিষ্ট) 'অবাচি' ক্রিয়াপদ উপলক্ষেই প্রধানতঃ ঐরূপ অর্থের সঙ্গতির বিষয় মনে আসে। কিন্তু "ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট্ ইতি বর্তমানে" এই নিয়মে আমরা 'অবাচি' ক্রিয়াপদে বর্তমানকালের অর্থ গ্রহণ করি। সায়ণ বহুত্র এই নিয়মে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তার পর, 'বৃষভায়' প্রভৃতি পদের নিগূঢ় অর্থ ঐ সকল ব্যাখ্যায় প্রকাশ করা হয় নাই বলিয়াই আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত ঐ সকল ব্যাখ্যায় স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধ হইতেছে।

'স্বরাজে';—স্বয়ং দীপ্যমান্; অপরের জ্যোতিতে তিনি জ্যোতিষ্মান্ নহেন, পরন্তু তাঁহার জ্যোতিতেই বিশ্ব জ্যোতির্ম্ময়। যিনি যে সম্পদের অধিকারী, তিনি তাহাই দান করিতে পারেন। যাঁহার স্বরাজ আছে, তিনিই স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে সামর্থ্যবান্। তাই তাঁহার পরিচয় পাই—'স্বরাজে।' আর তিনি কেমন? তিনি 'সত্যশুষ্মায়'। ব্যাস-বাক্যে সায়ণ সুন্দর অর্থ পরিস্ফুট করিয়াছেন—'সত্যং শুষ্মং বলং যস্য'; অর্থাৎ, সত্যই যাঁহার বল। সত্যের অধিক বল সংসারে আর কি আছে? তাই তাঁহাকে পরমশক্তিশালী বলা হয়। সত্য-রূপ বল, একমাত্র তিনিই আমাদিগকে দিতে পারেন। তাই প্রার্থনায় বলা হইয়াছে,—'সত্যই যাঁহার বল, তাঁহার নিকট আমাদিগের এই নমস্কার উপস্থিত হউক।' শেষ বলা হইয়াছে—তিনি 'তবসে!' তিনি যে শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ, ঐ পদে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, শ্রেষ্ঠের ও গরিষ্ঠের শরণাপন্ন হওয়াই বিধেয়। সেই মতে, মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই সর্ব্বশক্তিমানের শরণাপন্ন হওয়ার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে; বলা হইয়াছে,—'হে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, হে দিব্য-জ্ঞানের আধার, হে সত্যবলাশ্রয়, হে শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ। আমার এই প্রার্থনা যেন আপনার চরণে গিয়া উপস্থিত হয়।'

তার পর, মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ। এ পাদটিও—সংসারীর পক্ষে নিত্য অনুস্মরণীয়। সংসার-সমরাঙ্গনে অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু বিবিধ শত্রুর সংগ্রামে (বৃজনে) মানুষ অহর্নিশ নিরত হইয়া আছে। সে সংগ্রামে শত্রু-সকলকে দমন করিতে না পারিলে, উদ্ধারের আর উপায় নাই। সে ক্ষেত্রে তাই সর্ব্বদমন-সামর্থ্য আবশ্যক। প্রার্থনায় তাই 'সর্ব্ববীরাঃ' পদ প্রযুক্ত। তাহাতে বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে সকল প্রকার শত্রুদমনের সামর্থ্য প্রদান কর।' আর বলা হইয়াছে কি?—"সূরিভিস্তব শর্ম্মন্ স্যাম।" অর্থাৎ, 'আমরা যাহাতে জ্ঞানিগণের মধ্যে বাস করিতে পারি, তাহার উপায়-বিধান করিয়া দেন।' সংসারীর পক্ষে এই প্রার্থনাই প্রকৃষ্ট প্রার্থনা। জ্ঞানিগণের সাধুগণের সংসর্গে থাকিয়াই পাপী পরিত্রাণ লাভ করে,—জীব তরিয়া যায়। সাধুসংসর্গ-মাহাত্ম্য তাই শাস্ত্রের অঙ্কে অঙ্কে প্রকটিত। মূর্খ অজ্ঞানী অসাধুর

সঙ্গে স্বর্গে যাইয়াও সুখ নাই। কিন্তু সুধী জ্ঞানী সাধকের যদি সঙ্গলাভ হয়, তাহাতে নরক-যন্ত্রণাও নিবৃত্তি পায়।

জানি না—কতদিনে মানুষের মত মানুষ হইয়া আমরা এই প্রার্থনায় সমর্থ হইব? জানি না—কতদিনে আমরা সমস্বরে এই বেদ-বাণী উচ্চারণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারিব? এই ঋক্ কি আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে না,—'এস—পাপীতাপী নরনারী কে কোথায় আছ—এস! যুক্তকরে মুক্তকণ্ঠে একবার প্রার্থনা করিয়া দেখ দেখি—তোমার প্রার্থনা ভগবৎপাদপদ্মে উপস্থিত হয় কিনা? তোমরা বল—বল একবার তারস্বরে বল—"অস্মিন্নিন্দ্র বৃজনে সর্ব্ববীরাঃ স্মৎ সূরিভিস্তব শর্ম্মন্ স্যাম।" আর, সঙ্গে সঙ্গে সন্ধান করিয়া লও—কোথায় সে সাধুসজ্জন—কোথায় সে পুণ্যপূত আশ্রয়—কোথায় সে শান্তিনিকেতন! শুভফল অবশ্যই লাভ করিবে। (১ম—৫১সূ—১৫ঋ)॥

দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

ত্যং সু মেষমিতি পঞ্চদশর্চ্চং দ্বিতীয়ং সূক্তং সব্যস্যার্ষমৈন্দ্রং। ত্রয়োদশী পঞ্চদশী ত্রিষ্টুভৌ শিষ্টা জগত্যঃ। তথা চানুক্রান্তং। ত্যং সু ত্রয়োদশ্যন্ত্যে ত্রিষ্টুভাবিতি॥ গবাময়নস্য মধ্যমেঽহনি বিষুবৎসংজ্ঞকে মরুত্বতীয়শস্ত্র ইদং সূক্তং। বিষুবান্দিবা কীর্ত্যং ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ত্যং সুমেষং কয়া শুভেতি চ মরুত্বতীয়ং। আ০ ৮।৬। ইতি॥

দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ত্যং সু মেষং' ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋক্‌যুক্ত দ্বিতীয় সূক্তের ঋষি সব্য এবং দেবতা ইন্দ্র। ইহার ত্রয়োদশ এবং পঞ্চদশ ঋকের ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ এবং অবশিষ্ট ঋক্‌সমূহের ছন্দ জগতী॥ তৎসম্বন্ধে এইরূপ অনুক্রান্ত হইয়াছে; যথা,—'ত্যং সু' প্রভৃতি ত্রয়োদশ ঋকের পর ত্রিষ্টুভাদি ছন্দ। গবাময়নেষ্টির মধ্যম দিনে বিষুবৎসংজ্ঞক মরুত্বতীয় শস্ত্রে এই সূক্তের প্রয়োগ আছে। 'বিষুবান্দিবা কীর্ত্যং' ইত্যাদি খণ্ডে এতদ্বিষয় সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—'ত্যং সুমেষং কয়া শুভেতি চ মরুত্বতীয়ং ইত্যাদি। (আ০ ৮.৬)॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দশমোঽনুবাকঃ। দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। দ্বাদশাদারভ্য চতুর্দ্দশপর্য্যন্তং ত্রিবর্গাঃ।

দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তটীও পঞ্চদশমন্ত্রাত্মক এবং বিচিত্র বিবিধ উপাখ্যানাদির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া প্রখ্যাত। ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য-কথা এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা প্রভৃতিই এই সূক্তের প্রতিপাদ্য। সুতরাং এই সূক্তটি ঐন্দ্রসূক্তেরই অন্তর্ভুক্ত।

এই সূক্তের ঋক-কয়েকটীর যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বিপরীত ভাবসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোথাও তাঁহাকে 'মেষ' বলা হইয়াছে; কোথাও আবার তিনি 'সকলের পূজনীয়' বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন। (প্রথম ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যাতেই এই দুই ভাব পাওয়া যায়)। একবার বলা হইয়াছে—তিনি মাদক সোমরস দ্বারা প্রবর্দ্ধিত; আবার বলা হইয়াছে—তিনি স্বতঃসিদ্ধবলোপেত। (তৃতীয় ও দ্বাদশ ঋকের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত, তাহাতে ঐ দুই ভাব লক্ষ্য করা যায়)। এক এক অংশের ব্যাখ্যা দৃষ্টে তাঁহাকে সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে হয়; আবার অপরাপর অংশের ব্যাখ্যায়, তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বলিয়া মনে আসে। বৃত্রাসুরের সহিত তাঁহার যুদ্ধে ত্বষ্টা অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন (সপ্তম ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যা দেখুন), মরুদগণ ও ত্রিত তাঁহার সহায় হইয়াছেন (পঞ্চম ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যা দেখুন),—এ সকল প্রসঙ্গে তাঁহাকে মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। পক্ষান্তরে আবার দেখুন,—তাঁহাকে 'অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত' (ত্রয়োদশ ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যা দেখুন) এবং 'দ্যুলোকের ও ভূলোকের অধিপতি' বলা হইয়াছে; এবং পৃথিবী দশগুণ হইলেও তাঁহার যশোধারণে সমর্থ হয় না—এরূপও লিখিত আছে (একাদশ ও চতুর্দ্দশ ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দেখুন)। এইরূপে বুঝা যায়, সর্ব্ববিধ বিরুদ্ধ-মত ও অসামঞ্জস্য লইয়া বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা চলিয়া আসিয়াছে। এই সূক্তে তাহা প্রকৃষ্টভাবেই উপলব্ধ হয়।

কত বিসদৃশ উপাখ্যানের সহিত যে মন্ত্রগুলির সম্বন্ধ সূচনা করা হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রথম, বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের প্রসঙ্গ এই সূক্তে পুনরুত্থাপিত দেখি।

তাহাতে, বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদের কথাও আছে; আবার রূপকে মেঘ-বিদারণে বারি-বর্ষণের ভাবও অধ্যাহৃত হইয়াছে—দেখিতে পাই। এইরূপ, পঞ্চম সূক্তের 'ত্রিত' পদটীর উপলক্ষে কত দেশের কত কথা আসিয়াই মন্ত্রার্থকে পল্লবিত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বে দুইটী ঋকের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে আমরা দীর্ঘতমা ঋষির আখ্যায়িকা বিবৃত করিয়াছি। এখানে এই সূক্তের ত্রিতের প্রসঙ্গে তাঁহার কথা আরও কৌতুকপ্রদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল এক দীর্ঘতমার কথাই বা কহি কেন, ঐ 'ত্রিত' প্রসঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ পারসিকগণের 'জেন্দ আবেস্তার' সঙ্গে বেদাংশের একটা সম্বন্ধ সূত্র পর্য্যন্ত টানিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। *

নানা দেশের নানা পণ্ডিতের গবেষণায় নানা মত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি যে পথের পথিক, তিনি তদনুসরণেই অগ্রসর হইতে পারিবেন। তবে এই 'ত্রিত' প্রভৃতির বিষয় যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যায় আমরা বিশেষভাবেই আলোচনা করিয়াছি। এই সূক্তেও মন্ত্রার্থ-বিশ্লেষণে তদ্বিষয় লক্ষ্য করিবার অবসর আসিবে।

যাহাই হউক, আমাদিগের সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাপর অটুট আছে। এই সূক্তের ব্যাখ্যাতেও আমাদিগের ব্যাখ্যা-প্রণালীর যৌক্তিকতা দৃঢ়মূল হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। সুধিগণ একে একে মন্ত্রার্থের অনুসরণ করুন। সত্যতত্ত্ব আপনিই অধিগত হইবে।

* পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়িগণের গবেষণায় কিঞ্চিৎ সহায়তা হইতে পারে—এই উদ্দেশে, 'ত্রিত'-সম্বন্ধে রমানাথ সরস্বতী মহাশয়ের একটী মন্তব্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সায়ণাচার্য্য এস্থলে তৈত্তিরীয়দিগের একটি আখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন। অগ্নি দেব-কার্য্যের নিমিত্ত জলেতে তিন জন পুরুষ উৎপাদন করেন। এই তিন জনের নাম একত, দ্বিত এবং ত্রিত। ১০৫সূক্তের ৯ঋকে ত্রিতকে আপ্ত্য (জলের পুত্র) বলা হইয়াছে। অপ্ শব্দ হইতে নিপাতনে আপ্ত্যপদ সিদ্ধ হয়। ত্রিত এক সময়ে কূপ হইতে জল তুলিতে গিয়া কূপ মধ্যে পতিত হয়েন এবং তাঁহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অসুরেরা কূপের মুখভাগে নানাবিধ আচ্ছাদন স্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহার বহির্গত হইবার পথ রোধ করিয়াছিল। কিন্তু ত্রিত স্বীয় বলে সেই আচ্ছাদন সকল ভেদ করিয়া আপনাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ত্রিত যদ্রূপ এই কার্য্য করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রদেবও তদ্রূপ বলাসুরের প্রতিরোধ-সকল নাশপূর্ব্বক তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। নীতিমঞ্জরীগ্রন্থে এই আখ্যানের রূপান্তর দৃষ্ট হয়। একত, দ্বিত এবং ত্রিত ভ্রাতৃত্রয় কোনও মরুপথে ভ্রমণ করিতে করিতে, অত্যন্ত তৃষ্ণাপীড়িত হইয়া একটি কূপের নিকট আসিল। তখন কনিষ্ঠ ত্রিত কূপ হইতে জল তুলিয়া সকলের তৃষ্ণাশান্তি করিল। কিন্তু একত এবং দ্বিত কনিষ্ঠের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার পরামর্শ করিয়া ত্রিতকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিল এবং একখানা অক্ষচক্রের দ্বারা কূপের মুখ বন্ধ করিয়া তাহারা প্রস্থান করিল। এইরূপ আশাতীত বিপদে পতিত হইয়া ত্রিত দেবগণের স্তুতি করিতে লাগিল এবং দেবানুগ্রহেই তথা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিল। পরিধি-শব্দে গোলাকার আবরণ-বিশেষ। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের অনুসারে ঋগ্বেদের অভিনব পাশ্চাত্য-ব্যাখ্যার পথ প্রদর্শক রোথ সাহেব অনুমান করেন যে, এইস্থলের ত্রিতশব্দ এবং অন্যত্র উল্লিখিত ত্রৈতনশব্দ এক এবং উভয়ই জেন্দাবেস্তার থ্রেটোন শব্দের

প্রথমমণ্ডলস্য দশমানুবাকে দ্বিপঞ্চাশং-সূক্তং। আঙ্গিরসঃ সব্য ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ জগতী ছন্দঃ। ইন্দ্রো দেবতা। গবাময়নস্য মধ্যমেহহনি বিষুবৎ-সংজ্ঞকে মরুত্বতীয়শস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

ত্যং সু মেষং মহয়া স্বর্ব্বিদং শতং যস্য

সুভ্বঃ সাকমীরতে।

অত্যং ন বাজং হবনস্যদং রথমেন্দ্রং

ববৃত্যামবসে সুবৃক্তিভিঃ ॥ ১ ॥

রূপান্তর। পারস্যগ্রন্থ সানামার বিখ্যাত নায়ক ফেরিডনের নাম জেন্দভাষায় ত্রেটোনা। অতএব ত্রিত এবং ফেরিডন এক ব্যক্তি। এই মতের সমর্থন করিতে রোথসাহেব যে প্রমাণ তুলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মত সমর্থিত না হইয়া বরং বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। রোথ-সাহেব যাহা প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নীতিমঞ্জরীতে ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দীর্ঘতমা ঋষি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং অন্ধ হইলে তাঁহার ভৃত্যগণ অবাধ্য হইয়া তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করে। প্রথমতঃ দীর্ঘতমাকে তাহারা অগ্নিতে ফেলিয়া দেয়; কিন্তু অশ্বিনী-কুমারদিগের প্রসাদে তিনি তথা হইতে রক্ষা পান। তৎপরে দীর্ঘতমাকে তাহারা জলে নিক্ষেপ করে এবং তিনি পুনর্ব্বার অশ্বিনীকুমারদিগের কৃপায় রক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ত্রৈতন নামে ভৃত্যদিগের অন্যতম দীর্ঘতমাকে মস্তকে, বক্ষস্থলে এবং বাহুযুগলে আহত করে; কিন্তু পরিশেষে ত্রৈতন নিজ শরীরে তদ্রূপ আঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করে। এইরূপ ঘটিলে দীর্ঘতমা অশ্বিনীকুমারদিগকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন যে—"মাতৃস্থূক্ত জল-সকল যেন আমাকে গ্রাস করে না, যেহেতু দাসেরা এই বৃদ্ধ মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়াছিল। যেরূপে ত্রৈতন তাঁহার শিরোদেশে আঘাত করে, সেই রূপেই সে নিজের শিরোদেশে, বক্ষোদেশে এবং স্কন্ধদেশে আঘাত করিয়াছিল।" এ ব্যাখ্যার অন্তরে যদি কোনও সত্য

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্যং। সু। মেষং। মহয়। স্বঃ২বিদং। শতং। যস্য।

সুহভ্বঃ। সাকং। ঈরতে।

অত্যং। ন। বাজং। হবনহস্যদং। রথং। আ। ইন্দ্রং।

ববৃত্যাং। অবসে সুবৃক্তিহভিঃ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'যস্য' (ভগবতঃ, তমুদ্দিশ্য ইতি যাবৎ) 'শতং' (শতসংখ্যাকাঃ, অসংখ্যা ইতি শেষঃ) 'সুভ্বঃ' (স্তোতারঃ) 'সাকং' (সহৈব, যুগপদেব) 'ঈরতে' (স্তোত্রং প্রবর্ত্তন্তে, স্তুবন্তি), 'ত্যং' (তং, শ্রেষ্ঠং) 'মেষং' (মহাপ্রভাবসম্পন্নং) 'স্বর্বিদং' (স্বর্গস্য লম্ভয়িতারং—ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'সু মহয়' (সম্যক্ পূজয়, সর্ব্বতঃ আরাধয়) ত্বমিতি শেষঃ; 'অবসে' (আত্মরক্ষায়, পরিত্রাণলাভায়) 'অত্যং' (ক্ষিপ্রগতিশীলং, যথা—অতিত্বরয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রাপকং) 'ন' (ইব, যথা) 'বাজং' (শব্দং, যথা—সৎকর্ম্মজাতং শুদ্ধসত্ত্বং) 'সুবৃক্তিভিঃ' (সুস্তোত্রৈঃ, সাত্ত্বিকীভিঃ পূজাভিঃ) 'হবনস্যদং' (সদ্ভাবপ্রাপকং, শুদ্ধসত্ত্বক্ষরণশীলং) 'রথং' (হৃদয়ং, কর্ম্মরূপং যানং—প্রতি ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন, ত্বরয়া) 'ববৃত্যাং' (আনয়তাং)। মন্ত্রঃ আত্মোদ্বোধনমূলকো মনঃসম্বোধনসূচকঃ। ভাবঃ,—'হে মনঃ! আলস্যং পরিত্যজ। ত্বরয়া সৎকর্ম্মনিরতো ভব। তব সৎকর্ম্মণা শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবান্ ক্ষিপ্রং উদ্ধরেৎ।' (১ম—৫২সূ—১ঋ)॥

নিহিত থাকে, তবে ত্রিত এবং ত্রৈতন কখনও এক ব্যক্তি হইতে পারে না। কেরিতন এবং ত্রৈতন যে এক ব্যক্তি, তাহা আরও অসম্ভব। ত্রিতশব্দ বেদগ্রন্থে তিন অর্থে এবং ত্রিত নাম পুরুষ অর্থেও দেখা যায়। অধ্যাপক লাসেন সাহেব রোথ সাহেবের এই ভ্রান্তমত গ্রহণ করিয়াছেন। রোথ সাহেব টুবিঞ্জেন নগরে বসিয়া বেদ প্রকৃতরূপে ব্যাখ্যা করিবার ঐশ আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। তাহারই এই ফল! এরূপ উপহাস্যতা প্রাপ্ত হইবার অপেক্ষা রোথ সাহেবের বেদ স্পর্শ না করাই ভাল ছিল। পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যের ফল এইরূপ।"

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! যে ভগবানের উদ্দেশে অসংখ্য স্তোতা সর্ব্বদা স্তব করিতেছে; শ্রেষ্ঠ, মহাপ্রভাবসম্পন্ন, স্বর্গ-প্রদাতা, সেই ভগবানকে সর্ব্বতোভাবে আরাধনা কর; আত্মরক্ষার জন্য—পরিত্রাণ-লাভের জন্য, ক্ষিপ্রগতিশীল শব্দের ন্যায় (অথবা, সৎকর্ম্মজাত শুদ্ধসত্ত্ব যেমন অতি-ত্বরায় ভগবৎসান্নিধ্য প্রদান করে, সেইরূপ-ভাবে) সাত্ত্বিক পূজার দ্বারা, শুদ্ধসত্ত্বক্ষরণশীল কর্ম্মরূপ যানের প্রতি অথবা হৃদয়ে সেই ভগবানকে (ইন্দ্রদেবকে) ত্বরায় আনয়ন কর। (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধন-মূলক; মনঃ-সম্বোধনসূচক। ভাব এই যে,—'হে মন! তুমি আলস্য পরিত্যাগ কর। শীঘ্র সৎকর্ম্মপরায়ণ হও। তোমার সৎকর্ম্মজাত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবান্ ত্বরায় তোমায় উদ্ধার করিবেন।) ॥ (১ম—৫২সূ—১ঋ) ॥

সায়ণ ভাষ্যং।

ত্যং তং প্রসিদ্ধং মেষং শত্রুভিঃ সহ স্পর্দ্ধমানং স্বর্ব্বিদং। স্বরাদিত্যো দ্যৌর্ব্বা। তস্য বেদিতারং লব্ধারং বা। যদ্বা স্ব সুষ্ঠু বরণীয়ং ধনং। তস্য লম্ভযিতারং। এবংগুণবিশিষ্ট-মিন্দ্রং হে অধ্বর্য্যো সু মহয়। সম্যক্ পূজয়। যস্যেন্দ্রস্য শতং শতসংখ্যাকাঃ সুভ্বঃ স্তোতারঃ সাকং সদৈব যুগপদেবেরতে। স্তুতৌ প্রবর্ত্তন্তে। যদ্বা যস্যেন্দ্রস্য রথং শতং সুভ্বঃ শতসংখ্যাকা অশ্বাঃ সাকং সহেরতে। গময়ন্তি। তমিন্দ্রমবসেঽস্মদ্রক্ষণায় সুবৃক্তিভিঃ সুষ্ঠ্বাবর্জকৈঃ স্তোত্রৈঃ রথমাববৃত্যাং। রথং প্রত্যাবর্ত্তয়ামি। কীদৃশং রথং। হবনস্যদং। হবনমাহ্বানং যাগং বা প্রতি বেগেন গচ্ছন্তং। বেগগমনে দৃষ্টান্তঃ। অত্যং ন বাজং। গমনসাধনমশ্বমিব ॥

মহয়া। মহ পূজায়াং। চুরাদিরদন্তঃ। সংহিতায়ামন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘত্বং। সুভ্বঃ। সুষ্ঠু ভবন্তীতি সুভ্বঃ স্তোতারঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যিনি স্বর্গকে জানাইয়া দেন (প্রাপ্ত করেন) অথবা সুষ্ঠু বরণীয় ধনকে যিনি লাভ করাইয়া দেন—এইরূপ গুণবিশিষ্ট সেই 'মেষকে' অর্থাৎ শত্রুগণের সহিত স্পর্দ্ধমান্ ইন্দ্রকে, হে অধ্বর্য্যু, সম্যক্‌রূপে পূজা কর। যে ইন্দ্রের শতসংখ্যক স্তোতা একযোগে বা সদাকাল স্তুতিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; অথবা, যে ইন্দ্রের রথ শতসংখ্যক অশ্বের সহিত বেগে গমন করে; আমাদিগের নিমিত্ত সেই রথে উঠিবার জন্য সুষ্ঠু উচ্চারিত স্তোত্রসমূহের দ্বারা ইন্দ্রকে (যেন) স্তব করি। কিরূপ রথ? 'হবনস্যদং'; অর্থাৎ যে রথ আহ্বান বা যাগের প্রতি বেগে গমনশীল। বেগে গমনের দৃষ্টান্ত;—'অত্যং ন বাজং' অর্থাৎ গমনসাধন বা গমনশীল অশ্বের ন্যায়।

মহয়া। মহ ধাতু পূজার্থক। চুরাদিগণীয় বলিয়া অদন্ত। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রানুসারে সংহিতাতে দীর্ঘ হইয়াছে। সুভ্বঃ। সুষ্ঠু ভাবে হয়—এতদর্থে সুভ্বঃ পদ সিদ্ধ। ঐ পদে স্তোতা বুঝায়। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি নিয়মে ক্বিপ্ প্রত্যয়। কৃৎ-হেতু উত্তরপদ

জস্তোঃ সুপীতি ষণাদেশস্য ন ভূসুধিয়োরিতি প্রতিষেধে প্রাপ্তে ছন্দস্যুভয়থেত্যুভয়থা- ভাবাদ্‌যণাদেশঃ। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি পরস্য জসোহনুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। ঈরয়ন্তে। ঈর গতৌ কম্পনে চ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। ছন্দস্যাদেশঃ। টয়েত্বং। অনুদাত্তে- ত্বাল্লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। তত্র হি পঞ্চমী- নির্দ্দেশেঽপি ব্যবহিতেঽপি কার্যমিষ্যত ইত্যুক্তং। অত্যাং। অত্য ইত্যশ্বনাম। অত্যো হয় ইতি পাঠাৎ। বাজং। বাজ্যতে গম্যতেঽনেনেতি বাজঃ। বজ ব্রজ গতৌ। করণে ঘঞ্। অজিব্রজ্যোশ্চ। পা০ ৭।৩।৬০। ইত্যত্র যশব্দস্যানুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাদ্বাজো বাজ্যমিত্য- ত্রাপি কুত্বাভাবঃ ইত্যুক্তং। হবনস্যদং। স্যন্দূ প্রস্রবণেঃ। স্যদো জবে। পা০ ৬।৪।২৮। ইতি বেগে গম্যমানে ঘঞন্তো নিপাতিতঃ। অত এব ন লোপো বৃদ্ধ্যভাবশ্চ। ন চ ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে। পা০ ১।১।৪। ইতি বৃদ্ধেঃ প্রতিষেধঃ। ইগ্লক্ষণা হি বৃদ্ধিস্তত্র প্রতিষিধ্যতে। ন চেয়মিগ্লক্ষণা। ঘঞো ঞিত্বাদুত্তরপদস্যাদ্যুদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। ববৃত্যাং। বৃতু বর্ত্তনে। লিঙি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। দ্বির্বচনাদি। যাসুটো ঙিত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ॥ (১ম—৫২সূ—১ঋ)॥

প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে। 'জস্তোঃ সুপ' ইত্যাদি নিয়মে, যণাদেশের ন, 'ভূসুধিয়োঃ' বিধানে প্রতিষেধ হয়; কিন্তু 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি নিয়মে 'যণ' আদেশ হইয়াছে। 'উদাত্ত স্বরিতয়োর্যণঃ'—এই সূত্রানুসারে পরপদের জসের অনুদাত্ত হইলেও স্বরিতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈরয়ন্তে। গতি ও কম্পনার্থ-বোধক ঈর ধাতু হইতে এই-পদ নিষ্পন্ন। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ হইয়াছে। 'ছসি' আদেশ ঘটিয়াছে। 'টঃ' নিয়মে এত্ব হইয়াছে। অনুদাত্তত্বে 'এত্ব'- হেতু 'লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে' নিয়মে ধাতুস্বরই শিষ্ট হয়। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। সেস্থলে পঞ্চমী বিভক্তির নির্দ্দেশ থাকিলেও ব্যবহিতের কার্য্যই প্রবল হয়—এইরূপ নিয়ম আছে। অত্যাং। অত্য—ইহা অশ্বের নাম। 'অত্যো হয়ঃ' ইত্যাদি পাঠ হেতু ঐ পদে অশ্ব বুঝায়। বাজং। এতদ্দ্বারা গমন করে—এই অর্থে বাজঃ পদ নিষ্পন্ন। ব্রজ ও বজ উভয়ই গত্যর্থমূলক। করণে তদুত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অজিব্রজ্যোশ্চ' (পা০ ৭.৩.৬০) এই নিয়মে এখানে য-শব্দের অনুক্তসমুচ্চয়ার্থ-হেতু বাজঃ বাজ্যং প্রভৃতি পদে কুত্বের অভাবের বিষয় কথিত হইয়া থাকে। হবনস্যদং। স্যন্দূ (স্যন্দ) ধাতু প্রস্রবণার্থ- জ্ঞাপক। 'স্যদো জবে' (পা০ ৬।৪।২৮) এই সূত্রানুসারে, বেগে গমনশীল অর্থে ঘঞন্ত এ ং নিপাতনে সিদ্ধ। এই কারণে ন লোপ এবং বৃদ্ধির অভাব হইয়াছে। 'ন চ ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে' (পা০ ১।১ ৪) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে বৃদ্ধির প্রতিষেধ হইয়াছে। 'ইগ্- লক্ষণ' হইলেও সেখানে বৃদ্ধির প্রতিষেধ হয়। 'ন চেয়মিগ্লক্ষণা' নিয়মেও উহা হয় না। ঘঞের ঞিত্ব-হেতু উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে; কৃৎ প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্বহেতু তাহাই (সেই উদাত্ত-স্বরই) শিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। ববৃত্যাং। বৃতু (বৃৎ) ধাতু বর্ত্তনার্থক। লিঙ বিভক্তিতে ব্যত্যয়ে পরস্মৈপদ। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে শপঃ স্থানে শ্লু আদেশ; দ্বির্বচন এবং যাসুট প্রত্যয়ের ঙিত্ব-হেতু লঘু উপধার গুণাভাব হইয়াছে। 'তিঙ্ঙতিঙঃ' নিয়মে নিঘাত হয় নাই। (১ম—৫২সূ—১ঋ)।

প্রথম (৬১৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে তিনটী গ্রন্থি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম—মন্ত্রের সম্বোধ্য। দ্বিতীয়—'মেষং' পদ। তৃতীয়—'অত্যং ন বাজং' উপমা। মন্ত্রের প্রথম পাদে 'মহয়া' (মহয়) এই যে ক্রিয়াপদ আছে, উহা লোটের মধ্যম পুরুষের একবচনান্ত। সুতরাং ভাষ্যকার এবং তদনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এই মন্ত্রে 'অধ্বর্য্যু' নামক ঋত্বিক্‌কে সম্বোধন করিয়া (পুরোহিতই হউন আর যজমানই হউন) ইন্দ্রদেবের পূজার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। আমরা কিন্তু তাহা স্বীকার করি না। আমরা বলি,—প্রার্থনাকারী সাধক আপনার মনকে বা আত্মাকে সম্বোধন করিয়া ভগবানের পূজায় নিবিষ্ট হইতে বলিতেছেন। বলিতেছেন,—'হে আমার মন! হে আমার আত্মা! ঐ দেখ, অসংখ্য নরনারী ভগবানের পূজায় নিবিষ্ট রহিয়াছেন। তুমি কেন এখনও নিশ্চেষ্ট রহিয়াছ? যদি শ্রেয়ঃ চাও, যদি স্বর্গাদির অভিলাষী থাক, এখনও ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। কেন-না, তিনিই মহাপ্রভাবসম্পন্ন; তিনিই স্বর্গাদি সুখের প্রদাতা।' মন্ত্রের প্রথম পাদে এই ভাবই পরিব্যক্ত। বলা বাহুল্য, এই অংশের 'মেষং' পদে দেবতাকে মেষ (ভেড়া) বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। তিনি যে শত্রুর অভিভবকারী, তিনি যে পরমশক্তিশালী, ঐ পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। এ বিষয় পূর্ব্বেও আলোচনা করা গিয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের 'অত্যং ন বাজং' বাক্যাংশ বড়ই সমস্যাপূর্ণ। 'অত্যং' পদে, সায়ণ বলেন, অশ্ব বুঝায়। কিন্তু 'বাজং' পদেও তো অশ্ব বুঝায়। যাহা হউক, ব্যাখ্যাদিতে 'অত্যং' পদটী অশ্বার্থে এবং 'বাজং' পদটী গতিশীল ভাব বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে—দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় তাঁহার রথকে যেন আনিতে পারি। মন্ত্রের ঐ দ্বিতীয় পাদের যে অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে কি ভাব অধ্যাহৃত হয়, পাঠকগণই বুঝিয়া লইবেন।

মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ ; যথা,—

"সেই ইন্দ্রকে আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত শোভন স্তব দ্বারা, অতি বেগে বজ্রধারী যে রথ তাহার নিকটে অশ্বের ন্যায়, যেন আনয়ন করিতে পারি।"

এ অনুবাদে কোনও ভাব উপলব্ধ হয় কি ? যাহা হউক, এ প্রসঙ্গে আরও একবিধ অনুবাদ উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। তাহা এই ;—

"তাঁহার রথ গমনশীল অশ্বের ন্যায় বেগে যজ্ঞের দিকে গমন করে, আমি রক্ষার হেতু ইন্দ্রকে সেই রথে উঠিবার জন্য অনেক স্তুতি দ্বারা অনুরোধ করিতেছি।"

'অত্যং ন বাজং' উপমায় এবং মন্ত্রাংশে কি ভাব প্রকাশ পাইল, উদ্ধৃত অনুবাদে ও সায়ণ ভাষ্যেই তাহা প্রতীত হইবে।

আমরা কিন্তু ঐ ভাবে সঙ্গতি দেখি না। গমনশীল অশ্বের ন্যায় রথের আগমন—এতদ্বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। আমরা 'অত্যং' পদে এবং 'বাজং' পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, প্রথমে তাহার যৌক্তিকতার বিষয় কহিতেছি। 'অৎ' ধাতু হইতে 'অত্যং' পদ নিষ্পন্ন। 'অৎ' ধাতু অতিগমনশীলতার ভাব প্রকাশ করে। আমরা তাই ঐ পদে 'ক্ষিপ্রগতিশীলং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। দেবতার প্রসঙ্গে, দেবদ্বারে উপস্থিতি-সঙ্ঘটন-উপলক্ষে, ঐ পদ প্রযুক্ত বলিয়া উহাতে 'অতিত্বরয়া ভগবৎসম্বন্ধপ্রাপকং' ভাব আসে। যন্ত্র-অভিধায়ে তাহাই আমরা খ্যাপন করিয়াছি। এইরূপ, 'বাজং' পদে আমরা দুই অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। ঐ পদে সৎকর্ম্ম-সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্ব ভাবকে যে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। পরন্তু ঐ পদের এক প্রসিদ্ধ অর্থ—'শব্দ'। সে অর্থও এখানে গ্রহণ করিলে উপমায় সুসঙ্গত ভাব অধ্যাহৃত হয়। শব্দের গতি যে অতি-দ্রুত, তাহা বিজ্ঞানসম্মত ও সুবিদিত। সে পক্ষে, "অত্যং ন বাজং" বাক্যাংশে, 'শব্দের ন্যায় ত্বরিত-গতি-বিশিষ্ট' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে আবার, 'বাজং' পদে 'সৎকর্ম্মজাত শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ গ্রহণ করিলে, সৎকর্ম্মজাত শুদ্ধসত্ত্ব যে ত্বরিত-গতিতে ভগবৎ-প্রাপক হয়—'অত্যং ন বাজং' পদত্রয়ে, এই নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকাশ পায়। বেদমন্ত্র এবংবিধ ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্রাংশ ঐ ভাবেরই দ্যোতক।

এক্ষণে পূর্ব্বাপর সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। তাহাতে আমরা যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, অবশ্যই তাহার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রার্থে আমরা বুঝিতে পারি, সকল [illegible]

ব্যাখ্যাতেই প্রকাশ, মন্ত্রাংশের লক্ষ্য—ইন্দ্রদেবকে ত্বরিতগতিতে আনয়ন। কি উপায়ে বা কি প্রকারে তিনি সংবাহিত বা আনীত হইবেন, 'সুবৃক্তিভিঃ' পদে তাহাই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ঐ পদের অর্থ—সুস্তুতির দ্বারা বা সাত্ত্বিক পূজার দ্বারা। তার পর লক্ষ্য করুন—তিনি আনীত বা সংবাহিত হইবেন কোথায়? উত্তর—'হবনস্যদং রথং' (প্রতি)। 'হবন' এবং (ক্ষরণার্থক বা প্রস্রবণার্থক) 'স্যন্দ্' ধাতু হইতে 'হবনস্যদং' পদ ব্যুৎপন্ন। যাহা ভগবানে অর্পণ করা যায়, তাহাই 'হবন'। সে পক্ষে প্রকৃষ্ট 'হবন'—সে কোন্ সামগ্রী? শুদ্ধসত্ত্বই (বিশুদ্ধা ভক্তি প্রভৃতিই) কি প্রকৃষ্ট হবন নহে? এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলেই 'হবনস্যদং' পদের প্রতিবাক্যে 'শুদ্ধসত্ত্বক্ষরণশীলং' বা 'শুদ্ধসত্ত্বপ্রস্রবণং' প্রভৃতি পদ পাওয়া যাইতে পারে। এখন 'রথং পদের মর্ম্মটী অনুধাবন করুন দেখি? বলা হইয়াছে—রথখানি 'হবনস্যদং'। ঐ বিশেষণেই বুঝা যায়, 'রথং' পদ এখানে রূপকে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে রথ শুদ্ধসত্ত্ব-ক্ষরণশীল, যে রথ সত্ত্বভাবের প্রস্রবণ-স্বরূপ, যে রথ ভগবানের আকাঙ্ক্ষণীয়, তাহাই 'হবনস্যদং রথং'। বিচার করিয়া দেখুন দেখি—চিন্তা-চর্চ্চা করিয়া নির্দ্ধারণ করুন দেখি, সে রথখানির স্বরূপ কি? 'হবন' অর্থাৎ ভগবানের গ্রহণীয় শুদ্ধসত্ত্ব ক্ষরিত হয় কোথা হইতে? সত্ত্বভাব সংরক্ষিত হইবার স্থানই বা কোথায়? বলা হইল—সে 'রথং'। এখানে এক হৃদয়কে বুঝাইতে পারে, আর এক কর্ম্মকে লক্ষ্য করে। হৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চিত হয়—হৃদয়ই শুদ্ধসত্ত্বের প্রস্রবণ-স্বরূপ। আবার, কর্ম্ম দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বের ক্ষরণ হয়; কর্ম্মকেও শুদ্ধসত্ত্বের প্রস্রবণ বলা যাইতে পারে। অতএব, এখানে 'রথং' পদে কর্ম্ম বা হৃদয় দুই লক্ষ্যই প্রাপ্ত হই।

সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই মন্ত্রে একটা প্রকৃষ্ট প্রার্থনার ভাব এই দাঁড়ায় যে,—'আমরা যেন এমন ভাবের সাত্ত্বিকপূজায় ব্রতী হইতে পারি, যে পূজার ফলে আমাদিগের হৃদয় বা কর্ম্ম-সকল যেন শুদ্ধসত্ত্বভাক প্রাপ্ত হয় এবং সেই হৃদয় বা কর্ম্ম মধ্যে যেন ভগবান আসিয়া বিরাজ করেন।' মন্ত্রাংশে এমনই উচ্চ-কামনা প্রকাশ পাইতেছে; ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ম—৫২সূ—১ঋ)॥

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

স পর্ব্বতো ন ধরুণেষ্বচ্যুতঃ সহস্রমূতি-

স্তবিষীষু বাবৃধে।

ইন্দ্রো যদ্বৃত্রমবধীন্নদীবৃতমুব্জন্নর্ণাংসি

জর্হৃষাণো অন্ধসা ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। পর্ব্বতঃ। ন। ধরুণেষু। অচ্যুতঃ। সহস্রং২ঊতিঃ।

তবিষীষু। ববৃধে।

ইন্দ্রঃ। যৎ। বৃত্রং। অবধীৎ। নদী২বৃতং। উব্জন্। অর্ণাংসি।

জর্হৃষাণঃ। অন্ধসা ॥ ২

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অন্ধসা' (সত্ত্বভাবেন—ভগবৎপাদাব্জানুসারিণাং ইতি যাবৎ) 'জর্হৃষাণঃ' (অত্যর্থং হৃষ্যন্) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'যৎ' (যদা) 'নদীবৃতং' (সৎপ্রবাহাবরোধকং) 'বৃত্রং' (অজ্ঞান-রূপমসুরং) 'অর্ণাংসি' (সত্ত্বানি, সত্ত্বসম্বন্ধবাধকাৎ) 'উব্জন' (অধঃপাতয়ন্) 'অবধীৎ' (হতবান্, হিনস্তি), তদানীং স 'পর্ব্বতঃ ন' (পর্ব্বত ইব দৃঢ়ো ভূত্বা) 'ধরুণেষু' (ধারকেষু, সত্ত্বসংরক্ষকেষু সাধকেষু, তেষাং মধ্যে ইতি যাবৎ) 'অচ্যুতঃ' (অবিচলিতেন স্থিতঃ, অবিচলিত-

তাবেব. অবস্থিত্বা ইতি ভাবঃ) 'সহস্রভৃতিঃ' (সহস্রপ্রকারেণ রক্ষকঃ সন্) 'তবিষীষু' (বলেষু, লোকেষু) 'বাবৃধে' (বৃদ্ধিপ্রাপ্তো বভূব, স্বমাহাত্ম্যং প্রতিষ্ঠাপয়তি)। 'সত্ত্বানুসারিণাং অজ্ঞানতাং নাশয়িত্বা ভগবান্ তেষাং রক্ষকো ভবতি'—ইতি ভাবঃ। (১ম—৫২সূ—২ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎপদাঙ্ক-অনুসারিগণের সত্ত্বভাবের দ্বারা অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়া, ভগবান্ ইন্দ্রদেব যখন সত্ত্বভাবপ্রবাহরোধকারী অজ্ঞান-রূপ অসুরকে সত্ত্ব-সম্বন্ধ হইতে অধঃপাতিত করিয়া নিহত করেন; তখন তিনি পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় হইয়া, সত্ত্বসংরক্ষক সাধকের মধ্যে অবিচলিতভাবে অবস্থিতি-পূর্ব্বক, সহস্রপ্রকারে রক্ষক হইয়া, লোক-সমূহ-মধ্যে স্ব-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করেন। (ভাব এই যে,—সত্ত্বানুসারিগণের অজ্ঞানতা নাশ-পূর্ব্বক ভগবান্ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন)॥ (১ম—৫২সূ—২ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্য।

অন্ধসা সোমলক্ষণেনান্নেন হর্ষ্যমাণোহত্যর্থং হৃষ্যন্নিন্দ্রো যদ্ যদা বৃত্রং ত্রয়াণাং লোকানামা-বরীতারমসুরমবধীৎ। হতবান। কীদৃশং বৃত্রং। নদীবৃতং। নদনাযস্ত আপঃ। তাসামাবরী-তারং। কিং কুর্ব্বন্নিন্দ্রঃ। অর্ণাংসি জলান্যুব্জন্। অধঃপাতযন্। তদানীং স ইন্দ্রঃ পর্ব্বতো ন। পর্ব্ববান্ শিলোচ্চয় ইব ধরুণেষু সর্ব্বস্য ধারকেষূদকেষু মধ্যেহচ্যুতশ্চলনরাহিত্যেন স্থিতঃ সহস্রমূতির্ব্বহুবিধরক্ষণবান্ তবিষীষু বলেষু বাবৃধেঃ। প্রবৃদ্ধো বভূব॥

ধরুণেষু। ধারয়তের্ণিলুক্ চৈত্যুনপ্রত্যযঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। সহস্রমূতিঃ। সহস্রমূতয়ো যস্যাসৌ। লুগভাবশ্ছান্দসঃ। বাবৃধে। সংহিতায়ামভ্যাসস্যান্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘত্বং। নদীবৃতং। নদীং বৃণোতীতি নদীবৃৎ। কিপ্। তুগাগমঃ। উব্জন্। উব্জ আর্জবে। বিকরণ-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সোম-লক্ষণরূপ অন্নের দ্বারা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া ইন্দ্র যখন ত্রিলোকের আবরণকারী বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন। কিরূপ বৃত্র?—'নদীবৃত' অর্থাৎ জলসমূহের অবরোধকারী। নদন বা গর্জ্জন হইতে নদী পদে জল বুঝায়। তখন ইন্দ্র কি করিয়াছিলেন? জলরাশিকে অধঃপাতিত করিয়াছিলেন। তখন ইন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় চাঞ্চল্যরাহিত্য বা নিশ্চল হইয়া অবস্থিত করেন এবং সহস্র প্রকারে রক্ষাকারী বলের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন।

ধরুণেষু। ধারণ করায়—এই অর্থে ণি-র লোপ এবং 'উন্' প্রত্যয়। প্রত্যয়স্বর। সহস্রমূতিঃ। সহস্র প্রকার রক্ষা আছে যাহার—এই ব্যাসবাক্যে নিষ্পন্ন। ছান্দস হেতু লুক্ হয় নাই। বাবৃধে। সংহিতা-বিষয়ে 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' নিয়মে অভ্যাসের দীর্ঘত্ব হইয়াছে। নদীবৃতং। নদীকে বরণ অর্থাৎ আবরণ করে—এইরূপ ব্যাসবাক্যে 'নদীবৃৎ' পদ নিষ্পন্ন হয়। কিপ্ প্রত্যয় হেতু তুগাগম। উব্জন্। আর্জবার্থক উব্জ পদ হইতে নিষ্পন্ন। উহাতে

-স্বরঃ। অর্ণাংসি। উদকে নুট্ চেত্যর্ণেরসুন্ প্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন নুডাগমশ্চ। নিত্বাদাদ্যু-দাত্তত্বং। জর্হৃষাণঃ। হৃষ তুষ্টৌ। যঙ্‌লুগন্তাব্যত্যয়েন শানচ্। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা। যঙন্তাদেব শানচি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ছন্দস্যুভয়থেতি শানচ্। আর্দ্ধ-ধাতুকত্বাদতোলোপযলোপৌ। সার্ব্বধাতুকত্বাচ্চাভ্যস্তস্যাদ্যুদাত্তত্বং। অন্ধসা। অন্নত ইত্যন্ধঃ। অদেনুর্ম্ ধশ্চেত্যসুন্। ধাতোনুর্মাগমো ধকারান্তাদেশশ্চ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় (৬১৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটীকে আমরা পূর্ব্বমন্ত্রের অনুস্মৃতি বলিয়া মনে করিতে পারি। পূর্ব্ব-মন্ত্রে ভগবদারাধনায় সত্ত্বভাবাপন্ন হইবার জন্য মনকে (আত্মাকে) উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। এখানে তাহার সুফল প্রখ্যাপিত হইতেছে।

মূঢ় জীব! তোমরা যদি একটু একটু করিয়াও সৎ হইতে পার, তোমাদিগের হৃদয়ে যদি অল্প অল্প করিয়াও সত্ত্বের সঞ্চার হয়, তাহাতেই তোমাদিগের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। ভগবান্ প্রীত হন কিসে? তাঁহার পরম প্রীতি সাধিত হয়—কোন্ সামগ্রীতে? এ মন্ত্র তোমাকে প্রথমেই সেই সন্ধান প্রদান করিতেছে;—'অন্ধসা জর্হৃষাণঃ অর্থাৎ সত্ত্বের দ্বারাই তিনি অত্যধিক প্রীত হয়েন। কেবল প্রীত হইলেই তো হইল না। প্রীত হইয়া তিনি কি করেন? 'নদীবৃতং বৃত্রং অর্ণাংসি উব্জন্ অবধীৎ;'—সত্ত্বভাবপ্রবাহের বাধাকারী অজ্ঞানতাকে তৎসম্বন্ধ বিচ্যুত করিয়া বধ করেন। অর্থাৎ, তোমার সত্ত্বভাবে প্রীত হইয়া, ভগবান্ তোমার অজ্ঞানতাকে দূরীভূত করিয়া থাকেন। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই

বিকরণ-স্বর প্রাপ্ত। অর্ণাংসি। 'উদকে নুট্ চ' নিয়মে অসুন্ প্রত্যয়। তৎসন্নিয়োগ-হেতু নুট আগম হইয়াছে। নিত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত। জর্হৃষাণঃ। তুষ্ট্যর্থক হৃষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যঙ্‌লুগন্ত হইলেও ব্যত্যয়ে শানচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অভ্যস্তানামাদি' সূত্রানুসারে আদ্যুদাত্ত। অথবা, যঙন্ত হইলেও 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে শানচ প্রত্যয়ে শপের লোপ হইয়াছে। 'ছন্দস্যুভয়থা' নিয়মে শানচ্ প্রত্যয়। আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'অতো লোপযলোপৌ' নিয়মে য-এর লোপ। সার্ব্বধাতুকত্ব-হেতু অভ্যস্তের আদিস্বর উদাত্ত অন্ধসা। 'অন্নতে' হইতে অন্ধ পদ নিষ্পন্ন। 'অদেনুর্ম্ ধশ্চ'—এই নিয়মে অসুন্-প্রত্যয়। ধাতুর উত্তর নুমের আগম এবং অন্তে ধকারের আদেশ হইয়াছে। নিত্ব-হেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত। (১ম—৫২সূ—২ঋ)॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দশমোঽনুবাকঃ। চতুঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। সপ্তদশঃ অষ্টাদশশ্চ বর্গঃ।

চতুঃপঞ্চাশৎ সূক্তং।

—§•§—

এই চতুঃপঞ্চাশৎ সূক্তটীও ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঐন্দ্র-সূক্তে ইন্দ্রদেব-সম্বন্ধে এবং বেদ-মন্ত্রাদি বিষয়ে যে সকল সন্দেহ-সংশয় উপস্থিত হয়, এ সূক্তেও তাহার অবধি নাই। প্রথমতঃ, এই সূক্তের সূচনা-প্রসঙ্গেই সব্য ঋষির নাম এই সূক্তের প্রণেতা বলিয়া উল্লিখিত দেখি। ঐ ঋষি প্রাণ-সঙ্কট বিপদে পড়িয়া এই সকল মন্ত্র রচনা-পূর্ব্বক ইন্দ্রদেবের স্তব করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সূক্ত-প্রবর্ত্তনায় এই এক কাহিনী প্রচারিত আছে। তার পর, এই সূক্তের বিভিন্ন ঋকে বিভিন্ন নৃপতির ও অসুরের নাম উল্লিখিত আছে। অন্ততঃ ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। অশ্ব-সহ আগমন, বিভিন্ন অসুরের নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পুরী বিধ্বংসী-করণ, ব্যক্তিবিশেষের প্রার্থনা-পূরণ,—ইন্দ্রদেব-সম্বন্ধে এইরূপ নানা উক্তি মন্ত্রসমূহের অর্থে পরিকল্পিত হয়। সে সকল অর্থ অনুসারে ইন্দ্রদেবের ক্রিয়াকলাপ স্বীকার করিলে, ইন্দ্রদেবকে মানুষ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে আবার তাঁহাকে মেঘবিদারক বৃষ্টির দেবতা বলিয়া পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু এই সকল অর্থের সহিত পূর্ব্বাপর ভাবের কোনরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

যে সকল যুক্তির উপর এই সূক্তের মন্ত্রগুলি হইতে পূর্ব্বোক্ত অনুরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে, একটু অভিনিবেশসহ আলোচনা করিলেই তাহার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়। প্রথমতঃ, যদি সব্য ঋষি আপন বিপদ্ উদ্ধারের জন্য এ মন্ত্র রচনা করিলেন, তাহা হইলে তিনি আবার কখনও বা অধ্বর্য্যুকে (দ্বিতীয় ঋকের সম্বোধন দেখুন) কখনও বা অন্য স্তোতাকে সম্বোধন (তৃতীয় ঋকে দেখুন) করিবেন কেন? তার পর, সোমপান-সম্বন্ধে ও বৃত্রাসুর-বধ-বিষয়ে (নবম ও দশম ঋকে) যথাক্রমে যে সকল উক্তি আছে, তাহারও সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। আমাদিগের ব্যাখ্যায় প্রতি ঋকের মর্ম্মার্থ আলোচনা উপলক্ষে সকল বিষয়ই বিবৃত করা হইয়াছে। এখানে কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে, যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা সর্ব্বথা অনুমোদন করা যায় না।

—•—

প্রথমমণ্ডলস্য দশমানুবাকে ত্রয়পঞ্চাশৎ-সূক্তং। আঙ্গিরসঃ সব্য ঋষিঃ।
জগতী ত্রিষ্টুপ চ ছন্দঃ। ইন্দ্রো দেবতা। অতিরাত্রে প্রথমে
পর্য্যায়ে অচ্ছাবাক্ শস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

মা নো অস্মিন্মঘবন্ পৃৎস্বংহসি ন হি তে
অন্তঃ শবসঃ পরীণশে।
অক্রন্দয়ো নদ্যো৩ রোরুবদ্বনা কথা ন
ক্ষোণীর্ভিয়সা সমারত ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মা। নঃ। অস্মিন্। মঘ২বন্। পৃৎ২সু। অংহসি। নহি। তে।
অন্তঃ। শবসঃ। পরি২নশে।
অক্রন্দয়ঃ। নদ্যঃ। রোরুবৎ। বনা। কথা। ন।
ক্ষোণীঃ। ভিয়সা। সং। আরত ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মঘবন্' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্)! 'অস্মিন্' (নিত্যপরিদৃশ্যমানে, সর্ব্বত্র বিদ্যমানে) 'অংহসি' (পাপে) 'পৃৎসু' (পাপসংশ্রবযুক্তেষু সংগ্রামেষু চ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা' (মাং প্রক্ষৈপ্সীরিতি শেষঃ); 'তে' (তব) 'শবসঃ' (বলস্য) 'অন্তঃ' (সীমা, পরিমাণং)

'পরীণশে' (পরিতো ব্যাপ্তুং, অতিক্রমিতুং) 'ন হি' (নিশ্চিতং কোঽপি ন শক্যতে); যদা ত্বং 'রোরুবৎ' (ভয়দং শব্দং কুর্ব্বাণঃ, বিবেকরূপেণ কিঞ্চিৎ তাড়য়সি ইতি ভাবঃ) 'মন্তঃ' (অস্মাকং হৃৎস্থাঃ সত্ত্বভাবপ্রবাহাঃ) 'বনা' (বনানি, উদকানি, স্নেহকারুণ্যাদিরূপেণ ইতি ভাবঃ) প্রবাহয়ন্তি ইহজগতি ইতি শেষঃ; এতদবস্থায়াং যদা ত্বং 'অক্রন্দয়ঃ' (শব্দয়সি, বিবেকরূপেণ হৃদি অধিষ্ঠিতঃ সন্ পাপান্ তাড়য়সি) তদা তে 'ভিয়সা' (ভয়েন অভিভূতঃ সন্) 'ক্ষোণীঃ' (ত্রিলোকান্) 'কথা' (কিমপি উপায়েন) 'ন সমারত' (ন সঙ্গচ্ছন্তে, আক্রমিতুং সমর্থা ন ভবন্তীতি ভাবঃ)॥ প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্! ত্বং বিবেকরূপেণ অস্মাকং হৃদি প্রতিষ্ঠিতো ভব; তেন পাপো দূরীভবতু; এবং পাপসম্বন্ধচ্যুতাঃ সন্তঃ বয়ং সত্ত্বসঞ্চয়সমর্থাঃ ভবামঃ।' (১ম—৫৪সূ—১ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন! নিত্যপরিদৃশ্যমান্ (সর্ব্বত্রে বিদ্যমান্) পাপে এবং পাপসংশ্রবযুত সংগ্রামসমূহে আমাদিগকে নিক্ষেপ করিবেন না; আপনার শক্তির সীমা অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ নহে; আপনি যদি বিবেক-রূপে একটু তাড়না করেন, আমাদিগের হৃদয়স্থ সত্ত্বভাব-প্রবাহসমূহ স্নেহকারুণ্যাদিরূপে ইহজগতে প্রবাহিত হয়; এতদবস্থায় যখন আপনি বিবেকরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া পাপসকলকে তাড়না করেন, তখন তাহারা ভয়ে অভিভূত হইয়া কোনও উপায়েই আর ত্রিলোককে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি বিবেক-রূপে আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন; তদ্দ্বারা পাপ আমাদিগের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করুক; পাপসম্বন্ধচ্যুত হইয়া আমরা সত্ত্বসঞ্চয়ে সমর্থ হই।')॥ (১ম—৫৪সূ—১ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মঘবন্ ধনবন্নিন্দ্র! অস্মিন্ পরিদৃশ্যমানে অংহসি পাপে পৃৎসু পৃতনাসু পাপ-ফলভূতেষু সংগ্রামেষু চ নোঽস্মান্ মা প্রক্ষেপ্সীরিতি শেষঃ। যস্মাত্তে তব শবসো বলস্যান্তোঽহ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মঘবন্ (ধনবান্) ইন্দ্র! এই পরিদৃশ্যমান পাপে এবং পাপফলভূত সংগ্রাম-সমূহে আমাদিগকে নিক্ষেপ করিবেন না। যেহেতু, আপনার বলের অন্ত অবসান বা পরিমাণ

বলানং পরীণশে পরিতো ব্যাপ্তুং ন হি শক্যতে। সর্বোঽপি জনস্তদীয়ং বলমতিক্রমিতুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ। তস্মাত্ত্বমন্তরিক্ষে বর্তমানো রোরুবৎ। অত্যর্থং শব্দং কুর্বন্ সন্নো নদীর্বনা তৎসম্বন্ধীন্যুদকানি চক্রন্দয়ঃ। শব্দয়সি। ক্ষোণীঃ ক্ষোণ্যঃ। ক্ষোণীতি পৃথিবীনাম। তদুপলক্ষিতাস্ত্রয়ো লোকা ভিয়সা ত্বত্তয়েন কথা কথং ন সমারত। সং সংগচ্ছন্তে। ত্বদীয়ং বলমবলোক্য ত্রয়োঽপি লোকা বিভ্যতীতি ভাবঃ॥

পৃৎসু। পদাদিষু মাংস্পৃতস্নূনামুপসংখ্যানমিতি পৃতনাশব্দস্য পৃত্তাবঃ। পরীণশে। নশতির্ব্যাপ্তিকর্মা। কৃত্যার্থে তবৈকেনিতি কেন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। নিপাতস্য চেতি পূর্বপদস্য দীর্ঘত্বং। নদ্যঃ। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা। রোরুবৎ। রু শব্দে। যঙ্লুগন্তাল্লটঃ শতৃ। অদাদিবচ্চেতি বচনাচ্ছপো লুক্। শতুর্ঙিত্ত্বাদ্‌গুণাভাবঃ উবঙাদেশঃ। নাভ্যস্তাচ্ছতুরিতি নুমপ্রতিষেধঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। কথা। থা হেতৌ চ ছন্দসীতি কিংশব্দাৎপ্রকারবচনে থাপ্রত্যয়ঃ। তস্য বিভক্তিসংজ্ঞায়াং কিমঃ ক ইতি কাদেশঃ। আরত। ঋ গতৌ। সমো গম্যৃচ্ছীত্যাত্মনেপদং। ছান্দসে বর্তমানে লঙ্‌দাদিত্বাচ্ছপো লুক্। ছন্দস্যাদাদেশঃ। আডাগমো বৃদ্ধিশ্চ॥ (১ম—৫৪সূ—১ঋ)॥

* *

করিতে কেহই সমর্থ হয় না। সকলেই আপনার বল অতিক্রম করিতে অসমর্থ অর্থাৎ কেহই সক্ষম নহে। সেই হেতু আপনি অন্তরিক্ষে বর্তমান থাকিয়া অতিশয়িতরূপ শব্দ করিয়া নদীসমূহকে ও তৎসম্বন্ধীয় জলরাশিকে প্রতিধ্বনিত করেন। ক্ষোণীঃ এখানে ক্ষোণ্যঃ হইবে। ক্ষোণী প্রভৃতি পৃথিবী নাম-পর্য্যায়ে পঠিত হয়। সেই পৃথিবীর উপলক্ষিত তিন লোক আপনার ভয়ে কেন না ভীত হইবে? অর্থাৎ, আপনার (অসীম) বল দর্শন করিয়া ত্রিলোকের সকলেই ভয়ে অভিভূত হয়। ইহাই ভাবার্থ।

পৃৎসু। 'পদাদিষু মাং স্পৃতস্নূনামুপসংখ্যানং' ইত্যাদি নিয়মে পৃতনা শব্দের পৃৎ ভাব হইয়াছে। পরীণশে। ব্যাপ্তি ও কর্ম অর্থ বোধক নশ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কৃত্যার্থে তবৈকেন' এতন্নিয়মে কেন্ প্রত্যয়। নিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্ত। 'নিপাতস্য চ' সূত্রানুসারে পূর্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে। নদ্যঃ। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা বিভক্তি। রোরুবৎ। শব্দার্থক রু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যঙ্লুগন্ত হেতু লটে শতৃ-প্রত্যয়। 'অদাদি বচ্চ' ইত্যাদি বচনে শপের লোপ। শতুর ঙিত্ব হেতু গুণাভাব এবং উবঙাদেশ হইয়াছে। 'নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ' ইত্যাদি নিয়মে নুম প্রতিষেধ। 'অভ্যস্তানামাদি' সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত। কথা। 'থা হেতৌ চ ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে কিং শব্দের উত্তর প্রকারবচনে থা প্রত্যয়। তাহার বিভক্তি সংজ্ঞা-প্রযুক্ত 'কিমঃ কঃ' ইত্যাদি বচনে ক আদেশ। আরত। গত্যর্থক ঋ ধাতু নিষ্পন্ন। 'সমো গম্যৃচ্ছি' ইত্যাদি বিধানে আত্মনেপদ হইয়াছে। ছান্দস-হেতু বর্তমান কালে লঙ বিভক্তিতে অদাদিত্ব-প্রযুক্ত শপের লোপ। ছন্দ-হেতু অদাদেশ হইয়াছে। তাহার পর আটের আগম ও বৃদ্ধি হইয়াছে॥ (১ম—৫৪সূ—১ঋ)॥

* *

প্রথম (৬৪০) ঋকের বিশদার্থ।

—:‍:০:‍:—

ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এই ঋকটী সাধারণতঃ চারিটী বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। আমরাও ঋকটীকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছি। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন) ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনরূপ মত-পার্থক্য ঘটে নাই। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থ উপলব্ধ হইতেছে। মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে মন্ত্রের উক্ত চারি অংশে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এবং আমরাই বা কি ভিন্ন ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ঋকের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা,—

> "হে ধনশালিন্ ইন্দ্র, আপনি এই পরিদৃশ্যমান্ পাপে ও পাপফলভূত সংগ্রামে আমাদিগকে পতিত করিবেন না। আপনার বল অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয় না। আপনি অন্তরিক্ষস্থিত হইয়া অতিশয় শব্দ করতঃ নদী এবং নদীর জল-সকলকে প্রতিধ্বনিত করেন। পৃথিব্যাদি তিন লোক আপনার ভয়ে কেন-না ভীত হইবে?"

এই প্রকার অর্থে যথাপর্য্যায় ভাবের কোনও সঙ্গতি দেখিতে পাই না। প্রথম বলা হইল—'আমাকে পাপে প্রক্ষিপ্ত করিবেন না।' তার পর বলা হইল—'আপনার শক্তি কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।' তার পর বলা হইতেছে—'আপনি অন্তরিক্ষে থাকিয়া যে শব্দ করেন, তাহাতে নদী এবং নদীর জল প্রতিধ্বনিত হয়।' অবশেষে বলা হইতেছে—'তিন লোক কেন-না আপনাকে ভয় করিবে?' এই চতুর্ব্বিধ উক্তির মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ আছে—বুঝা যায় না। যাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এবংবিধ উক্তি প্রযুক্ত হয়, এ পক্ষে তাঁহার স্বরূপ-বিষয়েও সংশয় আসে।

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটী মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক এবং প্রার্থনা-মূলক। এখানে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! এই করুন—আমাকে যেন আর পাপে লিপ্ত হইতে না হয়,—পাপের সহিত সংগ্রামে আমি যেন আর বিব্রত না হই। আপনার শক্তি অসীম;

পাপ যতই প্রবল হউক, সে শক্তিকে কখনও অতিক্রম করিতে পারিবে না।' ইহাই মন্ত্রের প্রথম দুই অংশের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের তৃতীয়াংশের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! তুমি যখন আসিয়া বিবেকরূপে আমাদিগকে একটু তাড়না কর, তখন হৃদয়ের সত্ত্বভাবসমূহ জাগিয়া উঠে; সত্ত্বভাবের প্রবাহ স্নেহকারুণ্যাদিরূপে ইহ-সংসারে প্রবাহিত হয়; অর্থাৎ, তোমারই তাড়নার প্রভাবে আমরা বিবিধ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি।' অতঃপর মন্ত্রের চতুর্থাংশের সহিত এই অংশের সঙ্গতির বিষয় লক্ষ্য করুন। এই অংশে বলা হইতেছে,—'এই অবস্থায়, তুমি যখন বিবেক-রূপে হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে তাড়না কর, সে তাড়নার ফলে পাপকেও ভয় পাইতে হয়। পাপী তখন, ভয় পাইয়া, ত্রিলোককে অর্থাৎ তিন-লোকের অধিবাসী কাহাকেও (যাহাদের হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান হইবে) কোনপ্রকার আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।' ইহাই মন্ত্রের চতুর্থাংশের মর্ম্মার্থ।

তবেই বুঝিয়া দেখুন, মন্ত্রের চারি অংশে স্তরে স্তরে কি ভাব প্রকটিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে পাপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন না।' দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে,—'আপনি যদি নির্দ্দয় না হন, পাপের সাধ্য নাই যে, আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে।' তৃতীয়তঃ বলা হইয়াছে,—'আপনি বিবেক-রূপে আসিয়া আমাদিগকে যখন তাড়না করেন, আমাদিগের মধ্যে তখনই সত্ত্বভাবের প্রবাহ প্রবাহিত হয়।' শেষ বলা হইয়াছে,—'সেই অবস্থায় বিবেকাশ্রিত সত্ত্বভাবান্বিত হৃদয়ের নিকট পাপ কোনপ্রকারেই আর আসিতে সমর্থ হয় না।' আমরা মনে করি, এই চারিটী স্তর-পর্য্যায়ের বিষয়ই এই মন্ত্রে প্রখ্যাত রহিয়াছে।

মন্ত্রের কোন্ পদে আমরা কোন্ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা উপলব্ধ হইবে। পরন্তু ঐ ব্যাখ্যায় আরও দেখা যাইবে যে, আমরা কোনও প্রধান পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় ঘটাই নাই। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নদ্যঃ' এই প্রথমার বহুবচনান্ত পদের পরিবর্ত্তে ভাষ্যে দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত 'নদীঃ' পদ গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং 'ক্ষৌণীঃ' এই দ্বিতীয়ার দ্বিবচনান্ত পদের পরিবর্ত্তে 'ক্ষোণ্যঃ' এবম্বিধ

প্রথমার বহুবচনান্ত পদ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা কিন্তু ঐরূপ পরিবর্তনের আবশ্যকতা মনে করি না। 'বনা' পদ যে বহুবচনান্ত এবং উহার আদিরূপ যে বনানি, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। এই সূক্তেরই পঞ্চম ঋকে এই 'রোরুবদ্বনা' পদ আছে। সেখানে ও এখানে ঐ পদে একই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রার্থে সঙ্গতি-রক্ষার পক্ষে আমরা যেমন কয়েকটা পদ অধ্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছি, অন্যান্য ভাষ্যকারগণকে ও ব্যাখ্যাকারদিগকে তদনুরূপ অন্য পদ অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। অতএব, এ পক্ষেও আমরা অসঙ্গত পন্থা গ্রহণ করি নাই। যেমন 'নক্ষঃ' ও 'বনা' পদদ্বয় মন্ত্রার্থে সংশয় আনয়ন করিতেছে, সেইরূপ 'অক্রন্দয়ঃ' ও 'রোরুবৎ' পদদ্বয়ও নানা সংশয় আনয়ন করে। প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমুহে যে অন্যভাব প্রকাশ পাইয়াছে, ঐ দুই পদই তাহার প্রধান কারণ। এখন, ভাব-সঙ্গতির পক্ষে লক্ষ্য রাখিয়া যে অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে হয়, সহৃদয়গণ তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। (১ম—৫৪সূ—১ঋ)॥

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অর্চ্চা শক্রায় শাকিনে শচীবতে শৃণ্বন্তমিন্দ্রং

মহয়ন্নভি ষ্টুহি।

যো ধৃষ্ণুনা শবসা রোদসী উভে বৃষা

বৃষত্বা বৃষভো ন্যৃঞ্জতে॥ ২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অর্চ্চ। শক্রায়। শাকিনে। শচীহবতে। শৃণ্বন্তং। ইন্দ্রং। মহয়ন্। অভি

যঃ। ধৃষ্ণুনা। শবসা। রোদসী ইতি। উভে ইতি। বৃষা

বৃষহত্বা। বৃষভঃ। নিহঋঞ্জতে ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মনঃ! ত্বং 'শাকিনে' (শক্তিসম্পন্নায়) 'শচীবতে' (প্রজ্ঞাবতে) 'শক্রায়' (প্রবল-পরাক্রমায় ভগবতে) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অর্চ' (পূজয়); শৃণ্বন্তং' (জানন্তং, যেন তব প্রার্থনা ভগবৎসামীপ্যগতা ভবতু তেন প্রকারেণ ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'মহি' (আরাধয়, পূজায়াং প্রবৃত্তো ভব); 'যঃ' (ভগবান) 'ধৃষ্ণুনা' (শত্রূণাং ধর্ষকেণ) 'শবসা' (বলেন) 'উভে রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ উভৌ) ন্যৃঞ্জতে' (নিতরাং বশীকরোতি) স ভগবান্ 'বৃষত্বা' (বৃষত্বেন, অভীষ্টপূরণসামর্থ্যেন) 'বৃষা' (অভীষ্টপূরকঃ, যদ্বা—দুঃখং, ত্রিবিধে দুঃখে ইতি ভাবঃ) 'বৃষভঃ' (কামানাং বর্ষিতা, যদ্বা—দুঃখনাশকঃ, সুখস্য দাতা ইতি ভাবঃ) অসি ইতি শেষঃ)। আত্মোদ্বোধকোহয়ং মন্ত্রঃ; ভাবো হি,—'একান্তয়া ভগবদর্চ্চনয়া সর্ব্বং দুখং নাশপ্রাপ্তং ভবতি; অতঃ, হে জীব, একান্তেন ভগবদর্চ্চনায়াং প্রবৃত্তো ভব।" (১ম—৪৫সূ—২ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! শক্তিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান্, প্রবলপরাক্রমশালী, ভগবান্‌কে তুমি সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চনা কর;—তোমার প্রার্থনা যাহাতে তাঁহার সমীপে উপনীত হয়, সেই ভাবে ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া, তুমি আরাধনায় প্রবৃত্ত হও; যে ভগবান্ শত্রুধর্ষণকারী শক্তির দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য উভয় লোককে নিয়ত বশীভূত রাখিয়াছেন, সেই ভগবান্, অভীষ্ট-পূরণ-সামর্থ্যের দ্বারা, অভীষ্টবর্ষক এবং কামনা-পূরণকারী হয়েন; অথবা, তাঁহার অভীষ্টবর্ষকত্বের দ্বারা তিনি ত্রিবিধ দুঃখে সুখদাতা হয়েন।

[আত্মোদ্বোধক এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—'একান্তে ভগবদর্চ্চনা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নাশপ্রাপ্ত হয়; অতএব হে জীব, একান্তে ভগবদর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও।']॥ (১ম—৫৪সূ—২ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অধ্বর্যো শাকিনে শক্তিযুক্তায় শচীবতে প্রজ্ঞাবতে শক্রায়েন্দ্রায়ার্চ্চ। এবংবিধমিন্দ্রং পূজয়। কিঞ্চ স্তুতীঃ শৃণ্বন্তং সমীচীনেয়ং স্তুতিরিতি জানন্তং তমিন্দ্রং মহয়ন্ পূজয়ন্নভিষ্টুহি। আভিমুখ্যেন তস্য স্তোত্রং কুরু। য ইন্দ্রো ধৃষ্ণুনা শত্রূণাং ধর্ষকেণ শবসা বলেনোভে রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ ঋঞ্জতে। নিতরাং প্রসাধয়তি। ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্ম্মা। নি০ ৬।২১। ইতি যাস্কঃ। স ইন্দ্রো বৃষা সেচনসমর্থো বৃষত্বা বৃষত্বেনানেনৈব সেচনসামর্থ্যেন বৃষভো বর্ষিতা কামানাং যদ্বা বৃষ্ট্যুদকানাং॥

অর্চ্চা। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি দীর্ঘত্বং। শাকিনে। শক্তিঃ শাকঃ। শক্লৃ শক্তৌ। ভাবে ঘঞ্। মত্বর্থীয় ইনিঃ। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থী। অভিষ্টুহি। ষ্টৌতেরদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। উপসর্গাৎ সুনোতীতি ষত্বং। টুনা ষ্টুরিতি ষ্টুত্বং। বৃষত্বা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। ঋঞ্জতে। ঋজি ভৃজী ভর্জ্জনে। ইদিত্বান্নুম্। শপি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শঃ॥ (১ম—৫৪সূ—২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অধ্বর্য্যু! শক্তিযুক্ত প্রজ্ঞাবান শক্রকে অর্থাৎ এবম্বিধ ইন্দ্রকে পূজা কর। অপিচ, 'স্তুতী শৃণ্বন্তং' অর্থাৎ এই স্তুতি সমীচীন—এইরূপ জানিযাছেন যিনি, সেই ইন্দ্রকে পূজা করিয়া, তাঁহার অভিমুখে অর্থাৎ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্তুতি কর। যে ইন্দ্র শত্রুসমূহের ধর্ষণকারী বলিযা বল দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে প্রসাধিত করেন; ('ঋঞ্জতিঃ' পদে প্রসাধন-কর্ম্ম বুঝায় (নি০ ৬।২১) ইহাই যাস্কের মত) সেই ইন্দ্র 'বৃষা' সেচন-সমর্থ, 'বৃষত্বেন' অর্থাৎ সেচন-সমর্থ বলিয়া 'বৃষভঃ' অর্থাৎ কাম্য-সমূহের অথবা বৃষ্ট্যুদকসমূহের বর্ষণকারী।

অর্চ্চা। শপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও ধাতুস্বর হইযাছে। 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' এই নিয়মে দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। শাকিনে। শাকঃ পদে শক্তি বুঝায়। শক্লৃ ধাতু শক্ত্যর্থজ্ঞাপক। ভাবে ঘঞ্-প্রত্যয়। তৎপরে মত্বর্থীয় 'ইনিঃ'। 'ক্রিযাগ্রহণং কর্ত্তব্যং' ইত্যাদি নিয়মে কর্ম্মণিবাচ্যে সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হইযাছে। অভিষ্টুহি। অদাদিত্ব-হেতু স্তু ধাতুর উত্তর শপ্ প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে। 'উপসর্গাৎ সুনোতি' ইত্যাদি নিযমে ষত্ব। 'ষ্টুনাষ্টুঃ' ইত্যাদি মতে ষ্টুত্ব। বৃষত্বা। সুপাং সুলুক ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির আকার হইয়াছে। ঋঞ্জতে। ঋজি ভৃজি প্রভৃতি ভর্জ্জনার্থে প্রযুক্ত। ইদিত্ব-হেতু নুম। শপ্ প্রাপ্ত হইলেও ব্যত্যয়ে শঃ আদেশ হইয়াছে। (১ম—৫৪সূ—২ঋ)॥

দ্বিতীয় (৬৪১) ঋকের বিশদার্থ।

—— §০০০০০§ ——

মন্ত্রার্থ আলোচনা-বিষয়ে এই ঋকের অন্তর্গত "শৃণ্বন্তং" পদের প্রতি এবং "বৃষা বৃষত্বা বৃষভঃ" এই বাক্যাংশের প্রতি প্রধানতঃ লক্ষ্য আকর্ষণ করে। অপিচ, মধ্যম পুরুষের সম্বোধনসূচক ক্রিয়াপদ দৃষ্টে, সম্বোধ্য-সম্বন্ধে সংশয় আসে। ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যাসমূহের মত এই যে, অধ্বর্য্যু নামক পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া ঋত্বিক্ অথবা যজমান যেন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে কাল-বিশেষের ও ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধ সূচিত হয়। কিন্তু বেদমন্ত্রে কাল-বিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধ আমরা অস্বীকার করি। নিত্যসত্য বেদমন্ত্র সাধক-মাত্রেরই নিত্যকাল উচ্চারিত হইবার উপযোগী। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। মন্ত্রে আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনাকারী ভগবানের প্রতি তাহাকে সংন্যস্ত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—'মন! তুমি ভগবানের পূজায় আত্মনিয়োগ কর। এমনভাবে আরাধনায় প্রবৃত্ত হও, যেন তোমার আরাধনা ভগবান শুনিতে পান।' মন্ত্রের প্রথম পাদে এইরূপ আত্মোদ্বোধনাই প্রকাশ পাইতেছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ—ভগবন্মহিমা-প্রখ্যাপক। তাহার ভাব এই যে, সংসারের সর্ব্ব-প্রকার শত্রু তাঁহার শক্তির নিকট পরাভূত হয় এবং তিনি পৃথিবীকে ও স্বর্গকে আপনার আয়ত্তীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। আর তিনি কেমন? পরমদাতা—সর্ব্বাভীষ্টপূরক (বৃষভঃ); তাই তিনি আপনার দাতৃত্বের মহিমায়—সর্ব্বাভীষ্ট-পূরকত্বের স্বাভাবিকী শক্তির প্রভাবে, সকলের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নাশ করিয়া থাকেন। মন্ত্রের দুই পাদে এইরূপ দুই ভাব পরিব্যক্ত।

এই মন্ত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমে 'শৃণ্বন্তং' পদের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। ঐ পদের অর্থ ভাষ্যে একভাবে পরিগৃহীত হইয়াছে; আর, আমাদিগের অর্থে, আমরা ঐ পদকে অন্য ভাবে গ্রহণ করিয়াছি। প্রচলিত অর্থে ঐ পদের মর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে—'তিনি স্তুতিশ্রবণকারী; অর্থাৎ, কেহ তাঁহার কোনরূপ স্তব করিলে সে স্তব যুক্তিযুক্ত কিনা—

তাহা তিনি বুঝিয়া দেখেন।' কিন্তু আমরা ঐ পদে এই মর্ম্ম গ্রহণ করি যে,—'এমন ভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন কর অথবা এমন ভাবে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হও, যাহা তিনি শ্রবণ করেন,—যে প্রার্থনা তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হয়।' উভয় পক্ষেই ঐ পদ দেবতা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বটে; আবার সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে, দুইরূপ ব্যাখ্যার মর্ম্মও একই দাঁড়ায় বটে; কিন্তু আমরা মনে করি, শেষোক্ত অর্থে ভাব একটু পরিস্ফুট হয়। আমরা তাই সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'তোমার স্তব যুক্তিযুক্ত কি না—তিনি তাহা দেখিবেন'—এরূপ অর্থেও 'তুমি সুষ্ঠুরূপে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হও' এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং সেদিক দিয়া দৃষ্টিপাত করিলেও আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থেরই সঙ্গতি দেখিতে পাই।

মন্ত্রের আর আলোচ্য অংশ "বৃষা বৃষত্বা বৃষভঃ।" এখানে আর 'বৃষা' পদে ভাষ্যকারও ষাঁড় অর্থ গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু পূর্ব্বাপর বৃষাদি পদের যে অর্থ ভাষ্যে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, এখানে তাহার সঙ্গতি-রক্ষাও দেখিতে পাই না। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ ভাষ্য অবলম্বনেই দুই প্রকার অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এক প্রকার অর্থে—'বৃষা' পদে 'বীর্য্যবান্' বুঝায়, 'বৃষত্বা' পদে 'বীর্য্যের সহিত' বুঝায়, আর 'বৃষভঃ' পদে 'কামনা-বর্ষক' বুঝায়। তাহা হইতে ভাব দাঁড়ায়,—'তাঁহার শক্তি আছে, সেই শক্তির দ্বারা তিনি আমাদিগের কামনা পূরণ করেন।' অন্য প্রকার প্রচলিত অর্থে নির্দ্ধারিত হয়,—'তিনি বর্ষণকারী (বৃষা), বর্ষণশক্তির দ্বারা (বৃষত্বা), বৃষ্টিদান (বৃষভঃ) করেন।' কিন্তু আমাদিগের অর্থ দাঁড়াইতেছে—'তিনি অর্থাৎ ভগবান আপন অভীষ্ট-পূরণ সামর্থ্যের দ্বারা (বৃষত্বা), আমাদিগের অভীষ্টপূরণকারী (বৃষা) ও দুঃখনাশক (বৃষভঃ) হয়েন।' অথবা, তাঁহার অভীষ্টপূরণ-সামর্থ্যের দ্বারা তিনি আমাদিগের ত্রিবিধ দুঃখে সুখদাতা হয়েন। আমরা 'বৃষা' পদে 'দুঃখহং' (ত্রিবিধ দুঃখং) প্রতিবাক্য পূর্ব্বেও গ্রহণ করিয়াছি * এবং

---

* 'বৃষা' পদে এই 'দুঃখহং' অর্থ গ্রহণ-বিষয়ে মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এই 'ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের অষ্টম ঋকের আলোচনা দেখুন।' (৬৪০ হইতে ৪৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

তাহার সমীচীনতা প্রতিপন্ন করিয়াছি। এখানেও সেই অর্থের যৌক্তিকতা দেখিতে পাই। 'বৃষত্বা' পদে ভগবানের ক্ষমতার বিষয় প্রখ্যাত হইতেছে। কিন্তু সে ক্ষমতা প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায় কি প্রকারে? না—মানুষের ত্রিবিধ দুঃখনাশে। অভীষ্টপূরণ শক্তির দ্বারা অভীষ্টপূরণ করাই দুঃখনাশ বুঝায়। মানুষের শ্রেষ্ঠ অভীষ্টপূরণ আর কি হইতে পারে? ত্রিবিধ দুঃখের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরম সুখধামে উপনীত হওয়াই কি মানুষের শ্রেষ্ঠ অভীষ্টপূরণ নহে? আমরা মনে করি, এখানে এই ভাবই প্রকাশমান্। (১ম—৫৪সূ—২ঋ) ॥

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অর্চ্চা দিবে বৃহতে শূষ্যং ১ বচঃ স্বক্ষত্রং

যস্য ধৃষতো ধৃষন্মনঃ।

বৃহচ্ছ্রবা অসুরো বর্হণা কৃতঃ পুরো হরিভ্যাং

বৃষভো রথো হি ষঃ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অর্চ্চ। দিবে। বৃহতে। শূষ্যং। বচঃ। স্বংক্ষত্রং ॥

যস্য। ধৃষতঃ। ধৃষৎ। মনঃ ॥

বৃহৎশ্রবাঃ। অসুরঃ। বর্হণা। কৃতঃ। পুরঃ। হরিভ্যাং ॥

বৃষভঃ। রথঃ। হি। সঃ ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মনঃ! ত্বং তস্মৈ 'দিবে' (দীপ্তায়, জ্যোতীরূপায়) 'বৃহতে' (মহতে, মহত্ত্বসম্পন্নায় ভগবতে) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন, ঐকান্তিকেন) 'শূষ্যং' (আনন্দপ্রদং, সাধু) 'বচঃ' (স্তোত্রং) 'অর্চ্চ' (উচ্চারয়); 'যস্য' (জনস্য) 'ধৃষতঃ' (শত্রূন্ ধর্ষয়তঃ, কামাদিরিপুবিমর্দ্দকং ইতি ভাবঃ) 'স্বক্ষত্রং' (স্বভূতবলবৎ, স্বতঃশক্তিসম্পন্নং) 'মনঃ' (চিত্তং) 'হি' (নিশ্চিতং) 'ধৃষৎ' (ধৈর্য্যযুক্তং, অবিচলিতং ইতি ভাবঃ) ভবতি, 'বৃহচ্ছ্রবাঃ' (প্রভূতযশাঃ) 'সঃ' (ভগবান্) তস্য জনস্য 'হরিভ্যাং' (জ্ঞানভক্তিভ্যাং রশ্মিভ্যাং) 'পুরঃ কৃতঃ' (পূজিতঃ সন্) 'অসুরঃ' (অসুরস্য, শত্রোঃ, অজ্ঞানস্য) 'বর্হণা' (নাশয়িতা) 'বৃষভঃ' (অভীষ্টপূরকঃ) 'রথঃ' (রথস্বরূপঃ, পরিত্রাণকারকঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; যদ্বা,—'বৃহচ্ছ্রবাঃ' (প্রভূতকর্ম্মসাধকঃ) 'অসুরঃ' (শত্রুনাশকঃ) 'সঃ' (ভগবান্) 'বর্হণা' (অস্মাকং শত্রূণাং নাশয়িতা) 'বৃষভঃ' (কামানাং বর্ষিতা) 'রথঃ' (রথস্বরূপঃ, পরিত্রাণকারকঃ) ভবতীতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—'অস্মাকং মনঃ যদি ঐকান্তিকেন ভগবদারাধনাপরং ভবতি, তদা সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি এব অস্মাকং অধিগতো ভবেৎ। অতঃ হে মন ? ত্বং সর্ব্বতো ভগবতি সংন্যস্তো ভব।' (১ম—৫৪সূ—৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! তুমি সেই দীপ্তিমান্ মহত্ত্বসম্পন্ন ভগবানের উদ্দেশে সর্ব্বতোভাবে (ঐকান্তিকতার সহিত) সাধু স্তোত্র উচ্চারণ কর। যাহার শত্রুধর্ষণকারী (কামাদিরিপু-বিমর্দ্দক) স্বতঃশক্তিসম্পন্ন চিত্ত নিশ্চিত ধৈর্য্য-যুক্ত (অবিচলিত) হয়, প্রভূতযশঃসম্পন্ন সেই ভগবান্, সেই জনের জ্ঞান-ভক্তির দ্বারা পূজিত হইয়া, তাহার শত্রুর (অজ্ঞানতার) নাশকারী, অভীষ্টপূরক এবং পরিত্রাণকারক হয়েন; অথবা,—প্রভূত কর্ম্মসাধক শত্রুনাশক সেই ভগবান্, আমাদিগের শত্রুনাশক, কামনাসমূহের পূরণকারী এবং পরিত্রাণকর্ত্তা (রথস্বরূপ) হয়েন। (ভাব এই যে,—'আমাদিগের মন যদি ঐকান্তিকতার সহিত ভগবদারাধনাপরায়ণ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলই আমাদিগের অধিগত হইয়া থাকে। অতএব, হে মন, তুমি সর্ব্বতোভাবে ভগবানে সংন্যস্ত হও।')॥ (১ম—৫৪সূ—৩ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতঃ। দিবে দীপ্তায় বৃহতে মহত ইন্দ্রায় শূষ্যং। শূষমিতি সুখনাম। তত্র সাধু শূষ্যং। তাদৃশং স্তুতিলক্ষণং বচোঽর্চ্চ। উচ্চারয়। যস্যেন্দ্রস্য ধৃষতঃ শত্রুধর্ষয়তঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে স্তোতা! দীপ্তিমান্ মহৎ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে 'শূষ্যং' ('শূষ' পদ সুখনামবাচক; তাহা হইতে 'শূষ্যং' পদে সাধু বুঝায়।) অর্থাৎ সাধু স্তুতিলক্ষণযুক্ত বাক্য উচ্চারণ কর।

অস্মত্রং স্বভূতবলবন্মনো ধৃষৎ ধৃষ্টং ভবতি। হি যঃ স হি স খাযত্রো বৃহচ্ছ্রবাঃ প্রভূতযশা অসুরঃ শত্রূণাং নিরসিতা। যদ্বা অসুঃ প্রাণো বলং বা তদ্বান্। রো মত্বর্থীয়ঃ। অথবা। অসবঃ প্রাণাঃ। তেন চাপো লক্ষ্যন্তে। প্রাণা বা আপ ইতি শ্রুতেঃ। তান্ রাতি দদাতীত্যসুরঃ। বর্হণা শত্রূণাং নিবর্হয়িতা। হরিভ্যামশ্বাভ্যাং পুরস্কৃতঃ পূজিতঃ। বৃষভঃ কামানাং বর্ষিতা। রথো রংহণশীলঃ॥

শূষ্যং। তত্র সাধুরিতি যৎ। সর্ব্বেবিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বাভাবে তিৎস্বরিত ইতিস্বরিতত্বং। ধৃষতঃ। ঞিধৃষা প্রাগল্ভ্যে। ব্যত্যয়েন শঃ। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বৃহচ্ছ্রবাঃ। বৃহচ্ছ্রবো যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্ব-পদপ্রকৃতি স্বরত্বং। অসুরঃ। অসু ক্ষেপণে। অসেরুরন্নিত্যুরনপ্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যু-দাত্তত্বং। বর্হণা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। পুরঃ। পূর্ব্বাধরেত্যাদিনাসি-প্রত্যয়ান্তোঽন্তোদাত্তঃ॥ (১ম—৫৪সূ—৩ঋ)।

• . •

তৃতীয় (৬৪২) ঋকের বিশদার্থ।

—§:•○•:§—

এই ঋকের অর্থ নিষ্কাশনে তিনটী গ্রন্থিস্থান দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, এই মন্ত্রের সম্বোধ্য পদ কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে? দ্বিতীয়তঃ, 'যস্য' পদ কাহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? তৃতীয়তঃ, 'অসুরঃ' পদে কি ভাব মনে আসে? ভাষ্যের মত এই যে,—মন্ত্রে

যে ইন্দ্রের 'ধৃষতঃ' অর্থাৎ শত্রুধর্ষণকারী স্বভূতবলবান্ মন ধৃষ্ট হয়, সেই ইন্দ্র প্রভূতযশা ও শত্রুগণের নিরসিতা। অথবা অসু পদে প্রাণ বা বল বুঝায়। সেই ইন্দ্র প্রাণ বা বল যুক্ত। মত্বর্থীয় রো। অথবা অসবঃ পদে প্রাণসমূহ বুঝায়, এবং তদ্দ্বারা অপসমূহকে লক্ষিত হয়। শ্রুতি আছে—"প্রাণা বা আপঃ।" সেই প্রাণসমূহ দান করে—এই অর্থে 'অসুরঃ' পদ সিদ্ধ হয়। (সেই ইন্দ্র) শত্রুগণের নিবর্হণকারী, অশ্বসমূহের দ্বারা পূজিত, কামনা-সমূহের বর্ষয়িতা এবং রংহণশীল (গমনশীল)।

শূষ্যং। 'তত্র সাধুঃ' ইত্যাদি নিয়মে যৎ। 'সর্ব্বেবিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' ইত্যাদি নিয়মে 'যতোঽনাব' সূত্রানুসারে আদ্যুদাত্ত না হওয়ায় 'তিৎস্বরিতঃ' ইত্যাদি বিধানক্রমে স্বরিতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ধৃষতঃ। প্রাগল্ভ্যার্থক 'ঞি ধৃষা' (ধৃষ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ব্যত্যয়ে শঃ। 'শতুরনুমঃ' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। বৃহচ্ছ্রবাঃ। বৃহৎ শ্রবঃ যাহার আছে—এই বহুব্রীহিসমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অসুরঃ। ক্ষেপণার্থক অসু (অস্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অসেরুরন্' ইত্যাদি নিয়মে উরন্ প্রত্যয়। নিৎ-হেতু আদ্যুদাত্ত। বর্হণা। 'সুপাং সুলুক' নিয়মে বিভক্তির উত্তর আকার হইয়াছে। পুরঃ। 'পূর্ব্বাধর' ইত্যাদি নিয়মে অসি (অস্) প্রত্যয়ান্ত এবং অন্তোদাত্ত হইয়াছে॥ ৩॥

স্তোতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে, 'যস্য' পদে ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিতেছে এবং 'অসুরঃ' পদ সেই দেবতার উদ্দেশ্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ মন্ত্রের অন্তর্গত 'হরিভ্যাং' ও 'রথঃ' প্রভৃতি কয়েকটী পদ-সম্বন্ধেও মতান্তরের কারণ দেখিতে পাই। যাহা হউক, ভাষ্যানুসারে প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহে মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহার একটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"হে স্তোতঃ, তুমি প্রদীপ্ত, মহান্ ইন্দ্রের নিমিত্ত সাধু স্তুতিবাক্য উচ্চারণ কর, যে ইন্দ্রের শত্রুধর্ষণকারী, স্বশক্তিসম্পন্ন মন অতি ধৈর্য্যযুক্ত। তিনি অতি যশস্বী, পূজ্য, রিপুসংহারক, অশ্বযুগল দ্বারা চালিত, অভিলাষ-দাতা, এবং গমনশীল হয়েন।"

এই সকল ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার কি পার্থক্য ঘটিয়াছে, তুলনায় তাহা বোধগম্য হইবে। আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক এবং মনঃসম্বোধনে প্রযুক্ত। মন্ত্রের 'সঃ' (য) পদ ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বটে; কিন্তু মন্ত্রের অন্তর্গত যে 'যস্য' পদ, আমাদিগের মতে, ঐ পদ সাধারণ মনুষ্যকে বা প্রার্থীকে বুঝাইতেছে, এবং 'মনঃ' পদ, সেই মনুষ্যের বা প্রার্থনাকারীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সে ক্ষেত্রে 'ভগবানের মন' না হইয়া 'মানুষের মন' অর্থই সঙ্গত বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিলাম। 'অসুরঃ' পদে ভগবানকে যে বুঝাইতেছে, তাহাও মনে কল্পনা করা যায় বটে, * আবার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া 'বর্হণা' পদের সঙ্গে উহার

---

* অসুর, দানব প্রভৃতি শব্দ বেদের বিভিন্ন স্থানে যে দেবতাদিগের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। এ বিষয় চতুর্ব্বিংশ-সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋকের টীকায় (১২২৪-২৫ পৃষ্ঠায়) বিশেষ ভাবেই আলোচনা করিয়াছি। তবে এখানে অন্য অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত হয় বলিয়া তদনুবর্ত্তী হইয়াছি।

এই মন্ত্রের 'অসুরঃ' পদের অর্থ লইয়া আরও নানা প্রকার গবেষণা দেখিতে পাই। 'বেদার্থযত্ন (বোম্বাই-প্রদেশে প্রচলিত একবিধ ব্যাখ্যায়) এই মন্ত্রের 'অসুরঃ' পদে 'প্রাণবান্' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহারই পাদটীকায় একটু বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে যে,—'এই শব্দে ইন্দ্রদেব যে অবিনাশী আত্মা-স্বরূপ, তাহাই বুঝা যাইতেছে। তিনি মৃণ্ময় বা পাষাণময় নহেন, তিনি আত্মময়।' ফলতঃ, এই 'অসুরঃ' পদের ব্যাখ্যায় যে বিশেষ সংশয়-সন্দেহ আনয়ন করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। আবার নিঘণ্টু-নিরুক্তের 'ঋজ্বর্থাখ্য' ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ দুর্গাচার্য্য এখানকার 'অসুরঃ' পদে মেঘ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—এই মন্ত্রে ইন্দ্রের নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এ পক্ষে সায়ণের ভাষ্যের সহিত তাঁহার ভাষ্যের পার্থক্য লক্ষিত হয়। পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যের নিমিত্ত দুর্গাচার্য্যকৃত 'ঋজ্বর্থাখ্য' ভাষ্যটী এই বিশদার্থের শেষে উদ্ধৃত করা হইল।

সম্বন্ধ-সূচনা করাও সমীচীন বলিয়া মনে হয়। ভাষ্যে নানাপ্রকারে প্রথমোক্ত অর্থেরই পোষকতা দেখিতে পাই। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় "যম"-অভিধায়ে আমরা দুই প্রকার অর্থই প্রকাশ করিলাম বটে; কিন্তু ঐ 'অসুরঃ' পদে প্রধানতঃ এখানে আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয়ই স্বীকার করি। 'বর্হণা' পদের যে অর্থ ভাষ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার অর্থে 'শত্রূণাং' পদটী কষ্টকল্পনা করিয়া সংযোজনা করার আবশ্যক হয়। কিন্তু 'অসুরো' পদে যদি 'অসুরস্য' ভাব পরিগ্রহণ করি, তাহা হইলে 'বর্হণা' পদের সার্থক প্রয়োগ উপলব্ধ হয়। 'রথঃ' পদে রথস্বরূপ 'পরিত্রাণ-কারক' ভাবই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

এখন, যথাপর্য্যায় আমাদিগের ব্যাখ্যার সঙ্গতির বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেখুন। তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের সম্বন্ধের বিষয়ও উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের প্রথমাংশে ('হে মনঃ' হইতে 'অর্চ্চ' পর্য্যন্ত অংশে) মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'মন! তুমি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।' তার পর, 'যস্য' হইতে 'ধৃষৎ' পর্য্যন্ত অংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন), যে জন ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিবার উপযুক্ত, তাঁহারই স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কামাদি-শত্রুর বিমর্দ্দনে, পাপ-সংশ্রব-ত্যাগে, যাঁহার চিত্ত অবিচলিত আছে এবং যাঁহার শক্তি তৎপক্ষে আপনা-আপনিই কার্য্যকরী (স্বক্ষত্রং) হয়, তাঁহারই প্রতি ঐ মন্ত্রাংশের লক্ষ্য দেখি। তদ্রূপ মনঃসম্পন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ আপনা-আপনি কামাদিরিপুশত্রুর দমনে সঙ্কল্পবদ্ধ যে জন, তাঁহারই বিষয় ঐ মন্ত্রাংশে বলা হইয়াছে। সেই প্রকার চিত্তবিশিষ্ট জনের প্রতি ভগবান্ কিরূপ অনুগ্রহ-পরায়ণ হন, মন্ত্রের শেষাংশে ('বৃহচ্ছ্রবাঃ' হইতে 'রথঃ' পর্য্যন্ত অংশে) তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। এতদংশের অন্তর্গত 'হরিভ্যাং' পদটী কঠিন সমস্যামূলক। ঐ পদে যুগ্ম-অশ্বের সম্বন্ধ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বহুস্থলে প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি যে, ঐ পদে জ্ঞানভক্তি-রূপ রশ্মিদ্বয়ের ভাব সংসূচিত হয়। * তাহাতে ভাব আসে এই যে,—'জ্ঞান-ভক্তির সহিত পূজারূপ

* মৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এই ঋগ্বেদেরই প্রথম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের চতুর্থ ঋকে এবং দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তের অষ্টম ঋকে 'হরী' ও 'হরিভিঃ' পদদ্বয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে এতদ্বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

কর্ম্ম মিলিত হইলে অজ্ঞানতারূপ শত্রু (অসুরঃ) নাশ প্রাপ্ত হয়; অজ্ঞানতা নাশ-প্রাপ্ত হইলে ভগবান্ অভীষ্টপূরণ করেন এবং মানুষকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।' ফলতঃ, মন্ত্রের শেষাংশে এই নিত্যসত্যতত্ত্ব প্রকটিত রহিয়াছে যে,—'কামাদিরিপুশত্রু দমন-জন্য যে জন স্বতঃ দৃঢ়-সঙ্কল্পবদ্ধ হয়, তাহারই আরাধনায় প্রীত হইয়া ভগবান্ তাহার অভীষ্টপূরণ করেন এবং তাহাব উদ্ধাব-সাধন করিয়া থাকেন।' *

এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তুমি তোমার চিত্তকে ভগবানের প্রতি সংন্যস্ত কর; তাহাতে তোমার রিপুগণ অভিভূত হইবে, এবং তুমি পরমপদ লাভ করিবে।' † (১ম—৫৪সূ—৩ঋ)॥

---

* এই তো মন্ত্রের ভাব! এই ভাবই আমরা গ্রহণ করি। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ অর্থ ও অন্যরূপ ভাব প্রকটিত দেখি। সাধারণতঃ সে সকল অর্থের প্রার্থনার মর্ম্ম এই, যথা,—

"হে স্তোতঃ! তুমি প্রদীপ্ত, মহান্ ইন্দ্রের নিমিত্ত সাধু স্তুতি-বাক্য উচ্চারণ কর, যে ইন্দ্রের শত্রুধর্ষণকারি, স্বশক্তিসম্পন্ন মন অতি ধৈর্য্যযুক্ত। তিনি অতি যশস্বী, পূজ্য, রিপু-সংহারক, অশ্ব-যুগল দ্বারা চালিত, অভিলাষ-দাতা এবং গমনশীল হয়েন।"

বলা বাহুল্য, এই প্রকার অর্থে কখনই পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না।

† এই মন্ত্রের সায়ণাচার্য্য-কৃত ভাষ্যের সহিত দুর্গাচার্য্য-কৃত ভাষ্যের পার্থক্য-প্রদর্শন-জন্য নিম্নে দুর্গাচার্য্যের 'ঋজ্বর্থাখ্য' ভাষ্য উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—

"সব্যামমাপস্তাস্তেন্দ্রস্যার্ষং। জগতী। ঐন্দ্রী। চতুর্থে পাদে "রথঃ হি সঃ"—ইতি পদানি। হে স্তোতঃ। 'অর্চ্চ' প্রোচ্চারয় ইন্দ্রায় 'দিবে' দ্যোতনবতে 'বৃহতে' চ মহতে, 'শূষং' ধনসংযুক্তং বলকৃতিসংযুক্তং বা বচঃ। কিং লক্ষণাযেন্দ্রায় অর্চ্চ? ইতি,—'স্বক্ষত্রং যস্য' স্বমেব ক্ষত্রং ধনং বলং বা যস্য, ন কদাচিদপি যঃ পরকীয়মাকাঙ্ক্ষতীত্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্চ, যস্য 'ধৃষতঃ' ধর্ষয়তঃ, শত্রূণ্ 'ধৃষৎ' এবং ধৃষ্টং 'মনঃ' ভবতি, তদর্থমর্চ্চেতি। কিঞ্চ, যেনেন্দ্রেণ "বৃহচ্ছ্রবাঃ" বৃহদ্ঘোষঃ, "অসুরাঃ" মেঘো বা। "বর্হণা" পরিবৃঢ়্যা পরিবৃঢ়েন বধেন পরিহিংসয়া বা 'পুরঃ' অর্ব্বাক্ 'হরিভ্যাং' প্রাপ্তেনৈব তাবদশ্বৌ হরী রথে যুক্তৌ তমসুরং প্রাপ্নুতঃ। অথেন্দ্রেন শীঘ্রত্বাদ্ দূরপাতিত্বাচ্চ 'বৃষভঃ' বর্ষিতা "কৃতঃ"। অথ চ তাবৎ 'রথো হি সঃ' রংহণো হি শীঘ্রঃ স মেঘঃ। তথাহি,—যেনেন্দ্রেণ পুরৈব হরিভ্যাং প্রাপ্তৈঃ প্রহারৈর্জ্জর্জরীকৃত্য বর্ষিতা কৃতো মেঘঃ, তমভ্যর্চ্চ॥ এবমত্র শব্দসারূপ্যাদসুরসম্বন্ধাচ্চ "বৃর্হণা—পরিবর্হণা" ইত্যুপপদ্যতে॥"

'এই ভাষ্যে এবং নিঘণ্টু-নিরুক্তে দুর্গাচার্য্য-কৃত অন্যান্য ভাষ্যে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। সেখানে কোথাও কোনও অসুরের নামে কোনও দেহধারী প্রাণীকে বুঝায় নাই। প্রকৃতির বিপ্লবন অবস্থার বা বিপ্লবের ভাবই তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রকাশমান্।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

ত্বং দিবো বৃহতঃ সানু কোপয়োহব ত্মনা

ধৃষতা শম্বরং ভিনৎ।

যন্মায়িনো ব্রন্দিনো মন্দিনা ধৃষচ্ছিতাং

গভস্তিমশনিং পৃতন্যসি ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। দিবঃ। বৃহতঃ। সানু। কোপয়ঃ। অব। ত্মনা।

ধৃষতা। শম্বরং। ভিনৎ।

যৎ। মায়িনঃ। ব্রন্দিনঃ। মন্দিনা। ধৃষৎ। শিতাং।

গভস্তিং। অশনিং। পৃতন্যসি ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'বৃহতঃ' (মহতঃ, শ্রেষ্ঠস্য) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, সত্ত্বভাবনিলয়স্য স্বর্গস্য) 'সানু' (শীর্ষস্থানে অবস্থিত ইতি যাবৎ) 'মন্দিনা ধৃষৎ' (আনন্দেন যুক্তঃ, আনন্দময় ইতি ভাবঃ) 'ত্বং যৎ' (ত্বং যদা) 'কোপয়ঃ' (কুপ্যসি, বিচলিতো ভবসি, পাপকর্ম্মণাং প্রতি ক্রুদ্ধো ভবসি), তদা 'ধৃষতা' (পাপানাং ধর্ষয়িত্রা) 'ত্মনা' (আত্মনা স্বয়মেব) 'শম্বরং' (সুখনাশকং, মনুষ্যসম্বন্ধিনং পাপং, যদ্বা—অশনিরূপং গতিশীলং পাপং, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানং শান্তিহারকং শম্বরাসুরং, অজ্ঞানতারূপং পাপং ইতি ভাবঃ) 'অব-ভিনৎ' (অবধীঃ, হংসি)

তথা চ 'ব্রন্দিনঃ' (সমূহীভূতান্, স-সহচরান্) 'মায়িনঃ' (মায়াবিনঃ, কপটাচারিণঃ শত্রূন্, অজ্ঞানসহচরান্ কামাদিরিপূন্ প্রতি ইতি যাবৎ) 'গভস্তিং অশনিং' (জ্ঞানরশ্মিরূপং বজ্রং, শত্রূণাং নাশমূলকং অস্ত্রং, অজ্ঞাননাশকং জ্ঞানজ্যোতিঃ ইতি ভাবঃ) 'পৃতন্যসি' (প্রেরয়সি, নিক্ষেপয়সি)। অয়ং ভাবঃ—'ভগবান্ আনন্দময়ঃ। নরঃ পাপসম্বন্ধযুতঃ সন্ নিরানন্দো ভবতি। ভগবান্ কালেঽপি বিচলিতো ভূত্বা পাপনাশায় জ্ঞানরশ্মিরূপং অস্ত্রং নিক্ষেপতি ; তেন পাপো নাশপ্রাপ্তো ভবতি ; জীবশ্চ আনন্দং লভতে।' (১ম—৫৪সূ—৪ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! মহৎ দ্যুলোকের (শ্রেষ্ঠ সত্ত্বভাব-নিলয় স্বর্গের) শীর্ষ-স্থানে অবস্থিত আনন্দময় আপনি, যখন বিচলিত হয়েন (অথবা পাপ-কর্ম্মসমূহের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েন); তখন পাপসমূহের ধর্ষয়িতা আপনি স্বয়ংই জীবের সুখনাশক পাপকে (অশনিরূপ গতিশীল পাপকে, অথবা কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ শান্তিহারক শম্বরাসুরকে, অথবা অজ্ঞানতা-রূপ পাপকে) হনন করেন, এবং স-সহচর মায়াবী শত্রুগণের প্রতি (অজ্ঞান-সহচর কামাদি-রিপুগণের প্রতি) জ্ঞানরশ্মি-রূপ বজ্র নিক্ষেপ করেন। (ভাব এই যে,—'ভগবান্ আনন্দময়। পাপসম্বন্ধযুক্ত হইয়া মানুষ আনন্দহারা হয়। ভগবান্ সময় সময় বিচলিত হইয়া পাপনাশ নিমিত্ত জ্ঞানরশ্মি-রূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তাহাতে পাপ নাশপ্রাপ্ত হয় ; জীব আনন্দ লাভ করে।') ॥ (১ম—৫৪সূ—৪ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং বৃহতো মহতো দিবো দ্যুলোকস্য সানু সমুচ্ছ্রিতমুপরিপ্রদেশং কোপয়ঃ। অকম্পয়ঃ। ধৃষতা শত্রূণাং ধর্ষয়িতা স্বনাত্মনা স্বয়মেব শম্বরমেতৎসংজ্ঞকমসুরমবতিনৎ। অবধীঃ। যৎ যদা ব্রন্দিনঃ শত্রুজেতুং মৃদুভাবং প্রাপ্তান। যদ্বা বৃন্দঃ সমূহঃ। অসুরসমূহবতো মায়িনো মায়াবিনোঽসুরানভিমন্দিনা হৃষ্টেন ধৃষৎ ধৃষতা প্রাগল্ভ্যং প্রাপ্নুবতা মনসা যুক্তস্ত্বং শিতাং তীক্ষ্ণীকৃতাং গভস্তিং হস্তেন গৃহীতাং। যদ্বা গভস্তিরিতি রশ্মিনাম। তদ্বতীমশনিং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি মহৎ দ্যুলোকের 'সানুসমুচ্ছ্রিতং' অর্থাৎ উপরিপ্রদেশকে কম্পান্বিত করিয়াছিলেন। শত্রুগণের ধর্ষণকারী আপনি স্বয়ংই শম্বর নামক অসুরকে বধ করিয়া-ছিলেন। যখন শত্রুজয়ের জন্য (শত্রুর ভয়ে) মৃদুভাবপ্রাপ্ত অথবা অসুরসমতিব্যাহারী মায়াবী অসুরসমূহকে, সহর্ষে ধর্ষণকারী প্রাগল্ভ্যপ্রাপ্ত মনের দ্বারা যুক্ত আপনি আপনার হস্তের দ্বারা গৃহীত তীক্ষ্ণীকৃত (অথবা গভস্তি পদ রশ্মিনামবাচক, তদ্বৎ) অশনিকে প্রেই

বজ্রং। পৃতন্যসি। তানসুরান্ জেতুং পৃতনারূপেণোচ্ছ্বসিতান্ প্রতি প্রেরয়সীত্যর্থঃ। তদানীং বৃহতো দিবঃ সানু কোপয়ঃ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥

কোপয়ঃ। কুপ্ কোপে। ণ্যন্তাল্লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। ত্মনা। মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মন ইত্যাকারলোপঃ। ধৃষৎ। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া লুক্। শিতাং। শো তনূকরণে। নিষ্ঠায়াং শাচ্ছোরন্যতরস্যাং। পা০ ৭।৪।৪১। ইতীকারাদেশঃ। পৃতন্যসি। পৃতনা-শব্দাৎ সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। কব্যধ্বরপৃতনস্যেত্যন্তলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ॥ (১ম—৫৪সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (৪৪৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী বড়ই জটিল-ভাবাপন্ন। ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে সে জটিলতা ছিন্ন করা বড়ই কঠিন। বিশেষতঃ মন্ত্রের যে অর্থ এখন দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে কোনরূপ সদ্ভাব গ্রহণ করাও বড়ই আয়াসসাধ্য। মন্ত্রের প্রচলিত অর্থসমূহের ভাব এই যে,—'এক সময়ে শম্বর নামক এক অসুরকে ইন্দ্রদেব বধ করিয়াছিলেন; আর মায়াবী অসুরগণের প্রতি স্বহস্ত-ধৃত বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি যখন এইরূপে একটী অসুরকে বধ করেন এবং অন্যান্য অসুরগণের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করেন, তখন স্বর্গের উপবিভাগ কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন।' ইহাই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থসমূহের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে কি যে তাৎপর্য্যার্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে, আমরা তাহা বুঝিয়া পাই না। সুতরাং আমাদিগের পরিগৃহীত পথের অনুসরণে আমরা যে অর্থ নিষ্কাশন করিলাম, তাহারই যৌক্তিকতা-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি।

"বৃহতঃ দিবঃ সানু"—এই তিনটী পদে, আমরা মনে করি, সেই

অসুরসমূহ জয়ের জন্য, পৃতনারূপে উচ্ছ্বসিত অসুরগণের প্রতি প্রেরণ (নিক্ষেপ) করেন; তখন মহৎ দ্যুলোকের উপরিদেশ প্রকম্পিত হয়,—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে।

কোপয়। কুপ্ ধাতু কোপার্থ-ব্যঞ্জক। ণ্যন্ত-হেতু লঙে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' ইত্যাদি নিয়মে অটের অভাব হইয়াছে। ত্মনা। 'মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মনঃ' ইত্যাদি সূত্রে আকারের লোপ। ধৃষৎ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি নিয়মে তৃতীয়ার লোপ। শিতাং॥ শো ধাতু তনূকরণার্থব্যঞ্জক। 'নিষ্ঠায়াং শাচ্ছোরন্যতরস্যাং (পা০ ৭।৪।৪১) ইত্যাদি নিয়মে আকারের আদেশ হইয়াছে। পৃতন্যসি। 'পৃতনা' শব্দের উত্তর 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' ইত্যাদি নিয়মে আত্মনেপদে ক্যচ্ প্রত্যয়। 'কব্যধ্বরপৃতনস্য' ইত্যাদি অন্ত্যলোপ এবং প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। (১ম—৫৪সূ—৪ঋ)॥

আনন্দময় ভগবানের আবাস-স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। ভগবান্ কোথায় অবস্থিতি করেন? শ্রেষ্ঠ স্বর্গের শীর্ষস্থানে অথবা শুদ্ধসত্ত্বের আশ্রয়ভূত পরম পবিত্র সাধুগণের হৃদয়ে—তিনি বিরাজমান্ আছেন। কি ভাবে কিরূপে তাঁহার বিদ্যমানতা, "মন্দিনা ধৃষৎ" পদদ্বয়ে তাহারই আভাষ প্রাপ্ত হই। তিনি আনন্দময়; আনন্দ-রূপেই স্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থানে অথবা সাধকগণের পবিত্র হৃদয়ে বিদ্যমান্ থাকেন। এমন যে তিনি, তিনিও সময় সময় বিচলিত হয়েন অথবা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন। 'কোপয়ঃ' শব্দে তাঁহার সেই বিচলনের বা কোপাবেশের ভাব প্রাপ্ত হই। আনন্দময় ভগবান্ কখন বিচলিত ও কোপাবিষ্ট হয়েন? পাপের প্রভুত্ব, সময় সময় সীমা লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে। তাহার আক্রমণে, সময় সময় সাধুগণ পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। এইরূপে পাপের যখন বড় 'বাড়' বাড়ে, পাপ আসিয়া যখন সকল মানুষকেই আক্রমণের চেষ্টা করে, যখন পাপের কুহকে পড়িয়া মানুষ একে একে কুকর্ম্মে রত হইতে বাধ্য হয়, তখন আর ভগবান্ স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি যে বলিয়াছেন,—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

তখন সেই সময় উপস্থিত হয়,—তাঁহার আবির্ভাবের আবশ্যক হইয়া পড়ে। মন্ত্রান্তর্গত 'যৎ' পদ সেই কালকে লক্ষ্য করিতেছে। সেই অবস্থায়, সংসারকে রক্ষার জন্য, ভগবান্ স্বয়ং উদ্বুদ্ধ হয়েন। তিনি পাপের বিমর্দ্দনকারী; 'ধৃষতা' পদ তাঁহার সেই স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। আর, জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাপকে বিধ্বস্ত করেন, 'ত্মনা' পদে তাহাই বুঝিতে পারি।

'শম্বরং' পদ কেন অসুর-বিশেষকে বুঝাইবে? শান্তিকে বা সুখকে যে আবৃত করে অর্থাৎ নাশ করে, সেই 'শম্বর' (শম্+বৃ+অ)। এই 'শম্বরং' পদে আর এক দিক হইতে 'অশনিরূপ গতিশীল পাপ' অর্থও অধ্যাহার করা যায়। * ফলতঃ, সর্ব্বপ্রকার অর্থেই ঐ পদে পাপকেই

---

* একপঞ্চাশৎ-সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে শম্বর-পদের আলোচনা দ্রষ্টব্য। নিঘণ্টু-নিরুক্তেও 'শম্বরং' পদে শম্বর নামক কোনও অসুরকে লক্ষ্য করা হয় নাই। সেখানে 'শম্বরং' শব্দ মেঘ নাম মধ্যে লিখিত হইয়াছে। তদনুসারে 'বৃত্র'ও মেঘ, 'অহি'ও মেঘ, 'অসুর'ও মেঘ,

লুকাইয়া থাকে। যদি অসুর বলিয়াই তাহাকে মনে করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শান্তি-অপহারক সেই অসুর কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ থাকিয়া মানুষকে অহরহ আক্রমণ করিতেছে,—সদাকাল মানুষের শান্তি অপহরণ করিয়া লইতেছে। মানুষের সুখ-শান্তির অপহরণকারী যে প্রধান শত্রু, সে কি প্রকার? অজ্ঞানতাই মানুষের প্রধান শান্তি-নাশকারী নহে কি? আমরা মনে করি, এখানে 'শম্বরং' পদে অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকেই লক্ষ্য করিতেছে। সেই শত্রুকে ভগবান্ যখন বিচ্ছিন্ন করেন, তখনই জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়,—তখনই জ্ঞান-জ্যোতীরূপ বজ্রের আঘাতে মায়াবী কপটাচারী শত্রুগণ (অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ) নিহত হইয়া থাকে। 'গভস্তিং' পদে হস্ত অর্থই সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'ইন্দ্রদেব আপন হস্তে যে বজ্র ধরিয়া ছিলেন, সেই বজ্র কতকগুলি শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।' কিন্তু সে কেবল রূপক মাত্র। ভগবানের হস্ত-পদ-পরিকল্পনা এবং তাঁহার কর-ধৃত অস্ত্রের সম্ভাবনা—সে কেবল অল্পবুদ্ধি মানুষের ধ্যান-ধারণার সহায়তা মাত্র। নচেৎ, এখানকার তাৎপর্য্য এই যে,—জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা যেমন নাশ-প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহচর রিপুগণের প্রভাবও তেমনই অন্তর্হিত হইয়া থাকে।

উপসংহারে আর একবার সমগ্র মন্ত্রটীর আলোচ্য বিষয় যথাপর্য্যায় আলোচনা করিয়া দেখুন। মন্ত্রটী ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপন করিতেছে। তাহাতে প্রথমতঃ বলা হইয়াছে,—তিনি আনন্দময়, শ্রেষ্ঠ আনন্দ-নিবাসে অবস্থিতি করেন। তার পর বলা হইয়াছে,—মানুষ পাপের দ্বারা আক্রান্ত হইলে তিনি বিচলিত হয়েন। তখন, জীবের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার কারুণ্যমূর্ত্তি প্রকাশ পায়। ধরণী যখন পাপভারে ভারাক্রান্তা হন, ভগবান্ তখন অবতার-রূপে আবির্ভূত হইয়া ধরণীর পাপভার হরণ করেন। এখানে মন্ত্রার্থে যেন সেই লক্ষ্য প্রকাশ পাইতেছে। ধরণীর উদ্ধারের

'শম্বর'ও মেঘ। ইহাতে এক পর্য্যায়ভুক্ত ঐ সকল শব্দে একই অর্থ আসে। অজ্ঞানতা (পাপ) ভিন্ন অন্য কোনও অর্থে, পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। আমরা তাই ঐ-সকল পদে অজ্ঞানতা বা পাপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

জন্য তিনি স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাপকে বিনাশ করেন,—পাপ-সহচর রিপুগণ তৎকর্তৃক বিমর্দ্দিত হয়। পর-পর এবংবিধ নিত্যসত্যতত্ত্বই এই মন্ত্রে প্রকটিত দেখি। (১ম—৫৪সূ—৪ঋ)॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

নি যদ্বৃণক্ষি শ্বসনস্য মূর্দ্ধনি শুষ্ণস্য

চিদ্ব্রন্দিনো রোরুবদ্বনা।

প্রাচীনেন মনসা বর্হণাবতা

চিৎ কৃণবঃ কস্ত্বা পরি॥ ৫॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। যৎ। বৃণক্ষি। শ্বসনস্য। মূর্দ্ধনি। শুষ্ণস্য।

চিৎ। ব্রন্দিনঃ। রোরুবৎ। বনা।

প্রাচীনেন। মনসা। বর্হণাঽবতা। যৎ। অদ্য।

চিৎ। কৃণবঃ। কঃ। ত্বা। পরি॥ ৫॥

হে ভগবন্! যদা 'ত্বং' 'রোরুবৎ' (ভয়ঙ্করং শব্দং কুর্ব্বাণঃ, বিবেকরূপেণ অস্মান্ তাড়য়সি) তদা 'বৃষ্ণিনঃ' (বৃষ্ণিনঃ, অনুচরসমূহবিশিষ্টস্য) 'শ্বসনস্য' (শ্বসনং আস্ফালনং আক্রমণং বা কুর্ব্বতঃ) 'শুষ্ণস্য' (সত্ত্বভাবশোষকস্য পাপস্য) 'মূর্দ্ধনি' (শিরসি, প্রাধান্যে ইতি ভাবঃ) 'বনা' (উদকানি, আবরণানি—স্নেহকারুণ্যরূপাণি, শুদ্ধসত্ত্বস্য আবরণানি) 'নি বৃণক্ষি' (প্রেরয়সি, আচ্ছাদয়সি, সত্ত্বভাবেন পাপপ্রাধান্যং নশ্যসি ইতি ভাবঃ); 'বর্হণাবতা' (শত্রূণাং হিংসাপরায়ণেন, রিপূণাং বিমর্দ্দকেন) 'প্রাচীনেন' (অপরাঙ্মুখেন, যদ্বা—সনাতন-পন্থানুসারিণা) 'মনসা' (চিত্তেন, মনঃসংযুক্তেন জনেন সহ মিলিত্বা ইতি যাবৎ) 'অক্তুচিৎ' (নিত্যমেব) 'যৎ' (যস্মাৎ) ত্বং 'কৃণবঃ' (কর্ম্মপরায়ণো ভবসি, তেষাং পরিত্রায়সি) তদা 'কঃ' (কো জনঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরি' (উপরি বর্ত্ততে ইতি শেষঃ, তব প্রভাবং লঙ্ঘ্যতে ইতি ভাবঃ) ন কোঽপীত্যর্থঃ। মন্ত্রস্য ভাবঃ—'অসীমা ভগবন্মহিমা; বিবেকরূপেণ ভগবান্ যদা হৃদি আগচ্ছতি, মনুষ্যাণাং সৎকর্ম্মণা পাপস্তদা দূরীভবতি; পাপসম্বন্ধ-ত্যাগায় সৎসঙ্কল্পবিশিষ্টেন মনসা সহ ভগবতোঽচ্ছেদ্যঃ সম্বন্ধঃ; সৎসঙ্কল্পান্বিতান্ জনান্ ভগবান্ অবাধেন ত্রায়তে।' (১ম—৫৪সূ—৫ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! যখন আপনি বিবেক-রূপে আমাদিগকে তাড়না করেন; তখন, সেই অনুচরসমূহবিশিষ্ট আস্ফালনকারী (আক্রমণকারী) সত্ত্বভাব-শোষক পাপের মস্তকে (অর্থাৎ পাপের প্রাধান্যের উপরে) আপনি শুদ্ধসত্ত্বের (স্নেহকারুণ্যাদির) আবরণকে নিক্ষেপ করেন (অর্থাৎ সত্ত্ব-ভাবের দ্বারা পাপের প্রাধান্যকে নাশ করিয়া থাকেন); রিপু-বিমর্দ্দক সনাতন-পন্থানুসারী চিত্তবিশিষ্ট জনের সহিত মিলিত হইয়া, চিরকালই যখন আপনি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, তখন কে আর আপনার উপরে আছে? অর্থাৎ, কেহই আপনার প্রভাব লঙ্ঘন করিতে পারে না। (ভাব এই যে,—'ভগবানের মহিমার সীমা নাই। বিবেক-রূপে ভগবান্ যখন হৃদয়ে আগমন করেন, মনুষ্যের সৎকর্ম্মের দ্বারা পাপ তখন দূরীভূত হয়; পাপসম্বন্ধ-ত্যাগে সৎসঙ্কল্পবিশিষ্ট মনের সহিত ভগবানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; সৎসঙ্কল্পান্বিত জনগণকে ভগবান্ অবাধে পরিত্রাণ করেন।')॥ (১ম—৫৪সূ—৫ঋ)॥

হে ইন্দ্র ত্বং রোরুবৎ মেঘৈরত্যর্থং শব্দয়ন্ শ্বসনস্য। অন্তরিক্ষে শ্বসতীতি শ্বসনো বায়ুঃ। তস্য ব্রধ্নিমঃ রশ্মিকিরণৈরাম্রফলাদীনাং মৃদুভাবং প্রাপয়তঃ শুষ্কস্য চিৎ রসানাং শোষয়িতুরাদিত্যস্যাপি মূর্দ্ধন্যুপরিপ্রদেশে বনা বনান্যুদকানি যত্ত্বস্মাস্নিবৃণক্তি। আবর্জয়সি। প্রাপয়সীত্যর্থঃ। বায়ুনা সূর্য্যকিরণৈশ্চ বৃষ্টা আপঃ সূর্য্যস্যোপরি পুনরবস্থাপ্যন্তে। তদেবাবস্থাপনমিন্দ্রঃ করোতীত্যুপচর্য্যতে। প্রাচীনেন প্রকর্ষেণ গন্ত্রা। অপরাঙ্মুখেনেত্যর্থঃ। বর্হণাবতা। নিবর্হয়তীতি বধকর্মসু পাঠাদ্বর্হণা শত্রূণাং হিংসা। তদ্বতা। এবম্ভূতেন মনসা যুক্তস্ত্বং যদস্মাদন্তা চিদস্যাপি কৃণবঃ। বর্ষকালে সূর্য্যস্যোপরি ভৌমান্ রসানবস্থাপয়সি বর্ষাসু চ বর্ষয়সীতি। যস্মাদেতৎকুরুষে তস্মাৎকারণাত্ত্বা ত্বাং পর্য্যুপরি কো বর্ত্ততে। ন কোঽপীত্যর্থঃ। অতস্ত্বমেব সর্ব্বাধিক ইতি ভাবঃ॥

বৃণক্তি। বৃজী বর্জ্জনে। রৌধাদিকঃ। সিপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। প্রাচীনেন। প্রপূর্ব্বাদঞ্চতেশ্ঋত্বিগিত্যাদিনা ক্বিন্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। বিভাষাঞ্চেরদিক্স্ত্রিয়ামিতি স্বার্থে খঃ। খস্যেনাদেশঃ। অচ ইত্যকারলোপে চাবিতি দীর্ঘত্বং। খ-প্রত্যয়স্য সতি শিষ্টত্বাত্তদাদেশস্যোপদেশিবদ্ভাবেনেকার উদাত্তঃ। অন্তা চিৎ। নিপাতস্য চেতি দীর্ঘত্বং। কৃণবঃ। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। ইদিত্বান্নুম্। লেটি সিপ্যডাগমঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি 'রোরুবৎ' অর্থাৎ মেঘের দ্বারা অত্যর্থ শব্দ করিয়া, 'শ্বসনস্য' অন্তরিক্ষে শ্বসনশীল বায়ুর এবং আম্রফলাদির মৃদুভাব প্রাপণকারী ও রসাদির শোষক সূর্য্যের উপরিদেশে উদকসমূহকে প্রাপ্ত করান (অর্থাৎ জল বর্ষণ করেন)। বায়ুর দ্বারা এবং সূর্য্যকিরণের দ্বারা বৃষ্টির জল সূর্য্যের উপরে পুনঃ অবস্থাপিত হয়। ইন্দ্র পূর্ব্বোক্তরূপে (সূর্য্যের উপরে জলকে) অবস্থাপিত করেন বলিয়া অভিহিত হয়। প্রকৃষ্টরূপে গন্ত্রা অর্থাৎ অপরাঙ্মুখভাবে শত্রুগণের হিংসা-সম্বন্ধী মনোযুক্ত ('নিবর্হয়তি' পদ বধকর্ম্মে পঠিত হয় বলিয়া 'বর্হণা' পদে শত্রুগণের প্রতি হিংসা বুঝায়) অর্থাৎ শত্রুনাশকারী, আপনি যেহেতু অন্ন যাহা সম্পন্ন করেন অর্থাৎ সূর্য্যের উপরিভাগে ভূমিরস স্থাপন করেন এবং বর্ষাকালে তাহা বর্ষণ করেন—এই হেতু, আপনার উপরে আর কে আছে? অর্থাৎ আপনার ন্যায় শক্তিশালী আর কেহই নাই। অতএব, আপনিই সকলের শ্রেষ্ঠ—ইহাই ভাবার্থ।

বৃণক্তি। বর্জ্জনার্থক 'বৃজী' হইতে নিষ্পন্ন। রুধাদিগণীয়। সিপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও বিকরণ-স্বর হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। প্রাচীনেন। 'ঋত্বিগ্‌গণ এতদ্দ্বারা অর্চ্চনা করে—এই অর্থে প্র-পূর্ব্বক অঞ্চ ধাতুর উত্তর ক্বিন্ প্রত্যয়। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি নিয়মে ন-এর লোপ। 'বিভাষাঞ্চেরদিক্স্ত্রিয়াং' সূত্রানুসারে স্বার্থে খঃ-প্রত্যয়। খ-র স্থানে এন আদেশ। অচের অকার লোপ হইলে 'চৌ' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘত্ব। 'সতি শিষ্টত্বাৎ' প্রভৃতি নিয়মে খ-প্রত্যয়ের উত্তর অদাদেশের উপদেশ থাকিলেও ইবত্তাব-হেতু একারের উদাত্তত্ব হইয়াছে। অন্ত চিৎ। 'নিপাতস্য চ' নিয়মে দীর্ঘত্ব হইয়াছে। কৃণবঃ। হিংসাকরণার্থক 'কৃবি' হইতে নিষ্পন্ন। ইদিত-

খিম্বিক্রুধ্যোরচ্ছেত্যুপ্রত্যয়ঃ। বকারস্যাকারাদেশশ্চ। তস্যাতো লোপে সতি স্থানিবত্ত্বাৎ-লঘুপধগুণাভাবঃ। গুণাবাদেশৌ। আগমাত্মুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। অত্র নিরুক্তং। ব্রন্ধী ব্রন্দতের্ম্মৃত্তাবকর্ম্মণঃ। নিবৃণক্তি বজ্রঞ্শনস্য মূর্দ্ধনি শব্দকারিণঃ শুষ্ণাদিত্যস্য চ শোষয়িতু রোরুয়মাণো বনানীতি বা বধেনেতি বা। নি° ৫।১৬। ইতি। বধেনেতি পক্ষে মেঘস্য বধেনেতি ব্যাখ্যেয়ং॥ (১ম—৫৪সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে সপ্তদশো বর্গঃ॥ ১।৪।১৭॥

• • •

পঞ্চম (৬৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

——§:•○•:§——

এই ঋকের প্রচলিত অর্থসমূহে বিভিন্ন প্রকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে একের সহিত অন্যের অল্পই সাদৃশ্য দেখিতে পাই। সায়ণাচার্য্য ও দুর্গাচার্য্য এই মন্ত্রের যে ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন, সেই দুই ভাষ্যেও যে পার্থক্য নাই—তাহা বলিতে পারি না। আবার সায়ণভাষ্যের অনুসরণে যে সকল অনুবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহারও মধ্যে মতান্তর দেখিতে পাই। বঙ্গদেশ-প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সেই দুই বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেও মন্ত্রার্থ কিরূপ বিভিন্ন ভাবে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা বোধগম্য হইবে।

প্রচলিত সেই দুই বঙ্গানুবাদ; যথা;—

(১) "হে ইন্দ্র, আপনি মেঘ দ্বারা অতিশয় শব্দ করিয়া স্খলনকারি এবং অনুচরবর্গ-সমেত শুষ্ণাসুরের মস্তকোপরি বৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক ভেদ করেন। এবং অপরাঙ্মুখ গতির এবং শত্রু হিংসায় ইচ্ছা-বিশিষ্ট মনের সহিত আপনি ইদানীংও তাহা করিতে পারেন। অতএব আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কে আছে?"

প্রযুক্ত হয়। লেট-প্রযুক্ত সিপের উত্তর অট আগম হইয়াছে। 'খিম্বিক্রুধ্যোরচ্চ' ইত্যাদি নিয়মে উ-প্রত্যয়। বকারের স্থানে আকার আদেশ। 'আতো লোপে সতি' নিয়মে তাহার স্থানিবত্ত্বাবহেতু লঘুপধগুণের অভাব হইয়াছে। আগমের অনুদাত্তত্ব-প্রযুক্ত বিকরণ-স্বর। এখানে নিরুক্ত-মত উদ্ধৃত হইল,—"ব্রন্ধী ব্রন্দতের্ম্মৃত্তাবকর্ম্মণঃ। নিবৃণক্তি বজ্রঞ্শনস্য মূর্দ্ধনি শব্দকারিণঃ শুষ্ণাদিত্যস্য চ শোষয়িতু রোরুয়মাণো বনানীতি বা বধেনেতি বা। (নি° ৫।১৬)। ইতি।" এখানে "বধেনেতি" ইত্যাদি পক্ষে মেঘের বধ বা বিদারণ ইত্যাদি রূপ ব্যাখ্যা হইবে। (১ম—৫৪সূ—৫ঋ)।

প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।১৭॥

• • •

(খ) "হে ইন্দ্র! তুমি (মেঘ গর্জ্জন দ্বারা) শব্দ করিয়া বায়ুর উপর এবং (জল) শোষক ও (ফল) পরিপাককারী (সূর্য্যের) মস্তকে জল বর্ষণ করিয়াছ। তোমার মন পরিবর্ত্তন রহিত এবং শত্রুবিনাশে রত, তুমি অদ্য যে কার্য্য সম্পাদন করিলে তাহাতে কে তোমার উপরে আছে?"

এক প্রকার অর্থে শুষ্ণ নামক অসুরের মস্তকোপরি বৃষ্টিপাতের বিষয় এবং অন্য প্রকার অর্থে সূর্য্যের মস্তকে জল-বর্ষণের প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত রহিয়াছে। ইহার কোন্ অর্থ আমরা স্বীকার করিব? সায়ণও পূর্ব্বে একবার (একপঞ্চাশৎ-সূক্তের ষষ্ঠী ঋকের ভাষ্যে) শুষ্ণকে অসুর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে আবার তিনি 'শুষ্ণ' শব্দে রস-সমূহের শোষয়িতা আদিত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। সেখানে সায়ণ-ভাষ্যে প্রকাশ,—কুৎস ঋষিকে রক্ষার জন্য ইন্দ্রদেব শুষ্ণ অসুরকে হত্যা করিয়াছিলেন। এখানে আবার দেখিতেছি, সেই শুষ্ণ রস-শোষক আদিত্য হইয়াছেন। তার পর, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকে 'ব্রন্দিনঃ' পদে 'শত্রুজয়ের জন্য মৃদুভাব-প্রাপ্ত' অথবা 'সমূহ' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু এখানে দেখিতেছি, ঐ 'ব্রন্দিনঃ' পদে স্বকিরণ দ্বারা আম্রফলাদিকে মৃদুভাব পাওয়াইতেছেন। এ বড়ই সমস্যার বিষয় নহে কি? নিঘণ্টু-নিরুক্তে দুর্গাচার্য্যের ভাষ্যে এই ঋকের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। মেঘ-হননে বৃষ্টি-দানে ইন্দ্রদেব যে অদ্বিতীয় শক্তি-সম্পন্ন, উহাতে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সে ভাষ্যটী আমরা যে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি; তদ্দ্বারা বেদের ব্যাখ্যায় কোথায় কি পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা উপলব্ধ হইবে। এই ঋঙ্মন্ত্রের দুর্গাচার্য্য-কৃত ভাষ্য; যথা,—

সব্যস্যেয়মার্ষমাঙ্গিরসস্য। জগতী। ঐন্দ্রী। স পুনরিন্দ্র এবাঙ্গিরসঃ পুত্রত্বমাপন্ন॥ "নিবৃণাক্ষি" নিবর্ণয়সি "যৎ" যত্বং হে ভগবন্নিন্দ্র! মেঘং হত্বা "শ্বসনস্য" 'শব্দকারিণঃ' বায়োঃ "মূর্দ্ধনি" উপরি "শুষ্ণস্য চিৎ" 'শোষয়িতুঃ' অপি ভগবতঃ 'আদিত্যস্য' "ব্রন্দিনঃ" মৃদুভাবকর্ত্তুঃ, আদিত্যেন হি পরিপচ্যমানং সংস্তব্ধমপি বদরতিন্দুকাদি মৃদু ভবতি, তস্মাদসৌ ব্রন্দী। তস্যাপ্যেবং কর্ম্মকারিণো মণ্ডলং প্রত্যুদ্বৃংহ "রোরুবৎ" স্তনয়িত্নুশব্দং কুর্ব্বাণঃ। "বনা" 'বনানি' বিক্ষিপসি। ঊর্দ্ধমধশ্চ বনানি উদকানি বিক্ষিপতো ন তে শক্তিপ্রতিঘাতোঽস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মিংস্ত পক্ষে "বধেন"—"ইতি বা" নির্ব্বচনং, তস্মিন্ পক্ষে 'বনা'—ইত্যেব শব্দো মেঘবধেনেতি প্রযোজ্যঃ। উদকশব্দশ্চৈতস্মিন পক্ষেঽধ্যাহার্য্যো নিবর্জ্জনসম্বন্ধাৎ। 'প্রাচীনেন' প্রাগঞ্চিতেন, অধীনেন, তস্মিন্ কর্ম্মণ্যভিমুখেন, 'মনসা' 'বর্হণাবতা'

হিংসাবতা 'যৎ' 'অস্যা চিৎ' অস্মদ্বেপি যৎ কর্ম্ম 'কৃণবঃ'; করোষ্যেব, অস্মৎকরুমচ্চৈঃ, তস্মাদ্ ব্রবীমি, 'কঃ ত্বা পরি?' কোহস্মাকং উপরি বর্ত্ততে, ত্বমেব সর্ব্বভূতানি পরিগৃহ্য বর্ত্তস ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ এবমত্র "ব্রন্দি"—শব্দেনাদিত্য উক্তঃ। তৎ পুনরেতদস্পষ্টং মৃদুভাবকারণাদাদিত্যস্য ব্রন্দিত্বমিত্যস্য ব্রন্দিত্বমিতি। অতো ব্রন্দিশব্দস্য মৃদুতাবার্থো-পপিপাদয়িষয়া ব্রীডয়তিনা সংস্তম্ভার্থবাচিনা সহ সম্বন্ধোহত্র ব্রন্দতেঃ প্রয়োগঃ ॥

প্রোক্ত ভাষ্যে 'শ্বসনস্য' পদে 'শব্দকারী বায়ু' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, এব 'মূর্দ্ধনি' পদকে তাহার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট করা হইয়াছে। তাহাতে 'শ্বসনস্য মূর্দ্ধনি' পদদ্বয়ে 'বায়ুর উপরি' অর্থ পরিগৃহীত দেখি। 'শুষ্ণস্য চিৎ' পদদ্বয়ে 'শোষণকারী' অর্থাৎ 'ভগবান্ আদিত্য' অর্থ দাঁড়াইয়াছে। এখানে শুষ্ণ নামক অসুরের পরিকল্পনাও দেখি না, তাহার মস্তকে বারিবর্ষণের ভাবও পাই না। 'ব্রন্দিনঃ' পদ এখানে 'মৃদুভাবকারী' অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। এতদনুসারে 'শ্বসনস্য মূর্দ্ধনি শুষ্ণস্য চিৎ ব্রন্দিনঃ' —এই কয়েকটী পদের অর্থ দাঁড়াইল,—'আদিত্যের দ্বারা পরিপচ্যমান্ হওযায় জলের দ্বারা ফলসমূহ মৃদুভাব প্রাপ্ত হয়।' এ পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মে উত্তাপ ও বৃষ্টি-নিবন্ধন ফলাদির পরিপক্কতা সম্পাদন প্রভৃতি মন্ত্রাংশের লক্ষ্য বলিয়া প্রতীয়মান্ হয়। মন্ত্রে সেইরূপ প্রার্থনাই যেন ইন্দ্রদেবের নিকট জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা প্রচারিত; কিন্তু কোনও ব্যাখ্যাই আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুকূল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। তবে সকল প্রকার ব্যাখ্যার সারনিষ্কর্ষে আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যার সমীচীনতা উপলব্ধ হয়। কি কারণে আমরা যে এবংবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে, মন্ত্রান্তর্গত এক একটী পদের মর্ম্মানুশীলনে তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ 'রোরুবৎ' পদ। ঐ পদের যে অর্থ পূর্ব্বে (এই সূক্তের প্রথম ঋকে) গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থ অব্যাহত রহিল। তাহাতে ভাব দাঁড়াইল,—'ভগবান্ যখন বিবেক-রূপে আসিয়া আমাদিগকে তাড়না করেন।' তখন কি হয়? 'ব্রন্দিনঃ শ্বসনস্য মূর্দ্ধনি বনা নিবৃণক্তি'—মন্ত্রের এই অংশে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। সদ্ভাব-শোষক পাপ যখন স্বদল-বলে আস্ফালন করিয়া আসিয়া মানুষকে আক্রমণ করে, বিবেকের তাড়নায় মানুষের প্রাণে তখন যদি একটু জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে, সদ্-

ভাবের দ্বারা সে পাপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ভগবানই সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন;—শত্রুর প্রাধান্য খর্ব্ব করিবার জন্য মানুষের প্রাণে সত্ত্ব-ভাবের প্রবাহ ভগবদনুকম্পায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। মন্ত্রের ঐ অংশ এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

'শ্বসনস্য' পদে 'শব্দকারীর' অর্থ আসে। তাহা হইতেই ভাষ্যে 'বায়ু' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, এবং আমরা 'আস্ফালনকারীর' বা 'আক্রমণ-কারীর' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শ্বসন' (শব্দ) হইতেই আস্ফালনের বা আক্রমণের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন, বিবেচনা করিয়া দেখুন, পাপের আস্ফালন বা আক্রমণ কখন প্রকাশ পায়? মানুষ যখন পাপের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে; কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতির বশতাপন্ন হইয়া মানুষ যখন অপকর্ম্মের পর অপকর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হয়; তখনই পাপের 'শ্বসনস্য' ভাব দেখিতে পাই না কি? 'ব্রন্দিনঃ' পদে পূর্ব্বেও 'স-সহচর' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি; এখানেও 'সহচর-বিশিষ্ট' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলাম। সদ্ভাব-শোষক পাপের (শুষ্ণস্য) সহচর কাহারা? কাম-ক্রোধাদি রিপুগণই পাপের প্রধান সহচর নহে কি? 'ব্রন্দিনঃ' পদে এখানে সেই ভাবই প্রাপ্ত হই। নিরুক্তের অনুসারী ভাষ্যে 'ব্রন্দিনঃ' পদে সূর্য্যের মৃদুভাবকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে ভাষ্যার্থে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। 'মূর্দ্ধনি' পদে শীর্ষস্থানকে বুঝায়। প্রাধান্যই শীর্ষস্থান। পাপের প্রাধান্য আবৃত (খর্ব্ব—উন্মূলিত) হয় কিসে? সে কি—সত্ত্বভাবের দ্বারা নহে? 'বনা' পদ উদক অর্থে সেই সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করিতেছে। জলপ্রবাহ আসিয়া অসুরের মস্তককে আবৃত করে,—ইহার তাৎপর্য্য কি? জ্ঞান-প্রভাব দ্বারা অজ্ঞান-আঁধারকে, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অসদ্ভাবকে, আবৃত করে;—এই অর্থই এখানে সমীচীন বলিয়া মনে করি। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রথম পাদের মর্ম্মার্থ এই যে,—'ভগবান্ যখন বিবেক-রূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার বাণী যদি শ্রবণ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে পাপের প্রভাব একেবারে খর্ব্ব হইয়া যায়,—সত্ত্বভাবের সুধাধারায় পাপ কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায়।'

এক্ষণে মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের অর্থ অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। এই অংশের 'মনসা' পদ ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহাই সাধারণ

মত। কিন্তু আমাদিগের মত এই যে, ঐ 'মনসা' পদ সাধকের বা প্রার্থনাকারীর সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। যাঁহার চিত্ত রিপু-দমনে সনাতন-ধর্ম্মের অনুসারী, অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া রিপুদমনে সমর্থ হইয়াছে; ভগবান্ তাঁহারই সহিত মিলিত হন,—তাঁহাকেই কৃপা-করেন,—তাঁহারই উদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন। "বর্হণাবতা প্রাচীনেন মনসা যৎ অস্তা চিৎ কৃণবঃ"—এই বাক্যাংশে পূর্ব্বোক্ত ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। রিপুগণের দমনকারী চিত্ত—মানুষেরই হওয়া আবশ্যক। ভগবৎ-সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তি বাহুল্য মাত্র। 'বর্হণাবতা প্রাচীনেন মনসা যুক্তো ভগবান্'—এবংবিধ অন্বয়ের যৌক্তিকতা আমরা স্বীকার করি না। আমাদিগের মত এই যে, 'প্রাচীনেন' পদে 'সনাতন-পন্থানুসারী' অথবা 'ভগবানের প্রতি একান্ত ন্যস্ত (অপরাঙ্মুখ)' ভাব বুঝায়। এবংবিধ মনঃসংযুক্ত মনুষ্যের প্রতি ভগবানের করুণা প্রকাশ পায়; ভগবদ্ভক্ত জনের প্রতি ভগবানের করুণার সীমা নাই। এই ভাবই এখানে প্রকাশমান্। শ্রীভগবান্ যে গীতায় বলিয়াছেন,—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ"; এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'প্রাচীনেন' পদে, আমরা মনে করি, সেই স্বধর্ম্মের প্রতি অপরাঙ্মুখতার বা আসক্তির ভাব প্রকাশ পাইতেছে। স্বধর্ম্ম যদি দোষান্বিতও হয় এবং পরধর্ম্ম যদি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিতও হয়, তথাপি স্বধর্ম্মের অনুরাগী হইবে; তাহাতে নিধন হইতে হইলেও, তাহাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিবে। তাহাতেই ভগবান্ মানুষকে রক্ষা করেন; আর, তজ্জন্যই তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'সনাতন-ধর্ম্মানুসারী রিপুদমনকারী জনের প্রতি করুণা-সম্পন্ন হইয়া, ভগবান্ তাঁহাদিগের পরিত্রাণ-সাধন করেন। সে তাঁহার অসীম মাহাত্ম্য,—সে তাঁহার অদ্বিতীয়ত্বের পরিচায়ক।'

উপসংহারে, এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্য হইতে, প্রাচীন আর্য্যগণের যে এক বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হই, তাহারই একটু পরিচয় দিতেছি। সূর্য্যোত্তাপে পৃথিবী হইতে বাষ্প উত্থিত হয়, এবং পরে তাহা ভূপতিত হইয়া ধরণীকে স্নিগ্ধ করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে এ তত্ত্ব তুলনায় বড় অধিক দিন আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সনাতন বেদের উপমায় বিভিন্ন

মন্ত্রেই এতদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই মন্ত্রের সায়ণ-ভাষ্যে যে ভাব প্রকটিত, পূর্ব্ববর্ত্তী আরও দুইটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে আমরা এ বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। সেই দুইটী মন্ত্র এই; যথা,—

"ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ।
অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ॥" (১ম—৩সূ—৪ঋ)॥ •

"যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে।
উর্ব্বীরাপো ন কাকুদঃ॥" (১ম—৮সূ—৭ঋ) • ॥

পৃথিবীর গতি, মাধ্যাকর্ষণ, ব্যোমযান, বাষ্পীয় রথ প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত কোনও তত্ত্বই বেদের অনধিগত ছিল না। অষ্টকের শেষে বেদের যে নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হইবে, তাহাতেই সে সকল সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। (১ম—৫৪সূ—৫ঋ)॥

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

ত্বমাবিথ নর্যং তুর্ব্বশং যদুং ত্বং তুর্ব্বীতিং
বয্যং শতক্রতো।
ত্বং রথমেতশং কৃত্ব্যে ধনে ত্বং পুরো
নবতিং দম্ভয়ো নব॥ ৬॥

• মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' ১৬৩ হইতে ১৭০ পৃষ্ঠায়, ঐ দুই মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, এ বিষয়ের আলোচনা দেখুন।

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। আবিথ। নর্য্যং। তুর্ব্বশং। যদুং। ত্বং। তুর্ব্বীতিং।

বয্যং। শতক্রতো ইতি শতঽক্রতো।

ত্বং। রথং। এতশং। কৃত্ব্যে। ধনে। ত্বং। পুরঃ।

নবতিং। দম্ভয়ঃ। নব ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (হে পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন বা অশেষকর্ম্মন্ ভগবন্) 'নর্য্যং' (নরহিতসাধকং) 'তুর্ব্বশং' (কর্ম্মপ্রভাবেন ক্ষিপ্রং ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তং, সৎকর্ম্মকারিণং ইতি ভাবঃ) 'যদুং' (অমিতসাধনসাপেক্ষং জনং) 'ত্বং আবিথ' (ত্বং ররক্ষিত, ত্বমেব রক্ষসি ইতি ভাবঃ); 'বয্যং' (প্রজ্ঞারূপং) 'তুর্ব্বীতিং' (ত্রাণকারকং দেবভাবং) 'ত্বং' (ত্বমেব রক্ষসি); 'এতশং' (গমনশীলং, ভগবৎসামীপ্যপ্রাপকং) 'রথং' (মনোরথং, কর্ম্ম বা) 'ত্বং' (ত্বমেব রক্ষসি); 'ধনে' (পরমধনলাভায়) 'কৃত্ব্যে' (সংগ্রামে, পাপেন সহ দ্বন্দ্বে) 'নবতিং নব' (নবনবকং, সৎকর্ম্মনিবহং) 'পুরঃ' (তদাশ্রয়স্থানস্বরূপং জীবনং) 'ত্বং দম্ভয়ঃ' (ত্বমেব গর্ব্বেণ সহ রক্ষসি, তৎকর্ম্মণি কোঽপি তব প্রতিদ্বন্দ্বী নাস্তীতি ভাবঃ)। 'সর্ব্ববিধান্ সৎকর্ম্মপরায়ণান্ সাধকান্ ভগবান্ সগর্ব্বেণ রক্ষতি'—ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ (১ম—৫৪সূ—৬ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন ভগবন্! নরহিতসাধক, সৎকর্ম্মকারী, অমিতসাধনপরায়ণ জনকে আপনিই রক্ষা করিয়া থাকেন; প্রজ্ঞারূপ পরিত্রাণকারক দেবভাবকে আপনিই রক্ষা করিয়া থাকেন; ভগবৎ-সামীপ্যপ্রাপক মনোরথকে অথবা কর্ম্মকে আপনিই রক্ষা করিয়া থাকেন; পরমধনলাভনিমিত্ত সংগ্রামে (পাপের সহিত দ্বন্দ্বে) সৎকর্ম্মকে এবং তদাশ্রয়স্থানস্বরূপ জীবনকে আপনিই সগর্ব্বে রক্ষা করিয়া থাকেন। (তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—'সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধকগণকে ভগবানই সগর্ব্বে রক্ষা করেন।')॥ (১ম—৫৪সূ—৬ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং নর্যাদীংস্ত্রীন্ রাজ্ঞ আবিথ। ররক্ষিথ। তথা হে শতক্রতো বহুবিধকর্ম্মন্ বহুবিধপ্রজ্ঞ বা ত্বং বয্যং বয্যংকুলজং তুর্ব্বীতিনামানং রাজানমাবিথেত্যেব। অপিচ ত্বং রথং রংহণস্বভাবমেতৎসংজ্ঞমৃষিমেতশমেতৎসংজ্ঞকং ধনে ধননিমিত্তে সংগ্রামে কৃত্ব্যে কর্ত্তব্যে সত্যাবিথেতি শেষঃ। যদ্বা পূর্ব্বোক্তানাং রাজ্ঞাং রথং। এতশ ইত্যশ্বনাম। এতশমশ্বং চ ররক্ষিথেতি যোজ্যং। তথা ত্বং শম্বরস্য নবতিং নব নবোত্তরনবতিসংখ্যাকাঃ পুরঃ পুরাণি দস্তয়ঃ। ব্যনীনশঃ॥

এতশং। এতি গচ্ছতীত্যেতশঃ। ইণ্ গতৌ। ইণস্তশস্তশসুনৌ। উ০ ৩।১৪৭। ইত্তি তশন্-প্রত্যয়ঃ। গুণঃ। কৃত্ব্যে। কর্ত্তব্য ইত্যস্য শব্দস্য বর্ণবিকারঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ॥ ৬॥

* * *

ষষ্ঠ (৬৪৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'নর্য্যং', 'তুর্ব্বশং' ও 'যদুং' পদে তিন জন নৃপতির প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হইয়া থাকে। 'বয্যং' ও 'তুর্ব্বীতিং' পদদ্বয় দৃষ্টে, 'বয্য'-নামক এক রাজবংশের 'তুর্ব্বীতি' নামক এক রাজার বিষয় কথিত হইয়া থাকে। 'এতশং' এবং 'রথং' পদদ্বয়ে ঐ দুই নামের দুই জন ঋষির কল্পনা দেখিতে পাই। আবার, ঐ দুই পদে যথাক্রমে 'গতিশীল রথ' অর্থও অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। 'ধনে কৃত্ব্যে' পদদ্বয়ে 'ধনের জন্য সংগ্রাম' অর্থ প্রচলিত আছে। 'নবতিং নব' পদদ্বয় 'পুরঃ' পদের

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি নর্য্যাদি তিন জন রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেইরূপ, হে শতক্রতু অর্থাৎ অশেষকর্ম্মকারী অথবা অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্ন ইন্দ্র! আপনি বয্যকুলোদ্ভূত তুর্ব্বীতি নামক রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অপিচ, 'রথং' রংহণস্বভাব অথবা এতৎসংজ্ঞক ঋষিকে এবং এতশ এতৎসংজ্ঞক ঋষিকে ধনের নিমিত্ত সংগ্রামে আপনি রক্ষা করিয়া ছিলেন; অথবা পূর্ব্বোক্ত রাজাদিগের রথ এবং অশ্ব (অশ্বনাম মধ্যে 'এতশ' শব্দ আছে) রক্ষা করিয়াছিলেন—ইত্যাদি যোজনীয়। সেইরূপ আপনি শম্বর নামক অসুরের নবোত্তরনব (নিরানব্বুই) সংখ্যক পুর সকল ধ্বংস করিয়াছিলেন।

এতশং। গমন করে (এতি গচ্ছতি)—এই অর্থে এতশঃ পদ নিষ্পন্ন। গত্যর্থক ইন (ই) ধাতু হইতে সিদ্ধ। 'ইণস্তশস্তশসুনৌ' (উ০ ৩।১৪৭) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে তশন্-প্রত্যয়। পরে গুণ হইয়াছে। কৃত্ব্যে। পৃষোদরাদিত্ব-হেতু কর্ত্তব্য এই শব্দের বর্ণবিকারে এই পদ নিষ্পন্ন। (১ম—৫৪সূ—৬ঋ)।

বিশেষণ-রূপে পরিকল্পিত হইয়া, নিরানব্বইটী নগর-ধ্বংসের এক উপাখ্যান, এই মন্ত্রের সহিত সংযোজিত হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে 'শম্বর' নামক অসুরকেও আকর্ষণ করিয়া আনা হয়। 'দম্ভয়ঃ' পদে 'ধ্বংস করিয়াছ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপে এই মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার একটী আদর্শ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সে আদর্শ ; যথা—

"হে বহুকর্ম্মন্ ইন্দ্র, আপনি নর্য্য, তুর্ব্বশ, যদু এই তিন রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আপনি বয্যকুলোদ্ভব তুর্ব্বীতি রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ধনের নিমিত্ত যুদ্ধ হইলে তাহাদিগের রথ ও অশ্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। আপনি শম্বর অসুরের নিরানব্বই সংখ্যক নগর সকল নষ্ট করিয়াছিলেন।"

মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশন-পক্ষে আমরা মন্ত্রটীকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। 'নর্য্যং' 'তুর্ব্বশং' 'যদুং' প্রভৃতি পদে যদি নাম অর্থ নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই সেই নামের রাজর্ষিগণ বা ঋষিগণ সংসার-চক্রে চিরবিদ্যমান্ রহিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন মন্ত্রার্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে 'যদ্বা'-অভিধায়ে সে ভাব ব্যক্ত করিয়াছি। কিন্তু তদপেক্ষা সঙ্গত ও সুষ্ঠু যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, এক্ষেত্রে তাহারই আলোচনা করিতেছি। এপক্ষে প্রথমে মন্ত্রান্তর্গত পদগুলির কি অর্থ প্রচলিত আছে এবং আমরাই বা কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, প্রথমে তাহাই অনুধাবন করা আবশ্যক। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নর্য্যং', 'তুর্ব্বশং', 'যদুং', 'তুর্ব্বীতিং' প্রভৃতি পদে ভাষ্যে বা প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য আছে—স্থির হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদগুলি সংজ্ঞাবাচক নহে—উহারা সাধারণ অর্থ-প্রকাশক। তদনুসারে, ধাতুগত ও শব্দগত ব্যুৎপত্তি-ক্রমেই, আমরা ঐ সকল পদের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহাতে 'নর্য্যং' পদে নর্য্য-নামক নৃপতিকে না বুঝাইয়া 'নরহিতসাধক' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে ; 'তুর্ব্বশং'-পদে 'সৎকর্ম্মকারীকে' বুঝাইয়াছে ; 'যদুং' পদে সাধনপরায়ণ জনের প্রতি লক্ষ্য আসিয়াছে। এইরূপ, 'বয্যং' পদে বয্য-বংশের সম্বন্ধ না আসিয়া প্রজ্ঞারূপ অর্থ আসিয়াছে, 'তুর্ব্বীতিং' পদে ত্রাণকারক দেবভাবকে বুঝাইয়াছে ; এবং 'এতশং' ও 'রথং' পদদ্বয়ে যথাক্রমে ভগবৎসামীপ্যপ্রাপক কর্ম্ম বা মনোরথ অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। 'ধনে কৃত্যে' পদদ্বয়ে ধন-নিমিত্ত সংগ্রাম

অর্থই মানিয়া লইয়াছি। তবে সে ধনই বা কি, আর সে সংগ্রামই বা কাহার সঙ্গে,—তদ্বিষয়ে ভাষ্যের সহিত একটু মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—সাধারণ ধনের (অর্থাদির বা রাজ্যাদির) জন্য মনুষ্য-শত্রুর সহিত যুদ্ধ। আমাদিগের অর্থে দাঁড়াইয়াছে,—পরমার্থ-রূপ ধনের নিমিত্ত, পাপের অথবা রিপুগণের প্রলোভনাদির সহিত সংগ্রাম। 'নবতিং নব' ও 'পুরঃ' পদত্রয়ে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে নিরানব্বইটী পুর বা নগর অর্থ আসিয়াছে। আমরা (নবনবক) 'সৎকর্ম্মের আশ্রয়স্থানস্বরূপ জীবন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'দম্ভয়ঃ' পদে ভাষ্যাদিতে 'নষ্ট করিয়াছিলেন' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পদের ধাতুগত ও প্রচলিত অর্থের অনুসরণে 'সগর্ব্বে রক্ষা করেন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে মন্ত্রের ভাব সর্ব্বতোভাবে উল্টাইয়া গিয়াছে। পরন্তু তাহাতে অর্থের ও নিগূঢ় তাৎপর্য্যের বেশ একটা ধারাবাহিক সঙ্গতি দেখা যাইতেছে।

সেই ভাবসঙ্গতি বুঝিবার পক্ষে মন্ত্রের কয়েকটী বিভাগের প্রতি যথাক্রমে লক্ষ্য করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটীকে চারি ভাগে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন) বিভক্ত করিয়াছি। তাহাতে এই মন্ত্রে স্তরে স্তরে ভগবানের মহিমার এবং করুণার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। সেই পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন বা অশেষকর্ম্মকারী ভগবান্ কেমন করিয়া মানুষকে রক্ষা করিতেছেন—দেখুন। মন্ত্রের চারি অংশে সেই চতুর্ব্বিধ উপায় প্রকটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দেখুন,—তিনি রক্ষা করেন—কোন জনকে? যে জন নরহিতসাধক, সৎকর্ম্মকারী, অমিত-সাধন-পরায়ণ। এই সকল গুণ যাঁহাতে আছে, ভগবান্ আপনিই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তুমি পরের অনিষ্টসাধন-প্রবৃত্তিকে পরিহার কর; কিসে অপরের হিতসাধন করিতে পার—তৎসঙ্কল্পে সঙ্কল্পান্বিত হও। আর, তুমি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও,—অসৎকর্ম্ম অসৎ-সংশ্রব পরিহার কর। আর, তুমি সাধন-পরায়ণ হও,—ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হও। এই তিনটী কার্য্য করিলেই ভগবান্ তোমায় রক্ষা করিবেন।' মন্ত্রের অন্তর্গত "নর্য্যং তুর্ব্বশং যদুং ত্বং আবিথ" এই অংশে এই উপদেশ ও এই

ভাবই প্রকাশমান্। অতঃপর দেখুন—দ্বিতীয়তঃ কি বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'তোমার পরিত্রাণকারক যে দেবভাব, ভগবানই তাহাকে রক্ষা করেন।' ভাব এই যে,—'মন্ত্রের প্রথমাংশে কথিত ত্রিবিধ কর্ম্মে তুমি প্রবৃত্ত হও দেখি। নরহিতসাধনায় তোমার জীবন নিয়োজিত হউক দেখি। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে এবং ভগবানের আরাধনায় তুমি ন্যস্তচিত্ত হও দেখি। তোমার শ্রেয়ঃসাধক তোমার মোক্ষপ্রদায়ক দেবভাবকে ভগবান্ আপনিই রক্ষা করিয়া যাইবেন। তখন আর তজ্জন্য তোমার কোনই ভাবনার প্রয়োজন হইবে না।' মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, "বয়ং তুর্ব্বীতিং ত্বং" পদত্রয়ে এই ভাবই পরিব্যক্ত। তার পর, বুঝিয়া দেখুন, মন্ত্রের তৃতীয় অংশে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে, "এতশং রথং ত্বং" পদত্রয়ে, ভগবৎ-সামীপ্যপ্রাপক মোক্ষসাধক তোমার যে যান বা কর্ম্ম, তাহা ভগবানই রক্ষা করিবেন—বলা হইয়াছে। তুমি যখন নরহিতসাধনে সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে ভগবদনুধ্যানে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তোমার পরিত্রাণের উপায় ভগবানই স্থির করিয়া রাখিবেন। পূর্ব্বে বলা হইল,—দেবত্বের বা দেবভাবের দ্বারাই পরিত্রাণ সাধিত হয় এবং সে দেবভাব তিনিই রক্ষা করেন। এখন আবার বলা হইল,—তোমার মোক্ষপ্রাপক যানকেও তিনিই স্থির করিয়া রাখিবেন। ফলতঃ, সৎকর্ম্মে আত্ম-প্রবর্ত্তনার প্রথম ভারটী কেবল তোমার নিজের উপর রহিল। তার পর আর যাহা যাহা আবশ্যক, তিনিই তাহা করিয়া লইবেন। তোমার প্রবৃত্তিটাকে তুমি কেবল সত্তের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া লও, ভগবানের প্রতি একটু অনুরাগ-সম্পন্ন হও; তার পর, তিনিই তোমায় নিকটে টানিয়া লইবেন। মন্ত্রের প্রথম তিন অংশে এই ভাব ও এই উপদেশই প্রাপ্ত হই।

মন্ত্রের উপসংহারে বা চতুর্থ অংশে সকল ভাবের সারনিষ্কর্ষ দেখিতে পাই। এ সংসার বড় ভীষণ স্থান। এ সংসারের পরীক্ষা বড়ই ভীষণ পরীক্ষা। পাপ যে কত প্রকারে মানুষকে প্রলুব্ধ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুখের আশায়, শান্তির লালসায়, মুক্তির কামনায়, মনে করিয়াছ—তুমি কোনও একটী সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। অমনই সহস্র বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল।—সহস্রপ্রকারের প্রলোভন আসিয়া তোমাকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিল। তাহাই 'কৃত্য'; তাহাই সংগ্রাম। সেই

'অবস্থাকেই 'কৃত্যে' বা পাপের সহিত সংগ্রামের অবস্থা বলা হইয়াছে। সে সংগ্রামে জয়লাভ করা বড়ই কঠিন। সে সংগ্রামে প্রায়ই মানুষকে পর্য্যুদস্ত হইতে হয়। কিন্তু, সেই জীবনসঙ্কট সংগ্রামেই বা মানুষ কেমন করিয়া জয়লাভ করিতে পারে, সেই সঙ্কট-সমস্যার দিনেই বা কেমন করিয়া ভগবানের অনুকম্পা লাভে মানুষ সমর্থ হয়, মন্ত্রের এই উপসংহার অংশে ('ধনে কৃত্যে নবতিং নব পুরঃ ত্বং দম্ভয়ঃ'—এই বাক্যাংশে) তাহারই সন্ধান পাইতেছি। তোমার জীবন যদি সৎকর্ম্মান্বিত হয়, তুমি যদি 'নবনবক' (নবতিং নব) সৎকর্ম্মের আশ্রয়স্থান-রূপে তোমার জীবনকে (পুরঃ) পরিণত করিতে পার; তাহা হইলে আর তোমার কোনই ভাবনার কারণ থাকিবে না,—তাহা হইলে সেই ভগবানই তোমাকে গর্ব্বের সহিত জোরের সহিত রক্ষা করিবেন। পূর্ব্বের একটী মন্ত্রে আমরা দেখিয়াছি,—"কৃষ্টীরিয়র্ত্ত্যোজসা।" এখানে কতকটা যেন সেই ভাবই প্রকাশমান্। ভগবান্ "ঈশানঃ অপ্রতিষ্কুতঃ" বটে; কিন্তু সৎকর্ম্ম-কারীরা আপন কর্ম্মপ্রভাবে ত্বরায় মোক্ষলাভ করেন। * সে সৎকর্ম্ম কে কি প্রকার সৎকর্ম্ম, "নবতিং নব" † পদদ্বয়ে তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে।

বিভ্রান্ত হইবার কোনই কারণ নাই। কি কর্ম্ম করিলে কি প্রকারে মুক্তি তোমার অধিগত হইবে, শাস্ত্রই যথাপর্য্যায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। একে একে সৎকর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই পথ সুগম হইয়া আসিবে। তখন আর কোনই কষ্ট বা বিঘ্ন লক্ষিত হইবে না। শিষ্যকে বা আত্মজকে শিক্ষার প্রণালী প্রদর্শন করিয়া, গুরু অথবা পিতা যদি দেখিতে পান,—তাঁহাদিগের ছাত্রের সকল শিক্ষাই অধিগত হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগের যেমন আনন্দের অবধি থাকে না, তখন তাঁহারা যেমন গর্ব্বের সহিত—স্পর্দ্ধার সহিত আপনার ছাত্রকে উন্নত হইতে উন্নততর ও উন্নততম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া দেন; এখানেও সেই ভাব প্রকাশমান্। ভগবান্ যদি দেখিতে পান,—তাঁহার

---

* মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এই ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের অষ্টম ঋকের ব্যাখ্যায় (৪৪১ হইতে ৪৪৭ পৃষ্ঠায়) ইহার মর্ম্মার্থ দেখুন।

† "নবতিং নব" (নবনবক) কর্ম্মের বিষয় এই ঋগ্বেদেরই দ্বাত্রিংশৎ-সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে (১৬১৩ হইতে ১৬২২ পৃষ্ঠায়.) আলোচিত হইয়াছে,—দেখুন

স্নেহের সৃষ্টি জগতের এই শ্রেষ্ঠজীব মানুষ ক্রমেই সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া আপনার জীবনকে সৎকর্ম্মময় করিয়া তুলিয়াছে, তখন বড় আনন্দে বড় গর্ব্বে তিনি তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন। এ পক্ষে মন্ত্র যেন উপদেশ দিতেছেন,—'মানুষ! সৎকর্ম্মে জীবন উৎসর্গ কর। ভগবান্ আপনিই তোমায় আদরে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন।' (১ম—৪৫সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

স ঘা রাজা সৎপতিঃ শূশুবজ্জনো রাতহব্যঃ

প্রতি যঃ শাসমিন্বতি।

উক্থা বা যো অভিগৃণাতি রাধসা দানুরস্মা

উপরা পিন্বতে দিবঃ॥ ৭॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। ঘ। রাজা। সৎ২পতি। শূশুবৎ। জনঃ। রাত২হব্যঃ।

প্রতি। যঃ। শাসং। ইন্বতি।

উক্থা। বা। যঃ। অভি২গৃণাতি। রাধসা। দানুঃ। অস্মৈ।

উপরা। পিন্বতে। দিবঃ॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রাজা' (লোকানাং অধীশ্বরঃ) 'সৎপতি' (সতাং পালয়িতা) 'সঃ' (ভগবান্) 'ঘা' (খলু, এব) 'শূশুবৎ' (সত্ত্বভাবং বর্দ্ধয়তি—নরাণাং হৃদি ইতি শেষঃ); 'যঃ জনঃ' (যো নরঃ) 'রাতহব্যঃ' (দত্তহবিষ্কঃ, ভগবন্ন্যস্তচিত্তঃ সন্) 'প্রতি' (তং ভগবন্তং অভিলক্ষ্য) 'শাসং' (স্তোত্রং, ঋঙ্মন্ত্রং) 'ইন্বতি' (স্বীকরোতি, উচ্চারয়তি), 'যঃ বা' (যো জনো বা) 'উক্থা' (উক্থেন, সামগানেন) 'রাধসা' (ভক্তিসহকারেণ) 'অভিগৃণাতি' (তং অভিলক্ষ্য গায়তি, তং সম্পূজয়তি ইতি ভাবঃ), 'দামুঃ' (অভিমত-ফলপ্রদাতা ভগবান্) 'অস্মৈ' (প্রার্থনাকারিণে) 'দিবঃ' (স্বর্গস্য, শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'উপরা' (শ্রেষ্ঠভাগান্, যদ্বা—অভিবর্ষণানি) 'পিন্বতে' (সেচয়তি, প্রদদাতি)। অয়ং ভাবঃ—'ভগবদনুকম্পা এব নরং ভগবদারাধনায়াং প্রবর্ত্তয়তি; তৎপ্রভাবেণ নরঃ আত্মশ্রেয়ঃ-সাধকং শুদ্ধসত্ত্বরূপং পরমধনং প্রাপ্নোতি।' (১ম—৫৪সূ—৭ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

লোকসমূহের অধীশ্বর, সজ্জনগণের পালক, সেই ভগবানই (মনুষ্য-গণের হৃদয়ে) সত্ত্বভাব বর্দ্ধন করেন। যে জন, ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া, ভগবানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারণ করেন; অথবা যে জন, সাম-গানের দ্বারা ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করেন; অভিমত ফল-প্রদাতা ভগবান্, সেই প্রার্থনাকারীর প্রতি স্বর্গের অভিবর্ষণ সেচন করেন, অর্থাৎ সেই প্রার্থনাকারীকে তিনি শুদ্ধসত্ত্বের শ্রেষ্ঠভাগ প্রদান করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—'ভগবানের অনুকম্পাই মানুষকে ভগবদা-রাধনায় প্রবৃত্ত করে; তাহারই প্রভাবে মানুষ শুদ্ধসত্ত্ব রূপ পরমধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।')॥ (১ম—৫৪সূ—৭ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

স ঘা খলু জনো জাতো রাজা রাজমানঃ সৎপিতা সতাং পালয়িতা যজমানঃ শূশুবৎ। আত্মানং বর্দ্ধয়তি। য ইন্দ্রং প্রতি রাতহব্যো দত্তহবিষ্কঃ সন্ শাসমিন্দ্রকর্ত্তৃকমনুশাসনং যদ্বা তস্য স্তুতিমিন্বতি। ব্যাপ্নোতি। উক্থা বোক্থানি শস্ত্রাণি বা যঃ স্তোতা রাধসা হবির্লক্ষণেনান্নেন সহাভিগৃণাতি। তস্যাভিমুখীকরণায় শংসতি। অস্মৈ স্তোত্রে দামুরতি-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই ব্যক্তি নিশ্চিত রাজমান্ (দীপ্তিমান্) হয়েন, সাধুগণের পালক হয়েন, এবং আপনাকে বৃদ্ধি করেন,—যিনি ইন্দ্রের উদ্দেশে হবির্দান করিয়া ইন্দ্রের অনুশাসন অথবা তাঁহার স্তুতির দ্বারা ব্যাপ্ত হয়েন অর্থাৎ তাঁহার স্তুতি করেন। যিনি (যে স্তোতা) হবি-র্লক্ষণ-অন্ন তাঁহার অভিমুখীকরণোদ্দেশে উক্থ অর্থাৎ শস্ত্রমন্ত্রাদি পাঠ করেন, সেই স্তোত্রে

মতফলপ্রদাতেন্দ্র উপরোপরায়েমেঘান্। উপর ইতি মেঘনাম। তচ্চ যাস্কেনৈবং নিরুক্তং। উপর উপলো মেঘো ভবত্যুপরমন্তেঽস্মিন্নভ্রাণ্যুপরতা আপ ইতি বা। নি° ২।২১। ইতি তাম্মেঘাদ্দিবঃ সকাশাৎপিম্বতে। সেচয়তি দোগ্ধীতি যাবৎ ॥

যা। ঋচি তুনুঘত্যাদিনা দীর্ঘঃ। সৎপতিঃ। সতাং পতিঃ সৎপতিঃ। পত্যাবৈশ্বর্য্য ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শূশুবৎ। টুওশ্বি গতিবৃদ্ধ্যোঃ। ণ্যন্তাদ্বর্ত্তমানে লুঙি চ্লেশ্চঙাদেশে সম্প্রসারণং। সম্প্রসারণাশ্রয়ং চ বলীয় ইত্যন্তরঙ্গমপি বৃদ্ধ্যাদিকং বাধিত্বা শ্বী চ সংশ্চঙোঃ। পা° ৬।১।৩১। ইতি সম্প্রসারণং। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাদ্বৃদ্ধ্যভাবে দ্বির্ব্বচনাদি। উবঙাদেশঃ। রাতহব্যঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শাসং। শাসু অনুশিষ্টাবিত্যস্মাদ্ভাবে ঘঞি কর্ষাত্বতঃ ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। বৃষাদিষ্বা দ্রষ্টব্যঃ। স হ্যাকৃতিগণ ইত্যুক্তং। যদ্বা শংসু স্তুতাবিত্যস্মাদ্ঘঞি ব্যত্যয়েন নলোপঃ। ইন্বতি। ইবি ব্যাপ্তৌ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। অভিগৃণাতি। গৄ শব্দে। ক্র্যৈয়াদিকঃ। প্বাদিনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। তিপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। পূর্ব্ববন্নিঘাতাভাবঃ। উপরা। সুপাং সুলুগিতি শসঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। পিম্বতে। পিবি মিবি ণিবি সেচনে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং॥ (১ম—৫৪সূ—৭ঋ) ॥

(সন্তুষ্ট হইয়া) অভিমতফলপ্রদাতা ইন্দ্র (তাঁহার জন্য) উপরা অর্থাৎ মেঘ (উপর শব্দ মেঘনামবাচী; তৎসম্বন্ধে যাস্কের নিরুক্ত এই,—"উপর উপলো মেঘো ভবত্যুপরমন্তেঽস্মিন্নভ্রাণ্যুপরতা আপ ইতি বা"—নি° ২।২১) হইতে জলবর্ষণ করেন।

যা। 'ঋচি তুনুঘ' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘ হইয়াছে। সৎপতিঃ। সৎদিগের পতি যিনি, এই অর্থে সৎপতি পদ সিদ্ধ। 'পত্যাবৈশ্বর্য্যঃ' ইত্যাদি নিয়মে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। শূশুবৎ। 'টুওশ্বি' পদে গতি বুঝায়। ণ্যন্ত-হেতু বর্ত্তমানে লুঙ বিভক্তিতে চ্লে স্থানে চঙ্ আদেশ হওয়ায় সম্প্রসারণ হইয়াছে। 'সম্প্রসারণাশ্রয়ং চ বলীয় ইতি' নিয়মে অন্তরঙ্গেরও বৃদ্ধি প্রভৃতি বাধিয়া 'শ্বী চ সংশ্চঙোঃ' (পা° ৬।১।৩১) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-প্রযুক্ত বৃদ্ধির অভাব হওয়ায় দ্বির্ব্বচনাদি ও উবঙাদেশ হইল। রাতহব্যঃ। বহুব্রীহি-সমাস-প্রযুক্ত প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। শাসং। অনুশিষ্টার্থবোধক 'শাসু' (শাস্) ধাতুর উত্তর ভাবে ঘঞ্; 'কর্ষাত্বতঃ' নিয়মে অন্তোদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও ব্যত্যয়ে অনুদাত্ত হইয়াছে। বৃষাদি মধ্যে ইহা দ্রষ্টব্য। উহা আকৃতিগণ বলিয়া উক্ত হয়। অথবা স্তুত্যর্থক 'শংসু' (শংস) ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ব্যত্যয়ে ন লোপ। ইন্বতি। ব্যাপ্ত্যর্থক 'ইবি' (ইব্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। শপের পিত্ব-হেতু অনুদাত্ত প্রাপ্ত হইলেও ধাতুস্বরই হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ হওয়ায় নিঘাত হয় নাই। অভিগৃণাতি। শব্দার্থক গৄ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ক্র্যাদি-গণীয়। 'প্বাদিনাং হ্রস্ব'—ইত্যাদি নিয়মে হ্রস্বত্ব। তিপের পিত্ব-হেতু অনুদাত্ত হইলেও বিকরণ-স্বর হইয়াছে। পূর্ব্ববৎ নিঘাতের অভাব। উপরা। 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি নিয়মে শসের পূর্ব্ব সবর্ণ দীর্ঘ হইয়াছে। পিম্বতে। পিবি মিবি ণিবি প্রভৃতি সেচনার্থমূলক। ব্যত্যয়ে আত্মনেপদ॥ (১ম—৫৪সূ—৭ঋ) ॥

সপ্তম (৬৪৬) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রে ইন্দ্রদেবের এক মাহাত্ম্যের বিষয় পরিকীর্ত্তিত দেখি। যে জন তাঁহার উপাসনা করেন, যে জন তাঁহাকে হবির্দ্দান করিয়া তাঁহার স্তুতি প্রচার করেন; অভিমত-ফলদাতা ইন্দ্রদেব তাঁহার জন্য মেঘ হইতে বৃষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন। আকাশ হইতে বৃষ্টি প্রদান করিলেই যেন সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইল—প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই ভাব প্রকাশমান্। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই;—

"যিনি ইন্দ্রকে হব্য দান করিয়া ইন্দ্রের স্তুতি প্রচার করেন অথবা হব্যের সহিত উক্থ পাঠ করেন, তিনিই বিরাজ করেন, তিনি সাধুগণকে পালন করেন এবং আপনাকে বর্দ্ধন করেন; ফলদাতা ইন্দ্র তাঁহার জন্য আকাশ হইতে মেঘের জল বর্ষণ করেন।"

মন্ত্রের প্রথম অংশের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তদ্বিষয়ে কোনও মতান্তরের কারণ নাই। ভগবানের উপাসকগণ যে পরম শ্রেয়ঃ লাভ করেন, তদ্বিষয়ে সংশয়ান্বিত হইবার কারণ কি কিছু আছে? ভগবানের উপাসকগণ যে আপনার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সমর্থ হন এবং সাধুগণের সহায় হন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁহাদের জন্য মেঘ হইতে বৃষ্টি-বর্ষণের এমন কি বিশেষ কারণ থাকিতে পারে? দেশ-বিশেষের অথবা লোক-বিশেষের পক্ষে ঐরূপ অর্থ উপযোগী হইতে পারে বটে; কিন্তু সার্ব্বজনীন সার্ব্বকালিক ভাব উহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা হউক, আমরা যে প্রকার অন্বয়ে যে প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার যৌক্তিকতার বিষয় সামান্য একটু আলোচনা করিতেছি।

আমরা মনে করি, মন্ত্রের অন্তর্গত "স ঘা রাজা সৎপতিঃ শূশুবৎ"—এই কয়েকটী পদে ভগবানের এক মহিমা প্রকাশ করিতেছে। তিনিই 'রাজা' অর্থাৎ লোকসমূহের অধীশ্বর, তিনিই 'সৎপতিঃ' অর্থাৎ সাধুদিগের পালক, আর তিনিই মনুষ্যগণের হৃদয়ে সত্ত্বভাব বর্দ্ধন করিয়া থাকেন (শূশুবৎ)। এইরূপে ভগবানের একটু স্বরূপ প্রকাশিত হওয়ার পর,

মন্ত্রে কি বলা হইতেছে,—অনুধাবন করিয়া দেখুন। বলা হইয়াছে—'যে জন ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া স্তোত্র বা ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারণ করেন, অথবা যে জন ভক্তিসহকারে সাম-গানে ভগবন্মহিমা প্রচার দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করেন, অভিমতফলপ্রদাতা সেই ভগবান তাঁহাকে পরম ধন (মোক্ষ বা স্বর্গ) প্রদান করিয়া থাকেন।' ভাষ্যের ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের যে মতান্তর ঘটিয়াছে, তাহার উপযোগিতা প্রধানতঃ তিনটী পদের অর্থের উপর নির্ভর করিতেছে। সে তিনটী পদ—"দিবঃ উপরা পিম্বতে।" ভাষ্যাদির অনুসরণে ঐ তিনটী পদে 'আকাশ হইতে মেঘের বর্ষণ' অর্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তদনুসারে 'দিবঃ' পদে 'দ্যুলোকসকাশাৎ' অর্থাৎ আকাশ হইতে, 'উপরা' পদে 'উপরান্ মেঘান' অর্থাৎ মেঘসমূহকে, এবং 'পিম্বতে' পদে 'সেচয়তি' অর্থাৎ সেচন করেন—অর্থ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের মত এই যে, 'দিবঃ' পদে স্বর্গলোকের বা শুদ্ধসত্ত্বের ভাব আসে, 'উপরা' পদে শ্রেষ্ঠভাগকে বুঝায়, 'পিম্বতে' পদে সেচন করেন বা প্রদান করেন—ভাব আসে। এইরূপ, মন্ত্রের অন্তর্গত 'দানুঃ' ও 'রাজা' প্রভৃতি কয়েকটী পদও লক্ষ্য করিবার আছে। আমরা মনে করি, 'রাজা' ও 'সৎপতিঃ' পদ ভগবান্‌কে নির্দ্দেশ করিতেছে। 'দানুঃ' পদ-বিষয়ে আমরা ভাষ্যার্থেরই অনুসরণ করিয়াছি। এখানে সেই অর্থ ই যুক্তি-যুক্ত।

যাঁহারা ভগবানের প্রতি ন্যস্তচিত্ত, যাঁহারা সদাকাল সাম-গানে ও ঋঙ্মন্ত্র অনুধ্যানে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন; তাঁহাদিগের জন্য ভগবানের দান কি 'সামান্য বৃষ্টির জল' হইতে পারে? তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্গের শ্রেষ্ঠ ভাগ—শুদ্ধসত্ত্বের শ্রেষ্ঠ অংশ—প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। "দিবঃ উপরা পিম্বতে" পদ-ত্রয়ে সেই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি। স্বর্গের শ্রেষ্ঠ ভাগ বলিতে কি বুঝিতে পারি? সে কি পরমধন মোক্ষ নহে? একান্তে ভগবৎপদাকাঙ্ক্ষানুসারী জন সেই পরমধন মোক্ষই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ, দেশ-বিশেষের বা লোক-বিশেষের সহায়তার জন্য বারি-বর্ষণের প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হয় নাই। পরন্তু সর্ব্বকালে সকল লোকের আকাঙ্ক্ষণীয় স্বর্গাদির বিষয়ই এখানে প্রখ্যাত রহিয়াছে। (১ম—৫৪সূ—৭ঋ)॥

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অসমং ক্ষত্রমসমা মনীষা প্র সোমপা

অপসা সন্তু নেমে।

যে ত ইন্দ্র দদুষো বর্দ্ধয়ন্তি মহি

ক্ষত্রং স্থবিরং বৃষ্ণ্যং চ ॥ ৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অসমং। ক্ষত্রং। অসমা। মনীষা। প্র। সোমহপাঃ।

অপসা। সন্তু। নেমে।

যে। তে। ইন্দ্র। দদুষঃ। বর্দ্ধয়ন্তি। মহি।

ক্ষত্রং। স্থবিরং। বৃষ্ণ্যং। চ ॥ ৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

ভগবতঃ 'ক্ষত্রং' (বলং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'অসমং' (সর্ব্বাধিকং, অসীমং) তথা 'মনীষা' (বুদ্ধিশ্চ, সৎকর্ম্মসাধনোপযোগিনী ধীশ্চ) 'অসমা' (অসীমা) ; ভগবান্ এব সর্ব্বেষাং শক্তীনাং সকলানাং বুদ্ধীনাঞ্চ আধার ইতি ভাবঃ ; 'নেমে' (এতে, সর্ব্বে, প্রসিদ্ধাঃ, ভগবদঙ্গীভূতাঃ) 'সোমপাঃ' (দেবাঃ, দেবভাবাঃ) 'অপসা' (অস্মাকং কর্ম্মণা সহ) 'প্র' (প্রবৃদ্ধাঃ, প্রকৃষ্টরূপেণ মিলিতাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু) ; 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'তে'

(তব) 'দদুষঃ' (উপাসনাপরায়ণাঃ) 'যে' (জনাঃ) তে সর্ব্বে 'মহি' (মহৎ) 'ক্ষত্রং' (বলং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'স্থবিরং' (অচলং, চিরস্থায়িনং) 'বৃষ্ণ্যং চ' (ত্বদীয়াভীষ্টবর্ষণরূপং কর্ম্মফলং চ, স্বর্গং মোক্ষং বা ইতি ভাবঃ) 'বর্দ্ধয়ন্তি' (প্রবৃদ্ধং কুর্ব্বন্তি, ভবদনুকম্পয়া সর্ব্বং দেবভাবং প্রাপ্নুবন্তীতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'ভগবদুপাসনাপরায়ণাঃ জনা ভগবদনুকম্পয়া পরমং শ্রেয়ং লভন্তে, অতঃ হে ভগবন্! অস্মান্ তব উপাসনাপরায়ণান্ কুর্ব্বিতি প্রার্থনা।' (১ম—৫৪সূ—৮ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের শক্তি অসীম এবং বুদ্ধিও অসীম ; (ভাব এই যে,—ভগবানই সকল শক্তির এবং সকল বুদ্ধির আধার) ; ভগবদঙ্গীভূত সকল দেবগণ (দেবভাবসমূহ) আমাদিগের কর্ম্মের সহিত প্রকৃষ্টরূপে মিলিত হউন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার উপাসনা-পরায়ণ যাঁহারা, তাঁহারা মহৎ বল (সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য) এবং চিরস্থায়ী স্বর্গ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। (ভাব এই যে,—'ভগবদনুকম্পায় ভগবানের উপাসনা-পরায়ণ জনগণ পরম শ্রেয়ঃ লাভ করেন ; অতএব, আমাদিগকে আপনার উপাসনা-পরায়ণ করুন—এই প্রার্থনা।') ॥ (১ম—৫৪সূ—৮ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রস্য ক্ষত্রং বলমসমং। ন কেনচিৎসমং। সর্ব্বাধিকমিত্যর্থঃ। তথা মনীষা বুদ্ধিশ্চাসমা। ন কস্যাপি বুদ্ধ্যা সমানা। সর্ব্বং বস্তু বিষয়ীকরোতীত্যর্থঃ। নেম ইতি সর্ব্বনামশব্দ এতচ্ছব্দসমানার্থঃ। নেম এতে সোমপাঃ সোমস্য পাতারো যজমানা অপসা কর্ম্মণা প্র সন্তু। প্রবৃদ্ধা ভবন্তু। হে ইন্দ্র তে তব দদুষো হবির্দ্দত্তবন্তো যে ত্বদীয়ং মহি মহৎ ক্ষত্রং বলং স্থবিরং স্থূলং প্রবৃদ্ধং বৃষ্ণ্যং বৃষত্বং পুংস্ত্বং চ বর্দ্ধয়ন্তি। প্রবৃদ্ধং কুর্ব্বন্তি। যদ্বা দদুষো যজমানেভ্যো যাগফলং দত্তবতস্তবেতি যোজনীয়ং ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রের বল সর্ব্বাধিক (অর্থাৎ ইন্দ্রের সমান বল কাহারও নাই ; তাঁহার বল অতুলনীয়) ; সেইরূপ তাঁহার বুদ্ধিও অপরিসীম অর্থাৎ কেহই তাঁহার সমান বুদ্ধিমান নহে অথবা কাহারও বুদ্ধি তাঁহার বুদ্ধির সমতুল্য নহে। সকল বস্তুই তাঁহার বুদ্ধির বিষয়ীভূত—ইহাই তাৎপর্য্য। 'নেম'—সর্ব্বনাম শব্দ ; এই শব্দ সমানার্থজ্ঞাপক। এই সোমপায়ী যজমানগণ আপন কর্ম্ম দ্বারা অথবা যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা প্রবৃদ্ধ হউক। হে ইন্দ্র! আপনার হবির্দ্দানকারী যাহারা, তাহারা আপনার মহৎ বল এবং প্রবৃদ্ধ পৌরুষকে প্রবর্দ্ধিত করে। অথবা, 'যজমানদিগকে যজ্ঞফলদানকারী আপনার' ইত্যাদি যোজনীয়।

নেমে। সর্ব্বনামত্বাজ্জসঃ শীভাবে গুণঃ। পা০ ৭।১।১৭। স্বত্বসমসিমনেমেত্যনুচ্চানি। ফি০ ৪।১০। ইতি সর্ব্বানুদাত্তত্বে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। দদুষঃ। দদাতেলিঁটঃ কসুঃ। জসো ব্যত্যয়েন শসাদেশঃ। সম্প্রসারণং। সম্প্রসারণাশ্রয়ং চ বলীয় ইতী-ডাগমাৎপূর্ব্বমেব সম্প্রসারণং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। প্রত্যয়স্বরঃ। মহি। মহে-রৌণাদিক ইন্‌প্রত্যয়ঃ। স্থবিরং। অজিরশিশিরেত্যাদিনা। উ০ ১।৫৩। তিষ্ঠতেঃ কিরচ্‌প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ॥ (১ম—৫৪সূ—৮ঋ)।

অষ্টম (৬৪৭) ঋকের বিশদার্থ।

—:*:—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সোমপাঃ' 'দদুষঃ' এবং 'স্থবিরং বৃষ্ণ্যং' পদ-বিষয়ে ভাষ্যের ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের মতান্তর ঘটিয়াছে। 'সোমপঃ' এবং 'সোমপাঃ' পদ বেদে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত হই। তাহার প্রায় সর্ব্বত্রেই ঐ দুই পদে সোমপায়ী দেবতা বা দেবতাগণ অর্থ দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখানে দেখিতেছি, 'সোমপাঃ' পদে 'যজমানাঃ' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা সে অর্থের সার্থকতা দেখিলাম না। আমরা ঐ পদে 'দেবগণ' বা 'দেবভাবসমূহ' অর্থ পরিগ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বুঝিলাম। 'দদুষঃ' পদে ভাষ্যে 'হবির্দ্দত্ত-বন্তঃ' অর্থ পরিগৃহীত। আমরাও সেই অর্থেরই অনুসরণে 'উপাসনা-পরায়ণ জনগণ' অর্থ গ্রহণ করিলাম। 'স্থবিরং' পদে 'স্থূলং প্রবৃদ্ধং' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা 'অচলং চিরস্থায়িনং' অর্থ গ্রহণ করিলাম। 'বৃষ্ণ্যং' পদে 'বৃষত্বং পুংস্ত্বং' অর্থ পরিগৃহীত। কিন্তু যেখানেই 'বৃষ'-ধাতু-নিষ্পন্ন পদ দেখিয়াছি, সেখানেই অভীস্ট-বর্ষণের ও কামনা-পূরণের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানেও সেই ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিলে, মন্ত্রার্থের

'নেমে'। সর্ব্বনাম-হেতু 'জসঃ শীভাবে গুণঃ' (পা০ ৭।১।১৭)—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে গুণ। 'ত্বত্বসমসিমনেমেত্যনুচ্চানি' (ফি০ ৪।১০) ইত্যাদি ফিট-সূত্রানুসারে সর্ব্বানুদাত্তত্বপ্রাপ্ত হইলেও ব্যত্যয়ে আদ্যুদাত্তত্ব হইয়াছে। দদুষঃ। দা ধাতুর উত্তর লিটে কসু প্রত্যয়। জস্ বিভক্তির ব্যত্যয়ে শস্ আদেশ। পরে সম্প্রসারণ। 'সম্প্রসারণশ্রয়ঞ্চ বলীয়' ইত্যাদি নিয়মে ইট্ আগম-প্রযুক্ত পূর্ব্বেরও সম্প্রসারণ। 'শাসিবসিঘসীনাং চ' বিধি-ক্রমে ষত্ব এবং পরে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। মহি। মহ্ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক ইন্ প্রত্যয়। স্থবিরং। 'অজিরশিশিরেত্যাদিনা' (উ০ ১।৫৩) নিয়মে স্থা ধাতুর উত্তর কিরচ্ প্রত্যয় এবং নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। (১ম—৫৪সূ—৮ঋ)॥

সঙ্গতি দেখি। সেই দৃষ্টি অনুসারে আমরা ঐ পদে ভগবানের অভীষ্ট-পূরণরূপ কর্ম্মফলকে অথবা স্বর্গকে বা মোক্ষকে লক্ষ্য করিয়াছি।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে। উহার প্রথম অংশ—"ক্ষত্রং অসমং মনীষা অসমা" পদ-চতুষ্টয়—ভগবানের মহিমা খ্যাপন করিতেছে। তিনি যে সকল বলের এবং সকল বুদ্ধির আধার-স্থান, সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যের এবং সৎকর্ম্ম-সাধনোপযোগী বুদ্ধির তিনি যে আশ্রয়স্থল, ঐ পদ-চতুষ্টয়ে তাহাই বিবৃত রহিয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের—"নেমে সোমপাঃ অপসা প্র সন্তু" পদ-কয়েকটীতে, আমাদিগের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণরূপ অন্যভাব প্রকাশ পাইয়াছে। "নেমে" পদে, আমরা মনে করি, ভগবানের অঙ্গীভূত সর্ব্বপ্রকার দেবভাবকে লক্ষ্য করিতেছে। ঐ পদকে আমরাও সর্ব্বনাম-পদ বলিয়া (ভাষ্যানুমত) গ্রহণ করিলাম। কিন্তু ঐ পদে যজমানগণকে না বুঝাইয়া দেবগণকে বুঝাইতেছে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। এতদনু-সারে ঐ অংশে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব আসিতেছে—'আমাদিগের কর্ম্মের সহিত প্রকৃষ্টরূপে দেবভাবসমূহ মিলিত অথবা প্রবৃদ্ধ হউক।' এই অংশের যে সকল বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—"এই সোমপায়ি যজমানসকল কর্ম্ম দ্বারা অধিক প্রবৃদ্ধ হউন।" ভাব-পক্ষে আমাদিগের অর্থ এবং এই অর্থ অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে বটে; কিন্তু যজমান সোমপায়ী কি প্রকারে হইবেন? দেবতাই সোম-পান করেন। যজমানও আবার তাহা পান করিবেন! এ যে কিরূপ সিদ্ধান্ত, তাহা বুঝিতে পারি না। যাঁহাদের মনে সোমরসকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া ধারণা আছে এবং ইন্দ্রাদি দেবগণকে যাঁহারা মনুষ্য-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত মদ্যপ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগের চিত্তে এই দুই ভাবের সঙ্গতি আসিতে পারে। তাঁহারা হয় তো মনে করিতে পারেন,—'উৎকৃষ্ট মাদক-দ্রব্য দেবতাকেও দান করিতেছে এবং যজমানও পান করিতেছে'—এখানে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এ অতি নীচ কল্পনা। সোমে এবং মাদক-দ্রব্যে কোনই সম্বন্ধ নাই। সোম বলিতে যে শুদ্ধসত্ত্বভাবকে (ভক্তি প্রভৃতিকে) বুঝায়, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। সে দৃষ্টিতে সোম-শব্দের অর্থ গ্রহণ

করিলে, 'সোমপাঃ' পদ অর্চ্চনাকারীকেও বুঝাইতে পারে বটে। তাহাতে শুদ্ধসত্ত্বভাবাবেশে আবিষ্ট সাধককে 'সোমপাঃ' অভিধায়ে অভিহিত করিতে পারি। সে অন্বয়ে অর্থ হয়,—'সোমপাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবাবিষ্টা জনাঃ) 'অপসা' (কর্ম্মণা) 'প্র' (প্রবুদ্ধাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু); অর্থাৎ, শুদ্ধসত্ত্বভাবাবিষ্ট জনগণ আপনাদিগের কর্ম্মের দ্বারা প্রবুদ্ধ হউন। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি তাঁহাদিগের অধিগত হউক। মদ্যপ মদ্যপানের দ্বারা কখনও শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিতে পারে না। সৎকর্ম্মের দ্বারাই সাধুগণ শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়া থাকেন। যে দিক দিয়া যেমন ভাবেই অর্থ পরিগ্রহণ করি না কেন, এই অর্থই সমীচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশ—মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ—"যে" হইতে "বৃষ্ণ্যঞ্চ" পর্য্যন্ত অংশ—কি ভাব প্রকাশ করিতেছে, বুঝিয়া দেখুন। ভগবানের উপাসনা-পরায়ণ জনগণ বিবিধ বস্তু লাভ করেন। তদ্বিষয়ই এখানে প্রখ্যাত রহিয়াছে। প্রথম—"মহি ক্ষত্রং।" উহার ভাব এই যে,—তাঁহারা মহতী শক্তি (সৎকর্ম্ম-সাধনে) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর কি প্রাপ্ত হন? "স্থবিরং বৃষ্ণ্যং।" ঐ পদের আমাদিগের অর্থ এই যে,—চিরস্থায়ী স্বর্গ বা মোক্ষ। কিন্তু ভাষ্যাদির ব্যাখ্যায় এই দুই পদের অর্থ পাওয়া যায়—স্থূল বৃষত্ব অথবা প্রবৃদ্ধ পুংস্ত্ব। তাহা যে কি সামগ্রী, তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। যাঁহারা বাহুবল ও পুংস্ত্ব পাইবার জন্য ভগবানের আরাধনা করেন এবং ঐ দুই বস্তুকেই পৃথিবীর সার বস্তু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেইরূপ অর্থেই সন্তুষ্ট হউন। কিন্তু যাঁহারা সাধনা-ক্ষেত্রে অগ্রসর, যাঁহারা 'দদুষঃ', তাঁহারা কি সেই শক্তি ও সেই পুংস্ত্ব চাহেন? কখনই নহে। তাঁহারা চাহেন,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন। আমরা যেন সেই সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ পরাগতি লাভ করিতে সমর্থ হই।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের এই অংশ এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রের প্রথমাংশ—ভগবন্মহিমাখ্যাপক; দ্বিতীয় অংশ—আত্মোদ্বোধনমূলক; তৃতীয় অংশ—মুক্তি-কামনা-পরিজ্ঞাপক। (১ম—৫৪সূ—৮ঋ)॥

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্)।

তুভ্যেদেতে বহুলা অদ্রিদুগ্ধাশ্চমূষদশ্চমসা

ইন্দ্রপানাঃ।

ব্যশ্নুহি তর্পয়া কামমেষামথা মনো

বসুদেয়ায় কৃষ ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তুভ্য। ইৎ। এতে। বহুলাঃ। অদ্রিঽদুগ্ধাঃ। চমূঽসদঃ। চমসাঃ।

ইন্দ্রঽপানাঃ।

বি। অশ্নুহি। তর্পয়। কামং। এষাং। অথ।

মনঃ। বসুঽদেয়ায়ঃ। কৃষ্ব ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'বহুলা' (বহুপ্রকারেণ বহুপরিমাণেন বা প্রভূতাঃ) 'চমসাঃ' (সোমাঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) 'তুভ্য' (তুভ্যং, ত্বদর্থং) 'ইৎ' (এব, ইহঅপতি সন্তীতি শেষঃ); কিন্তু 'অদ্রিদুগ্ধাঃ' (পাষণবৎ নীরসহৃদয়াৎ বিনিঃসৃতাঃ) 'চমূষদঃ' (চমসবৎ অতিক্ষুদ্রে অস্মাকং হৃদয়ে স্থিতাঃ) 'এতে' (অতিহেয়াঃ সত্ত্বভাবাঃ) 'ইন্দ্রপানাঃ' (ইন্দ্রস্য পানেন সুখকরাঃ, ইন্দ্রদেবস্য সম্বন্ধত্বাৎ শ্রেষ্ঠসেবনযোগ্যাঃ, ভগবৎসম্বন্ধপ্রাপ্তাঃ সন্তঃ সুখসেব্যাঃ, তবানুগ্রহেণ তব

সুসেবনীয়া ইতি ভাবঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ; ‘অধ’ (অনন্তরং) ত্বং তান্ সত্ত্বভাবান্ ‘আ’ (সর্ব্বতোভাবেন) ‘ব্যশ্নুহি’ (ভক্ষয়, গৃহাণ ইতি ভাবঃ); ‘এষাং’ (এতেষাং প্রার্থনাকারিণাং, অস্মদীয়ানাং ইতি ভাবঃ) ‘কামং’ (অভিলাষং) ‘তর্পয়’ (পূরয়); অপিচ, ‘বসুদেয়ায়’ (অস্মভ্যমভিমতফলপ্রদানায়) ‘মনঃ’ (তদীয়ং অন্তরং) ‘কৃষ’ (কুরুষ্ব, অস্মাকং প্রতি দাতুকামো ভব ইতি ভাবঃ)॥ প্রার্থনায়া ভাবঃ—‘হে ভগবন্! ত্বং হি বিশ্বানাং সকলসত্ত্বভাবানাং অধীশ্বরঃ; তদংশং কিঞ্চিদপি অস্মাকং হৃদি নিবেশ্য অস্মান্ পরিত্রায়স্ব; গঙ্গোদকেন গঙ্গাং পূজয়িত্বা বয়ং কৃতার্থা মন্যামহে।’ (১ম—৫৪সূ—৯ঋ)॥

* *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! বহুপ্রকারের এবং প্রভূত-পরিমাণ সত্ত্বভাব-সমূহ আপনার জন্যই ইহজগতে বিদ্যমান্ রহিয়াছে; কিন্তু পাষাণবৎ নীরস হৃদয় হইতে বিনিঃসৃত, চমসের ন্যায় অতি-ক্ষুদ্র আমাদিগের হৃদয়ে স্থিত, অতি-তুচ্ছ সত্ত্বভাবসমূহ, ভগবৎসম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া, আপনার শ্রেষ্ঠ সেবনযোগ্য হউক; অর্থাৎ, আপনার অনুগ্রহের দ্বারাই আপনার সুসেব্য হউক। অনন্তর, আপনি সেই সত্ত্বভাবসমূহকে গ্রহণ করুন; এই প্রার্থনাকারিগণের অভিলাষ পূর্ণ করুন; এবং আমাদিগকে অভিমত ফলপ্রদানার্থ আপনার অন্তরকে আমাদিগের প্রতি দানশীল করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—‘হে ভগবন্! আপনিই বিশ্বের সকল সত্ত্বভাবের অধীশ্বর; আমাদিগের হৃদয়ে তাহারই একটু অংশ প্রদান করিয়া, আমাদিগকে উদ্ধার করুন; গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিয়া আমরা কৃতার্থ হই।’)॥ (১ম—৫৪সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র তুভ্যেৎ তুভ্যমেব চমসাঃ। চম্যন্তে ভক্ষন্ত ইতি চমসাঃ সোমাঃ। এতে সোমাস্ত্বদর্থং সম্পাদিতাঃ। কীদৃশা ইত্যাহ। বহুলাঃ। প্রভূতাঃ। অদ্রিদুগ্ধাঃ। অদ্রিভির্গ্রাবভিরভিষুতাঃ। চমূষদঃ। চমূষু চমসেষবস্থিতাঃ। ইন্দ্রপানাঃ। ইন্দ্রস্য পানেন সুখকরাঃ। অতস্ত্বং তান্ব্যশ্নুহি। ব্যাপ্নুহি। ব্যাপ্য চৈষাং ত্বদীয়ানামিন্দ্রিয়াণাং কাম-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! এই চমস-সমুদায় আপনারই। যাহা ভক্ষিত হয়, তাহাই চমস বা সোম। এই সোমসমূহ আপনারই জন্য সম্পাদিত হইয়াছে। কীদৃশ সোম? তদ্বিষয় কথিত হইতেছে; যথা,—‘বহুলাঃ’ অর্থাৎ প্রভূত; ‘অদ্রিদুগ্ধাঃ’ অর্থাৎ গ্রাব বা প্রস্তর দ্বারা অভিষুত; ‘চমূষদঃ’ অর্থাৎ ‘চমস’ নামক পাত্রে অবস্থিত; এবং ‘ইন্দ্রপানাঃ’ অর্থাৎ ইন্দ্রের পান দ্বারা সুখকর (অর্থাৎ ইন্দ্রের সুখসেব্য)। অতএব, আপনি তৎসমুদায় ব্যাপ্ত

অভিলাষং তৈস্তর্পয়। পূরয়েতি যাবৎ। অথানন্তরং বসুদেয়ায়াস্মদভ্যমতিমতধনপ্রদানায় ত্বদীয়ং মনঃ কৃষ। কুরুষ॥

তুভ্য। ছান্দসো মলোপঃ। অদ্রিদুগ্ধাঃ। দুহেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। তৃতীয়াকর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। চমূষদঃ। চমু অদনে। চমন্ত্যানেনেতি চমূঃ। কৃষিচমিতনীত্যাদিনৌণাদিক উপ্রত্যয়ঃ। চমূষু সীদন্তীতি চমূষদঃ। সৎসূদ্বিষেতি ক্বিপ্। পূর্ব্বপদাদিতি ষত্বং। কৃদুত্তরপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। ইন্দ্রপানাঃ। কর্ম্মণি চ যেন সংস্পর্শাৎ। পা০ ৩।৩।১১৬। ইতি পিবতেঃ কর্ম্মণি ল্যুট্। অস্মু হি। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। বসুদেয়ায়। ডুদাঞ্ দানে। অচো যদিতি ভাবে যৎ। ঈদ্যতীতীকারাদেশঃ। গুণঃ। যতোহনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতি-স্বরত্বং। কৃষ। ডুকৃঞ্ করণে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্॥ (১ম—৫৪সূ—৯ঋ)॥

নবম (৬৪৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের যে অর্থ আমাদিগের ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইল, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ ও বিপরীত ভাব ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। মন্ত্রার্থ অধ্যাহারে, মন্ত্রের অন্তর্গত পদ-কয়েকটীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপলক্ষে, এইরূপ বিভিন্ন বিপরীত মত ব্যক্ত হইতেছে।

করুন (অর্থাৎ গ্রহণ করুন)। ব্যাপ্ত করিয়া আপনি আপনার ইন্দ্রিয়সমূহের অভিলাষ পূরণ (অথবা তাহাদের তৃপ্তিসাধন) করুন। অনন্তর আমাদিগের অভিমত ধন প্রদানের জন্য আপনার মনকে নিযুক্ত করুন।

তুভ্য। ছান্দস-হেতু ম-লোপ। অদ্রিদুগ্ধাঃ। দুহ্ ধাতুর উত্তর কর্ম্মণি-বাচ্যে নিষ্ঠা-প্রত্যয়। কর্ম্মণি-বাচ্যে তৃতীয়া বিভক্তি-হেতু 'তৃতীয়া কর্ম্মণি' ইত্যাদি নিয়মে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। চমূষদঃ। অদন অর্থাৎ ভক্ষণার্থক চমু হইতে নিষ্পন্ন। এতদ্দ্বারা ভক্ষিত হয়—এই অর্থে চমূঃ পদ সিদ্ধ হয়। 'কৃষিচমিতনি' ইত্যাদি নিয়মে ঔণাদিক উ-প্রত্যয়। চমূতে অবস্থিতি করে—এই বাক্যে চমূষদঃ। 'সৎসূদ্বিষ' ইত্যাদি নিয়মে ক্বিপ্। 'পূর্ব্বপদাৎ' ইত্যাদি নিয়মে ষত্ব। কৃৎ-হেতু উত্তরপদে প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে। ইন্দ্রপানাঃ। 'কর্ম্মণি চ যেন সংস্পর্শাৎ' (পা০ ৩।৩।১৬) ইত্যাদি নিয়মে পা ধাতুর উত্তর কর্ম্মণি-বাচ্যে ল্যুট্। অস্মু হি। ব্যত্যয়ে পরস্মৈপদ। বসুদেয়ায়। ডুদাঞ্ (দা) ধাতু দানার্থবোধক। তদুত্তর 'অচো যৎ' ইত্যাদি নিয়মে ভাবে যৎ। 'ঈদ্যতি' ইত্যাদি নিয়মে ইকারাদেশ। পরে গুণ এবং 'যতোহনাব' ইত্যাদি সূত্রানুসারে আদ্যুদাত্তত্ব। কৃৎ-হেতু উত্তর-পদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। কৃষ। করণার্থক ডুকৃঞ্ (কৃ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে বিকরণের লোপ হইয়াছে। (১ম—৫৪সূ—৯ঋ)॥

আমরা প্রথমে মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর অর্থের বিষয় আলোচনা করিতেছি। প্রথম—'চমসাঃ' পদ। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে ঐ পদে যথাক্রমে 'সোমঃ' (সোমরসসমূহ) অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। সেই যে সোম-নামক লতার রস-রূপ মাদক-দ্রব্যের কল্পনা মস্তকের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে, তাহারই অনুসরণে এইরূপ অর্থাদি নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে। সেই ধারণা-ক্রমেই 'অদ্রিদুগ্ধাঃ' পদের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে—পাষাণ-খণ্ডের দ্বারা ঘর্ষণে রস প্রাপ্ত হওয়া। দুই খণ্ড পাষাণের পেষণে সোমলতা হইতে মাদক-রস বাহির করা হইত। এতদ্দ্বারা তাহারই সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে। তার পর, তৃতীয় পদ 'চমূষদঃ' আসিয়া মিলিত হওয়ায়, সোনায় সোহাগা সংযোগ ঘটিয়াছে। পাষাণে পিষিয়া সোমলতার রস চমসে রক্ষা করা পর্য্যন্ত ভাব, ঐ তিনটী পদে ('চমসাঃ অদ্রিদুগ্ধাঃ চমূষদঃ'—পদত্রয়ে) দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সংশয়-মূলক চতুর্থ পদ—'ইন্দ্রপানাঃ।' ইন্দ্রদেব সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য পান করিতে বড়ই হর্ষপ্রাপ্ত হন—এই একটা ভাব মনোমধ্যে বদ্ধমূল থাকায়, 'ইন্দ্রদেবের পানের দ্বারা সুখকর' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। এদিকে কিন্তু ভাষ্যের সম্বোধন পদও 'ইন্দ্র' আছে। তাহাতে ইন্দ্রের পানের দ্বারা সুখকর পানীয় ইন্দ্রদেব পান করুন—এইরূপ একটা ভাব মন্ত্রার্থে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে 'এষাং' পদ আছে। তাহা হইতে 'চমসানাং' প্রতি-বাক্য গৃহীত হওয়ায়, চমস-পাত্রের কামনা-পূরণের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনি পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাপ্ত বা পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত সোমরস পান করুন। তদ্দ্বারা চমসদিগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক, আর পরিশেষে আমাদিগকে ধনদান করিবার জন্য আপনার মতি আসুক।' প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে ঐরূপ ভাবার্থ বুঝিয়া দেখুন।

> "হে ইন্দ্র, আপনার নিমিত্তই প্রস্তর দ্বারা অভিষুত, চমসপাত্রস্থিত, সুখপানীয় এই প্রচুর সোম প্রস্তুত হইয়াছে; আপনি সেই সোমফল প্রাপ্ত হউন এবং তদ্দ্বারা এই সকল চমসপাত্রের কামনা পূর্ণ করুন। তাহার পর আমাদিগকে ধন দান করিবার নিমিত্ত আপনার মতি হউক।"

এই তো অর্থ। এই তো ভাব। এখন, আমরা যে অর্থ যে ভাব

গ্রহণ করিয়াছি, তাহার সঙ্গতি-পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর একটু বিশ্লেষণ করিতেছি। 'চমসাঃ' পদে যে ধারা-অনুসারে 'সোমাঃ' প্রভৃতি বাক্য ভাষ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে, সেই ধারার অনুবর্তনেই আমরা 'শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'চমু' ধাতুর অর্থ ভক্ষণ। দেবতা যাহা ভক্ষণ করেন, তাহাই 'চমসঃ'। তাহাই যদি হইল, তবে সে 'চমসাঃ' কে কি সামগ্রী—একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন! যাঁহার দেবতা মাদক-দ্রব্য পানে আনন্দিত হন, তিনি ঐ 'চমসাঃ' পদে মাদক-দ্রব্য অর্থ গ্রহণ করেন, করুন! কিন্তু, দেবতার আহারের বা পরিগ্রহণের প্রকৃষ্ট সামগ্রী কি? সেই ভাবটী মনে আসিলেই 'চমসাঃ' পদের তাৎপর্য্য অনুভবে আসিতে পারে। তার পর—'অদ্রিদুগ্ধাঃ।' আমরা মনে করি, 'অদ্রি' (পাষাণ) অর্থাৎ পাষাণবৎ নীরস হৃদয় হইতে যাহা দোহন করা যায়, তাহাকেই 'অদ্রিদুগ্ধাঃ' বলিতে পারি। অথবা, পাষাণবৎ বিশুষ্ক হৃদয়ের দ্বারা আমরা যদি স্নেহ-সত্ত্বভাব উৎপন্ন করিতে পারি, 'অদ্রিদুগ্ধাঃ' পদে তাহাই ব্যক্ত করে। তৃতীয় পদ—'চমূষদঃ'। ঐ পদে চমস-রূপ অতি-ক্ষুদ্র হৃদয়কে লক্ষ্য করিতেছে। একে ক্ষুদ্র-হৃদয়, ক্ষুদ্র-চিন্তায় কলুষ-কল্পনায় পরিপূর্ণ, তাহার উপর তাহাতে একটু স্নেহসত্ত্বভাব নাই। সেই হৃদয় হইতে যে কিঞ্চিৎ সত্ত্বভাব গ্রহণ করিতে পারি, 'অদ্রিদুগ্ধাঃ চমূষদঃ' পদদ্বয়ে তাহাই বুঝাইতেছে। আর একটী কঠিন সমস্যামূলক পদ—'ইন্দ্রপানাঃ।' ইন্দ্রদেবের পানের দ্বারা যাহা সুখকর হয়—ভাষ্য-কথিত এই ভাবের দ্বারাই, আমরা অর্থ পাইতে পারি—দেবতার অনুগ্রহে ভগবানের কৃপায় যাহা ভগবানের প্রীতির সামগ্রী মধ্যে পরিকল্পিত হয়। 'ইন্দ্রপানাঃ' পদে সেই সামগ্রীর বিষয়ই প্রকাশ করিতেছে। তাহা হইলে, 'অদ্রিদুগ্ধাঃ চমূষদঃ ইন্দ্রপানাঃ'—এই তিনটী পদে এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে যে,—আমার অতি-কঠোর অতি-বিশুষ্ক অতি-ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে অতি-সামান্য একটু সত্ত্বভাব সঞ্চয় করিতে পারি, ভগবান্ কৃপা করিয়া সেটুকু গ্রহণ করুন।

এখন, একবার আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে মন্ত্রার্থের সঙ্গতি লক্ষ্য করুন। ব্যাখ্যা-উপলক্ষে মন্ত্রটীকে আমরা পাঁচটী অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশ—'বহুলাঃ চমসাঃ ভূত্যা ইৎ' পদ-

কয়েকটী—ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সকল সত্ত্বভাব (সকল সৎকর্ম্ম) তাঁহারই আয়ত্তাধীন। যত প্রকারেরই হউক, পরিমাণে যতই অধিক হউক, সংসারের সকল সত্ত্বভাবই ভগবানের জন্য বিদ্যমান্ রহিয়াছে। যেখানেই সৎ, সেখানেই তিনি। যাহা কিছু সৎ, সকলই তাঁহার অন্তর্ভুক্ত। অথচ, আমরা মনে করি, আমরা ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা ভগবানের পূজা করিতেছি; আমরা মনে করি, আমরা আমাদিগের আহরিত পূজোপকরণ দ্বারা ভগবানের পূজায় ব্রতী রহিয়াছি। কিন্তু সে আমাদিগের বিভ্রম মাত্র। আমাদিগের কি সাধ্য অথবা আমাদিগের কি সম্পৎ আছে যে, আমরা তাঁহার পূজায় সমর্থ হই? ইহসংসারে পাপের সংসর্গে আসিয়া, আমরা পাপময় পাষাণমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। পাষাণকে যতই পেষণ কর-না কেন, তাহা হইতে কখনই স্নেহধারা নির্গত হয় না। তবে হয় বটে—যখন সেই পাষাণের প্রতি ভগবানের করুণা-বারি বর্ষিত হয়! ঐ যে পাষাণ ভেদ করিয়া, গিরি-শির বিদীর্ণ করিয়া, কুলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনী সাগরানুগামিনী হইয়াছে—সে তো পাষাণের মাহাত্ম্য নহে! পাষাণে যতই আঘাত কর-না কেন, পাষাণ হইতে কখনই বারি বহির্গত হয় না। যিনি বারিধীশ, তিনিই সময়ে সময়ে বারি-রূপে পাষাণের মধ্য দিয়া বিনিঃসৃত হইয়া থাকেন। পাষাণ কখনও গলে না; পাষাণ কখনও চলে না; পাষাণ কখনও দ্রবীভূত হয় না। তবে যে পাষাণের মস্তক হইতে জলধারা বিনির্গত হয়, সে সেই বারিধীশের বিগলন-মাত্র। তিনি আপনিই বিগলিত হইয়া পাষাণকে অভিষিক্ত করেন; তাই পাষাণে বারি বিনির্গত হয়। পাপ-সংসর্গে পাষাণবৎ বিশুষ্ক কঠোর অন্তর আমাদিগের;—সেই পাষাণভেদকারী পাষাণস্নিগ্ধকারী ভগবান্ যদি কৃপাপরায়ণ হন, তবেই এ জীবন স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হয়,—তবেই এ জীবনে ভগবদারাধনার সামর্থ্য উপজিত হইয়া থাকে। করুণাময় করুণা না করিলে, হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয় না, ভগবানের পূজায় সামর্থ্য বা অধিকারও আসে না। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অদ্রিদুগ্ধাঃ' হইতে 'ইন্দ্রপানাঃ' পর্য্যন্ত অংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় অংশ লক্ষ্য করুন) প্রোক্ত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনার অনুকম্পায় এ পাষাণ-হৃদয় যেন সত্ত্বভাব সঞ্চয়ে সমর্থ হয়।'

মন্ত্রের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম অংশে ত্রিবিধ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সমূহকে (আপনিই দান করিয়া) আপনিই গ্রহণ করুন।' তার পর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'এই প্রার্থনাকারী আমাদিগের কামনা পূরণ করুন।' উপসংহারে জানান হইয়াছে,—'আমাদিগকে আমাদিগের অভিমত ফল প্রদানের জন্য আপনার অন্তর আমাদিগের প্রতি দানশীল হউক।'

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, এই মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—'যাঁহার সামগ্রী, তিনিই আমাদিগকে তাহা প্রদান করুন; তাঁহার প্রদত্ত সেই সামগ্রীর দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতে আমাদিগের সামর্থ্য আসুক; তিনিই আবার সেই পূজার সেই উপাচার-সমূহ গ্রহণ করুন; আপনার সামগ্রী আপনিই গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আমাদিগের অভিমত ফল (স্বর্গ-মোক্ষাদি) প্রদান করুন।' এই জন্যই মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার উপসংহারে উপমার ভাষায় আমরা বলিয়াছি,—'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিয়া আমরা যেন কৃতার্থ হই।' এই মন্ত্রের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য। (১ম—৫৪সূ—৯ঋ) ॥

—— • ——

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

অপামতিষ্ঠদ্ধরুণহ্বরং তমোঽন্তর্ব্বৃত্রস্য

জঠরেষু পর্ব্বতঃ।

অভীমিন্দ্রো নদ্যো বব্রিণা হিতা বিশ্বা

অনুষ্ঠাঃ প্রবণেষু জিঘ্নতে ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অপাং। অতিষ্ঠৎ। ধরুণহ্বরং। তমঃ। অন্তঃ। বৃত্রস্য।

জঠরেষু। পর্ব্বতঃ।

অভি। ঈং। ইন্দ্রঃ। নদ্যঃ। বব্রিণা। হিতাঃ। বিশ্বাঃ।

অনুষ্ঠাঃ। প্রবণেষু। জিঘ্নতে॥ ১০॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপাং' (সত্ত্বভাবানাং) 'ধরুণহ্বরং' (ধারানিরোধকং, প্রতিবন্ধকং) 'তমঃ' (অজ্ঞানান্ধকারং, পাপং) 'আসীৎ' (অতিষ্ঠৎ, হৃদি স্বতঃ সঞ্জায়ত ইতি ভাবঃ) ; 'বৃত্রস্য' (অজ্ঞানতারূপস্য শত্রোঃ) 'জঠরেষু অন্তঃ' (উদরমধ্যে, অভ্যন্তরে) 'পর্ব্বতঃ' (পর্ব্বতবৎ কঠোরঃ প্রতিবন্ধকঃ) সত্ত্বপ্রবাহাণাং বাধারূপেণ বিদ্যত ইতি শেষঃ ; তেন 'বব্রিণা' (আবরকেণ, বাধয়া) 'হিতাঃ' (পিহিতাঃ, বাধাপ্রাপ্তাঃ সত্যঃ) 'নদ্যঃ' (শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রবাহিণ্যঃ) অবরুদ্ধাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ ; কিন্তু 'অনুষ্ঠাঃ' (অনুষ্ঠানেন প্রাপ্তাঃ, নরাণাং সৎকর্ম্মণা অধিগতাঃ বিনিঃসৃতাঃ বা) যাঃ 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'ঈং' (ইমাঃ, সত্ত্বপ্রবাহিণ্যঃ, সত্ত্বভাবা ইতি যাবৎ) ক্ষরন্তি, 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) তাঃ সর্ব্বাঃ 'প্রবণেষু' (নিম্নপ্রদেশেষু, অতিসঙ্কীর্ণেষু নরহৃদয়েষু) 'অভি জিঘ্নতে' (অভিগময়তি, প্রবাহয়তি)। অয়ং ভাবঃ—'সত্ত্বভাবানাং সঞ্চয়ায় যাদৃশী এব গুরুতরা বাধা বিদ্যতে, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন সহ ভগবৎকৃপাধিকারী ভূত্বা নরঃ তাং সর্ব্বাং বাধাং অতিক্রমিতুং সমর্থো ভবতি।' (১ম—৫৪সূ—৮ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বভাবসমূহের ধারানিরোধক (প্রতিবন্ধকতাকারী) অজ্ঞানান্ধকার হৃদয়ে স্বতঃ সঞ্জাত হয় ; অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর অভ্যন্তরে পর্ব্বতবৎ কঠোর যে প্রতিবন্ধক সত্ত্বপ্রবাহের বাধা-রূপে বিদ্যমান্ রহিয়াছে, সেই বাধার দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া, শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহিণীসকল অবরুদ্ধ হইয়া থাকে ; মনুষ্যগণের সৎকর্ম্মের দ্বারা অধিগত (বিনিঃসৃত) যে সত্ত্বভাবপ্রবাহিণীসমূহ ক্ষরিত হয়,' ভগবান্ ইন্দ্রদেব, তাহাদিগের সকলকে অভি-

সঙ্কীর্ণ নর-হৃদয়েও প্রবাহিত করিয়া দেন। (ভাব এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে যতই গুরুতর বাধা উপস্থিত হউক না কেন, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া, মনুষ্য সে সকল বাধাই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।') ॥ (১ম—৫৪সূ—১০ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপাং বৃষ্ট্যুদকানাং ধরুণহ্বরং। ধরুণশব্দো ধারাবচনঃ। ধারানিরোধকং তমো- ঽন্ধকারমতিষ্ঠৎ। অয়মেবার্থঃ স্পষ্টীক্রিয়তে। বৃত্রস্য লোকত্রয়াবরীতুরসুরস্য জঠরেষূদর- প্রদেশেষন্তর্মধ্যে পর্ব্বতঃ পর্ব্ববান্মেঘোঽভূৎ। অতস্তমোরূপেণ বৃত্রেণ মেঘস্যাবৃতত্বাদ্- বৃষ্ট্যুদকমপ্যাবৃতমিত্যুচ্যতে। ঈমিমাঃ পূর্ব্বোক্তা নদ্যো নদীরপঃ। নদনান্নদ্য ইতি ব্যুৎপত্ত্যা নদীশব্দেনাপ উচ্যন্তে। বব্রিণাবরকেণ বৃত্রেণ হিতাঃ পিহিতা বিশ্বা ব্যাপনীরনুষ্ঠা অনুক্রমেণ তিষ্ঠন্তীঃ এবম্বিধা অপ ইন্দ্রঃ প্রবণেষু নিম্নেষু ভূপ্রদেশেষভিজিঘ্নতে। অভিগময়তি ॥

বব্রিণা। বৃঞ্ বরণ ইত্যস্মাদাদৃগমহনজন ইতি কিপ্রত্যয়ঃ। লিড্বদ্ভাবাদ্দ্বির্ভাবাদি। যণাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। অনুষ্ঠাঃ। আতশ্চোপসর্গ ইতি তিষ্ঠতেঃ কপ্রত্যয়ঃ। উপসর্গাৎ- সুনোতীতি ষত্বং। জিঘ্নতে। হন্তের্গত্যর্থাদ্ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যেত্বং ॥ (১ম—৫৪সূ—১০ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বৃষ্টির জল-সমূহের 'ধরুণহ্বরং' (ধরুণশব্দ ধারাবাচী) অর্থাৎ ধারানিরোধক 'তমঃ' অর্থাৎ অন্ধকার অবস্থিত ছিল। ইহার অর্থ স্পষ্টীকৃত হইতেছে। লোকত্রয়াবরণকারী বৃত্রাসুরের উদরের মধ্যে 'পর্ব্বতঃ' অর্থাৎ মেঘ ছিল। এই হেতু তমোরূপে বৃত্র মেঘের আবরক বলিয়া তৎকর্তৃক বৃষ্টির জলকে আবরণ করার বিষয় উক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত নদী অর্থাৎ অপ্ ('নদনান্নদ্য' এই ব্যুৎপত্তি-ক্রমে নদী শব্দে অপ্ বুঝায়) আবরক বৃত্রের দ্বারা পিহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত হওয়ায়, সমুদায় বিশ্বব্যাপী জল অনুক্রমে অবস্থিত ছিল। সেইরূপ জলকে ইন্দ্র নিম্নে ভূপ্রদেশে নিপাতিত করিয়াছিলেন।

বব্রিণা। বরণার্থক বৃঞ্ ধাতুর উত্তর 'ঋগমহনজনঃ' ইত্যাদি নিয়মে কি-প্রত্যয়। লিড্বদ্ভাব-হেতু দ্বির্ভাবাদি যণাদেশ এবং প্রত্যয়-স্বর হইয়াছে। অনুষ্ঠাঃ। 'আতশ্চোপ- সর্গঃ' ইত্যাদি নিয়মে স্থা ধাতুর উত্তর ক-প্রত্যয়। 'উপসর্গাৎ সুনোতি' প্রভৃতি নিয়মে ষত্ব। জিঘ্নতে। হন্ ধাতুর গত্যর্থ-বশতঃ ব্যত্যয়ে আত্মনেপদ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' প্রভৃতি নিয়মে শপ্ স্থানে শ্লু এবং 'অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ বহুলং ছন্দসি' প্রভৃতি নিয়মে অভ্যাসের এত্ব হইয়াছে। (১ম—৫৪সূ—১০ঋ) ॥

দশম (৬৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকের জটিলতা ছিন্ন করিবার পক্ষে ব্যাখ্যাকারগণ বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যা প্রভৃতিতে এই ঋকের অন্তর্গত পদসমূহের অর্থ উপলক্ষে বিশেষ গবেষণা দেখিতে পাই। তবে সে সকল ব্যাখ্যায় প্রধানতঃ মেঘের ও বৃষ্টির বিষয়ই বিবৃত দেখি। সেখানে 'পর্ব্বতঃ' পদেও মেঘ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, আবার 'বৃত্র' পদেও মেঘ অর্থ আসিয়াছে। বৃত্রের উদরে অর্থাৎ মেঘের অভ্যন্তরে জল ছিল। বৃত্র, সেই জলকে আবৃত করিয়া রাখে,—নদীসমূহকে প্রবাহিত হইতে দেয় না। ইন্দ্র ক্রমে ক্রমে সেই বৃত্রকে বিদারণ করিয়া মেঘ হইতে বৃষ্টিকে নিপাতিত করেন। ফলে, নিম্নভূমিতে নদী-প্রবাহ প্রবাহিত হয়।

এই মন্ত্রের কোনও ব্যাখ্যাতেই বৃত্র আর অসুর নহে; তাহার উদর আর অসুরের উদর নহে। প্রচলিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যাখ্যার সহিত এখানকার ব্যাখ্যার কোনই সাদৃশ্য দেখিতে পাই না। বৃত্রের মাতা বৃত্রের উপরে যে শুইয়া পড়িয়াছিল, ইন্দ্রের বজ্র যাহাতে আর বৃত্রের অঙ্গে নিক্ষিপ্ত না হয়—বৃত্রের মাতা তাহাতে যে বাধা দিয়াছিল, সে সকল উপাখ্যান এখানে রূপক মধ্যে গণ্য হইয়া গেল। এত যে বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের বর্ণনা, স্বর্গের অধিকার লইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে এত যে বিতণ্ডার কল্পনা, এখানে সকলই ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। অথচ, এ ব্যাখ্যায়ও পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। সুতরাং মন্ত্রার্থ-নিষ্কাষণে আমাদিগকে বড়ই সঙ্কট-সমস্যায় পড়িতে হয়।

মন্ত্রটীকে আমরা চারি-ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। (ভাষ্যের অনুরূপ) বিভক্তি-ব্যত্যয় প্রায়ই স্বীকার করি নাই। পদ-কয়েকটীর অর্থও পূর্ব্বাপর যেরূপ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, সেইরূপই পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতে মন্ত্রের কি ভাব কি অর্থ দাঁড়াইতেছে, বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। স্বভাবতঃই অজ্ঞানতা আসিয়া হৃদয়ের সত্ত্বভাবসমূহকে আচ্ছন্ন করে। সংসারের ইহাই সাধারণ ধর্ম্ম। অজ্ঞানতা আপনা-আপনি আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে; আত্মোৎকর্ষ সাধন দ্বারা সে অজ্ঞানতাকে

দূর করিতে হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে—'অপাং ধরুণহ্বরং তমঃ আসীৎ' এই কয়েকটী পদে, সেই সাধারণ অবস্থার বিষয় পরিব্যক্ত রহিয়াছে। অজ্ঞানতাই সত্ত্বভাবের প্রতিবন্ধক-রূপে হৃদয়ে অবস্থিতি করে—এই সরল তত্ত্বকথা মন্ত্রের ঐ অংশে বিবৃত দেখি। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে ঐ উক্তির দৃঢ়তা সাধিত হইয়াছে। 'বৃত্রস্য জঠরেষু অন্তঃ পর্ব্বতঃ'—এই অংশে বৃত্রের স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত দেখি। সেই অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর অভ্যন্তরে, সত্ত্বভাব-প্রবাহের বাধাকারক পর্ব্বত আছে। অর্থাৎ, জলপ্রবাহের গতি-পথে যদি পর্ব্বত থাকে, জলপ্রবাহ যেমন তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না; সেইরূপ, অজ্ঞানতার বাধা অতি ভয়ঙ্কর—সত্ত্বভাবের প্রবাহ সে বাধা অতিক্রম করিতে স্বতঃই পর্য্যুদস্ত হয়। এইরূপে বুঝা যাইতেছে, মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে বলা হইতেছে,—'মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উন্মেষের পক্ষে অজ্ঞানতা ভীষণ বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান্ রহিয়াছে।' মন্ত্রের তৃতীয় অংশে, সেই অজ্ঞানতা বা বাধা দ্বারা কি অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা আরও একটু বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের—সৎকর্ম্মসাধন পক্ষে—যে সকল প্রবাহিণী আছে, অজ্ঞানতার বাধা তাহাদিগের গতি অবরোধ করে। 'বব্রিণা হিতাঃ নদ্যঃ'—এই পদত্রয়ে উক্ত ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

উপসংহারে মন্ত্রের চতুর্থ অংশে সেই বাধা কেমন করিয়া দূর করিতে পারা যায়, তাহারই উপদেশ প্রখ্যাত রহিয়াছে দেখিতে পাই। সকল পথ অবরুদ্ধ। প্রবাহিণীর গতি-মুখে ভীষণ পর্ব্বত দণ্ডায়মান্। তোমার ক্ষীণস্রোতা নদীর সাধ্য কি যে, সে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিবে? কিন্তু মন্ত্র বলিতেছেন,—'তাহাও অসম্ভব নহে। তুমি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া দেখ দেখি। তদ্দ্বারা তোমার হৃদয় হইতে যে স্নেহ ক্ষরণ হইবে, সেই ধারা উপলক্ষ করিয়াই ভগবান্ তোমার অন্তরের মধ্যে কুলপ্লাবিনী প্রবাহিণীর সৃষ্টি করিয়া তুলিবেন। তখন আর কোনও বাধাই তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। বাধার পর্ব্বত তখন চূর্ণ হইয়া যাইবে। সত্ত্বভাবের নদীসকল পূর্ণবেগে প্রবাহিত হইয়া, পারিপার্শ্বিক প্রদেশসমূহকে তখন প্লাবিত করিবে।'

কূল-কিনারা নাই। সম্মুখে অসীম অনন্ত বিস্তৃত পারাবার। স্মরণেই

হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। পারের আশা হৃদয়ে কচিৎ উদয় হয়। যদি কখনও অতিদূরের ক্ষীণ রশ্মিরেখা নয়ন-পথে আসিয়া প্রতিভাত হয়; অমনি অজ্ঞানতার কুহেলিকায় তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলে। নীরব নিস্তব্ধ দিঙ্মণ্ডল। কোথাও সাড়া-শব্দ নাই। যদি দূরের কোনও বাণী আসিয়া অস্ফুট ধ্বনিতে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়, অমনি সংসারের নানা কোলাহল আসিয়া তাহাকে প্রতিহত করে। দূরাগত সে অস্ফুট-ধ্বনি তখন আর কর্ণে স্থানই পায় না। মন্ত্র বলিতেছেন,—'সেই যে দূরের আলোক আসিয়া তোমার হৃদয়ে কখনও কখনও চমকাইয়া উঠে, সেই যে দূরের অস্ফুট-ধ্বনি আসিয়া কখনও কখনও তোমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়; তৎপ্রতি যদি একটু লক্ষ্য কর, যদি একটু উৎকর্ণ হও, পারের পথ আপনিই দেখিতে পাইবে,—পথের সন্ধান তাহারই মধ্যে প্রাপ্ত হইবে।' সে পথ কি? সে বাণীই বা কি সন্ধান দিতেছে? সেই পথ—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান। সেই বাণী—'তুমি সাধ্যমত একটু একটু করিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও; তদ্দ্বারাই তোমার অভীষ্ট লাভ হইবে। তোমার পুরোভাগে ঐ যে অনন্ত অসীম পারাবার রহিয়াছে, তোমার সেই ক্ষুদ্র সৎকর্ম্ম-তরণীই তোমায় সে পারাবার উত্তরণ করিবে। একটু একটু করিয়া অগ্রসর হও দেখি! ধীরে ধীরে সকল বাধাই অতিক্রম করিতে পারিবে।' (১ম—৫৪সূ—১০ঋ)॥

—•—

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশং-সূক্তং। একাদশী ঋক্)।

স শেবৃধমধি ধা দ্যুম্নমস্মে মহি ক্ষত্রং

জনাষালিন্দ্র তব্যং।

রক্ষা চ নো মঘোনঃ পাহি সূরীন্রায়ে চ নঃ

স্বপত্যা ইষে ধাঃ॥ ১১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। শেংবৃধং। অধি। ধাঃ। দ্যুম্নং। অস্মে ইতি। মহি। ক্ষত্রং।

জনাষাট্। ইন্দ্র। তব্যং।

রক্ষ। চ। নঃ। মঘোনঃ। পাহি। সূরীন্। রায়ে। চ। নঃ।

স্বপত্যৈ। ইষে। ধাঃ॥ ১১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'সঃ' (প্রখ্যাতো দাতা) ত্বং 'অস্মে' (অস্মাসু) 'জনাষাট্' (শত্রূণামভিভবিতুং) 'তব্যং' (প্রবৃদ্ধং, বিশিষ্টং) 'ক্ষত্রং' (বলং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং), তথা 'শেংবৃধং' (শান্তিকারকং) 'মহি' (মহৎ) 'দ্যুম্নং' (যশঃ, অন্নং) 'অধি ধাঃ' (অধি নিধেহি); তথা 'নঃ' (অস্মান্) 'মঘোনঃ' (ধনবতঃ কৃত্বা, পরমৈশ্বর্য্যং দত্ত্বা) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'রক্ষ' (পালয়); 'সূরীন্' (বিদুষঃ, জ্ঞানিনঃ) 'রায়ে' (পরমধন-প্রদানায় যথা তথা) 'স্বপত্যৈ' (সৎপুত্রপ্রদানেন, বংশপরম্পরাক্রমেণ) 'ইষে' (অভীষ্ট-বর্ষণায়) 'নঃ' (অস্মান্) 'ধাঃ' (ধেহি, প্রতিষ্ঠাপয়)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্! অস্মান্ রিপুদমনশীলং সৎকর্ম্মসাধকং সামর্থ্যং প্রযচ্ছ; যথা সাধূন্ পরিত্রায়সি, তথা পরমধনপ্রদানেন কৃপয়া অস্মান্ ত্রায়স্ব।' (১ম—৫৪সূ—১১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সেই প্রখ্যাত দাতা আপনি, আমাদিগকে শত্রু-দমনকারী বিশিষ্ট শক্তি এবং শান্তিকারক মহৎ যশঃ প্রদান করুন; আর, আমাদিগকে পরমৈশ্বর্য্য দান করিয়া, সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন; আপনি জ্ঞানিগণকে পরমধন প্রদান করিয়া পরিত্রাণ করেন; সেইরূপ, সৎপুত্র-দানে (অথবা—বংশপরম্পরাক্রমে সকলের) অভীষ্টপূরণে আমাদিগকেও প্রতিষ্ঠাপিত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে রিপুদমনশীল সৎকর্ম্মসাধক সামর্থ্য প্রদান করুন; সাধু-গণকে যেমন পরিত্রাণ করেন, সেইরূপ পরমধন-প্রদানে কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকেও পরিত্রাণ করুন।')॥ (১ম—৫৪সূ—১১ঋ)॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র স ত্বমস্মে অস্মাসু দ্যুম্নং যশোঽধিধাঃ। অধিনিধেহি। কীদৃশমিত্যাহ। শেবৃধং। সংশমনং। রোগাণাং শমনে সতি যদ্বর্দ্ধতে তাদৃশং। তথা মহি মহৎ জনাষাট্ শত্রুজনানামভিভবিতৃ তব্যং প্রবৃদ্ধং ক্ষত্রং বলং চাধিধা ইতি শেষঃ। হে ইন্দ্র নোঽস্মান্মঘোনো ধনবতঃ কৃত্বা রক্ষা। পালয়। সূরীন্ বিদুষোঽন্যানপি পাহি। পালয়। তথা রায়ে ধনায় চ স্বপত্যে শোভনপুত্রযুক্তায়েষেঽন্নায় চ নোঽস্মান্ধাঃ। ধেহি স্থাপয়॥

ধাঃ। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি প্রার্থনায়াং লুঙি গাতিস্থেতি সিচো লুক্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। অস্মে। সুপাং সুলুগিত্যস্মচ্ছব্দাৎসপ্তম্যাঃ শে আদেশঃ। জনাষাট্। জনান্ সহত ইতি জনাষাট্। ছন্দসি সহঃ। পা০ ৩৷২৷৬৩। ইতি ণ্বিঃ। অত উপধায়া ইতি বৃদ্ধিঃ। সহেঃ সাডঃ স ইতি ষত্বং। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্ব্বপদদীর্ঘঃ। তব্যং। তবতির্ব্বৃদ্ধ্যর্থঃ। সৌত্রো ধাতুঃ। অচো যদিতি যৎ। গুণে ধাতোস্তন্নিমিত্তস্যৈবেত্যবাদেশঃ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। রক্ষা। রক্ষ পালনে। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি দীর্ঘত্বং। মঘোনঃ। শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিত ইতি শসি সম্প্রসারণং। পাহি। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। হেরপিত্ত্বাত্তস্যৈব স্বরঃ শিষ্যতে। মঘোনঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! সেই আপনি আমাদিগকে যশ প্রদান করুন। কীদৃশ যশ, তদ্বিষয় কথিত হইতেছে;—'শেবৃধং' অর্থাৎ রোগসমূহের দমনে যাহা বৃদ্ধি করে তদ্রূপ, অর্থাৎ আমাদিগের অতি-বর্দ্ধনশীল; তথাবিধ মহৎ শত্রুগণের অভিভবকারী প্রভূত বল প্রদান করুন। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে ধনবান করিয়া পালন ও রক্ষা করুন। বিদ্বান্ অন্যান্য সকলকে পালন করুন; অপিচ, ধননিমিত্ত শোভনপুত্রযুক্ত এবং অন্ননিমিত্ত আমাদিগকে অন্নে স্থাপন করুন অর্থাৎ আমাদিগকে শোভন অপত্য, ধন ও অন্ন প্রদান করুন।

ধাঃ। প্রার্থনা অর্থে 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' ইত্যাদি নিয়মে লুঙ্ বিভক্তি এবং 'গাতিস্থ' নিয়মে সিচের লোপ। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যাদি নিয়মে অটের অভাব হইয়াছে। অস্মে। 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি নিয়মে সপ্তমী বিভক্তিতে শে আদেশ। জনাষাট্। 'জনান্ সহতে' ইত্যাদি বাক্যে জনাষাট্ পদ হইযাছে। 'ছন্দসি সহঃ' (পা০ ৩৷২৷৬৩) ইত্যাদি সূত্রানুসারে ণ্বিঃ। 'অত উপধায়া' ইত্যাদি নিয়মে বৃদ্ধি। 'সহেঃ সাডঃ সঃ' ইত্যাদি নিয়মে ষত্ব। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি বিধিক্রমে পূর্ব্বপদ দীর্ঘ। তব্যং। তবতি (তব্) বৃদ্ধ্যর্থক। সৌত্রো ধাতু। 'অচো যৎ' ইত্যাদি নিয়মে যৎ প্রত্যয়। 'গুণে ধাতোস্তন্নিমিত্তস্যৈব' ইত্যাদি নিয়মে অবাদেশ। 'যতোঽনাব' সূত্রানুসারে আদ্যুদাত্ত। রক্ষা। পালনার্থক রক্ষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। শপের পিত্ত্ব হওয়ায় অনুদাত্ত হইলেও ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘ। মঘোনঃ। 'শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতঃ' ইত্যাদি বিধি-অনুসারে শসের সম্প্রসারণ। পাহি। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ হইয়াছে। 'হেঃ' পিত্ত্ব-হেতু তাহার স্বরই অবশিষ্ট। মঘোনঃ। এই পদের ব্যাখ্যান্তরগত-হেতু নিঘাতের

অথোন ইত্যত্র বাক্যান্তরগতত্বান্নিঘাতাভাবঃ। স্বপত্যে। শোভনান্যপত্যানি যস্যাঃ সা তথোক্তা। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। অন্যাদিষু ছন্দসি বাবচনমিতি যাড়াগমঃ। পা০ ৭।৩।১১৩। যাড়াগমাভাবে বৃদ্ধিরেচি। পা০ ৬।১।৮৮। ইতি বৃদ্ধিঃ ॥ ১১ ॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থেহষ্টাদশো বর্গঃ ॥ ১।৪।১৮ ॥

• • •

একাদশ (৬৫০) ঋকের বিশদার্থ।

———: • :———

সূক্তের উপসংহার এই মন্ত্রে সকল প্রার্থনার এক সার-প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ইহসংসারে ইহজীবনে যাহা প্রয়োজন, তাহাও এই প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ; আবার এ জীবনের পরপারে ভবিষ্যতে যাহা প্রয়োজন হইবে—তাহারও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের একটী প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমায় শত্রু-দমনে সামর্থ্য দেও।' এই প্রার্থনায় অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু দ্বিবিধ শত্রু দমনেরই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। মন্ত্রের দ্বিতীয় প্রার্থনা—'আমায় শান্তিকারক যশঃ দেও। অর্থাৎ,—যে যশে শান্তি আসে, সেই যশঃ আমি চাই।' এই প্রার্থনা হইতেই বুঝিতে পারি, প্রার্থী যে শত্রুনাশের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়াছেন, সে শত্রু—কেমন শত্রু! সংসারে মানুষের সহিত মানুষের যুদ্ধে মানুষকে হত্যা করিয়া মানুষ জয়যুক্ত হয়। সেও এক শত্রুদমন বটে! আবার মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা একে অপরের সম্পত্তি অধিকার করে। সেও এক শত্রু-দমন-জনিত জয় বটে! দস্যুগণ পরস্বাপহরণে আপনাকে জয়যুক্ত বলিয়া মনে করে। সেও একপ্রকার জয় বটে! ঐ সকল কার্য্যে সীমাবদ্ধ একটা যশও আছে। কিন্তু এখানে প্রার্থনার ভাবে বুঝা যাইতেছে, প্রার্থনাকারী সেরূপ শত্রুজয় বা সেরূপ যশ চাহিতেছেন না। তিনি চাহিতেছেন,—'যে যশে শান্তি আসে, যে যশে শ্রেয়ঃ আছে, যে যশে উদ্বেগ নাই, যে যশে পরিশেষে আত্মগ্লানির অবসাদ আসে না।'

অভাব হইয়াছে। স্বপত্যে। শোভন অপত্য-সমূহ যাহার আছে, সেই। 'নঞ্সুভ্যাং' নিয়মে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত। 'অন্যাদিষু ছন্দসি বা বচনং' ইত্যাদি নিয়মে 'যাড়াগমঃ' (৭।৩।১১৩) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে আটের আগম না হওয়ায়, 'বৃদ্ধিরেচি' (পা০ ৬।১।৮৮) এই পাণিনীয় বিধানে বৃদ্ধি হইয়াছে। (১ম—৫৪সূ—১১ঋ) ॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।৪।১৮ ॥

সুতরাং কি প্রকার শত্রুজয়ের জন্য কি প্রকার শক্তি তিনি চাহিতেছেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমাদিগের মনে হয়, এখানে শত্রু বলিতে হৃদিস্থিত কামাদি শত্রুগণের প্রতিই প্রধানতঃ তাঁহার লক্ষ্য রহিয়াছে; 'তব্যং ক্ষত্রং' পদদ্বয়ে শম-দম-ক্ষমা-তিতিক্ষা প্রভৃতি-রূপ শক্তির প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। মনের যাহাতে শান্তি হয়, সে যশঃ ঐ সকল শক্তির দ্বারাই অধিগত হইয়া থাকে। অস্ত্র-ব্যবহারে জনক্ষয়ে কাটা-কাটি-মারামারিতে শান্তিময় যশঃ কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রথমাংশের ('ইন্দ্র স জনাষাট্ তব্যং ক্ষত্রং শেবৃধং মহি দ্যুম্নং অধি ধাঃ'—অংশের) ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে ('মঘোনঃ নঃ রক্ষা'—অংশে) পরমধনদানে অর্থাৎ যে ধনে কোনরূপ অশান্তি নাই—তদ্রূপ ধন-দানে, রক্ষা করার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সে ধন কি? সদ্বৃত্তি এবং সৎকার্য্যসম্পাদনে স্পৃহা ও ক্ষমতা প্রভৃতিই সেই ধনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারি। সত্তাই মানুষকে রক্ষা করে। সৎ-ই অবিনশ্বর রক্ষক। এপক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমায় সৎ করুন; সৎ অবিনশ্বর; আমিও যেন অবিনশ্বর হইতে পারি।'

মন্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ ('সূরীন্ রায়ে পাহি' এবং 'স্বপত্যৈ ইষে নঃ ধাঃ'—অংশদ্বয়), আমরা মনে করি, একই সূত্রে সংগ্রথিত। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ, ঐ দুই অংশে দ্বিবিধ বিষয় প্রকটিত আছে; প্রথমাংশে বলা হইয়াছে,—'আপনি বিদ্বানগণকে রক্ষা করুন, আর শেষাংশে বলা হইয়াছে—'আমাদিগকে সুপুত্র ও ধনদান করুন।' আমরা কিন্তু এখানে একটু অন্যভাব গ্রহণ করি। বিদ্বান বা জ্ঞানী জনকে রক্ষা করার জন্য সাধারণ প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা করিবার কি প্রয়োজন আছে? তাঁহারা তো আপনাপন কর্ম্মপ্রভাবেই রক্ষা পাইবেন; সুতরাং হঠাৎ ঐরূপ প্রার্থনার কারণও কিছুই দেখা যায় না। এ ক্ষেত্রে আমাদিগের মত এই যে, প্রার্থী যেন বলিতেছেন,—'হে ভগবন্! জ্ঞানিগণকে যেরূপ ধনাদি-দানে আপনি রক্ষা করিয়া থাকেন, এই অজ্ঞান-অন্ধ আমাদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, সেইরূপ-ভাবে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' এ পক্ষে, 'পাহি' পদে 'পরিত্রায়স্ব'

প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলেই সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। [illegible] সৎপুত্রের কামনা মানুষ করিয়া থাকে। অন্নবস্ত্রের ক্লেশ না পাই—এ কামনাও মানুষ করিয়া থাকে। 'স্বপত্যৈ' ও 'ইষে' পদদ্বয়ে সে ভাবও প্রকাশ পায়। আবার ঐ দুই পদে নিজের এবং নিজের বংশ-পরম্পরার বা আত্মীয় স্বজনের শ্রেয়ঃকামনাও প্রকাশ পায়। 'ইষ' পদে অভীষ্ট-পূরণের ভাব আসে। কেবল আমার বলিয়া নহে—আত্মীয়স্বজন সকলের—পারিপার্শ্বিক সকলের অভীষ্টপূরণ করুন; এইরূপ প্রার্থনার ভাবও মন্ত্রার্থে এখানে গ্রহণ করিতে পারি। প্রীতিপ্রেমের বিশ্বজনীন ভাব—সংসারের সকলের হিতাকাঙ্ক্ষা—সাধকের হৃদয়ে যে জাগরূক;—এ প্রার্থনায় তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। (১ম—৫৪সূ—১১ঋ)॥

পঞ্চপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা।)

দিবশ্চিদস্যেত্যষ্টর্চ্চং পঞ্চমং সূক্তং সব্যস্যার্ষমৈন্দ্রং জাগতং। তথা চানুক্রান্তং। দিবশ্চিদষ্টৌ জাগতং হীতি। হীত্যাত্তধানান্তু হ্যাদপবিভাষয়োস্তবে দ্বে চ সূক্তে জাগতে॥ অতিরাত্রে প্রথমে পর্য্যায়ে মৈত্রাবরুণশস্ত্র ইদং সূক্তং। সূত্রিতং চ। দিবশ্চিদস্যেতি পর্য্যাসঃ স নো নব্যেভিরিতি চ। আ০ ৬।৪। ইতি॥ বিষুবতি নিষ্কেবল্যেঽপ্যেতৎ সূক্তং। সূত্রিতং চ। শংসেদেবোত্তরাণি ষট্ দিবশ্চিদস্য। আ০ ৮।৬। ইতি॥ সমূলহস্য দশরাত্রস্য দ্বিতীয়ে ছন্দোমেঽপি নিষ্কেবল্য এতৎ সূত্রিতং। ত্বং মহাং ইন্দ্র যো হ দিবশ্চিদস্য ত্বং মহাং ইন্দ্র তুভ্যমিতি নিষ্কেবল্যং। আ০ ৮।৭। ইতি॥

পঞ্চপঞ্চাশৎ সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

(নবম অনুবাকের) এই পঞ্চম সূক্তে দিবশ্চিৎ প্রভৃতি আটটী ঋক্ আছে। ইহার ঋষি সব্য। দেবতা ইন্দ্র এবং ছন্দ জগতী। সেইরূপ অনুক্রান্ত হইয়াছে; যথা,—'দিবশ্চিদষ্টৌ জাগতং' ইত্যাদি অর্থাৎ দিবশ্চিৎ প্রভৃতি আটটী ঋক্ জগতীছন্দবিশিষ্ট। 'হি' ইত্যাদি অভিধান-প্রযুক্ত 'তুহি' ইত্যাদি পবিভাষার উভয়ে দুইটি সূক্ত জগতী ছন্দোবিশিষ্ট। অতিরাত্র-যাগে প্রথম পর্য্যায়ে মৈত্রাবরুণ-শস্ত্রে এই সূক্তের বিনিয়োগ আছে। তদ্বিষয়ে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—'দিবশ্চিদস্যেতি পর্য্যাসঃ স নো নব্যেভিরিতি চ।' (আ০ ৬।৪) ইতি। বিষুবৎ-যাগে নিষ্কেবল্য-শস্ত্রেও এই সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। তদ্বিষয়ে সূত্র আছে; যথা,—শংসেদেবোত্তরাণি ষট্ দিবশ্চিদস্য' (আ০ ৮।৬) ইত্যাদি। সমূলহ নামক দশরাত্রি-যাগের দ্বিতীয় ছন্দোমে নিষ্কেবল্য শস্ত্রে এতদ্বিষয় সূত্রিত হয়। যথা,—'ত্বং মহাং ইন্দ্র যো হ দিবশ্চিদস্য ত্বং মহাং ইন্দ্র তুভ্যমিতি নিষ্কেবল্যং। (আ০ ৮।৭) ইত্যাদি।